গল্পসমগ্র

২

নবনীতা দেবসেন

৮বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

GALPASAMAGRA (Vol. 2)

প্রকাশক
শ্রীবিশ্বনাথ মৈত্র
৮ বি, কলেজ রো,
কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রকাশকাল—ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫

মুদ্রণে
নিউ মহাত্মা প্রেস
৬৫/৭ কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০০৭৩

সূচি

নাট্যারম্ভ

বসন্‌মামা ও অন্যান্য গল্প

সীতা থেকে শুরু

পর্ব এক : পৌরাণিকী

পর্ব দুই : মাতৃয়ার্কি

পর্ব তিন : আধুনিকী

নাট্যারম্ভ

মধ্যরাতের ভয়ঙ্কর

মা বললেন, "খুকু, এ জিনিস চলতে পাবে না। তুমি কিনা তোমাব মেয়েকে খুন কববার সব ব্যবস্থা কবে দিলে। কেন. চাব চাকা চালালে কী দোষ ছিল?"

মেয়েকে তো লাইসেন্স কবিয়ে দিয়েছি সেই কবেই। সে কিছুতেই চাবচাকা ছোঁবে না, তো আমি কী কবতে পাবি? আব মোপেড কি তাকে আমি কিনে দিয়েছি? একুশ হয়েছে, অ্যাকাউন্ট থেকে নিজেই টাকাটা তুলে কিনে ফেলেছে, বলেছে চাকবি কবে শোধ কবে দেবে, একদিন না একদিন। আবে, আমাবই কি ইচ্ছে মেয়ে খুন কবি? মাব ধাবণা আমি যেমন মাব সব কথা শুনে চলি, আমাব মেয়েও বুঝি তাব মায়েব কথায় তেমনি ওঠে-বসে। আবে জমানা বদল গয়া—এখন আমিই যে দুজনেব কথাতেই উঠি-বসি। একবাব আমাব মায়েব কথায়, আবেকবাব আমাব মেয়েব কথায়, তা মা বুঝেও বুঝতে চান না। আসলে আমাব বড় মেয়েটি প্রবল ব্যক্তিত্বশালিনী। তাকে বকুনি দিতে আমাব প্রবলা গর্ভধাবিণীও সাহস পান না, তাই ঝিকে বকে নাতনিকে শিক্ষা দেবাব চেষ্টা। ওদিকে ব্যক্তিত্ব ব্যাপাবটিতে আমাব বেশ কিছুটা ঘাটতি আছে। কাক-চিলেও ঠুকবে যায় সুযোগ পেলে, মা জননী, কন্যাকুমারী এদেব তো কথাই নেই।

"কী বলে এই ডেঞ্জাবাস রিস্ক তুমি নিলে? বাস্তাঘাটে গাড়িব ছড়াছড়ি। লাইসেন্স সব নামেমাত্র. ঘুষ খাইয়ে বেব কবা। কেউই আব জানে না গাড়ি চালানোব প্রকৃত আইনকানুন। যাব যেমন খুশি চালাচ্ছে—তাবই মধ্যে এই কচি মেয়েটাকে তুমি একা ছেড়ে দিলে—গাড়িঘোড়াব এই অরণ্যেব মধ্যে। অবণ্যেও তবু আইনকানুন আছে. বন্যপশুও কিছু কিছু নিয়ম মানে—কলকাতাব গাড়িঘোড়া কোনো নিয়মই মানে না। —সাইকেল যে কিছুতেই কিনে দিইনি তোমাকে ছেলেবেলায, সে শুধু এইজন্যে আব তুমিই কি না আমাব অমতে—" মাব বকুনি চলতেই থাকে। আমি বীতিমতো গাঢ় অভিমান বোধ কবি। এ কী অন্যায বলো দিকি, আমি যা করিনি, যে ঘটনাব দায় কোনোমতেই আমার নয—তাব জন্যেও আমাকেই মা বকবেন। উল্টোদিকে মন ধাইতে শুরু। অতএব:

—"এমন কি আর ডেঞ্জাবাস, মা? কত ছেলেমেয়েই তো মোপেড চালাচ্ছে। স্কুটার, সাইকেল, মোপেড এসব কি লোকে চালাচ্ছে না? আমি তো ভাবছি, পেট্রলেব

যা দাম বাড়ছে দিনকে দিন, এবার থেকে ওব মোপেডটা করেই কলেজে যাবো। মাত্র একজন লোকেব জন্য গাড়িটা চালানো বেশি বেশি এক্সপেনসিভ হয়ে যাচ্ছে।"

মার মুখে অভাবনীয এক স্বর্গীয আহ্লাদের বিচ্ছুবণ ঘটে—"তুমি? তুমি চালাবে মোপেড? নাঃ, তুমি চালালে ভালোই চালাবে—রাস্তাঘাটে গাড়ি চালানো তোমার অভ্যেস আছে—সেই ভালো। মেযেকে বরং গাড়িটা দাও, তুমিই মোপেড নাও। মেযেটা ছেলেমানুষ, গাড়ি বড়সড জিনিস, চাব দেযালে ঘেবা থাকবে, সাবধান থাকবে। মোপেড বড্ডই খোলামেলা, কোনো আগল-বাঁধন নেই, ধাক্কা একবাব লাগল তো গেল।"

অর্থাৎ আমি গেলে মাব আপত্তি নেই তত, নাতনি না গেলেই হলো। গাড়ি বেশ বন্ধ দুর্গেব মতো. আব মোপেড যেন অশ্বারোহী। অরক্ষিত।

"মা? মা চালাবেন মোপেড?"

"হ্যাঁ। আব তুমি চালাবে মা'ব গাড়িটা।" দিম্মার সান্ত্বনা মোটেই পছন্দ হলো না মেয়েব। "না. আমাব গাড়ি চালাতে ভালো লাগে না দিম্মা। গাড়ি আমাব চাই না। তবে মা যদি চান মাঝে মাঝে আমার মোপেডটা ওঁকে ধার দিতে আমাব আপত্তি নেই, প্রোভাইডেড উনি ওটা নিযে কলেজে না যান।"

"কেন? কলেজে যাবে না কেন? কলেজেই তো যাবে। পেট্রল খরচা কমানোব জন্যে।"

"আচ্ছা দিম্মা—কী যে বলো না তুমি?" নাতনি হেসেই আকুল। "এখান থেকে যাদবপুর কতটা পেট্রল লাগে? আব এখান থেকে সেই সেন্ট্রাল এভিনিউ কতটা? আমাকে যে গাড়ি নিতে বলছিলে, তাব পেট্রল খবচটা কি ভেবেছিলে?"

—দিম্মা তাতেও অপ্রতিহত। "তুমি তাহলে মিনিবাসে যাবে। আর মা মোপেডে। আব যখন সবাই মিলে বেরুবে, তখন গাড়িও বেরুবে।"

—"বাবে, বাঃ! আমি বলে এত কষ্ট কবে মোপেড কিনলুম, হেলমেট কিনলুম, শাড়ি-গার্ড লাগালুম, সব মিনিবাসে কবে যাবো বলে। না! মোটেই না।" এবারে আমাকে প্রবেশ কবতেই হয।

—"আবে বাবা, আমি আগে চালাতে শিখি! আমি তো মোপেড কখনও চড়িইনি, চালানো দূবের কথা। চালাতে যদি পারি তবে তা নিযে বেরুবো। কিন্তু কলেজে কেন যাওয়া বাবণ সেটা শুনি?"

"কেননা আমাব বন্ধুবা হাসবে।"

"হাসুক গে তোমাব বন্ধুবা, লোকে অমন কত হাসে! কোনো ভালো কাজই কবা যায না লোকে কী বলবে ভাবলে। মোপেড যদি চালাতে পারি, তবে সর্বত্র যাবো কিন্তু।"

"পারবে না কেন? না পারার কী আছে? খুব সোজা। অতি সহজ। গাড়ি

চালানোব মতন নয়। অতরকম হাতেপায়ে বিভিন্ন ধবনের কাজকর্ম একসঙ্গে কসবত কবতে হয় না সাবাক্ষণ, নাচ শেখাব মতন। স্টার্টিংটাই কায়দা লাগে কেবল, একবাব স্টার্ট কবলে. চলতেই থাকে। প্যাডলও কবতে হয় না। সাইকেলেব চেয়েও সোজা। তুমি একবাব দেখে নিলেই শিখে যাবে, মা। কিন্তু শিখে ফেলেই আমাব গাড়িটা মোনোপলাইজ কোব না বাপু। মাঝে মাঝে চড়তে চেয়ে নিও।"

এই চেয়ে নেবার ব্যাপাবটা আমাব মনেব মতো হলো না। কিন্তু আমি বললুম শুধু, "আগে তো শিখি।"

"চলো না, শিখবে? এখনই শিখিয়ে দিচ্ছি।" মেয়ে উদার সুবে আহ্বান জানায়। কিন্তু আমি কোথায় একপায়ে বাজি থাকব তা নয়. আমাব মুখ দিয়ে বেবিয়ে এল. "না, না। এখন থাক। এখন নয়। এখন ভব দুপুবেলা, চাদ্দিকে লোকজন। সবাই দেখবে। বাত্তিরবেলা বাস্তাঘাট ফাঁকা থাকবে, তখন সেফটিও বেশি। তখন শিখব। লোকে দেখলে কী ভাববে।"

"এই না বলছিলে. লোকেব কথা ভাবলে জীবনে কোনো বড় কাজই কবা যায় না?"

"এটা তো তেমন কিছু বড কাজ নয়, তুচ্ছ কাজ, এব জন্য লোকেব কথা ফেস কবাটা নট ওয়ার্থ ইট। বাত্তিরে হবে এখন।"

হায়। বাত্তিব তো হবেই। কখনও না কখনও। হলোও। মা বললেন—"খুকু, এই তো দিব্যি বাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে গেছে। যা এইবেলা মেয়েব কাছে চট কবে মোপেড চালানোটা শিখে নে ববং।" আমাবও পছন্দ হলো কথাটা। বয়েস হয়ে, মা দিনে ঘুমোন, বাতে জাগেন। মায়েব সঙ্গে সঙ্গে আমবাও অনেক বাত্তিব অবধি জেগে জেগে গুলতানি কবি। বাত তখন সাড়ে এগাবোটা বেজে গেছে। পথঘাট সত্যি ফাঁকা। বাড়িবাড়ি আলোও নিবে গেছে। প্রতিবেশীবা নিশ্চিন্ত নিদ্রায়। কারুকে বিব্রত কবাব ভয় নেই। নিচে নামলুম। সঙ্গে দুই কন্যা ও কানাই। ঝকঝকে কালো ঘোড়াব মতো নতুন তেজী মোপেড দুয়াবে দাঁড়িয়ে আছে। ছোটো মেয়ে সাইকেল দিব্যি চালায়, কিন্তু মোপেডে নিরুৎসাহ। ("ওবে ব্বাবা ও আমি পাবব না।") বড় মেয়ে বলল—"এই দ্যাখো হ্যানডেল। এই হচ্ছে অ্যাকসেলাবেটব, এই ব্রেক। দুটোই হাতে. পায়েব কিছুই নেই এতে। শুধু স্টার্টটা পায়ে কবে। ওদিকে ঘোবালে অ্যাকসেলাবেট কববে. এদিকে ঘোবালেই বন্ধ। এটা হচ্ছে ব্রেক। দেখে নাও। আব এই পায়েব কাছে এইভাবে এটাতে ঝাঁকি মেবে আব হাতে এইটে টিপে এই যে দেখে নাও, স্টার্ট কবতে হবে। এটা কিন্তু শক্ত। ভালো কবে দেখেছ?"

"গীয়াব-টিয়াব? কোনদিকে?"

"নেই। এটা গাড়ি নয়। এটা আসলে সাইকেলই। কেবল মোটবে চলে। প্যাডলও আছে, তেল ফুবোলে প্যাডল কবে চলে। তবে একটু ভাবী লাগে। এই যা। নাও এদিকে দ্যাখো—কী দেখছো অন্যমনস্ক হয়ে? এদিকে তাকাও।"

"ওদের বাড়িতে একটা আলো জ্বলছে।"

"জ্বলুক, ওটা তো রোজই জ্বলে। ওটা ওদের সিঁড়ির আলো। স্টার্ট দেবার পরে, স্ট্যাণ্ডটাকে এই যে, এই জিনিসটা, আগে নামিয়ে দেবে। এমনি করে। এবার গাড়িটা চলবার উপযুক্ত হলো। প্রথমেই স্টার্ট দেবে, এমনি করে, বুঝেছো? তারপর —আমি আগে চালিয়ে দেখিয়ে দিই ররং—তুমি দেখে শিখে নাও। দ্যাখো এইভাবে চড়ে বসবে—" মেয়ে তো ব্লু জিনস পরা, লাফিয়ে উঠে বসলো। আমি যতই উচ্চে তুলি না কেন শাড়িটা, কক্ষনো ওভাবে উঠে বসতে পারব না।

"স্টার্ট দেবার পরে গাড়ি স্ট্যাণ্ড থেকে নামিয়ে সিটে বসবে, একটু পরে উঠতে হয় এতে বুঝলে? গাড়ির মতো নয়, আগে উঠে বসে পরে স্টার্ট দেয় না—এমনি করে অ্যাকসেলারেট...". মেয়ের গলা আর শোনা গেল না। প্রবল ভট-ভট শব্দের মধ্যে দূরে মিলিয়ে গেল। দ্যাখ না দ্যাখ ঐ মোড়ের কাছে পৌঁছে গিয়ে বাঁই করে ঘুরে আসছে। ফিরে এসে স্পীড কমিয়ে—"এই দ্যাখো, মা, এইভাবে ব্রেক কষছি—" বলতে বলতে মেয়ে আস্তে করে থেমে গেল। অন্ধকারে অবশ্য কিছুই দেখা গেল না। কেমনভাবেই বা সে স্টার্ট করেছিল ঐ গাড়ি, কেমনভাবেই বা সে অ্যাকসেলারেট করল, আর কেমনভাবেই ব্রেক কষেছে। কিন্তু সেটা মুখ ফুটে স্বীকার করতে আমার বাধলো। ইতিমধ্যে আমাদের বাড়ির রকে রোজ শুয়ে থাকে একটা রিটায়ার্ড ঠিকে কাজের মেয়ে, রানী, সে মহা উৎসাহে উঠে এসেছে। আর উল্টোদিকের টিউবওয়েলে জল খাচ্ছিলেন এক বৃদ্ধ ভিখারি—হাতে বাটি, লাঠি, বগলে পুঁটলি। তিনিও এসে কানাইয়ের সঙ্গে বাতচিত শুরু করেছেন। দুর্গা বলে এগিয়ে যাই। প্রথমে আমি মেয়ের দেখাদেখি ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিতে চেষ্টা করি, কিছুতেই হয় না। মেয়েই স্টার্ট দিয়ে দিল। তারপর প্রায় হাঁটু অবধি শাড়ি উঠিয়ে "যা থাকে কপালে" বাঘের পিঠে জগদ্ধাত্রীর মতো তো অধিষ্ঠিত হলাম পাদপীঠে। পা রাস্তায়। ছোট মেয়েটা ভীতু। সরু গলায় "ওমা? মা? পড়ে যাবে না তো?" বলে উঠল। বড়টি সাহসিকা—'চুক্কর তো। পড়বেন কেন? মা তো সাইকেল চালাতেন কলেজে। সাইকেল প্রতিযোগিতার তিন-তিনটে মেডেল আছে না।"

"হ্যাঁ তা থাক, কিন্তু শান্তিনিকেতনেই সেবার তো সাইকেলে চড়তে গিয়ে ধাঁই করে মা পড়ে গিয়েছিলেন, মনে নেই?"

ছোট মেয়ের দ্বন্দ্ব ঘুচতে চায় না।

"সে অনভ্যাসের দরুন। সাঁতার আর সাইকেল কেউ ভোলে না। জানিস?"

"—জানি। কিন্তু মা যে আলাদা। মা তো সেবার মহালয়ায় সাঁতার কাটতে গিয়ে গঙ্গায় ডুবেও যাচ্ছিলেন; আমরা স্বচক্ষে দেখেছিলুম না? অথচ মার তো লাইফ সেভিং সার্টিফিকেট আছে দিম্মার আলমারিতে। আছে না?"

আমি আর পারি না। "য্যায্যাঃ—যত্তোসব বাজে কথা। হঠাৎ ডুববো কেন? শাড়িতে পা জড়িয়ে ধরেছিল তাই। আর সাইকেল যে আজকাল চড়তে পারি না সেটা তো কেমব্রিজে সেই অ্যাক্সিডেন্টের পরে, সাইকোলজিকাল ব্লক থেকে।"

"কী অ্যাকসিডেন্ট, মা?" দুজনেই ব্যাকুল।

"ঐ যে, টিউটরের কাছে যাচ্ছিলাম তো. অন্যমনস্ক হয়ে চালাচ্ছি, হঠাৎ একটা পার্কড ভিহিকলের সঙ্গে একটা থেমে থাকা লাল, দোতলা বাসের সঙ্গে, ধাক্কা লেগে রাস্তায় পড়ে গেলুম। আর ঠিক সেইখানেই পুলিশ ব্যাটা ডিউটি দিচ্ছিল।...সেই থেকে কেমন ভয় ধরে গেছে। চলে আসার সময়ে আমার লাল টুকটুকে সাইকেলটা বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ পার্থ দাশগুপ্তকে দিয়ে এসেছিলুম। সে তখন ট্রিনিটিতে আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট ছাত্র। দেখা হলে জিগ্যেস করিস।"

"খুব হয়েছে। এখন এটা চালাও দিকি।"

"এই তো? এমনি করে তো? বেশ, একটু ঠেলে দে আগে. নইলে এগুবো কী করে?"

—"ঠেলবো কি গো? নিজে নিজে যাবে। স্টার্ট তো দিয়েই দিয়েছি, এবার দু'পাশে পা রাখো, হ্যাঁ,...র্যাকটা তুলে নাও...হ্যাঁ...বাঃ. এবারে অ্যাকসেলারেট..."

বলতে না বলতেই গাড়ি তীব্রবেগে বেরিয়ে যায়। আমি সমেত। দু'পাশে দুই কন্যা প্রাণপণে ছুটছে, পিছনে পিছনে কানাই, তার পিছনে বাটি লাঠি পুঁটুলি বগলে বৃদ্ধ ভিখিরি, তিনিও খুবই জড়িয়ে পড়েছেন এই এক্সপেরিমেন্টে। আর রানী আমাদের বাড়ির সামনে রাস্তার ওপরে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে গলা চিরে চেঁচিয়ে চীয়ার-গার্লের কর্তব্য পালন করছে। চেঁচাচ্ছি অবশ্য আমরা সকলেই. কিন্তু ঠিক ঐকতানে নয়। যে যার স্বকীয়তা বজায় রেখে। একেই কি বলে হার্মনি?

বড় কন্যা—"ঠিক হচ্ছে মা, ঠিক হচ্ছে, চলতে থাকো"—

ছোট কন্যা—"ওরেব্বাবা মাগো পড়ে যেয়ো না যেন—দেখো বাবা। ওগো, মাগো. যেন পোড়ো না"—

কানাই—"অ দিদি। অ দিদি। অত জোরে ন-য—আস্তে করুন. আস্তে করুন—"

ভিখিরি বৃদ্ধ—"ওগো তোমরা সবাই থামো না একটু।—তোমরা একটু থামো দিকিনি —আমার বৌদিদি ঠিকই চলে যাবে এখন দুগ্গাঃ দুগ্গাঃ—অত কথা বললে কি আর মাথার ঠিক থাকে কাউর"—

রানী—"ও মাগো. কী হবে গো? এ কী কাণ্ড গো? বাড়ির গিন্নি যে মপেটও চালাচ্চে গো"—

মোপেড—"ভটর ভটর ভ্যাট ভ্যাট ভ্যাট ভ্যাট"—

আমি—(মনে মনে ইষ্টমন্ত্র, আর মুখে)

—"ওরে ওরে নামবো যে রে—ওরে নামবো—ওরে থামবো কী করে—ওরে এটা যে থামছে না রে"—

ছুটতে ছুটতে মোপেড-শিক্ষিকা দ্রুত ইন্সট্রাকশন দিতে থাকেন—

—"স্পীড কমিয়ে দাও, স্পীড কমিয়ে দাও, পা মাটিতে, পা মাটিতে ঠেকিয়ে দাও, মাটিতে পা ঠেকিয়ে—"

ছুটতে ছুটতে কাঁদো কাঁদো ছোট মেয়ে—"পা মাটিতে পা মাটিতে, অমা গো, পা মাটিতে মা—"

ছুটতে ছুটতে কানাই—

—"দিদি, দাঁইড়ে পড়ুন—পা মাটিতে নাবিয়ে ফেলুন, দাঁইড়ে পড়েন—নাবিয়ে দ্যান-পা-টা"

ছুটন্ত ভিকিবি—"বৌদিদি আপনিই লেবে পড়বে—তোমবা আব ওকে ঘাবড়ে দিওনি—বৌদিদি আপনিই লেবে যাবে খনি—তোমবা চেঁচানি থামালিই উনি লেবে পড়বে—"

উচ্চকিত বানী—"আব উদিগে যেযে কাজ নি গো দিদিমুনি—ঢেব হযেচে—উদিগপানে আব যেযোনি—উদিগে গরু—গুঁতিযে দিবে, উদিগে গরু"—

...আব 'যেযোনি'। হুঁ। যেযে তো পড়েইছি। এক্কেবাবে খাটালেব সামনে। ফুটপাতেব ওপবে গোল হযে বসে নিবীহ বিহাবী গযলাবা ঢোলক বাজিযে গলা ছেড়ে ভোজপুবী বামাহো গাইছিল:

—"বোযি বোযি পাতিযা—লিখলবা বজমোতিযা—আববে বোযি বোযি"—তাবা প্রাণের আনন্দে আব ঢোলেব শব্দে আমার প্রাণঘাতী ভ্যাট ভ্যাট শুনতে পাযনি। সহসা উদিত হযে তাদেব জলসা থেকে ইঞ্চিখানেক দূবে ঠাশ কবে গাড়িটাকে ফেলে দিযেই সার্কাসেব কাযদায সাড়ে তিন হাত লম্ফ দিযে ওদেব উল্টোদিকে নেবে পড়লুম। সেও চমৎকাব স্পেস সেন্সেব প্রমাণ দিযে, গোববগাদা থেকে আধ মিলিমিটাব তফাতে। গাড়ি পপাত, গযলাবা অনাহত, আমিও অনাহত। সবাই ঠিকঠাক। শাড়ি ঝাড়তে ঝাড়তে ভাবলুম—"অনেকটা সাইকেলেব মতোই"—ততক্ষণে হাঁপাতে হাঁপাতে আমাব বেজিমেণ্ট এসে পড়েছে। বীবগর্বে বলি—"বেশ সোজা। ঠিকই বলেছিলি, অনেকটা সাইকেলেব মতোই।"

বড় মেযে (সস্নেহে)—"দেখলে তো? এই তো বেশ চড়তে পেবে গেলে৺ গুড।"

বৃদ্ধ ভিকিবি—"কিন্তু বৌদিদি অতো ডাইনে-বাঁযে প্যাঁচ কষছিলেন ক্যানে? সিধে যেতে পাবেন নাকো? সিধে যাওযাই তো ভালো।"

কানাই, (সগর্বে)—"আব একটু প্র্যাকটিস কল্লিই সিধে যেতে পাববেন—ব্যালান্সটা এসে যাবে—প্রেথমবাবেই দিদি প্রাযই শিখেই ফেলেছেন"—

ছোট মেযে, (সভযে)—"থাক, আব শিখে কাজ নেই। এই পর্যন্তই থাক। মা আব একটু হলেই গযলাদেব চাপা দিযে দিচ্ছিলেন। নিজেও গোববগাদাতে পড়ে যাচ্ছিলেন, অল্প একটুব জন্যে, নেহাৎ বাই চান্স—"

বানী (দূব থেকে, অদৃশ্য দেবতাদেব নমস্কাব কবে)—

—"দুগ্গা—দুগ্গাঃ! অ বড়দিদি ছোড়দিদি, তোমাদেব মা জননীকে এবাব ডাকো —ভালোয ভালোয ঘবে ফিইবে নে এসো বাছাবা—আব মপেট চালিযে কাজ নি গো মায়েব—ঈ কী পেহাড়"—

বাইবে বাজ্যজযেব মতো মুখেব ভাব হলেও আমাব বুকেব ভিতব দুরু-দুরু। সেই যে দোলনচাঁপাব ক্ষুদে ছেলেটি বস্বেতে একটা সরু সাঁকো পাব হতে হতে বলেছিলো না,—"আই অ্যাম নট অ্যাট অল আফ্রেইড,—কিন্তু মনে মনে বিসোন ভয—" ঠিক সেই অবস্থা।

গযলাবা তো গানবাজনা বন্ধ কবে প্রাণভয়ে, "হায বাম!" বলে ঢোল ফেলে উঠে দাঁড়িযেছে। গরুগুলো নেহাত খোঁটায বাঁধা, কিন্তু তাবা বহুদ্রষ্টা প্রাণী, ঠিকই বুঝেছে একটা কিছু ভযংকব কাণ্ডকাবখানা সংঘটিত হতে চলেছে। একটা বেযাড়া বাছুব ভয পেযে গিযে অকস্মাৎ গলা ছেড়ে কেঁদেই উঠলো—"হাম্ব-উ-উ"...কী কুক্ষণে গরু বে বাবা।

নাঃ। এদিকটাতে সত্যিই আব প্র্যাকটিস কবা যাবে না দেখছি। ইতিমধ্যে আমাদেব দলে বাস্তা থেকে আবও একজন কর্তাব্যক্তি এ-পাড়াব প্রহবী সাবমেযটি, এসে যোগ দিযেছেন। তিনি সবলে সরু ল্যাজ নেড়ে নেড়ে উৎসাহ দিচ্ছেন, আমি আত্মস্থ পদক্ষেপে, স্থিতধী-স্টাইলে মোপেডটি হাঁটিযে হাঁটিয়ে নিযে আসছি, সঙ্গী সাবমেযও ধীবপদে সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে আসছেন, মহাপ্রস্থানেব স্মৃতি মনে না পড়ে উপায নেই।

সে যাই হোক. এদিকটায আব নয। এবাব ববং পূর্বদিকে, মাননীয জ্যোতিবাবুব বাড়িব ওদিকটায যাই। ওখানটায খাটাল নেই, গযলা নেই, গোবব নেই, গরু নেই, বাছুব নেই। শুধু ঘুমন্ত পুলিশ আছে কিছু। কেননা ওখানে জ্যোতিবাবুও নেই।

যেমনি ভাবনা তেমনি কাজ। আমাদেব বাড়িটা যেহেতু তিনমাথাব মোড়ে, তাই সম্ভাবনা বহুমুখী। পশ্চিমে আব নয. এবাব পুব-দক্ষিণে। ও মোড়ে পৌঁছেই, হু-উ-শ—সামনে টানা ফাঁকা বাস্তা...চালাও পানসি বেলঘবিযা। স্টীযাবিং হ্যানডেল এবাব ডাইনে-বাঁযে নয, নাকেব সিধে। এবাবেই পাবফেকশানে পৌঁছে যাবো। চমৎকাব বাস্তা। একদম ফাঁকা।

কিন্তু এ কী হলো হঠাৎ? বাপবে মবে গেলুম, মবে গেলুম! ছ্যাঁক কবে পাযেব মে একটা গবম আগুনেব ছ্যাকা কে যেন লাগিযে দিলে। ওমন আপনা আপনি হাত কেঁপে উঠে অ্যাকসেলাবেটব ঘুবিযে ফেলেছি ছ্যাঁকাব চোটে. সঙ্গে সঙ্গে স্বযংক্রিয বোবটেব স্টাইলে লাফিযে উঠে জ্যামুক্ত তীবেব মতো নাকেব সোজা ছুটলো আমাব সপ্ত-ঘোড়াব বাহন, একেবাবে পুষ্পকবথেব মতো—মাটিতে না আকাশপথে তাও ঠিক বুঝতে পারছি না—কানে এলো পবিত্রাহি চীৎকাব—সবাব ওপবে আমাবই গলা:

আমি—"আমি নামবোঁ. ওবে আমি নামবোঁ"...

ছুটন্ত বড় কন্যা—"ব্রেক, ব্রেক, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকসেলারেটরটা উল্টোদিকে ঘোবাও—ব্রেক, ব্রেক।"

ছুটন্ত ছোট কন্যা—"অ মা মাগো, নেমে পড়ো মা, ব্রেক দিযে দাও মা, ব্রেক —মা গো অ মা"—

ছুটন্ত কানাই—"ব্রেক ডান হাতে, অ দিদি, ব্রেকটা ডান হাতে, দিদি, ব্রেক ডান হাতে"—

ছুটন্ত ভিকিবি—"ওবে মুখপোড়া তুই থাম না বে, বৌদিদি ঠিকঠাক বেবেক মাববে, তোবা থামলিই বেরেক মাববে. তোদেবকে চেঁচাতে হবে নে ব্যাটাবা"—

বাড়িব সামনে দণ্ডাযমান বানী—"হায হায হায—হযে গেল! এইবাব ঠিক সব্বোনাশ হবে গো—হে মা দুগগা—হে মা দুগগতি নাশিনি—বক্ষে কবো মা—"

ছুটন্ত কুকুব—"ঘৌ ঘৌ ঘৌ ভৌ ভৌ ছৌ ছৌ ছোঃ ছোঃ"

উড়ন্ত আমি—"ওবে এযে থামর্চেনাবে—ওবে এযে থামর্চেই না—"

ছোট কন্যা—"হে ভগবান"—

ভগবান শুনতে পেলেন। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীব বাড়ি 'ইলাবাস' আব শিল্পী সুনীলমাধব সেনেব বাড়িব মাঝবরাবব ভগবান প্রচুব বালি ঢেলে বেখেছিলেন। যেন আমাবই প্রতীক্ষায। পাখির মতো উড়ে গিযে আমাব মোপেড সেই ঐশ্ববিক বালুকাবেলায সজোবে ঢুকে পড়লো। মোপেডসুদ্ধু আমি বালিব মধ্যে নিঃশব্দে পড়ে গেলুম। চমৎকাব চাঁদনি বাত। বালিতে শুযে শুযে মাথাব ওপব চেযে দেখলুম, চাঁদেব মুখখানা হাসি হাসি। নক্ষত্রেব শ'যে শ'যে চোখ টিপুনি। কী গো? কেমন হলো? লাগলো কেমন? বেশ ভাই!

ততক্ষণে পাড়াব সবগুলো বাবান্দাতেই আলো জ্বলছে। একটা অডিযেন্স তৈবি হযে গেছে। প্রতিবেশীবা সবাই বাইবে। শুধু পুলিশেবা ভিতবে। সার্কাস দেখাব উত্তেজনা বাতাসে খেলে বেড়াচ্ছে। প্রত্যেকেই উত্তপ্ত, প্রত্যেকেই বিজড়িত, প্রত্যেকেবই একটা পযেন্ট-অফ-ভিউ আছে। দীপঙ্কবটা থাকলে একটা ওপিনিযন পোল নিযে নিতো—ভাগ্যিস সে ব্যাটা অনুপস্থিত। পড়শীবা সকলে যাব যতোটুকুন সাধ্য উদ্দীপনা যোগাচ্ছেন—সেই যখন একটি ছেলে ওই কেযাতলাব মোড়ে সাত-দিন টানা সাইকেল চালাবে বলে ঘোষণা কবে তিনদিন একটানা সাইকেল চালিযেছিলো—ঠিক তেমনি টেনস আবহাওযা তৈবি হযেছে। উত্তেজনায উলটো সিগাবেট ধবিযে সামনেব বাড়িব দাদা বলছেন—"পিকো, তোব মাকে চাব চাকাতেই মানায ভালো"—নাইটিব ওপব হাউসকোট চড়িযে বৌদি বলছেন, "টুম্পা. মোপেডটা মাকে ধবতেই দিস না।" বালি ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়াই। চতুর্দিকে সহানুভূতি চাঁদেব আলোব মতো বযে যেতে থাকে।

"কী খুকুভাই? লেগেছে নাকি?"

—"একটু আধটু না পড়লে হয? জলে না নামিলে কেহ শেখে না সাঁতাব সাইকেল শেখে না কেহ না খেযে আছাড়"...

—"ঘাবডাস না বে খুকু, আব ক'টা দিন প্র্যাকটিস কবলেই তুই ঠিক তোব মেযেব মতন চালাতে পাববি—"

"ও কিছু না, লেগেছে ভাবলেই লাগবে—মনে কব পডিসনি।" কুকুবরূপী মহাত্মা বললেন—

"নাবদ নাবদ লাগলাগ দূব দূব ভাগ ভাগ ভৌ ওউ যাও যাও ঘবেব মেযে ঘবে আও।" লাঠি-বাটি-পুঁটুলি সামলে সমানেই কানাইযেব সঙ্গে পাল্লা দিযে দৌডেছেন বৃদ্ধ ভিকিবি। আমাব এই পাবলিক বথসঞ্চালনে তিনি যাবপবনাই বিমর্ষ। আমাব মোপেড প্রশিক্ষণেব যৌথ পবিশ্রম তো কম ক্লান্তিকব ছিল না। তিনি এখন কানাইকে ডেকে বলছেন—"ভাইটি একটু টিউকলটা পাম্প কবে দেবে? টুকুনি জল খাবো।" দিদিব কীর্তিতে সলজ্জ, নির্বাক কানাই, হাঁটু অবধি প্যান্ট গুটোনো। আমাব মেযেব মোপেড ঠেলে নিযে আসছে। দুই মেযে দুই পাশে ঘন হযে লেপ্টে এসে দুই কানে গুনগুন কবে বলছে "বেশি লাগেনি তো? মাগো? বেশি লাগেনি তো?" আমি প্রাণপণে চেষ্টা কবছি না খুঁডিযে সহজভাবে, এবং গ্রেসফুলি হেঁটে বাডিতে ঢুকে পডতে। কপিলদেব ক্যাচ লুফে আউট কবে দেবাব পবে ইমবান খান যেভাবে আস্তে হেঁটে সেদিন প্যাভিলিযনের দিকে আসছিলেন, (আহা আউট হযেও কী গ্রেস, কী পযেজ)—অনেকটা সেইভাবে একদিকে মাথা ঝুঁকিযে স্টাইলিশভাবে পা ফেলবাব চেষ্টা কবছি—পথেব দু'পাশে চেনা-অচেনা উৎসাহী দর্শককুলেব গার্ড অব অনাবেব মাঝখান দিযে। কিছু সদ্যোস্নাত বিকশোওযালাব পাশাপাশি গযলাবাও ও-মোড থেকে হেঁটে এ-মোডে চলে এসেছে, তামাশা দেখতে। এমনকী মহামান্য পুলিশবাও আডমোডা ভেঙে উঠে এসেছেন। কেবল গরুগুলোই যা খোঁটা উপডে ছুটে আসতে পাবেনি।

কান গবম, পা জ্বলে যাচ্ছে, কোনোবকমে যেন কিছুই হযনি ভাব কবে বাডিতে এসে পৌঁছেই কাতবে উঠলুম—"বার্নল। বার্নল। আমাব পা পুডে গেছে।"

—"পা পুডে গেছে? সেকি? বাত দুপুবেও বালিটা গবম ছিলো নাকি?"

—"কেটেকুটে যাযনি। পুডে গেল? সে আব্বাব কি?" বানী কপাল চাপডে বললো—"পুডবেনি? পুডবেই তো। কলিকাল। দিনে দিনে আবো কতো কী চোক্ষে দেখবো কে জানে?"

কানাই বড শান্ত ছেলে। ইতিমধ্যে গাডিটি পবীক্ষা কবে খুব গবম একটা জাযগা বেব কবেছে যেটা চামডাতে ঠেকলে ছ্যাকা লাগবেই লাগবে। কিন্তু সেখানটা মোটেই চামডাতে ঠেকাব কথা নয। আমাব চডাব গুণেই ঠেকে গেছে। কানাইযেবও কখনো ছ্যাকা লাগেনি, পিকোবও নয। ওবা তো দিব্যি নিবাপদে চালিযেছে। ওদেব নিঃশব্দ হাস্য আগ্রাহ্য কবে মাব কাছে চলে এলুম। খোঁডাতে খোঁডাতে। মা ঘববন্দী মানুষ। বাবান্দায বেরুতে পাবেন না। ওদিকে বাস্তায যে কীদৃশ নৈশবিপ্লব ঘটে যাচ্ছে মা কিছুই টেব পাননি। এক মুখ উজ্জ্বল হেসে মা আমাকে বিসিভ কবলেন।

—"আয়। বোস। হলো শেখা?"

—"ওই একরকম।"

—"পারলি চালাতে?"

ঠিক এমন সময়ে কানাই এসে বললো:

—"দিদি, বার্নল।"

—"বার্নল? কেন রে, বার্নল কী হবে?"

—"পা পুড়ে গেছে দিদির।"

—"খুব লেগেছে, না মা? দেখি দেখি—"

—"আশ্চর্য! আমরাও চড়ি, কখনো পা পোড়ে না, তুমি পোড়ালে কেমন করে বলো তো?"

—"পা পোড়ালি কি না গাড়ি চালাতে গিয়ে? একি রান্নাবান্না? আশ্চর্য মেয়ে বাপু।"

—"ওই মোপেডের এগজস্ট পাইপে ছ্যাঁকা খেয়ে গেছেন।"

—"সেকি রে? খুকু? সত্যি!" কন্যার গাড়ি চালানোর চমৎকারিত্বে অপরিসীম বিশ্বাসী মা-বেচারীর দুই চোখে বিস্ময় বিস্ফারিত বেদনা। অর্থাৎ মার চোখ বলছে —"অ্যাদ্দিন কলকাতা শহরে গাড়ি চালিয়ে শেষে কিনা এ-ই?" গাড়ির এগজস্ট পাইপ থেকে যে পায়ে ছ্যাঁকা লাগতে পারে না মাকে সে ব্যাপারটা বোঝাই কী করে?

—"বেশি লাগেনি। একটুখানি ফোস্কা।" লজ্জিতভাবে বলি।

—"দেখি, দেখি? ও ব্বাবা! এ যে অনে—কখানি রে?" মা কিছুক্ষণ বিমর্ষভাবে চুপ করে থাকেন। মেয়েরা সযত্নে বার্নল লাগিয়ে দেয়। মা দ্যাখেন। ফার্স্ট এড শেষ হলে, মা ফোঁস করে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়েন। আমি তাড়াতাড়ি বলি— "ফোস্কাটা সেরে গেলেই আবার"—

—"থাকগে, যাকগে। ও আর হলো না। তোমার আর মোপেড চালিয়ে কাজ নেই মা, তুমি তোমার চার চাকার যন্তর নিয়েই থাকো। পিকো যেটা পারে, তুমিও সেটা পারবে, আমি এইটে ভেবেছিলুম।" মা মর্মাহত। অক্ষম সন্তানের উচিত সঙ্কোচেই আমি অনেকখানি মাথা ঝুলিয়ে দিয়ে চুপ করে থাকি। সত্যিই তো। পারিনি। মোপেড আমি চালাতে পারিনি। তবু সাহস করে বলে ফেলি:

—"পায়ে ছ্যাঁকাটা যদি না লাগতো মা—"

—"পিকোর কি ছ্যাঁকা লেগেছিলো?"

—"ও তো জিনস্ পরে।"

—"তোমাকে জীনস পরতে কে বারণ করেছিলো? যে দেবতার যা মন্তর।"

—"যাঃ বাবা। মোপেডের জন্যে জীনস পরে শেষে যাদবপুরে? থাক মা, আমার ভাঙাচোরা গাড়িটাই ভালো!"

পরদিন কলেজে যাবো, গাড়ি বের করছি। রানী রকে বসে মুড়ি খাচ্ছে। আমাকে দেখে হেসে হেসে চোখ নাচিয়ে নাচিয়ে বললে:

—"এই তো, দিব্বি মাইনেচে এবারে। বলি। পায়ের সেই ফোস্কাটা আজগে আচে কেমনি? বুইলেনি গা দিদিমুনি, ঝার কম্মো তারে সাজে অন্যঝনের নাঠি বাজে। ঝো বয়সের ঝা।"

অজাচার

প্রথম দৃশ্য

দাদামণির শোবার ঘর। ঢুকেই দেখলুম গলায় একটা মটকার চাদর ঝুলিয়ে আয়না-আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে নানারকম মুখভঙ্গি করে হেসে হেসে চোখ ঘুরিয়ে দাদামণি—"এসো দাদু? এসো দাদু?" বলছেন। আমাকে আয়নায় দেখতে পেয়ে একটু অপ্রস্তুত হাসে—"এই যে খুকু, আয় আয়। আমি কি বলে, ওই দাদুগিরিটা একটুখানি প্র্যাকটিস করে নিচ্ছিলুম আর কি। টুলুরা এক্ষুনি এসে পড়বে কিনা। গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি নাতিবাবুকে আনতে। দাদুগিরিটা, বুঝলি খুকু, ঠিক যেন যুৎসই হচ্ছে না—"

—"যুৎসই আর হবে কি করে? সাতচল্লিশ আটচল্লিশ বছরের ছেলেরা এখনো রোববার সকালে হাপ্প্যান্টি পরে রাস্তায় ক্রিকেট খেলে বেড়াচ্ছে। আর তুমি সাত তাড়াতাড়ি নাতি-টাতি ম্যানুফ্যাকচার করে ফেলে আহ্লাদে গদগদ। কৈগো বৌদি, এককাপ চা।"

—"আই অ্যাম অলওয়েজ আহেড অফ মাই টাইমস", দাদামণি বললেন, "কিন্তু নাতি বানানোর ক্রেডিটটা আমার নয়, মেয়ে-জামাইয়ের। তবে নাতিটা একটা দারুণ জিনিস হয়েছে। যাই বলিস। টুলু-বুলু কিন্তু এমন ট্যালেন্টেড ছিল না।"

—"তিন মাসেই ট্যালেন্টের এত কী দেখলে?"

—"বাঃ, ট্যালেন্ট নেই? আমাদের প্রত্যেকের মুখ চেনে। ফ্যারেক্স খায় না। চাঁপাকলা খায় না। থু থু করে ফেলে দেয়। সবরিকলা খায়। মুসুম্বির রস খায় না। কমলালেবুর রস চেটেপুটে খেয়ে নেয়। এর মধ্যেই মায়ের দুধের সঙ্গে বোতলের দুধ খাচ্ছে। ট্যালেন্ট নেই?"

—"টুলু-বুলুও যথেষ্ট বুদ্ধিমান, ব্রাইট ছেলে-মেয়ে।"

—"কোথায? জানিস খুকু—বুলু আজ আমাকে কী অপমান করেছে? নাতিবাবুব মুখে বোতল ধরাটা একটু প্র্যাকটিস কববো বলে হর্লিক্সের বোতলে জল ভবে বুলুকে যেই না ডেকেছি, আফটাব অল ওই তো কোলেব সন্তান—'বুলা আয তো বাবু, একটু শো তো দেখি আমার কোলে এসে'—অমনি কি বলবো, খুকু, যেন পেট্রল-বম্ব বার্স্ট করলো।—কী বললো জানিস? বললে:—'ডোণ্ট টক ননসেন্স, বাবা! কী, হচ্ছেটা কী? এখন আমি পডছি। আমাকে ডিস্টার্ব কোবো না, বলে দিলাম!' এমনিতে তো কখনোই "আমি পডছি" এই সেণ্টেন্সের কনস্ট্রাকশন হতে দেখি না বাডিতে। ভাবতে পারিস তোর মেযেবা তোকে এবকম বলছে?"

—"খুব পাবি। বাবাব কোলে শুযে ক্লাস নাইনেব ছেলে হর্লিক্সেব বোতলে কবে জল খেতে বাজী হযনি কেন,—এ নিযে অভিযোগ ত্রিভুবনে একমাত্র তুমিই কবতে পাবো দাদামণি।"

এমন সমযে বৌদি ঘবে এলেন। সরু কোমবে লাল ডুবে শাড়িব আঁচল জডানো। কাঁধেব ওপব দিযে মোটা কালো বেণীটা সামনে এসে পডেছে, কপালেব সিঁদুরটিপ ঘামে লেপটে মুখখানা আবো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, আবো নবম। মুখেব চাবপাশে উডো চুল, হাতে দু'কাপ ধোঁয়ানো চা। সাজলে গুজলে বিয়েবাড়িতে বৌদিকে নতুন বউ বলে ভুল করতেই পারে লোকে। মেযেব বিয়েতেও এমনিই বিনুণী ঝুলিযে মাকডি দুলিযে লাফিয়ে বেড়িয়েছেন, এখন দিদিমা হয়েও নো চেঞ্জ। বেযাল্লিশেই থার্ড জেনারেশনে উন্নীত হয়ে বৌদিব বেশ অহংকাব হয়েছে মনে হয়। এখনো বৌদি নিজেব মেযেব সঙ্গে শাড়ি-ব্লাউজ বদলা-বদলি কবে পবেন, ছেলে-মেযেব বন্ধুদেব সঙ্গে দল বেঁধে হিন্দি ছবি দেখে, ফুচকা খেয়ে বেডান। বৌদিকে ঢুকতে দেখেই দাদামণি বললেন— "ওকি? ডুবে শাডিটা ছেডে ফ্যালো। এখন থেকে তুমি শাদা জামা শাদা শাডি পরবে। আব আমাকে কেবল শাদা শাদা আদ্দিব পাঞ্জাবী কবিযে দেবে। আবও একটা জরুবি কথা। বিনা চাদবে কিন্তু বাস্তায বেরুবে না।"

—"চাদর?" —বৌদি তো অবাক। মানে অ—বাক। তাবপর বলেন—"কেন? চাদব কী হবে? এখন তো গ্রীষ্মকাল।"

—"শীত-গ্রীষ্মেব কথা হচ্ছে না। যে বযেসের যা। পাবলিক প্লেসে ঠাকুমাদিদিমাদেব গাযে চাদব মুডি না দিলে মোটে মানায না। বুঝেছ? বি সেনসিবল।"

—"সেনসিবল? এই গবমে চাদর মুডি দেওয়াটা সেনসিবল?" বৌদিব চোখ কপালে উঠলো। মেজাজও। খুব শান্ত গলায বল্লেন, "তোমাকে না মানায়, তুমি ববং চাদর জডিয়ে মানানসই হও গে যাও, আমাব অত মানিয়ে কাজ নেই—আমি যেমন আছি তেমনই থাকবো।"

ঠক কবে টেবিলে দু'কাপ চা নামিযে রেখে বৌদি বেবিয়ে যান।

আমাদেব জন্য কাঁকড়া বাঁধতেই গেলেন নিশ্চয। ছুটির দিনে দাদামণিব বাড়ি

যাবাব প্রধান কারণ বৌদিব বান্না। বান্নাঘব থেকে এবাব বৌদিব গলা শোনা যায়—"বাপ বে বাপ। নাতি যেন জগতে আব কাকুর হয়নি, ওঁবই প্রথম।"

দ্বিতীয় দৃশ্য

দাদামণিব বৈঠকখানা ঘর। দাদামণি কোলে তোয়ালে পেতে, বোতল ধরে নাতিকে দুধ খাওয়াচ্ছেন। বৌদি বান্নাঘবে। টুলুবুলুকে নিযে জামাইবাবাজী মর্নিং-শোতে সিনেমা দেখতে গেছে। আমি মনে মনে ধাই-মাব ভূমিকায দাদামণিব উৎকর্ষ বিচাব কবছি, আর বান্নাঘবেব চমৎকাব সব উড়ে-আসা গন্ধে আমোদিত হচ্ছি। বেকর্ডে মেহেদী হাসানেব গজল, শুনতে শুনতে নাতি দুধ খাচ্ছে।—"মেহেদী হাসানটা ওব খুব পছন্দ বুঝলি? বুলা ইংবিজি পপ-সং লাগালেই ও ডুকবে কেঁদে ওঠে। শালাব কিন্তু খানদানি টেস্ট আছে।" দাদামণি সগর্বে বলছেন, এমন সমযে হন্তদন্ত বসনমামাব প্রবেশ। গাযে কালো কোট, হাতে শোলাব হ্যাট, পাযে বুটজুতো।

—"আবে সুন্টু, শোনলাম তব নাকি নাতি হইসে? হেইযা নাকি নাতি? বাঃ বাঃ গ্র্যাণ্ড। টুলুব পোলাখান ত দেহি টুলুব ববেব থিক্যাও হ্যাণ্ডসাম হইসে। হেল্লো, জেণ্টেলম্যান। হাউ ডয্ ডু? তা—তুমি খাও কী? কী খাওযাইতাসো বটলে কইব্যা? সুন্টু? বটলে কী বস্তু? বেবিফুড না তো?"

—"বেবিফুড না তো কী? বেবি বেবিফুড খাবে না তো কি শাম্পেন-কাভিযাব খাবে, বসনমামা?" শুনে বসনমামা চমকে ওঠেন। দাদামণিব শ্লেষ-টেশ গাযেই মাখেন না।

—"সর্বনাশ। কও কি? পইজনন...। পইজন-ন...। খাইসে, কি গেসে। ইংবাজী পত্রিকা-ঠত্রিকাগুলাব কিসুই আব পড়স না তবা। হেই দিনকাইল কি আব আছে বে? যে বেবিফুড খাইযা ভীমভবানীব লাহান মাসকিউলার বডি হইবো? অহন তো সবই অ্যাডালটাবেইটেড। সব ভেজাল, সব নকল। হেইযাও জানস না? তেতুলেব বীচি আব ধুতুবা ফলেব গুডাব ফাইন মিকশ্চাব। তিন বৎসব থিক্যা চশমা। গ্যালপিং মাইওপিয়া। বিশ বৎসবে ছানি। শ্লো পইজনিং কিনা? পঁচিশে টোটাল ব্লাইনডনেস। ত্রিশে পক্ষাঘাত অর্থাৎ পেবালিসিস। চল্লিশে শ্যাষ। অথবা সিনাইল। একিউট প্রোটিন ডেফিশিযেনসি হইয়া ব্রেইন ফাংশনিংডা নষ্ট কইবা দেয। আব এডিশনাল কমপ্লিকেশনস তো আছেই—আট থিক্যা দশে গেস্ট্রিক ট্রাবুলস বিগিন কববো, বিটুইন টেন টু ফোবটিন হবমোনাল কমপ্লিকেশনস—আব—"

—"এ মা গো! কী হবে তাহলে? এসব কী বলছেন গো বসনমামা?" আর্তনাদ কবে বৌদি ছুটে এসেছেন বান্নাঘব থেকে। হাতে খুন্তি। দাদামণিও ভয পেযেছেন। নাতিব মুখ থেকে বোতল সবিযে নিযেছেন। নাতি বেগেমেগে বুথ সাহেবেব বাচ্চা হযে গিয়েছে। মেহেদী হাসানকে গ্রাহ্য না কবে পেল্লায় চেঁচাচ্ছে। একমাত্র ভীষ্মলোচন

শর্মা ছাড়া তাকে আব কেউ এঁটে উঠতে পাববে না এখন। সেই চিৎকাব শুনে কেঁপে উঠে অগত্যা বসনমামা বললেন, "দিয়া দে। দিয়া দে সুন্টু! এই টাইমের লেইগ্যা বটলটা দিযাই দে। বাপস। নাতির লাংস দুইখান কী।"

—কিন্তু দে বললেই তো দেওযা যায না। দাদামণিব বোতল ধবা হাত আব ওঠে না নাতিব মুখে। বেগে নাতি পা ছুঁড়ছে। দাদামণিবই নাতি বলে এখন বেশ তাকে চেনা যাচ্ছে। আব দাদামণিব মুখেব দিকে একপলক চেযেই তাঁব মনেব কথাগুলো আমি স্পষ্ট বুঝতে পাবছি। বিশে ছানি? বলে কি? চল্লিশে শেষ? দাদামণি নিজেই তো আটচল্লিশ। দিব্যি শত্রুর মুখে ছাই দিযে হু হু করে উন্নতি কবছেন। আজ জাপান কাল আলজিবিয়া পবশু কামচকাটকা—তবে কি একেই বলে সেনিলিটি? ...অবশেষে দাদামণিব বাক্য ফুটলো—

—"বসনমামাব এই প্যানিক সৃষ্টি কবাব স্বভাবটা আব গেল না। দূব দূর। প্রতিমা, তুমি যা কবছিলে, কবো গে যাও।" বৌদি গেলেন না। বললেন—"ভয দেখিয়ে বসনমামাব লাভ? শুধু শুধু ভযই বা দেখাবেন কেন?"

—"আমাদেব মামাকে তুমি বেশি চেনো? না আমি?

—দাদামণিব এহেন দুর্বল বিতর্কে কান না দিযে বৌদি আকাশ থেকে পডলেন:

—"তাহলে কী হবে মামাবাবু? মাযেব তো দুধে কুলোবে না? নাতিবাবু খাবে কী?" বসনমানাব উত্তব বেডি ছিল:

—"ক্যান? দুধ? হক্কলে যা খায। গোদুগ্ধডা অহনই দিযা কাজ নাই, গুরুপাক। অবশ্যি গোদুগ্ধ নামে যা মাল বাজাবে পাওযা যায, হেইযা গুরুপাকও না, লঘুপাকও না। প্রপাব মিল্কই না—গরু ভঁইস পাইডাব মিল্ক সবকিছু গঙ্গাজলে মিশাইযা, ঘ্যাট পাকাইয়া গো-দুগ্ধ বইল্যা বিকায। ছাগদুগ্ধডাই যা আন-অ্যাডালটাবেইটেড আছে। ছাগদুগ্ধ পানে অমৃতপানেব ফল হয।"

—"ছাগলেব দুধ? হ্যাঁ হ্যাঁ শুনেছিলাম বটে ল্যাকটোজেনটা নাকি ছাগলেব দুধেব বেসিক কম্পোজিশনেব মতো কবেই তৈবি হয—"

—"মতো কইবা হইলে কি হইবে? হেইযা তো কালাবাজাবে অ্যাডালটাবেইটেড হইয়া তবে তোমাগো হাতে আসে। ফ্রেশ ছাগদুগ্ধ সংগ্রহ কর সুন্টু। ছাগদুগ্ধ হাড় শক্ত কবে, ব্রেইন শার্প কবে, কোষ্ঠ পবিষ্কার কবে। ছাগদুগ্ধেব গুণেব সীমা নাই —পিত্তকফেব কোপ নিবসন কবে. হজমশক্তি বর্ধন করে। বোঝলা বৌমা? ছাগদুগ্ধ দৃষ্টি, শ্রুতি, স্মৃতি. বুদ্ধি, বলবর্ধক। যক্ষ্মাকাশ. হাঁপকাশ, হৃদবোগ অবশ্য নিবাময কবে—"

—"আব ক্যানসাব সাবায না? কুষ্ঠবোগ নিবাময কবে না?"—দাদামণির বিদ্রূপ গ্রাহ্য না কবে বসনমামা কনটিনিউ কবেন—

—"শুন, বৌমা, ছাগদুগ্ধেব লাহান এমুন উপকাবী বস্তু শিশুদেব পক্ষে আর কিসুই নাই। গান্ধীজীর কথাডাই মনে কইবা দেখ—তিনি কী কইতেন? কইতেন

—'আমাগো জীবনই আমাগো বাণী।' আমিও হেইডাই স্মরণ কবাইয়া দিতাসি। ওনাব সাথে সাথে একপাল দুগ্ধবতী ছাগ সর্বত্র ট্রাভেল কইবা বেডাইত, মনে নাই? বিনা ছাগলে উনি জাতিব জনক হইতেন কিনা সন্দেহ আছে! আমি বাবা বেইল কম্পানিব লোক, আমি সব জানি।" বসনমামা হাসলেন। অর্থপূর্ণ হাসি। —"বেগুলাবলি ঐ ছাগদুগ্ধডা খাইতেন বইল্যাই গান্ধীজী ক্যাবল কৌপিন পইবা শীতে-গ্রীষ্মে ঝাড়া আশিডা বৎসব দিব্য বাইচ্যা আছিলেন। মাথাডা ঠাণ্ডা বাইখ্যা ইংবাজেব বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা লডাই চালাইতে পাবছিলেন। বোঝলা বৌমা?" বসনমামা টুপিটা টেবিলে বেখে বসলেন এতক্ষণে। বুট খুলতে খুলতে বললেন—"ছাগদুগ্ধের সাত্ত্বিক গুণ অসামাইন্যা। প্যাট, মাথা, শবীল শীতল বাখে। এই গবম দ্যাশে যেইডা কিনা অত্যাবইশ্যক। অর্থাৎ এসেইনশিযাল। গান্ধীজী হইলেন গিয়া হেইযাব বেইস্ট এগজামপুল। কুল ট্যাম্পাব, ক্যালকুলেটেড ওযার্ডস—অমন ফাইন সেন্স, অমন ধীব বুদ্ধি পলিটিকসে আব তো কাবোবই দেখি নাই। মৃত্যুব মুহূর্তে পর্যন্ত ওনাব মাথা কী ঠাণ্ডা—খুনীডাবে ফার্স্টে গালি দিতেই নিসিলেন, কিন্তু নেক্সট মৌমেইণ্টে পাবলিকের কথা স্মবণ কইবা, ব্যাস —বাস—ক্যাবল "হাবাম"টুক কইয্যাই চুপ। এক্কেবে ফুলস্টপ!! ঈশ—দেখ দেহি, কী সেইলফ কনট্রোল। কী লাস্ট মৌমেইন্ট ক্যালকুলেশন। "হাবাম—" ছিল ইনকমপ্লিট অ্যাডজেকটিভ হইয়া গেল গিয়া 'হা—বাম।' কমপ্লিট ইণ্টারজেকশন। এই উপস্থিত বুদ্ধিব মূলে কী? না,—ছাগদুগ্ধ।"—বসনমামা নস্যিব কৌটো বেব কবলেন।

বৌদিব চোখেমুখে ততক্ষণে গভীব শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে। দাদামণি নাতি কোলে বাবান্দায পাযচাবি কবতে গেছেন বলে মুখ দেখতে পাচ্ছি না।

—"কিন্তু মামাবাবু, ছাগলেব দুধ এখন পাই কোথায?"

—"বাজভবনে।" বৌদিব প্রশ্নেব উত্তবে বারান্দা থেকে দাদামণিব গলা আসে। —"মেড ইন আফগানিস্তান। দেড লক্ষ টাকা দামেব ফবেন ছাগল পাবে। একটা চুবি গেছে—কিন্তু আবেকটা আছে। একটা ফোন কবে দ্যাখো না বাজ্যপালকে, তোমাকে দুধ বেচবেন কিনা।"

—"তোমাব সবটাতেই ঠাট্টা। যোগাড কবতে পাববে না তাই বলে দাও না?"

—"পাববে না? কে না জানে কলকাতা শহবে টাকা ফেললে বাঘেব দুধ পাওয়া যায়, আব ছাগলেব দুধ পাওযা যাবে না? কী যে ছেলেমানুষী কথা বলো না তুমি, প্রতিমা।" দাদামণি অন্যমনস্ক হযে নাতিব মুখে বোতলটা কখন ফেব গুঁজে ফেলেছেন; সেও শান্ত হযে ঘুমিযে পড়েছে। ঘবে এসে নাতিকে খাটেব ওপব সাবধানে নামিয়ে বেখে দাদামণি বৌদিকে বললেন:—"কবে চাই?" বসনমামা এটাতেও ইমপ্রেসড না হয়ে প্রশ্নটা অগ্রাহ্য কবে বললেন—"বৌমা, তোমাগো এবিযায ইশে নাই? আই মীন ছাগলওযালা? আর্লি মবনিঙে বাস্তায টুং-টাং টুং-টাং ঘণ্টিব শব্দ পাও না?"

—"আছে! আছে!" বৌদি নেচে ওঠেন। "মনে নেই গো? টুলুবুলুবা ভোরবেলা কুকুর নিযে হাঁটতে বেরুলেই বাজা কী ভয়ানক তাড়া লাগায় ওই ছাগলগুলোকে? ছাগলওলাটা তো বেগেমেগে ছড়ি নিয়ে টুলুবুলুকেই তেড়ে আসে—" দু'হাত শূন্যে তুলে বসনমামা নেচে ওঠেন—"বাস। হেইডাই হইল তোমাগো এরিয়ার ছাগলওয়ালা। তুমি অবেই কন্ট্র্যাক্ট কর। মান্থলি কন্ট্র্যাক্ট কইব্যা, মাইপ্যা দুধ নিবা। জ্বাল দিয়া, এট্টুক পানি, ব্যস। হইযা গেল বটলে ভর্তি, দীর্ঘজীবন সুখ, শান্তি।"

তৃতীয় দৃশ্য

আমাদেব বাড়িব বাবান্দা। তখনো ভালো কবে ভোব ফোটেনি। কাকপক্ষীবও ঘুম ভাঙেনি ঠিক ভালোমতন, সূর্যঠাকুবেবও খোঁযাড়ি কাটেনি। আধো ঘুমে মনে হলো যেন পথ দিযে কারা চমৎকাব ভজন গাইতে গাইতে যাচ্ছে। তাই আবছা আধো-জাগবণেব অবস্থাতেই বাবান্দায় বেবিযে এলুম স্বপ্ন না সত্যি জানতে। চমৎকাব দৃশ্য। ঠাণ্ডা নীলচে গোলাপী বাতাসে একদল মাঝবযসী স্ত্রী-পুরুষ মিছিল কবে ভজন গাইতে গাইতে পথপবিক্রমা কবছেন। একেই বোধহয ব্রাহ্মমুহূর্ত বলে। গানে লীড দিচ্ছেন একটি মোটা দক্ষিণী মহিলা, আমাব চশমাবিহীন নজবে যাকে আশা ভোঁসলে বলে মনে হলো। গলাটিও খুব মিষ্টি। হঠাৎ দেখি মিছিলেব পেছু পেছু আপনমনে ছুটন্ত ও কে? দাদামণি না? দাদামণি তো।—"ও দাদামণি। দাদামণি! কোথায চললে এত ভোবে?" দাদামণি ছুটতে ছুটতে বললেন—"গুড মর্ণিং।"

—"তুমিও এই গুরুব শিষ্য হযেছো নাকি?"

চশমাব ফাঁকে, দাদামণি তাঁব বড বড চোখ তুলে মৃদু হেসে বলেন—"পা—গল। দি গ্রেটেস্ট চীট সাউথ অফ দি হিমালযাজ—" দৌড় কিন্তু বন্ধ হয না।

—"তবে?"

পবনে শাদা শর্টস, শাদা গেঞ্জি ভুঁড়িব সঙ্গে ঘামে এঁটে আছে, পাযে ধবধবে মোজা। কেডস জুতো। মুষ্টিযোদ্ধাদেব স্টাইলে হাতদুটো মুঠো বেঁধে, কোমবেব কাছে কনুই থেকে ভাঁজ কবে বেখেছেন। ছন্দে ছন্দে পা ফেলে ছোটার মতন ভঙ্গিতে দ্রুত হাঁটছেন দাদামণি, তালে তালে কনুইসুদ্ধ হাতদুটি এগুচ্ছে পেছুচ্ছে। একটা মুঠোয একটা ঠোঙা। ঠোঙায কোন খাদ্যবস্তু তা বোঝা যাচ্ছে না। হাঁপাতে হাঁপাতে দাদামণি উত্তব দেন—"একা একাই জগিং কবতে যাচ্ছিলুম—ওদেব পেযে জুটে গেছি—যা ছিনতাই,—দিনকাল ভালো না—বুঝলি তো?"

—"তোমাব কাছে ছিনতাইযেব মতো কী আছে? হাতে তো ঘডি নেই?"

—"পকেটে আছে। প্যান্টেব পকেটে। পার্সও আছে।" ছুটতে ছুটতে দাদামণি চেঁচিযে বলেন—মিছিল যেহেতু ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে, তাই বেশ জোবেই বলতে হয। আবো জোবে চেঁচিয়ে যোগ দেন—"পার্সে দু'শো টাকাও আছে"—একেই গান

চলছে, তায দূরত্ব। না চেঁচালে শোনা যাবে না, তাই আমিও চেঁচাই—

—"ভোববেলা এত টাকা দিয়ে কী কববে?"

—"দিনটা ভালো,—বায়না দিতে যাচ্ছি—"

—"কিসের বায়না?" মিছিল মোড ঘুবছে। চীৎকাব কবে উত্তব দেয় দাদামণি—

—'ছা—গ—লে—এ—এ—ব..."

চতুর্থ দৃশ্য

মাসখানেক পবেব কথা। বাজাব। হঠাৎ বৌদিব সঙ্গে দেখা। বৌদিব হাতে একঠোঙা ভিজে ছোলা। মুখেও নিশ্চয চিবোচ্ছেন দু'চাবটি, কেননা চোয়াল নডছে। তাঁব সামনে এক বুক পর্যন্ত গেঞ্জী গোটানো ছাগলওযালা, এবং অনেকগুলি ছাগল। ছাগওযালার মুখে যেমন দাড়ি, তাব ছাগলগুলোবও ঠিক তেমনি দাড়ি। কে যে কাব সঙ্গে ম্যাচ কবে বেখেছে, দেখে বোঝবাব উপায নেই। বৌদি নিচু হযে একটি বিশিষ্ট ছাগলকে ছোলাব ঠোঙাটা অফাব কবলেন। ছাগলটি টুঁ মেবে ঠোঙা ফুটো কবে ছোলাগুলো বাস্তায ছিটিযে ফেলে শূন্য ঠোঙাটায মনোনিবেশ কবলো। অন্যান্য ছাগলেবা মাটিতে ছডানো ভিজে ছোলা খেতে ব্যস্ত হযে পডে। বৌদি বললেন:—"দূর দূর। এই বোকা ছাগলে চলবে না।"

—"ছাগল দিযে কী কববে, বৌদি?" যেন আমাকে দেখে খানিকটা ভবসা পেলেন বৌদি।

—"এই যে খুকু! দ্যাখ তো, ছাগলটা কী স্টুপিড?"

—"ছাগল তো স্টুপিডই হবে। তা ছাগলেব বুদ্ধি দিযে তোমারই বা দবকাব কী?"

—"আমাব কেন হবে—তোমাব দাদামণিব খেযাল! উনি ওঁব নাতিকে দুধ খাওযাচ্ছেন। ছাগলেব দুধ। এ-বাডিতে বাজকুমাবই নিযমিত দুধ দিযে এসেছে", আমি মাঝখানে প্রশ্ন, "বাজকুমাব কে?"

—"বাজকুমাব মানে এই ছাগলওযালাটি। ওব কিন্তু শেযালদায আমেব গুদোমও আছে— জানিস তো? বডলোক আসলে— চেহাবা দেখে যা ভাবছিস তা নয —যা হোক এতদিন তো দুধেব ব্যবস্থাটা এখানেই হচ্ছিল, এবাব নাতি বাপেব বাডি ফিবে যাবে। উনি তাই সঙ্গে ছাগলসুদ্ধু দিযে দিতে চান—নাতিব যাতে দুধ খেতে অসুবিধে না হয—"

—"নাতিব যাতে দুধ খেতে অসুবিধে না হয, তাই ছাগলসুদ্ধু উপহাব? বাঃ। এ যে দেখছি সেই সাবেকী স্টাইলেব দাদামশাই-দিদিমার মতো কাণ্ডকাবখানা কবছো তোমরা। চমৎকার তো?" মুখে চমৎকাব বললেও মনে মনে বলি দাদামণিটাব সবটাতেই যেন বাডাবাডি। নাতি যেন কাৰুব হয না। সতেবো বছবে মেযেব বিযে

দিলে আঠারোয় তার বাচ্চা হতেই পারে এবং সেক্ষেত্রে অমন যুবতী দিদিমা সমেত ষণ্ডাগুণ্ডা দাদামশাই হওযাটা বিচিত্র কিছুই নয়। দাদামণিব ভাবটা যেন ওঁব আগে ত্রিভুবনে কোনো দাদামশাই জন্মায়নি। তবে একথা ঠিক, বৌদির ব্যাপাবটা একটু আলাদা। পিঠে বেণী ঝুলিযে, কানে মাকড়ি দুলিয়ে ক'জন তরুণী দিদিমা ভিজে ছোলা খেতে খেতে ঠোঙাটা অফাব কবতে পাবে বামছাগলকে?

—"বেজায বোকা বাপু তোমাব এই ছাগলটা, বাজকুমাব।" গম্ভীবভাবে মাথা নেড়ে বৌদি বলেন— "এটাকে দিযে সত্যিই চলবে না। ছোলা ফেলে দিয়ে ঠোঙা চিবোয়। ওব দুধ খেলে আমাব নাতিবাবুও বুদ্ধু হযে যাবে। কি বলিস খুকু? ঠিক বলিনি?"

—"বাস বাস। উসকো ছোড দিজিযে মাঈজী। উও বুদ্ধুসে আপকা ক্যা কাম? ম্যোঁ আপকো মেরী মুন্নিকো দে দুংগা। মুন্নি, মুন্নি, মুন্নিবাঈ সবসে আচ্ছী মুন্নিবাঈ—" হঠাৎ 'দেশ হামারা হিন্দুস্তানে'ব সুবে ছাগলওয়ালা গান জুড়ে দেয—আব সঙ্গে সঙ্গেই "ম্যাঁ এঁ এঁ এঁ" কবে বেশ কচি কচি মিষ্টি গলায একটা ধুযো শুনতে পেলুম। বৌদি অমনি খিলখিল কবে হেসে ওঠেন। কথায় কথায় হেসে ফেলায তাঁব জুড়ি নেই। বাজকুমাবের গোঁপদাড়িব ফাঁকে চোখদুটি গৌববে জ্বল জ্বল কবে ওঠে — "দেখিয়ে মাইজি দেখিযে, ক্যাযসী প্যারী। আদত। মেবি মুন্নিকি আওযাজ শুনিযে, কিতনী মিঠি বোলি! মেবে সাথ হববক্ত বাত কব লেতী হ্যায মুন্নি।"

বৌদি মুগ্ধ নেত্রে একমনে রাজকুমারেব বক্তৃতা এবং ছাগলের মিঠি বোলি শুনছেন। এদিকে আমাব কলেজেব দেবি হযে যাচ্ছে। অগত্যা পবম গুণবতী ছাগলগণ এবং তাদেব গদগদ গার্জেনেব হাতে বৌদিকে একা ফেলে বেখে বাজাব কবতে এগোই। একবাব তাকিযে দেখে নিই, গলাটা অত কচি হলে কি হবে, জব্বব দাড়ি আছে মুন্নিবাঈযেব। আব গাযেব বঙটি তো একদম দাদামণিব ফেভাবিট ব্র্যাণ্ড— "ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোযাইট।"

পঞ্চম দৃশ্য

কযেকদিন পবে। বাস্তা। দুপুবেলায ঠুনঠুন কবে ঘন্টি বাজিযে একটা রিকশা যাচ্ছে। তাতে দিব্যি আযেশ কবে বসে আছে চেক লুঙ্গি আর সানগ্লাস পবা সেই বাজকুমার ছাগলওলা, আব তাবই পাশে. জড়োসড়ো হযে, নাকে রুমাল চেপে ধবে, নাক মুখ সিঁটকে এক কোণে সবে বসে আছেন বৌদি। পাযেব কাছে গম্ভীব, উদাস এবং বাশভারি এক ছাগল। সেই দাড়িওলা ব্ল্যাক-অ্যাণ্ড-হোযাইট, মুন্নি। দাড়ি নাড়তে নাড়তে নিবিষ্টচিত্তে কলকাতার দোকানপাট দেখতে দেখতে যাচ্ছে। নাকে রুমাল ধবা অবস্থাতেই বৌদি আমাকে দেখতে পেযে একগাল হেসে হাত নেড়ে দিলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

ফের রাস্তা। আরো ক'দিন পরে। ভোরবেলা। দাদামণি আজ একাই জগিং করছেন। পরনে সেই গেঞ্জী আর হাফপ্যান্ট, পায়ে সেই মোজা আর কেডস। তেমনি ভুঁড়ির দু'পাশে দুই মুষ্টিবদ্ধ হাত গুটিয়ে ছন্দে ছন্দে ছুটছেন। খুব সিরিয়াসলি। চোখে চশমা নেই। আমি বারান্দায় ঝুঁকে ডাক পাড়ি:

—"অ্যাই দাদামণি, কোথায় যাচ্ছো?"

—"টুলুর বাড়িতে।" ছুটন্ত উত্তর পাই।

—"এভাবে হাপ্প্যান্ট পরে বেয়াইবাড়ি যাবে?"

—"ওয়ার্ক হোয়াইল ইউ প্লে"—

—"পায়ে হেঁটেই নিউ আলিপুর অব্দি যাবে?"

—"নিউ আলিপুর ইজ নট ওভারসীজ—"

দাদামণি মোড় ঘুরে যান।

সপ্তম দৃশ্য

রবিবার। দাদামণির বাড়িতে খেতে বসেছি। ডাঁটা চিবোতে চিবোতে বৌদি বললেন—

—"সেদিন টুলুর বাড়িতে যাচ্ছিলুম রে, ছাগল পৌঁছে দিতে।"

—"সে তো বুঝেছি। তা, দুধ-টুধ দিচ্ছে সব ঠিকঠাক?"

—"দিচ্ছিল। তবে এখন একটু গোলমাল হয়েছে।"

—"আবার কি হলো?"

—"প্রথম প্রথম তো? রাজকুমারকে ছেড়ে তো আগে কখনো থাকেনি? তাই মুন্নি সারারাত্তির কাঁদছিল। তাতে টুলুর শ্বশুরমশায়ের ভয়ানক হাই প্রেশার হয়ে শরীরটরির খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এইসা করুণসুরে ব্যা ব্যা করে ডাকতো যে উনি ঘুমোতে পারতেন না। ছাগল থাকে সিঁড়ির তলার কুঠুরিতে আর শ্বশুরমশাই থাকেন ঠিক তার সামনের বড় ঘরে। বোঝ কী ঝামেলা।"

—"তারপর?"

—"তারপর ইনি গিয়ে বললেন ছাগলের তো খোলামেলায় থাকা অভ্যেস ছিল, এই চোরাকুঠুরিতে এসে নিশ্চয় ওর গরম হচ্ছে। শেষে টুলু মোড়ায় বসে বসে ছাগলকে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতে—তবেই সে থামলো।"

—"ছাগলকে হাতপাখা দিয়ে বাতাস? কী আরম্ভ করেছো তোমরা বৌদি?"

—"ছাগল না থামলে যে শ্বশুর যায় যায়? তাই ছাগলকে তো সেবা করতেই হবে। তারপর বোঝা গেল যে শুধু গরমই নয়, মশা। মশার কামড়ে মুন্নির সারা

গা-টা দাকড়া দাকড়া ফুলে গেল। তোমাব দাদামণি তক্ষুনি অর্ডাব দিযে নেটের মশাবি কবিয়ে দিলেন, চারিপাশে ইট চাপা দিযে তাকে মেঝের ওপব স্বস্থানে এঁটে বাখাব সুব্যবস্থাও হলো। ক'দিন দিব্যি ছিল। তারপর একদিন মুন্নি কী ভেবে আধখানা মশাবিই চিবিযে খেযে ফেললে। পণ্ডিত সাধে বলেছে, ছাগলেব বুদ্ধি!"

—"তাহলে, এখন?"

—"তাবপব ওডোমস। সেও চলল না। দিনে এক ছাগলে দু' টিউব খবচা হযে যায। কত আব ওডোমস লাগাবে? এবাবে আমিই বুদ্ধি দিলুম গোযালেব মতন ধুনো জ্বেলে সন্ধে দিতে, আব কচ্ছপধূপ জ্বালাতে। খুব কাজ দিলে। তাব চেঁচানি বন্ধ হলো। কিন্তু দুধও।"

—"তাহলে? দুধ বন্ধ হলে কী কববে? কী খাওযাবে?"

—"বন্ধ কেন হবে? ছাগলকে আবেকবাব পাল খাওযাতে হবে—তাহলেই দুধ দেবে!"

—"কী খাওযাতে হবে? পাল? কেন, ছোলাটোলা আব খাচ্ছে না বুঝি?

—"পাল খাওযানো জানিস না?" বৌদিব জোড়াভুরু কপালে ওঠে। গলা থেকে হতাশাব নাযেগ্রা ঝরে পড়ে।

—"এত লেখাপড়া শিখেছিস, পাল খাওযানো মানে জানিস না?"

বাধ্য হয়ে স্বীকাব কবি—"নাঃ, ঠিক জানি না—মানে—জিনিসটা কী?"

—"শহুরে মানুষ, জানবিই বা কেমন কবে? কিছুই তো দেখিস না, কিছুই শুনিস না।" —খুব ওপব থেকে দযামযীব মতো বলেন বৌদি। নিজে যেন অজ্ঞ পাড়াগাঁব এক বিজ্ঞ ব্যক্তি, সবই জানেন, সবই শুনেছেন, এবাবেব মতো শহুবে অজ্ঞতাব সকল দৈন্যকে মার্জনা কবে দিচ্ছেন এমন গলায বৌদি জানান—

—"পাল খাওযানো মানে হলো গরু ছাগলেব বাঁটে যাতে দুধ আসে তাব বন্দোবস্ত কবা। বুঝলেন মেমসাহেব? যাতে তাবা মা হতে পাবে, সেই ঘটকালি কবাকে বলে পাল খাওযানো।"

—"অ।" একটু লজ্জা পাই। ব্যাপাবটা জানা উচিত ছিল।

—"কিন্তু তুমিই বা এতসব জানলে কি কবে বৌদি?"

আমিও ছেড়ে কথা কইবাব পাত্রী নই।

—"বাজকুমাব বলেছে।" কিঞ্চিৎ লজ্জা বৌদিব গলায।

—"তাই বলো। তা সেসব ঘটবে কী উপাযে? ঘটক কে? তোমাকে এখন ছাগলেব জন্যে পাত্র খুঁজতে হবে নাকি? সম্বন্ধ চাইলে বোববাবেব আনন্দবাজাবটা বেস্ট। অনেক পাত্র পাবে। বিজ্ঞাপন দিযে দাও।"

—"অত বসিকতাব আব কাজ নেই। নিজেব দু' দুটো মেযে পাব কবতে হবে মনে বেখো। এখন তাবা ছোটো বটে, কিন্তু ভবিষ্যৎ পড়ে আছে!" বৌদি ভয দ্যাখান। "ছাগলেব ব্যবস্থা ছাগলওলাই কবেছে। তোমায ভাবতে হবে না। তুমি তোমাবটা ভাবো।"

—"ও, এইসব কারণেই তাহলে গেল হপ্তায় দাদামণিকে দেখলুম ভোরবেলা গেঞ্জি গায়ে ছুটতে ছুটতে নিউ আলিপুর যাচ্ছেন। বেয়াইবাড়ি কেউ অমন ড্রেসে যায়? তুমি বারণ কর না কেন?"

—"তোমার দাদা যান। আমার বারণ উনি শুনবেন?".

—"আচ্ছা জ্বালা হয়েছে তো ছাগল নিয়ে?" —"জ্বালা বলে জ্বালা? প্রাণান্তকর পরিশ্রম হচ্ছে। তোমার দাদাকে তো প্রায়ই এখন নিউ আলিপুরে যেতে হয় ছাগলের জন্যে। ভোরের সময়টাই সুবিধে।"

—"দুধ কেনই বা দিচ্ছে না? প্রথমে তো দিচ্ছিল?"

—"তা দিচ্ছিল। তারপর বন্ধ করল। লোকে বললে রোজ যে লোক দোয়ায়, সেই লোক না দুইলে অনেক সময় নতুন হাতে গরু ছাগলে দুধ দিতে চায় না। তারপর অনেক সাধ্যসাধনা করে রাজকুমারকেই ট্রাম ভাড়া দিয়ে প্রত্যেকদিন পাঠানো হতো, ভোরের ট্রামে নিউ আলিপুর গিয়ে দুধ দুয়ে দিয়ে আসার জন্যে। সে গিয়ে আদরটাদর করে দুধ দুইতে চেষ্টা করতো। প্রথম প্রথম তাতে কাজও হয়েছিল।"

—"তারপর?"

—"তারপর আর কি, তবুও বন্ধ করলে। ছাগলের ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করেছিলুম, কিন্তু তার আর দরকার হলো না। রাজকুমার কী উপায়ে যেন ছাগল নাদি-টাদি পরীক্ষা করে, নিজেই রোগ আবিষ্কার করেছে। বলছে নতুন করে পাল না খাওয়ালে সে ছাগল আর দুধ দেবে না। এখন তো সেইজন্যে ছাগল নিয়ে গেছে। রোজ দুধ দিয়ে আসছে অবশ্য নাতিবাবুকে।"

—"পাল খাওয়াতে পয়সা লাগে?"

—"তা তো লাগবেই। কিন্তু খরচ আমরা দিচ্ছি না, রাজকুমারই দিচ্ছে। ও কিন্তু অসম্ভব সৎ প্রকৃতির গয়লা। মুন্নির এমন অদ্ভুত দুর্ব্যবহারে ও নিজেও খুব লজ্জিত। বলেছে বদলে অন্য ছাগল এনে দেবে এবারে।"

অষ্টম দৃশ্য

দাদামণির বাড়িতে টুলু এসেছে। জামাই এবং নাতিবাবু সমেত। দাদামণি আপনমনে টাইপরাইটারে কর্মনিমগ্ন, কিছুতেই টুলুর বক্তব্য কানে শুনছেন না। শেষে টুলু চেঁচায় —"নতুন ছাগলটাও ভয়ংকর ঝামেলা করছে বাবা,—এই ছাগলটাকে হাতে করে গরস পাকিয়ে পান্তাভাত খাইয়ে দিতে হচ্ছে, শুনছ? এটাও অসম্ভব স্পয়েলট ছাগল। মুন্নিবেটিকে তো সারারাত হাওয়া করতে হয়েছিল মশা তাড়াতে? এটারও সুখের শরীর। শক্ত মেঝেয় চট বিছিয়ে দিলে শোয় না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চ্যাঁচায়। খড়ফড় দিয়ে গদি বানিয়ে তার ওপরে চট পেতে বিছানা হয়েছে। তবে ছাগল ঘুমিয়েছেন। ভাবতে পারো? সেটাতো মশারী চিবিয়ে খেয়েছিল? এটা কিছুই খায় না। আমি

শ্বশুরমশাইকে ভাত খাইযে দিই. তিনি রুগীমানুষ। আমি ছেলেকেও খাইযে দিই, তিনিও অকর্মণ্য ভূত, আবাব ছাগলকেও আমাকে খাইযে দিতে হবে? চাই না আমার অমন ছাগল। তুমি এক্ষুনি ফিবিযে নিয়ে এসো বাবা। আমাব শ্বশুবমশাই খুব বিরক্ত হচ্ছেন কিন্তু। ছাগলকে এত টাইম এবং অ্যাটেনশন দেওযা তাঁব একদম পছন্দ হচ্ছে না। হাতে গবস কবে ছাগলকে ভাত খাওযাই বলে সাতবাব করে ডেটলে হাত ধুয়ে তবে ছেলেকে আব শ্বশুবকে খাওযাতে হচ্ছে—"

"কেন, যে ভিটামিন ড্রপটা দিলেন ডক্টব সেন সেটা খাওযাসনি?"

—দাদামণিব শান্ত উত্তব। —"তাতে তো ছাগলের খিদেটা বাডবে বলেছিলেন।"

—"ওঃ হ্যাঁ। সে তো ভুলেই গেছি। কেলেংকাবি কাণ্ড। ভিটামিন ড্রপস বন্ধ কবতে হযেছে। সেসব খেযে তাব ভাতে তো মোটেই রুচি বাডলো না, উলটে এমন দুষ্টুমিখিদে হলো, যে ঘবেব কোণে বাখা সমস্ত পুবনো স্টেটসম্যানগুলো আর কিছু পুবনো জুতো খেযে ফেললে। কেবল শিশিবোতলগুলো যা খেতে পাবেনি। ওঃ, কি ভযংকব ছাগল। তাছাডা বাড়িতে ঢুকেই বোটকা গন্ধে প্রাণ বেবিযে যায। কেউ আব আমাদেব বাডিতে বেডাতে আসে না, বাবা।"

—"কেন, বেস্পতিবাবে? শনিবাবে?"

—"তাও না। ওবা সবাই এখন মিলুবৌদিদেব বাডি টিভি দেখতে যায। টিভি তো থাকে বড দালানে। বড দালানে বসবে কাব সাধ্য? এক আমরাই কেবল পারি, কেননা আমাদেব নাকে দুর্গন্ধটা অভ্যেস হয়ে গেছে। ঝিও থাকতে চাইছে না, সিঁড়িব তলাব ঘব পবিষ্কাব কববাব জন্যে তাকে দশটাকা মাইনে বাডাতে হবে বলছে। সে কেন ছাগলনাদি বোজ বোজ ফেলবে? জমাদাবকে তো মোটে এদিকে আসতেই দেবে না পিসিমা—সে খিডকি দিযে চোবের মতন যায-আসে, তাব পক্ষে এখানটা পবিষ্কাব কবাই সম্ভব নয। ফলে আমাকেই ছাগলেব আযা, ছাগলেব জমাদার, এইসব হতে হচ্ছে। তুমি কি এইজন্যে আমাকে ছাগল প্রেজেন্ট কবেছো?" টুলুব এবাব স্পষ্টই চোখ ছলছল কবে ওঠে। সর্বদাই হাসিখুসিতে ঢলঢল কবছে কচি মুখখানা, দুষ্টু বুদ্ধিতে চঞ্চল চোখদুটো চকচকে, বিযেব দিনেও যে-টুলু সকলেব সঙ্গে ঠাট্টাইযার্কি কবছিল,—সেই মেয়েকে প্রায কাঁদিযে দিযেছে ছাগলে। এবাবে আমিও বলি—"না, না দাদামণি, এ হয না. তুমি বসনমামাব কথায নেচে উঠে কী ভুলটাই যে কবেছো। ভাবতবর্ষসুদ্ধ মানুষ কি বিশে অন্ধ ত্রিশে প্যাবালাইসড আব চল্লিশে সিনাইল হযে মবে যাচ্ছে? যত ভুলভাল খবব। এক্ষুনি ছাগলটা ফেবৎ দিযে দাও বাজকুমাবকে।" টাইপবাইটাব থেকে চোখ তুলে, চশমাব কাচেব ওপব দিযে তাকিয়ে দাদামণি গম্ভীবভাবে ডাইনে-বাঁযে মাথা নেডে বললেন—"সে হয না। আমাব একটা প্রেস্টিজ নেই ওব কাছে? কী যে তুই বলিস? শোনো টুলুমা, এই নাও দশটাকা। এবাব থেকে ঝিব দশটাকা বাডতি মাইনেটা আমিই দেবো। তুমি কেন ছাগলনাদি সাফ কববে? আব গরস পাকিয়ে খাওয়ানোব ব্যাপাবটা কী

করে হ্যানডল করা যায় সেটাও ডক্টর সেনকে জিজ্ঞেস করে দেখি। ডোন্ট ওয়ারি মাই ডিয়ার, বিশ্বজগতের সমস্যাগুলির তুলনায় তোমার ছাগলের প্রবলেম কিছুই নয়। থিংক অফ আফগানিস্তান। থিংক অফ আলস্টার। তুচ্ছ ব্যাপারে মন খারাপ করতে নেই। এভরিথিং উইল বি অলরাইট। ঝিকেই আর দশটা টাকা দিয়ে দ্যাখো না, সেই ছাগলকে খাইয়ে দিতে রাজী হতে পারে। হোয়ার দেয়ার ইজ আ উইল দেয়ার ইজ আ ওয়ে।"

নবম দৃশ্য

সবে কলেজ থেকে ফিরে চা খাচ্ছি, উদভ্রান্ত মূর্তিতে বৌদি এসে উপস্থিত। সঙ্গে বুলু।

—"খুকু, তোর দাদার জন্যে কি আমি গলায় দড়ি দেবো?"

"কখনই না। কিন্তু হয়েছেটা কী?"

—"কী হয়নি তাই বল। সেই ছাগুলে কাণ্ডের চূড়ান্ত কেলেংকারি হয়েছে। এখন জামাই স্বয়ং কুকুরের চেন বেঁধে ছাগল নিয়ে এসে হাজির।"

—"জামাইবাবুর পিসিমা তাড়িয়ে দিয়েছেন ছাগলটাকে। জামাইবাবুর কী দোষ?" বুলু বলে, —"অতি নচ্ছার, ইমপসিব্‌ল্ ছাগল একটা। যা করেছে না—"

—"কী করেছে কী? আবার স্টেটসম্যান খেয়েছে?"

—"তার চেয়েও বেশি। যে দড়িটা দিয়ে খোঁটায় বাঁধা ছিল, সেই দড়িটা চিবিয়ে খেয়ে ফেলে পালিয়ে গেছে।"

—"বাঁচা গেছে। আর খুঁজিসনি ওটাকে। যাক চলে।"

—"খুঁজবে কি, সে তো বাড়িতেই ছিল। দড়ি-ফড়ি কেটে, সিঁড়ি দিয়ে স্ট্রেট দোতলায় উঠে গেছে, গিয়ে সামনেই পিসিমার পুজোর ঘরটা পেয়েছে। সেখানে ঢুকে সমস্ত ফুল, কলা, বাতাসা খেয়ে ফেলেছে, লক্ষ্মীর লালশাড়িটা পর্যন্ত আধখানা চিবিয়েছে, পিসিমার পুজোর কম্বলের আসনটা খানিকটা খেয়েছে—তারপর দিদির শোবার ঘরে গিয়ে বেঁটে আলমারিটায় চড়েছে। সেখানে বাচ্চার কাঁথা ভাঁজ করা ছিল, সেগুলো চিবিয়ে নষ্ট করেছে, দেয়াল থেকে সাঁইবাবা ক্যালেণ্ডারটা টেনে খেয়েছে, সেখান থেকে আলমারির মাথায় চড়ে, ভেন্টিলেটর থেকে চড়াইপাখির বাসার খড়গুলো টেনে টেনে আরাম করে খাচ্ছিল। আর নামতে পারেনি। পিসিমা ওপরে এসে পুজোর ঘরে ছাগলনাদি দেখেই তো খেপে পাগল। তারপর দ্যাখেন ফুল খেয়ে গেছে, প্রসাদ খেয়ে গেছে, আসন খেয়ে ফেলেছে, লক্ষ্মীর কাপড়টা পর্যন্ত খুলে নিয়েছে—ব্যস,...তারপরেই বাড়িসুদ্ধু হুলুস্থুলু! ছাগল কৈ? ছাগল কৈ? দিদিটাও এমনই কুম্ভকর্ণ, ওই ঘরেই বাচ্চা নিয়ে ঘুমোচ্ছিল, কিন্তু জানতেই পারেনি। ছাগল কৈ—হৈ হট্টগোলে ঘুম ভেঙে উঠেই দ্যাখে সামনে গডরেজ আলমারির

মাথায় দাঁড়িযে ছাগলমশাই খড চিবোচ্ছেন। দেখে দিদি তো হেসেই কুটিপাটি। তাতে পিসিমা আবোই খেপচুবিযাস। শেষে জামাইবাবু নিজে এসে রাজকুমারকে ডেকে নিয়ে গেছেন। কুকুবেব চেন কিনে, তাই দিযে ছাগলকে বেঁধে জববদস্তি বাজকুমাবেব সঙ্গে বিকশা কবে জামাইবাবুকে দিযে ছাগল ফেবৎ পাঠিযে দিয়েছেন পিসিমা।"

—"অমন অলুক্ষুণে ছাগল বাডিতে ঢুকতেই দেবেন না উনি আব। বলেই দিযেছেন ফাইনালি।" বৌদি কাতব গলায বলে ওঠেন।

—"তাতে তোমাব গলায দডি দেবাব কী হলো?"

—"তোমাব দাদামণি বলছেন, তাহলে আমবাই—"

—"ওঃ নো! আমবা মানে? ছাগলটাকে কি পুষতে চাইছেন নাকি দাদামণি?"

—"ঠিক তাই। উনি ছাগলটাকে পুষতে চাইছেন। একেই বাডিতে অ্যালসেশিযান কুকুব, তাব ওপব যদি বামছাগল আনেন—"

—"চাঁদ্ আব পুষুব কথাটা ভুলো না?" বুলু মনে কবিযে দেয। বৌদিব আদবেব হুলো আব পুষি। তাদেব বছবে চাববাব কবে ফ্যামিলি বৃদ্ধি হয।

—"ছাগলটা এখন কোথায? বাজকুমাবই নিযে গেছে? না বেখে গেছে?"

—"বেখে গেছে। গ্যাবাজে বাঁধা আছে। উনি যে ছাডছেন না। বাজকুমাব তো বাজীই ছিল ফিবিযে নিতে।"

—"চলো। একটা বিকশা ডাক বুলা। এক্ষুণি চলো, দেখি, ছাগল নিযে বাজকুমাবেব ডেবায যাই। দাদামণিব পাগলামি সত্যি সীমা ছাডাচ্ছে।" বৌদি নিশ্চিন্ত হযে হাঁপ ছাডেন।

"তাই চল খুকু। উনি এখনো ফেবেননি। এই বেলা দিযে আসি। একলা ঠিক মনেব জোবটা পাচ্ছিলুম না। তাছাডা ধেডে ছাগলটাব গাযেও খুব শক্তি আছে।"

"আচ্ছা বৌদি, ছাগলটা গডরেজেব মাথায চডল কেমন কবে?"

—"ওবা পাবে। পাহাডী ছাগল তো। বেঁটে আলমাবী থেকে বইযেব ব্যাক, বইযেব ব্যাক থেকে গডবেজ। সিম্পল কাজ।" বলতে বলতেই হেসে গডায বুলা, "ওব নাম দেওয়া উচিত স্যাব এডমানড হিলাবী। ব্যাটাব যা স্ট্যামিনা, খুকুপিসি।"

দশম দৃশ্য

দাদামণি বাডিতে। গেলাসে কবে দুধ খাচ্ছেন দাদামণি। আগে কোনোদিন দেখিনি।

—"কী খাচ্ছো, দুধ?"

—"ছাগলেব দুধ।"

—"তুমিও?"

—"আমিই। দিনে একসেব। সঙ্গে জেলুসিল চাবটে।"

—"কেন, হঠাৎ?"

—"নইলে টাকা শোধ হবে না যে—"

—"কিসেব টাকা?"

—"তোমাব ছাগল ফেবতেব। বাজকুমাব বলেছে নগদ টাকা ফেবৎ দিতে পাববে না, দুধ দিযে শোধ কববে। সকালে নাতিবাবুকে দিযে আসে একসেব। টুলুব শ্বশুব কিছুতেই দু'সেব নিলেন না। একদম ফ্রী পাচ্ছেন তবুও নয। কোনো বিজনেস সেন্স নেই লোকটাব। ইস্কুলমাস্টাব ছিলেন তো? আমায বল্লেন—আপনাব নাতিকে খাওযাচ্ছেন খাওযান। কিন্তু আমবা কেন মশাই আপনাব পযসায দুধ খাবো?"

—"সে তো ঠিকই বলেছেন।"

—"বেশ, ঐ ঠিক বলাব ফলে আমাকেই খেতে হচ্ছে। বুলাও খাবে না, প্রতিমাও না। ওদেব নাকি গন্ধে গা গুলিযে আসে। টাকাটা উশুল কবতে হবে তো?"

—"কত কবে উশুল হচ্ছে?"

—"আটটাকা কবে কিলো। দু'কিলো পাব ডে। হিসেব কব। এখনো আবো পাঁচশো টাকা শুধতে হবে ওকে। আবও ক'দিন লাগবে? এই একমাসে আমাব ওজন বেড়েছে তিন কিলো। পুবো ন'মাস জগিং কবলে তবে কমবে।"

—"নিউ আলিপুবে দুধ পৌঁছে দিচ্ছে কে? বাজকুমাব নিজেই যাচ্ছে?"

—"নাঃ। এ-বাড়িতেই দ'সেব দিযে যায। জগুকে দিযে বোজ ও-বাড়িতে পাঠিযে দিই। নো প্রবলেম। ডেলি ট্রামভাড়া চল্লিশ পযসা। তোব বৌদি তো ক্ষেপে লাল। বসনমামাকে দেখলেই অন্য ঘবে চলে যায ঝনাৎ কবে চাবি বাজিযে।"

—"মোটেই না।" ঝনাৎ কবে চাবি অন্তবালে বেজে ওঠে। আলনা গোছাতে গোছাতে বৌদি বলেন—"বসনমামাব কোনো দোষ নেই। তিনি তো একবাবও ছাগল কিনতে বলেননি? সেবাবে বঞ্জনদেব গরু কিনিযেই তাঁব খুব শিক্ষা হযে গেছে। এটা একা তোমাব দোষ। তুমি বললে নিউ আলিপুবে ছাগল নেই, বড়লো'কদেব পাড়া। বসনমামা তো বললেন সব পাড়াতেই 'লোকাল গোট মিল্ক' পাওযা যায। ছাগল নেই এমন কোনো মিউনিসিপাল এবিযাই নেই কলকাতাতে। তুমি কি শুনলে? ছাগল-টাগল কিনে আধিখ্যেতা শুরু কবে দিযে—এখন আব শেষবক্ষে কবতে পাবছো না।" —শূন্য দুধেব গেলাসটি নামিযে বেখে দাদামণি নিবাত-নিষ্কম্প। নিঃশব্দ।

—"সত্যি, খুকু, এক্সট্রা ঝামেলা বাধাতে তোমাব দাদামণিব জুড়ি নেই। ওঃ। আমাকে তো সাবাজীবনই জ্বালাচ্ছেন, এবাব মেযেজামাইকেও জ্বালাতে শুরু কবেছেন।"

—"যাকগে যাক, ওসব কথা থাক। বৌদিভাই, এবাব এককাপ চা কবোতো —ছাগলেব দুধ দিযে, দেখি খেযে।"

একাদশ দৃশ্য

দাদামণিব বাড়িতে সানাই বাজছে। ভিযেন বসেছে। লোকে লোকাবণ্য। বৌদি

বিনুনী নাচিয়ে বেড়াচ্ছেন। দাদাব গলায মটকাব চাদব। ছাদে মস্ত ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে।

নাতিবাবুব আজ অন্নপ্রাশন।

টুলু লাফাতে লাফাতে এসে বলল— "আঃ। কী আনন্দ আজ বলো তো খুকুপিসি? ফ্রীডম। মুক্তি।"

—"কিসের ফ্রীডম আবাব?"

—"বা বে? বুবাই না আজ থেকে ভাত মাছ গরুব দুধ খাবে? আব ওকে ছাগলেব দুধ খাওযাতে হবে না। বাববাঃ। আমাব শ্বশুবেরও শরীবটা সাববে এবাব। উঃ। একটা ফাঁড়া কেটে গেল।"

—"কেন? ফাঁড়া কিসেব?"

—"ফাঁড়া নয়? একেই ব্লাডপ্রেশাবে প্যাবালাইজড রুগী, তায় দিনবাত ছাগল ছাগল কবে বেগে কাঁই হযে থাকছিলেন—শবীব খাবাপ হযে যাচ্ছিল শ্বশুবমশাযেব। উনি নেতাজীর সঙ্গে ইস্কুলে পড়তেন কি না? ওই ছাগলদুগ্ধটুগ্ধ ওঁব দুচক্ষেব বিষ।" টুলু চোখ গোলগোল কবে বললো—"আমাকে দিনবাত্তিব কী বলেন জানো তো? গান্ধীজীব ফ্যামিলি লাইফ হ্যাপি ছিল না। গান্ধীজী কি সাধে অহিংস, ওঁব ভিবিলিটি ছিল না, গান্ধীজীব মাথাজোড়া চকচকে টাক ছিল—সেইসব। উনি মোটেই চান না নাতি গান্ধীজীব মতো হয।"

—"তা কেনই বা হবে? এমন মনেই বা কববেন কেন? আচ্ছালোক তো তোব শ্বশুব? ছাগলেব দুধ খেলেই যদি লোকে গান্ধীজী হযে যেতো।—হুঁ। অ্যাবসার্ড!"

—"কিন্তু বুবাইয়েরও যে মাথাজোড়া চকচকে টাক? একদম গান্ধীজীর মতোই। শ্বশুবমশাই বলেন এসব ছাগদুগ্ধের ফল। বুবাইযেব যে একদমই চুল গজাচ্ছে না খুকুপিসি? এবপব যদি ওব ভিবিলিটিও না গজায?" কাতবভাবে সরল চোখদুটো মেলে ধবে টুলু।

—"চোপ।" ওপাশ থেকে চাদব গলায দাদামণি আচমকা ধমকে ওঠেন—"কাঁথায শুযে ফ্যাশিস্ট কথাবার্তা বলতে বারণ কববি তোর শ্বশুরকে—ছাগদুগ্ধেব ফল।—গান্ধীজীর জীবনের কী জানেন উনি? গান্ধীজী তোর শ্বশুরেব কাছে মৃত্যুব আগে কনফেশন কবে গেছেন? যতো ফ্যাশিস্ট কথা! ভিবিলিটি ছিল না। অহিংসা বিকোযার্স মোর ভিবিলিটি—বুঝলি?—বলবি তোব শ্বশুরকে। বুঝলি খুকু, এই যে আমি বেগুলাবলি ছাগলেব দুধ খাচ্ছি, বেশ টের পাচ্ছি গান্ধীজীব ইনাব স্ট্রেংথেব সোর্সটা কোথায় ছিল।" বসনমামা পাশ দিযে যাচ্ছিলেন, বললেন—

—"হকল বেপারবে পলিটিকাল কালাব দিতে নাই সুটু, বয়স হইতাসে, এট্টু নিউট্রাল হইতে শিখবা। বৌমাকে কও গা পাতা লাগাইতে, বেলা দুইডা বাইজ্যা যায।"

খেতে গিয়ে দেখি দাড়িওলা রাজকুমার বসে আছে, টেবিলিনের শার্ট প্যান্ট পরে। হাতে ঘড়ি। বৌদি ফিসফিস করে বললেন—"দেখেছিস খুকু, রাজকুমার নাতিবাবুকে কী প্রেজেন্ট করেছে? স্টিলের কাপড়িস। ওগুলো দিয়ে 'দুধুয়া ছোড়কে আর তো চায় পী লো'—বললো। সত্যি, ওরও কি কম ঝঞ্ঝাট গেল। বেচারী।"

বনলতার পুষ্যি

বনলতা মানুষের চেয়ে জীবজন্তুর কাছেই বেশি সহজ। কবিদের ভাষায়, 'এই পৃথিবী এক আজব চিড়িয়াখানা', জগতে অনেকেই 'কুকুর-বেড়ালের মতো বাঁচতে বাধ্য হয়', বনলতার বেলায় মানেটা সেরকম ব্যঞ্জনাপূর্ণ নয়। ভাইবোন নেই বলে সে সত্যি-সত্যি একগাদা জন্তু-জানোয়ার ঘেঁটে বড় হয়েছে। তার বাবার আবার মাঝে মাঝেই দেওয়ালকে নানারকম কথাবার্তা বলবার অভ্যেস আছে। মানবেন্দ্র কবি। সময় সময় তিনি দেওয়ালকে বলেন, "—মায়াদয়ারও একটা ট্রেনিং দরকার হয়, নইলে ওনলি চাইলডের সেলফ-সেন্টারড হয়ে যাবার ভয় থাকে।" মা সেটা শুনতে পান বলে গজগজ করতে-করতে হলেও জীবজন্তুর অত্যাচার সয়ে নেন মেয়ের মুখ চেয়ে।

বনলতা আশৈশব দেখছে তার বাবা সকলেরই অটোগ্রাফ খাতায় লিখে দেন "—শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" অথচ বাড়িতে তিনি দেওয়ালকে প্রায়ই বলেন— "মানুষের চেয়ে জন্তু জানোয়ার ঢের ভালো। তারা ভালোবাসতে জানে।" ফলতঃ, বনলতা ধরে নিয়েছে, বাড়ির বাইরে সবার উপরে মানুষ সত্য, আর বাড়ির ভেতরে মানুষের চেয়ে জীবজন্তু ঢের ভালো।

তাই, সে নিজের মাকে সংসারে কিছু সাহায্য করে না বটে কিন্তু কুকুরদের নাওয়ায় খাওয়ায়, বেড়ালদের আঁতুড় তোলে, পাখিদের খাঁচা পরিষ্কার রাখে, ছোলা-কাউনদানা, দুধ-মাছ, মাংস-হাড্ডি, সবকিছুর যোগাড় করে। ভাইবোন-শূন্য বাড়িতে বনলতার সঙ্গী-সাথীর অভাব নেই। তপোবনে শকুন্তলার মতো, প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ তারও আছে একটা, এই জীবজন্তুদের মাধ্যমে।

জ্ঞানোন্মেষের আগে থেকেই কুকুরদের সঙ্গে বনলতার ঘনিষ্ঠ সংযোগ। প্রমাণ একটি মুভী ফিল্ম। একটি বিরাট প্র্যামে ফ্রিলদেওয়া টুপি মাথায় একটি বাচ্চা বসে আছে, বিশাল লোমশ একটি কুকুর চেন দিয়ে প্র্যামের হাতলে বাঁধা। পীচ বাঁধানো চকচকে রাস্তা দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে সেই কুকুর দৌড়চ্ছে। অর্থাৎ বনলতাকে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে। টুপির তলায় বনলতাকে প্রথমে দেখা গেল, ভয়ে সিটিয়ে, পেল্লায়

এক হাঁ করে, চোখ বুজে (সম্ভবতই পাড়া কাঁপিয়ে) কাঁদছে—পবেব শটেই দেখা যাচ্ছে কোনো অজ্ঞাত কাবণে প্রচণ্ড হাততালি বাজাতে বাজাতে দুলে দুলে ফোকলা মুখে হাসছে নির্ভীক হাসি। অর্থাৎ ওইটুকু সমযেব মধ্যেই সেই জন্তুব সঙ্গে তাব বোঝাপড়া হযে গেছে।

আবো প্রমাণ. হামাগুড়ি দিতে শিখেই, বনলতা নাকি খাটেব নিচে ঢুকে. সেই বিশাল কুকুব ডিউকেব ঘুমন্ত থাবা মুঠোয তুলে মুখে পুবে দিযেছিলো৷ সেই থেকে হামাগুড়ি দেওযা বাচ্চা দেখলেই ডিউক প্রাণভযে ছুটে পালায। সেই ছ'মাস বযসেই বনলতা প্রথম "নিউজ" কবেছিলো. যদিও সে খববেব কাগজে বেবোযনি।

তাবপব থেকে নানাভাবে নানা জীবজন্তু নিযে "নিউজ" কবেছে, কাঠবেড়ালী. কচ্ছপ. এমনকী চামচিকে পোষা পর্যন্ত বাদ দেযনি। কাগজে অবশ্য কোনোটাই বেবোযনি।

জন্তু এস্তক পশুপক্ষী নিযে যাব কাববার. নিশ্বাসে প্রশ্বাসে যাব বেড়ালেব লোম কুকুবেব পোকা কাকাতুযাব পালক, কুকুব বেড়ালবিহীন ন্যাড়া সংসাবকে তাব ঘব সংসাব বলে মনেই হয না। পুবী কি দার্জিলিং তাব কাছে দু'দিনেই দুঃসহ হযে ওঠে প্রতিপালিতদেব জন্য দুশ্চিন্তায। সেই হেন বনলতাকে যখন কলেজেব ম্যাটিনে আইডল ইন্দ্রনীল বিযেব প্রস্তাব দিল, তখন বনলতাব জীবনে একটা প্রবল সমস্যাব উদয হলো। ইন্দ্রনীল খৈতান বড় ব্যবসাযীব আদুবে পুত্রই নয, পবন্তু বীতিমতো বুদ্ধিমান. সুসংস্কৃত ছেলে। তবে আবাব সমস্যাটা কী? সমস্যা এই যে, বিযেব প্রস্তাবেব সঙ্গে সে একটা লেজুড় এঁটে দিল। একটা শর্ত। জন্তু জানোযাবকে প্রশ্রয দেওযা চলবে না। ইন্দ্রনীল যে-সংসাবে থাকবে, সেটা নোযাব আর্ক নয। সেখানে খেচব-ভূচব-জলচব যাবতীয জীবজন্তু নিষিদ্ধ। "নো অ্যানিম্যালস. মাই ডিযাব। নো ফিশেস. নো বার্ডস. নো বেপটাইলস। আই ওযান্ট এ পিওবলি হিউম্যান বেসিডেন্স ফব আওযাবসেলভস।"

যদিও ইন্দ্রনীলকে স্বামী পাওযা মানে সবচেযে গ্ল্যামাবাস স্বামীটি পাওযা—নেক্সট ওনলি টু উত্তমকুমাব—তবুও বনলতা মনস্থিব কবতে পাবে না। তিনদিন সময চেযে নেয। চিন্তা কবতে হবে। সাবাজীবন বলে কথা। কুকুব বেড়াল ছাড়া কি বাঁচতে পাববে? পিওবলি হিউম্যান বেসিডেন্স কি সত্যি সত্যিই তেমন সুবিধেব, জানাতে হবে. বনলতা ভাবলো। আগে তাঁদেব মতামতটা নেওযা যাক।'

শর্ত শুনেই কবি মানবেন্দ্র চমকে উঠলেন।

"—এ তো সেই 'পযলা বাতমে বিল্লী কাটা' গল্পেব চেযেও ভযঙ্কব শোনাচ্ছে বে! হ্যাঁগা, শুনেছো? দিনকাল কতো বদলে গেছে? আমবা বিযেব মন্তব পড়েছি কনেকে বব বলছে, 'আমাব প্রতি যেমন, আমাব প্রতিপালিত জনেদেব প্রতি, আব আমাব গৃহপালিত পশুদেব প্রতিও ঠিক তেমনি সুনজব দিও। সবাইকে নিয়ে এই গৃহেব গৃহলক্ষ্মী হও'—কত চমৎকাব ফিলজফি বল দেখি? আব আজকালকাব

ছেলেদেব সেলফিশ ফিলজফি দেখলে? কেবল আমি আব তুমি। আশ্রিত মানুষ তো দূবেব কথা, এমনকী পশুপক্ষীকেও ভালোবাসতে পাববে না। একলা আমাকে অ্যাটেনশান দাও। কী সর্বনেশে কথা?"

"—সর্বনেশে কথা আবার কী?" স্বর্ণলতা আপত্তি কবেন।

"—সে ছেলে হয়তো জীবজন্তু ভালোবাসে না। সবাই কি আব তোমাদেব মতো বিদঘুটে প্রকৃতিব।"

"—ঠিক বলেছ মা," বনলতা জানায: "ব্যাপাবটা ঠিক সেলফিশনেস নয বোধহয। আসলে ও জন্তুজানোযাবদেব একদম পছন্দ কবে না। চিড়িযাখানাতে বেড়াতে যেতে চায না কিছুতেই।"

"—চায না?" কবি বাবা মাথা নাড়েন "—সেটাও তো ভালোকথা নয মা? আই স্পট দিস অ্যাজ আ ডেনজাব সিগন্যাল। ইযং কাপলদেব পক্ষে জাযগাটা খুবই আইডিযাল, কলকাতায।" বাবাব কথায লজ্জা পেলেও, বনলতা ইন্দ্রনীলেব পক্ষে সাফাই গায। —"আসলে কি জানো বাবা, ওবা তো জীবজন্তু পোষেনি বাড়িতে কখনো। ও বলে চিড়িযাখানায বিশ্রী গন্ধ। কুকুবকে ভয পায। বেড়ালকে ঘেন্না কবে। অনভ্যেসেব দোষ আব কি?"

কবি মাথা নাড়েন। গম্ভীব গলায বলেন—"উ হুঁ। এ তো ব্যাড সাইন মা —জীবজন্তু যাবা ভালোবাসে না, তাবা আসলে মানুষকেও ভালোবাসে না। তাবা হার্টলেস। নো। এখানে বিযে কবা ঠিক নয। তাছাড়া ওবকম কনডিশন কবে নেওযাটা তো আবোই আপত্তিকব। একজনেব শখসাধকে হুমকি..."

"—বাঃ! বেশ কথা তো?" স্বর্ণলতা সুপুবি কুচোনো বন্ধ কবে গালে হাত দেন। —"আমাব কথাটা কি ভুলে গেলে? কনডিশন কবে নিইনি বলেই তো আজ আমাব এই হেনস্থা। যা দু'চক্ষে দেখতে পাবি না, তাই নিযেই সংসাব। আমি কি জীবনে কখনও কুকুব-বেড়াল ভালোবাসি? তাব মানেই কি আমি হার্টলেস? যত হার্ট সব কি শুধু তোমাব আব তোমাব কুকুবদেব বুকে? আমাব দযামাযা নেই?"

কবি মানবেন্দ্র জিব কেটে গোঁফ দুলিযে হাঁ হাঁ কবে ছুটে এলেন—"ছি ছি, সে কি কথা। কে বললে তোমাব দযামাযা নেই? দু'চক্ষে দেখতে না পাবলেও জীবজন্তুদেব প্রতি তোমাব অসীম সহ্য। নইলে আব আমাব মতন একটা বুনো জন্তুকেও কেষ্টব জীব বলে এতকাল পুষছো?" জিব কেটে ঘোমটা টেনে ছুটে পালানোব স্বভাব স্বর্ণলতাব নয। তাই তিনি তাব বদলে সুপুবি কুচোনোয চোখ নামালেন— মখে বললেন—"আহাহা, কথাব ছিবি কি। তাও আবাব বিযেব যুগ্যি মেযেব সামনে।" জিৎ হযেছে বুঝতে পেবে মানবেন্দ্র গদগদকণ্ঠে বললেন—"সবাই কি আব তোমাব মতো? কুকুববেড়াল না হয নাই ভালোবাসলে, তবু তাদেব কান্নাটা তো পোযাচ্ছো? তাছাড়া ফুল তো ভালোবাসো? গান তো ভালোবাসো? তোমাব কথাটা আলাদা •স্বন্ন।"

স্বর্ণলতার খুব ইন্দ্রনীলকে পছন্দ। অমন সুন্দর জামাই পেলে কে না খুশি হয়? একমাত্র কবিটবিব মতো আকাট বোকালোকরা ছাড়া? তিনি বললেন— "কে তোমাকে বলেছে সে ছেলেও যে আলাদা নয়? জীবজন্তু তো শতকবা নব্বইজনই ভালোবাসে না, আমি মনে কবি ওটা খুবই হেলদি সাইন। তার মানেই এই নয়, যে— সে গানও ভালোবাসে না, ফুলও ভালোবাসে না। জিজ্ঞেস করে দেখেছো মেয়েকে?"

মাযেব কথা শুনেই বনলতাব মুখটি ম্লান হযে এল, আব তার বাবাব মুখ ঝলমলিযে উঠলো।

"—ঠিক কথা।" তিনি হেঁকে উঠলেন—"হ্যাঁবে, ইন্দ্রনীল কি ফুল ভালোবাসে?"

"—ফুল?" —বনলতা ঢোক গিলে "—ফুল মানে. এই ধবো গোলাপটোলাপ? নূবজাহানেব হাতে যেমন থাকে।" মনে মনে আকুল হযে ভাবতে থাকেন কবি, ফুল মানে আব কী কী হতে পাবে। তক্ষুনি মনে পড়ে যায—হস্তেলীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধম..."—অথবা পদ্ম-টদ্ম? কিম্বা কুঁদফুলেব মালা? এনে দেয কিছু? ভেবে দ্যাখ তো?"

বনলতা ভাবে—"নাঃ। ওসব দিযেছে বলে তো মনে পডছে না।"

"—হুম। বাগান-টাগান ভালোবাসে?" বনলতা ভ্রূ কুঁচকে চিন্তা কবে জবাব দেয —"একবাব হর্টিকালচার বাগানে যেতে চেযেছিলুম. ডালিযাফুল দেখতে। ইন্দ্র বলেছিল—"আন ইন্টেলিজেন্ট নেচাব ডাজ নট ইন্টাবেস্ট মি।" শুনে কবি মানবেন্দ্র আবাব চুপ কবে গেলেন। প্রস্তববৎ। "—হুম।" দু মিনিট নীববতা পালন। ফুল না ভালোবাসাব শোকে।

তাবপবেই মন খাবাপটা ঝেড়ে ফেলে হাঁক পাড়েন—"ও, কে। কাম টু দ্য নেক্সট পযেন্ট। গান। গান গাইতে পারে? তোকে গান গেযে শোনায?"

—"গান? কই শুনিনি তো গাইতে। পাবে না বোধহয।"

"—তা বেশ। নিজে গাইতে না পারুক" (মানবেন্দ্রও পাবেন না). "গান শুনতে তো ভালোবাসে? গানেব জলসা-টলসায যায? সদাবঙ্গ? ববীন্দ্রসদন? কলামন্দিব? দেখা হয?"

"—জলসায? নাঃ। দেখা হযনি তো কখনো। কেবল যেবাব কলেজ থেকে বন্যাত্রাণের জন্যে চ্যাবিটি শো কবেছিলুম সেবাবে ও গিযেছিল। ফাংশানেব গোড়ায বন্যাত্রাণেব বিষযে যে স্পীচটা ছিল, সেটা ওই দিযেছিল। কিন্তু গানেব সময়ে ছিল না।"

"—ছিল না মানে?"

"—মানে, উঠে চলে গিযেছিল। ও বাংলা গান সহ্য কবতে পারে না।"

"—আই সী। হুম। যাকগে। দ্য ল্যাঙ্গুযেজ ইজ ইমমেটিবিযাল, বুঝলি, ইটস

দ্য মিউজিক দ্যাট ম্যাটাবস। বাংলা না হোক, অন্য গান তো ভালোবাসে? হিন্দি, তামিল, ইংবিজি, উর্দু, ফ্রেঞ্চ? এনিথিং?"

তালে তালে মাথা নেড়ে বনলতা বলে— "কি জানি? জানি না। কে জানে?"

"—ঘবে গ্রামোফোন নেই? কিম্বা টেপ বেকর্ডাব? ক্যাসেট? বেকর্ড শোনে না?"

"—বেকর্ড বাজাতে তো কই দেখিনি, তবে হ্যাঁ ট্রানজিস্টব রেডিও একটা শোনে দেখেছি। বেডিওটা সবসময়েই খোলা থাকে। তাই তো পুলক ওকে বলে বেডিও-অ্যাকটিভ". বলেই বনলতা হেসে ফেলে।

কবি মানবেন্দ্র হাসেন না। যাবপবনাই সীবিযাস মুখে চোখ তোলেন —"বুঝলুম। ওতে হবে না। বেকর্ড শোনে না বলছিস? মোটে অভ্যেসই নেই বেকর্ড কেনাব? কোনো গানই শোনে না? হুম?" ভ্রূকুটিল চোখে দুই ঠোঁট টিপে মেঝেব দিকে তাকিয়ে দু' আঙুলে টেবিল বাজাতে শুরু কবেন তিনি।

অবস্থা সঙ্গীন দেখে স্বর্ণলতা আবাব কথা যুগিয়ে দেন।

"—তা গান না হোক. বাজনা? নিশ্চযই বাজনা-টাজনা বাজায কিছু? সেতাব-টেতাব? ছেলেদেব ভেতব আজকাল তো খুব চল হযেছে।"

কবি মানবেন্দ্রব মুখ সঙ্গে সঙ্গে পুনরুদ্দীপিত।

"—ঠিক। ঠিক। কোযাইট কাবেক্ট। ভোক্যাল না হোক, ইনস্ট্রুমেন্টাল?—সেতাব? সবোদ? বাঁশিটাঁশি? নো? ওকে...—পিযানো? ভাযোলিন? নো? ওকে...তবলা? গীটাব? নো? ...এমনকী হাবমোনিযামও নয? যাঃ ব্বাবা।" ...প্রতিটি বাদ্যযন্ত্রেব নাম উচ্চাবণেব সঙ্গে সঙ্গে ছন্দে ছন্দে নঞর্থকভাবে ঘাড নেড়ে চলেছে বনলতা, আব ক্রমশ কমে আসছে কবি মানবেন্দ্রব কণ্ঠস্বেব তেজ। মৃদু থেকে মৃদুতব হযে শেষে দীর্ঘ-নিশ্বাস হযে মিলিযে গেল তাঁব স্বব। তাবপব বললেন —"তাহলে বাদ দিযে দে। সবকিছুতেই ফেল।"

"কিন্তু কবিতা?" পানেব খিলি মুডতে মুডতে শেষ বক্ষাব চেষ্টা কবেন স্বর্ণলতা। —"অনেকেই তো মিউজিকেব চেযে পোযেট্রি বেশি পছন্দ কবে। তুমিই তো বলেছ. কবিতাব আবেদন বেশি ইন্টালেকচুযাল? ইন্দ্র তো অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পেযেছে, হযতো সে গানেব বদলে কবিতাই বেশি পছন্দ কবে।"

"—বাইট।" নবোদ্যমে লাফিযে ওঠেন কবি মানবেন্দ্র।

—"মিউজিক বেশি ইন্দ্রিযগ্রাহ্য ব্যাপাব. কবিতাই বেশি সেবেব্রাল। হ্যাঁবে খুকী. ইন্দ্র কী তোকে কবিতা পড়ে শোনায?"

"—পড়ে শোনাযনি. তবে কবিতাব বইটই উপহাব দিযেছে জন্মদিনে।"

"—বাস বাস বাস। তাহলেই হলো। ভালোবেসে কবিতাব বই দিযেছে যখন সেই যথেষ্ট। তাব মানেই সে নিজেও ভালোবেসে কবিতা পড়ে।"

"—পড়ে কি?" বনলতা একটা খাপছাড়া প্রশ্ন বাখে। "আমি ঠিক জানি না. বাবা। কখনো তো দেখিনি পডতে।"

"—না পড়লে আর কবিতার বই দিল কি করে তোকে? কী যে বলিস তুই!"

"—দিয়েছে তো আমি চেয়েছি বলে। জিজ্ঞেস করেছিল তো জন্মদিনে কী চাই? তখন আমি বললুম—"

"—কবিতার বই চাই। এই কথা বললে?"

"—ঠিক তাই।"

"—গুড গ্রেশাস। আজকালকার ছেলেরা সারপ্রাইজও দেয় না? বলে কয়ে উপহার? তা কী কী বই দিয়েছে? অন্তত দেখা যাক তার চয়েসটা কেমন।"

"—চয়েস তো আমারই। কী কী বই চাই, লিস্ট করে দিতে বলেছিল তো।"

"—বাঃ। চমৎকার। সেটুকুও নিজে খাটবে না। নাঃ, চলবে না। নট ওয়ান পজিটিভ পয়েন্ট সো ফার। স্বর্ন, তোমার এ-জামাই আর হলো না। আশা ছাড়ো। সুপাত্র নয় মোটেই। কুকুর ভালোবাসে না, গোলাপ ফুল ভালোবাসে না, বড়ে গোলাম ভালোবাসে না, রবীন্দ্রনাথ ভালোবাসে না—সে আবার একটা পাত্র নাকি?"

অপরাজেয় স্বর্ণলতা নির্বিকার গলায় বলেন: "—তা না বাসুক, তোমার মেয়েকে তো ভালোবাসে? আমার কাছে সেইটেই যথেষ্ট।"

"—দূর দূর! একটা বাজে লোকের ভালোবাসা দিয়ে কী হবে? খুকী—" মানবেন্দ্র রায় দেন, "—আই সাজেস্ট ইউ রিজেক্ট হিম।"

বনলতা কিন্তু চলে যায় না। বসেই থাকে। বসে বসে মাথা নিচু করে আঁচলের কোণটা আঙুলে জড়াতে থাকে। কিছুক্ষণ সেই দৃশ্য নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করেন কবি মানবেন্দ্র। তারপরে বলেন—।

"—বাপের তো ব্যবসা আছে বুঝলুম। ছেলে নিজে কিছু করে?"

"—বিলিতি তেল কোম্পানিতে চাকরি করছে।"

"—যেমন স্বভাব তেমনি কর্ম। খুব অয়লি ক্যারেক্টার। তৈলাক্ত চরিত্র বলে মনে হয়।"

"—মোটেই না।" ফোঁস করে ওঠে বনলতা--

"খুব স্ট্রেট ফরোয়ার্ড। শুনলেই তো আমাকে কিরকম বলেছে। 'হয় কুকুর বেড়াল, নয় ইন্দ্রনীল'— ওটা বুঝি তৈলাক্ত ক্যারেক্টারের লক্ষণ হলো?"

"—তা অবিশ্যি ঠিক কথা।" কবি মানবেন্দ্র মাথা নেড়ে স্বীকার করে নেন মেয়ের জিৎ। ফের কিছুক্ষণ মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে থকেন। কী যেন ভাবেন। ...তারপর বলেন:

"—হ্যাঁরে খুকী, তুইও কি ছেলেটাকে ভালোবাসিস?"

আঙুলে আঁচলের কোণ জড়াতে জড়াতে বনলতা ঘটাং করে ঘাড় কাৎ করে দেয়। কান দুটি বেগুনী।

"—বাসিস তো ?"

"—হুঁ।"

"—হুঁ ?"

গাঁক গাঁক করে হেঁকে ওঠেন কবি মানবেন্দ্র, "হুঁ ?—তবে আবার এত কথা কিসের জন্যে ? এসব কনসিডারেশন তো ভ্যালিড ফর অ্যারেঞ্জড ম্যারেজেস ওনলি। এটা তো দেখা যাচ্ছে লাভ ম্যারেজের কেস। লাভ ইজ ব্লাইনড। চোখে গান্ধারীর মতো সাতপুরু ব্যাণ্ডেজ বেঁধে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়া। লাভ থাকলে অগ্নিকুণ্ডই অমৃতকুণ্ড হয়ে যাবে। আর না থাকলে, পুড়ে মরবে। এই তো সহজ হিসেব। লাগিয়ে দে প্যাণ্ডেল।"

"—কিন্তু বাবা..."

"—কিন্তু কিসের ? এখনো ভালোবাসা ইজ আনসার্টেন ?"

"—তা নয়, বলছিলুম, জীবজন্তু ছাড়া কি সত্যি সত্যি আমি বাচতে পারবো বাবা ? যে-বাড়িতে চিনিয়া মুনিয়া কিচির মিচির করছে না, কাকাতুয়া ময়না বোল পড়ছে না, বেড়ালছানারা পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করছে না, বাড়ি ঢোকবামাত্র কোনো কুকুর এসে গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আকুলি বিকুলি ওয়েলকাম করছে না, সেইরকম বাড়িতে কি থাকা যায় ?"

"—যায় রে যায়।" কবি মানবেন্দ্র গোঁফে মোচড় দিয়ে হাসলেন। —"খুব যায়। চিরকাল কি আমার বাড়িতেই এত জীবজন্তু ছিল ? দেখবি, ঠিক মুনিয়াপাখির মতোই কূজন গুঞ্জন করবে, নাইবা হলো মুনিয়া, ময়নার মতোই বুলি পড়বে, যদিও ময়না নয়, পায়ে পায়েও দিব্যি ঘুরঘুর করবে, নাই বা হলো বেড়ালছানা, আর ঝাঁপিয়ে পড়ে আকুলি বিকুলি ওয়েলকাম ? সেও হবে। ও কম্মোটি কুকুররা ছাড়া আর কেউ কি করতে পারে না নাকি ? তোর মাকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখ ঠিক বলেছি কিনা ?

"—কি, হচ্ছে কী।" ধমকে ওঠেন স্বর্ণলতা আড়াল থেকে—" মেয়ের সঙ্গে বাপের কথাবার্তার রকম-সকম কি ওই ? লোকে শুনলে বলবে কী ? ছি, ছি, ছি।"

"বাঃ। ওকে বুঝিয়ে দিতে হবে না ? দেখবি খুকী—কিছুরই অভাব হবে না, পাখিকে পাখি, বেড়ালছানাকে বেড়ালছানা, কুকুরকে কুকুর অল-ইন-ওয়ান। স্পষ্ট দেখতে পাবি, দিব্যি চেন বগলসে বাঁধা আছে, খাঁচার ভেতরে ভরা আছে—দাঁড়ের ওপরে বসে আছে—যখন যেমনটি মানায়—একই অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে...এই দেখছিস তো আমাকে—"

"—মরে যাই। থামো তো দেখি ?" কৌটোভরা পানটি এগিয়ে দিতে দিতে এক ধমক লাগান স্বর্ণলতা। সে-ধমকে মানবেন্দ্রর মিচকে হাসি মোছে না, কিন্তু বনলতা দৌড়ে পালায়।

আষাঢ় মাস পড়তেই কবি মানবেন্দ্রর বাড়িতে সানাই বেজে উঠলো। নতুন পুষ্যি এসে গেছে বনলতার।

চাঁদগড়ার কারিগর

"কলকাতায় ? তা খুব বেশিদিন না। এই মাস পাঁচ ছয় হবে। বাপ রে বাপ, কলকাতায় এসে যেন বেঁচেছি। আর কিছুদিন দিল্লিতে থাকতে হলে আমি যেতাম পাগল হয়ে আর জনাথান বোধহয় মরেই যেত—". একটি তসরের পাঞ্জাবী পরা নাদুশনুদুশ সাহেবের কনুই থেকে ঝুলতে ঝুলতেই গৃহকর্তা দত্তমশাইয়ের দেশলাই থেকে সার্কাসের কায়দায় ঠোঁটের সিগারেটটা ধরিয়ে নেয় মেয়েটি। তারই ফাঁকে বসে ঝর্ণার মতো আলাপ। উন্নত পেটটি সগৌরবে আসন্ন শুভদিনের ঘোষণা করছে।

—"আজ চাণক্যপুরী কাল জোড়বাগ পরশু মহারানীবাগ—ওফ, পার্টি যেন বন্যা ডেকে যাচ্ছে বছর-ভোর। অথচ পরিতাপের বিষয় এই যে সর্বত্র একই মুখ একই আলোচনা. আর মুখ তো নয় মুখোশ, আলোচনা মানে পরচর্চা, একটা প্ল্যাস্টিকের পৃথিবী।" ধোঁয়া ছেড়ে মেয়েটা বলে—"আমি ইরিনা ওয়েন। কল মি রিনা। ফ্রম কেরালা, অ্যানড ওয়াশিংটন। অ্যানড য়ু ?" এবার দত্তমশাই পরিচয় করিয়ে দেন—

—"স্যার—দিস ইজ নবনীতা, আ বেঙ্গলী পোয়েট।"

—"নব-নী-তা ? জানো তো. সাউথে নবনীতম মানে কী ? ফ্রেশ ক্রীম। কবিত্বের সঙ্গে বেশ মেলে—", বলেই হাসতে থাকে ইরিনা। কথায় কথায় হাসি ওর।

—"নর্থেও নবীনতম মানে ফ্রেশ ক্রীম। তবে আমার সঙ্গে মেলে না। আমার নাম ব্রাউন ব্রেড কিংবা ওয়াইলড রাইস হলে বেটার হতো।" খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে ইরিনা। "এই তো, এই তো কবির মতন কথাবার্তা শুরু হয়ে গেছে। শুনলে জনাথানের খুব ভালো লাগবে। জনাথান ?" —নাদুশনুদুশ সাহেবটি তখন নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পানীয়ের টেবিলের দিকে চলে গেছে। আমি কথা ঘোরাতে বলি—"পার্টির নামে আমারও প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। ঠিকই বলেছো, একই অবাস্তব মুখের মিছিল, একই অবাস্তব হাসি. অবাস্তব বাক্য. তুচ্ছতা, ক্লান্তি, বিষাদ. কলকাতাও তাইই ইরিনা।"

—"না না না,কলকাতা মোটেই তা নয়, আমায় জনাথান বলেছে। কলকাতা অন্য ব্যাপার। ইট ইজ আ লিভিং সিটি। এখানকার পার্টিতে কত ধরনের মানুষ মীট করছি আমরা, লেখক, নাট্যকার, শিল্পী, অভিনেতা, শিক্ষাবিদ—এই আজকের

পার্টিতেই দ্যাখো না, কত লেখক, গাইযে, অধ্যাপক। দিল্লিব ডিপ্লোম্যাটিক পার্টিগুলো সব অন্যবকম, একমাত্রিক। ঠিক ওযাশিংটনের মতো। নেহাৎ দেহাতী মেযে বলে প্রথম প্রথম আমাব চোখ ধাঁধিয়ে গিযেছিল ঠিকই। মনে হলো এই তো স্বর্গ, এত হালকা জীবন, বং বস রূপ গন্ধ—কতবকম সাজপোশাক—ভালো ভালো মদ—ভালো ভালো খাবাব—নেশাব মতো ফুরফুবে কথাবার্তা—দিব্যি চলছিল—হঠাৎ একদিন ক্লান্তি এল। সীসেব মতো ভাবী হযে উঠল, দুর্বহ হযে উঠল এই অর্থহীন পার্টি জীবন। ভাগ্যিস ঠিক তখনই জনাথান কলকাতায বদলিটাব ব্যবস্থা কবে নিল।" বলেই একগাল যুঁইফুলেব মতো হাসি হেসে দিল মেযেটা। ঘন নীল কর্ডুবযেব প্যান্টেব ওপবে ম্যাচ কবা লক্ষ্ণৌ কুর্তা, সব চুল টেনেটুনে পিছনে উঁচু কবে ঘোডাব ল্যাজ-স্টাইলে বাঁধা। দীর্ঘ, রুক্ষ, ঘন কালো চুল। বিশাল খোঁপা হতো, বাঁধলে। যেমন চুল তেমনি চেহাবা। স্বাস্থ্যবতী একটা চকচকে বাদামী ঘোডাব মতোই জোযান তবতেজী কালো শবীব; বড বড চঞ্চল চোখদুটি কৌতুকে ঝকঝক কবছে, বেশ একটা মিষ্টি মিষ্টি ভাব আছে মুখময। খুব ছটফটে আব তেমনি মিশুক—এমন একটা মাযা আছে ওব মধ্যে, যে সাবাক্ষণ চোখ টেনে বাখে এত লোকেব মধ্যেও। তসবেব পাঞ্জাবী গাযে নাদুশনুদুশ সাহেবকে ওব পাশে বড্ডই শান্তশিষ্ট দেখাচ্ছে। দু'হাতে ভবা গেলাশ হাতে ফিবে আসছেন ভদ্রলোক—"অ্যানড হিযাব কামস মিস্টাব জনাথান ওযেন—গ্যেস হু?"

—"হাব হাইনেসেব চিব বিশ্বস্ত ভৃত্য, আবাব কে?" হঠাৎ কোমব থেকে নিচু হযে বাও কবে নাটকীযভাবে একটি গেলাশ ইবিনাব দিকে বাডিযে দেন ভদ্রলোক, তাবপব সোজা হযে দাঁডিয়ে এক গাল হাসেন। হাসবামাত্র তাব সাবা মুখে ঝলমল কবে ওঠে উষ্ণতা—আর আমার বুকের মধ্যে আবেকবাব খুশির ঘন্টা পড়ে—এই তো, আবেকটা আমাদেব নিজেব লোক!—ইবিনা আমাকে দেখিযে বলে:

—"মীট নবনীতা, আ বেঙ্গলী পোযেট।"

—"আ পোযেট? উ-হ..." সাহেবেব চোখমুখে যে স্বর্গীয় আহ্লাদেব উদ্ভাস ফুটলো তা যদি কৃত্রিম না হয তবে নিশ্চয় যথেষ্ট গর্ব হওযাব কথা আমাব।

—"আ পোযেট!" সাহেব যেন হাতে চাঁদ পেযেছে। "হাউ মার্ভেলাস! দিস ইজ হোযাই আই লাভ ক্যালকাটা। উই নেভাব মেট আ পোযেট ইন ডেলহী। ডিড উই, ডার্লিং?" ডার্লিংযেব বদলে আমিই উত্তব দিযে ফেলি।

—"সে কি কথা। দিল্লি তো কবিতে ভর্তি। হিন্দি, উর্দু, পাঞ্জাবী, ইন্দো-অ্যাংলিযান, বাংলা, ইউ নেম ইট অ্যানড ডেহলী হ্যাজ ইট।"

—"হতে পাবে, বাট দে হিড দেমসেলভ্স ফ্রম মি। অথচ কলকাতায এসে অলবেডি কতজন সাহিত্যিককে মীট কবেছি। ডেফিনিটলি ক্যালকাটা ইজ আ ডিফারেন্ট স্টোরি অলটুগেদাব—ইট হ্যাজ মোব মীনিং ফব আস—তাই না বিনা?"

—"আমি তো ঠিক তাই বলছিলুম নবনীতাকে।"

—"এক্সকিউজ মি লেডিজ, তোমাদের সঙ্গে আমি গল্প করতে চাই, কিন্তু ঘরের মধ্যে সত্যিই আর থাকতে পারছি না আমি, দম আটকে আসছে সিগারেটের ধোঁয়ায় —একটু বারান্দায় চল না, সবাই মিলে ফ্রেশ এয়ারে বসি?"

—আমারও মাথাটা ধরে যাচ্ছে গরমে,—"চল, বাইরেই যাই ইবিনা—" বাইরে এসে আমরা একটা গোল টেবিলের ধারে বসি। "ঠাণ্ডা বাত বয়ে যাচ্ছে এখানে।" ছাইদানটা টেনে নিয়ে ইবিনা বলে—

—"কলকাতায় এসে জনাথান হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। আমার অবশ্য প্রথমটা একটু নোংরা ময়লা ভাঙাচোরা এরকম লাগছিল—কিন্তু এখন বুঝে গেছি কলকাতা ওকে কী দিয়ে কেন এমন করে মাতিয়ে রেখেছে। ইটস দ্য পিপল।"

—"শুধু তাই নয়—আরো আছে বিনা। ইট হ্যাজ ক্যারেকটার। এত করে বিনাকে বলি, চল, বিনা লেট্‌স গো ফর আ ওয়াক ইন দিস ম্যাজিক সিটি—তা যাবে না। কিছুতেই গাড়ি ছাড়া এক পা নড়বে না।"

—"তো কী করব? জীবনে গাড়ি চড়িনি তো আগে? এখন শোফার ড্রিভন সি. সি. লেখা গাড়িতে বসে মেমসাহেব হয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াই—এ সুখ ছেড়ে কোন দুঃখে গোবর, ডিজেলের কাদা, ফলের খোসা, আর ইউরিনের পুকুরের মধ্যে পা দিয়ে হাঁটতে যাব বল? উনি হাঁটার জন্যে পাগলা। ড্রাইভারের সঙ্গে তো ওর ঝগড়াই হয়ে গেল এই নিয়ে।"

—"ড্রাইভারেরই দোষটা ছিল—"

—"মোটেই না। সে তার ডিউটি করবে না?"—

—"ব্যাপারটা কী?"

—"কিছুই না।" জনাথান উত্তর দেয়— "আমি হেঁটে অফিসে যাব, ড্রাইভার কিছুতেই অ্যালাউ করবে না। আমি তার বস, না সে আমার বস? কে কার কথা শুনবে? ছোকরা প্রবল গোঁয়ার—"

"আর তুমি বুঝি গোঁয়ার নও? শোনো নবনীতা, অফিস শুরু ন'টায়। কাছেই আমাদের কোয়ার্টার। দু' মিনিটের পথ, হাঁটলে সাত-আট মিনিট, ড্রাইভার ন'টা বাজতে পাঁচে আসত। উনি হেঁটে যাবেন বলে ন'টা বাজতে দশে বেরুতে লাগলেন যাতে ড্রাইভার পৌঁছবার আগেই পালাতে পারেন।"

—"ড্রাইভারও তেমনি। সে পৌনে ন'টায় এসে ঠিক আমাকে ধরল। আমি আর কী করি? অগত্যা ন'টা বাজতে কুড়িতে বেরুলুম। ড্রাইভার তখন সাড়ে আটটায় এসে হাজির।"

—"ড্রাইভার সাড়ে আটটায় আসতে লাগল, উনি তার পরদিন সোয়া আটটায় বেরুলেন। পরদিন ড্রাইভার আটটায় এল এবং ভয়ানক ঝগড়াও করল। সে অনেকদূরে থাকে, আন্দুল না কোথায় যেন। সেখান থেকে তিন মাইল হেঁটে তাকে ট্রেন ধরতে হয়। শীতকালে অত ভোরে আসতে তার খুব কষ্ট। কিন্তু যেহেতু সাহেবকে অফিসে

নিযে যাওযাই তাব কাজ, সেটাব জন্যে সে মাইনে পাচ্ছে, সেটা না কবলেও তো তাব মন ওঠে না।" —আমি তো শুনে অবাক।

—"শুধু পাঁচ-সাত মিনিটেব হাঁটা নিযেই এত কাণ্ড? দিলেই তো হয হাঁটতে। গাড়ি কবে অন্যত্র যাতায়াত কববেন, যখন দূবপাল্লায কাজ থাকবে।"

—"তাও যে যাবে না। সেন্ট্রাল অফিস ব্রাঞ্চ অফিস, সর্বত্রই হেঁটে হেঁটে যাবে, বোদ নেই জল নেই। আর বলবে, 'পাযে হেঁটে না বেড়ালে একটা জাযগাব সঙ্গে চেনাশুনোই হয না'।" —আমিও ইবিনাকে বললুম—

—"তুমি বাগ কবলে কি হবে,—উচিত কথাই তো বলেছেন জনাথান। হাঁটাব মতো কিছু নেই। হুশ কবে গাড়ি কবে উড়ে বেবিযে চলে গেলে, আসল শহবেব সবই তো থেকে যাবে অধবা।" এবাব জনাথান নিজেব পক্ষ সমর্থন কবতে এগোয—

—"আমাব সত্যি বড্ড ভালো লাগে এই কলকাতাব পথঘাট দিযে ঘুবে ঘুবে বেড়াতে। কত আশ্চর্য সব গলিঘুঁজি, কত আশ্চর্য সব বিশাল পুবোনো বাড়ি–কত যে অভাবনীয সব গন্ধ—"

—"সি. এম. ডি. এ-ব এবং মেট্রো বেলেব অত্যাচাবে চতুর্দিকে তো গর্ত —হাঁটেন কী কবে?"

—"সাবধানে হাঁটতে হবে বইকি। একটা দারুণ সম্মোহিনী মাযা আছে এই শহবেব। আমি তো হেঁটে যাই একটা বিচিত্র মিশ্র সুগন্ধেব মিছিলেব মধ্য দিযে। আমি খুব ফবচুনেট যে কলকাতা দেখলাম।"

—"জনাথান বলে," ইবিনা যোগ দেয—"পাশ্চাত্য সভ্যতাব বাইবে একটা বর্ণহীন অ্যান্টিসেপটিক কেমিক্যাল গন্ধ আছে, কেমন একটা ধাতব স্বাদ লেগে আছে ওখানকাব বাতাসে। আব কলকাতা? এখানে এখনও আছে প্রকৃতিব গন্ধ, বেঁচে থাকার গন্ধ, জ্যান্ত জীবন্ত সব গন্ধ—কখনো গবমাগবম পকৌড়া ভাজাব গন্ধ নাকে আসবে, কিম্বা জিলিপি বসে ফেলছে কোনো দোকানে—জিবে জল আসবেই—"

—"কোথাও বা পাকা আনাবস কাটা হচ্ছে, ফলেব সুগন্ধে বাতাস ম-ম, কোথাও বা একটা আমেব কি পেযাবাব ঝুড়ি নামাচ্ছে, আঃ কী সুবভী—কখনও কারুব বান্নাঘবেব পাশ দিযে যেতে যেতে নাসাবন্ধ্রে একঝলক অজানা কোনো ভাবতীয বান্নাব তেল বা ঝাল-মশলাব গন্ধ ঢুকে যায—জিবে জল এসে যায আমাব।" জনাথান বলে,—"তোমাব মনে হয় না, নবনীতা? গন্ধেব যেন উৎসব।"

"—শুধু কি খাদ্য? কখনো বা ফুলেব দোকান পাব হচ্ছো, তাজা টাটকা ফুলেব তীব্র সৌবভে গলি ভরা, কখনো হযতো বইপাড়া দিযে যাচ্ছো, টাটকা আঠাব গন্ধ, নতুন বইযেব গন্ধ, তাজা কাগজেব গন্ধ—কখনো কাপড়েব পাড়ায, কাপড়েব গাঁঠবি নামাচ্ছে, ওঃ, নতুন কাপড়েব গন্ধ—ওঃ, ইনক্রেডিবল সিটি। কেউ তাব জানলা দবজায খসখস টাঙিয়ে, তাতে জলছড়া দিচ্ছে, তাব সুবাস, কখনো কোনো মন্দিব পাব হযে যাচ্ছো, হঠাৎ নাকে আসবে ধূপধুনোব মিষ্টি পবিত্র গন্ধ, চন্দন সুরভি

—শঙ্খঘণ্টার শব্দ—শব্দই বা কত ধরনেব—উঃ! বাতে একবকম, দিনে একবকম, ট্রামেব একরকম, বাসের একবকম, বিকশার একরকম,"—এবার হাসতে হাসতে ইরিনা যোগ করতে থাকে।

—"ট্রাক লবীর এক বকম, প্রাইভেট গাড়িব এক বকম, ট্যাক্সিব আবেক বকম"—

জনাথান আবাব খেই ধরে নেয়, "এবই মধ্যে কোকিল কুহু কুহু করছে, গরু মহিষ হাম্বা হাম্বা করছে, কুকুরেব ভৌ ভৌ, বেড়ালেব ম্যাঁও, কাকেব কা-কা, চড়াইপাখির কিচির-মিচিব", ইরিনাও ছাড়বার পাত্রী নয়—

—"কলতলায মানুষ ঝগড়া করছে, এ-বাড়িতে হোলনাইট বাচ্চা কাঁদছে, ও-বাড়িতে হোল-ডে গিন্নি চ্যাচাচ্ছে"—জনাথানও ছাড়ে না—

—"ওখানে ক্লাসিকাল গানে গলা সাধতে বসেছে কেউ, এখানে ইংবিজি গান বাজিয়ে হাঁকতে হাঁকতে যাচ্ছে ফেবিওযালা—মোটমাট ভীষণভাবে বাঁচা হচ্ছে চাবিদিকে—ফিবিওয়ালাদের ফিরি কবার জিনিসই বা কতবকমেব? কত বিচিত্র? কী ভালো লাগে আমাব।"

—"হ্যাঁ, শুধুই তাই? আব ভিকিবিব বৈচিত্র্য ভালো লাগে না? ভিকিবিদেব হাঁকডাক? গানবাজনা? আব বহস্যময শব্দ? পথে কলাব খোসা? গোবব? আর থুতু? বস্তিব ছেলেদের প্রাতঃকৃত্য? আর ঢাকনি-খোলা ম্যানহোলেব সারপ্রাইজ? সাফ না করা রাশিকৃত জঞ্জালের স্তূপ? তাব সুগন্ধ?—"

—"সেও আছে, সেও আছে, সেও তো থাকবেই। খেযাল কবে হাঁটতে হবে, আর ইয়ু'ল এনড আপ ইন ট্রাবল, নইলে অন্যগুলো চোখে পড়বে কেন— আফটাব অল কতদূর যে গবীব এই দেশটা। ভাবতে গেলে মাথাই খারাপ হয়ে যায়।— আবার এখানেই ধনীর ঐশ্বর্য প্রদর্শনের সীমা নেই। এত রুচিব আব হৃদযের অভাবও চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। কী নিষ্ঠুর আড়ম্বব!"

—"তুমি কি কবিতা লেখো, জনাথান?"

—"কবিতা? নাঃ, আমি কিছুই লিখি না। বিনাও ঠিক এই প্রশ্নই করেছিল আমাকে—কাঠমাণ্ডুতে। আশ্চর্য, তোমবা ভাবতীয় মেয়েরা। কবিতা না লিখলে কি সেনসিটিভ হওয়া যায় না?"

—"তা না, সেনসিটিভ হলে অনেকসময কবিতা না লিখে পারা যায না এইটুকু আব কি। কাঠমাণ্ডুতে এই প্রশ্নই কবেছিল বিনা? কেন, হঠাৎ কাঠমাণ্ডুতে কেন? এত জাযগা থাকতে? কী কবিত্বটা কবেছিলে সেখানে?"

—"কাঠমাণ্ডুই তো আসল জায়গা। ইট ইজ হোয়্যার ইট অল হ্যাপেনড!" উজ্জ্বল রহস্যময় চোখে ইরিনার দিকে তাকায জনাথান। সেই দৃষ্টিপাতে একটু যেন বিচলিতই হয় ইরিনা—ব্যস্ত হয়ে বলে—

—"এই রেঃ, সর্বনাশ করেছে। জনাথান তার প্রিয় বিষয়টি এনে ফেলেছে। আব রক্ষে নেই। এখন শোনো বসে কাঠমাণ্ডুতে কী হয়েছিল।"

—"কেন? কী হয়েছিল সেখানে? আমি তো শুনতেই চাই। যদি না তোমাদের কোনো প্রাইভেট ব্যাপাব হয়।"

—"খুবই প্রাইভেট ব্যাপাব। অত্যন্ত প্রাইভেট। কিন্তু জনাথান খুব ভালোবাসে এটা সবাইকে বলে দিতে।"

—"একা আমাবই ফেভাবিট টপিক বুঝি? তোমাব নয়? বেশ। তবে থাক। আমি বলব না।" জনাথানেব গলা ভাবী হয়ে বুজে আসে। আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

—"বলি ব্যাপাবটা কী? আমি তো শুনতেই চাইছি—যেই বলুক না কেন? যদি অতিবিক্ত কৌতূহল প্রকাশ কবা হয়ে না যায়,—তবে, বলেই ফ্যালো", —"বলই না—" হাসতে হাসতে ইবিনা বলে স্বামীকে। "বলে ফেল", কিন্তু জনাথান থেমেই থাকে।

—"গল্পটা কী— কী হয়েছিল কাঠমাণ্ডুতে?" আমি অধীব হয়ে পড়ছি।

—"না, থাক। বলব না। বিনা হাসছে।"

স্পষ্টই অভিমান ফুটে ওঠে জনাথানেব চোখেমুখে অথচ ইংবিজিতে নাকি অভিমানেব প্রতিশব্দ নেই। কেন নেই?

মানভঞ্জনেরও প্রতিশব্দ নেই। তাই হয তো ইবিনাব মানভঞ্জনেব প্রণালীটা বেশ ওবিজিনাল মনে হলো: "না বললে তো বযেই গেল। বেশ, আমিই বলে দিচ্ছি। হলো তো? দুটো গল্প কিন্তু এক নয। আমাব গল্পটা আব জনাথানেব গল্পটা একদম আলাদা, কেবল শেষটুকুতে মিল আছে। দুটো দুবকমেব গল্প।"

—ব্যাগ খুলে লম্বা বিলিতি সিগাবেট আব লাইটাব বেব কবে ইবিনা আমাকে অফাব কবে। —"খাবে না? কেন? গুড গার্ল বুঝি? আমি বাপু খাব। আগে ছিলাম দিশি মেম, খেতাম শস্তা সিগাবেট। এখন হয়েছি আসলি মেম, খাই দামী সিগারেট।"

—"কিন্তু দুটোই ইকোযালি ইনজুবিযাস টু ইওব হেলথ বিনা, বিশেষত এখন।" জনাথান মিনতিব সুবে বলে। জনাথান ধূমপান কবে না।

—"কম-কম কবেই খাচ্ছি বাপু, তবে একদম বন্ধ কবতে বোলো না।" স্বামীকে উলটে মিনতি জানিযে ইরিনা আমাকে বলে—"এই বিলিতি সিগাবেটেব ব্যাপারটা যে কী মোহময়, তা জনাথানকে বোঝানো যাবে না। চিবকাল মিশনাবীদেব ঘবে মানুষ হয নান, নযত নার্স, নযত প্রাইমাবি স্কুল টিচাব হব—চিবদিন খেটে খাব। নিম্নমধ্যবিত্তই থেকে যাব, নেহাৎ হবস্কোপেব জোব না থাকলে স্বামী-সংসাবও হবাব কথা নয—সেই আমি কিনা বিদেশী ডিপ্লোম্যাট স্বামী যোগাড কবে হববখত বিলিতি সিগাবেট খাচ্ছি! এ সৌভাগ্যের কাহিনী যে সিনডাবেলাব গল্পকেও হাব মানায, সেটা ওকে কে বোঝাবে?"

—"আই ডোন্ট এগ্রি।" জনাথান বলে— "তুমি কেন সিনডাবেলা হবে? আমি কি প্রিন্স? বাবা ছিলেন সেন্ট লুইস শহবের কসাই— মা দক্ষিণেব চীনেবাদাম খেতের চাষীর মেয়ে—নেহাৎ ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিলুম তাই আমাবও আজ এইখানে আসা—"

—"জনাথানের গল্পটা একদম আলাদা, নবনীতা। তুমি আমারটাই শোন তাহলে।" গেলাশে চুমুক দিয়ে ইরিনা বলে—"নার্স ছিলুম, কাঠমাণ্ডুর মিশনারী হাসপাতালে, আর জনাথান ওখানেই কাজ করছিল একটা সমাজসেবী সংস্থায়। —প্রায়ই দুঃস্থ রুগীদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে আসত, সেই সূত্রেই চেনাশুনো। কী জনাথান? বাকীটা তুমি বলবে?' —

জনাথান চশমার ফাঁক দিয়ে দুষ্টু চোখে তাকিয়ে হাসে।— "নো ডার্লিং। ক্যারি অন। আমারটা বড় বেশি রোমান্টিক। তোমারটাই ভালো। ওতে আমাকে বেশ ভিলেনের মতো দেখায়। আমি বরং ততক্ষণে খালি গেলাশগুলো আর একবার ভরে আনি গে'। কে কী খাচ্ছিলে?"— গেলাশ কুড়িয়ে নিয়ে জনাথান চলে যায়। ইরিনা সেদিকে তাকিয়ে বলে—

—"এখন তো পারফেক্ট জেন্টেলম্যান। কিন্তু জনাথান সাহেব তখন একেবারেই পাগলা ছিল। কে ভেবেছিল ও হবে ডিপ্লোম্যাট?"

—"পাগলা মানে?"

—"মানে? এই ধর...আচ্ছা দাঁড়াও, উদাহরণ দিচ্ছি কয়েকটা—কত আর বলব? পাগলামির তো গোনাগুণতি নেই। এই আমাদের কোর্টশিপটাই ধর না।" সিগারেটের ছাই ঝেড়ে গলাটিও ঝেড়ে নিয়ে গুছিয়ে বসে ইরিনা।

—"প্রথমে একদিন নেমন্তন্ন করল, চায়ে। আমি তো আহ্লাদে ডগমগ! হায় হায়—এত ভাগ্যও আমার হয়েছে? শাদা চামড়ার সাহেব আমাকে ডেট করতে চেয়েছে? আমার বেস্ট ড্রেসটা পরে নিলুম (যেটার দাম ছিল তিরিশ টাকা)। যথাসাধ্য সেজেগুজে তো বেরুলুম। বুক ধুকপুক করছে। না জানি কোন ফার্স্ট ক্লাস রেস্তরায়, কোন ফাইভস্টার হোটেলে চা খাওয়াবে? নাকি নিজের আস্তানাতেই নিয়ে যাবে? প্রথম শক, বাইরে বেবিযে দেখি, গাড়িটাড়ি নেই। কাঠমাণ্ডুতে তুমি গেছ তো? যাওনি? তাহলে বলে বাখি শোনো—কাঠমাণ্ডুর পথঘাট কেবল বিদেশী গাড়িতে-গাড়িতে ছাওয়া। হিপ্পিদের পর্যন্ত প্রায়ই বাসের মতন একরকমেব গাড়ি থাকে—আর ভদ্র সাহেবমেম কেউই নেই, যার গাড়ি নেই। বেরিয়েই জনাথান হাঁটতে শুরু করলে। পথে কত বিকশা, কত ট্যাকসি দেখা গেল, ভ্রূক্ষেপও করলে না। হাঁটছি তো হাঁটছিই, অবিশ্যি জনাথান নানারকম গল্প করছিল—শুনতে শুনতে হাঁটার কষ্টটা গায়ে লাগছিল না। ঘণ্টাখানেক জোর কদমে চড়াই উৎরাই ভাঙবার পরে—আমরা একটা গলিতে এলাম। না, রানীপোখাবি, কি মহারাজগঞ্জ নয়, বা—দববার স্কোয়ারও নয—একদম বাজে পাড়া ফ্রীক স্ট্রীটের গা থেকে বেরুনো গবীব সরুমতন গলি। সেখানে একটা ক্ষুদে বিশ্রী ঝোপড়িতে শতচ্ছিন্ন চটের পর্দা তুলে তো তিনি ঢুকে পড়লেন। আমাকেও সযত্নে ঢোকালেন। ভেতরে কিছু বেঞ্চি আর টুল পাতা। মহা সমাদরে সেইখানে বসালেন। অন্ধকূপ মতন ঘরের বাতাসে মাছি ভনভন্ করছে, টেবিল তো মাছিতে থিকথিক,কালো। আমার গা ঘুলিয়ে উঠতে লাগলো। কান্না পেতে

লাগলো। এত মাছি আমি কোথাও দেখিনি, কাঠমাণ্ডুতেও নয়, কেবালাতেও না। আমি কেবল দু'হাত নেড়ে মাছিই তাড়াতে থাকলুম—কথাবার্তা কখন যেন বন্ধ হয়ে গেল। সমানে মুখের সামনে হাত নাড়ছি। নইলে চোখের পাতা পর্যন্ত খুলে রাখা কঠিন। হঠাৎ শুনি গদগদ গলায় সাহেব বলছে—"তুমি বুঝি নাচ জানো? কী সুন্দর তোমার হাত নাড়ার ভঙ্গি। কী এলিগ্যান্ট, কী এক্সপ্রেসিভ। জাস্ট লাইক দ্য ভারতনাট্যম মুদ্রা-জ। কমিউনিকেশন বাই জেশ্চাবস্।" আমি শুনে চটেমটে বললুম—" তোমার মুণ্ডু, বুদ্ধু সাহেব। এ হচ্ছে সাবহিউম্যান মুদ্রা, কেননা জেশ্চাবেব দ্বারা আপাতত আমি শুধু কমিউনিকেট করতে চাইছি মাছিদের সঙ্গেই—এবং সে কর্মেও খুব একটা সাফল্য লাভ হচ্ছে না!" তখন এই বোকা বলে কি জানো?

—"ওঃ! আব ইউ বাই এনি চান্স আনকম্ফর্টেবল হিয়ার?" এও আবাব বলতে হবে? ওই ঝোপড়ির মধ্যে কম্ফর্টের যা সব বন্দোবস্ত তাতে মাছিরা আর জনাথান ছাড়া আর কারুকেই কম্ফর্টেবল হবার উপায় নেই। হায় রে পাগল। কী আর বলব! সায়েব তখন নিজেই বলল—"হ্যাঁ, মাছিটা অবশ্য এখানে একটু বেশিই, কেন যে এরা ফ্লীট স্প্রে করে না, জানি না। স্প্রেটা আমি এর পরেব দিন নিয়ে আসব সঙ্গে। কী কবি বলো? কাঠমাণ্ডুব বেস্ট আলুর চাট যে এবাই বানায়। আমি সব দোকানে ঘুরে ঘুবে তুলনামূলক বিচার করে দেখেছি। তোমাকে নিয়ে বেরিয়েছি যখন, আই শুড অফাব ইউ ওনলি দ্য ভেরি বেস্ট! এবা কী একসেলেণ্ট টী বানায়, এখুনি দেখবে।" তা, অবশ্য কথাগুলো সত্যিই। দারুণ আলুর চাট আব চা দিল ওবা, আব টুলগুলো রাস্তায বেব কবে নিয়ে আমরা রাস্তাতেই বসে বসে খেলুম, মাছির উপদ্রব সেখানে কম ছিল। বাইরে এসেই জনাথান বলল—"তুমি কি গাঁজাব গন্ধ সহ্য কবতে পাবো? তাহলে অবশ্য ভেতবের ঘরটায় গিয়ে বসতে পাবি। সেখানে মাছির উপদ্রব নেই, কিন্তু কিছু হিপি আছে।" —আমি তো সাহেবের জ্ঞানবুদ্ধির ঠেলায হাঁ। তখন হাসপাতাল কোয়ার্টার্সে ফেববার জন্যে প্রাণ অস্থিব হযেছে। ফেববাব সমযে আমি বললাম, "আমাকে আব পৌঁছে দিতে হবে না—আমি একটা রিকশা ধরে চলে যাচ্ছি।" খুব রাগ হচ্ছে তখন। এতদিনে যদি বা একটা গোবা সাযেব জুটলো, যে নাকি হিপি নয, সে কিনা হাড়কিপ্টে? ইবিনাব সামনে ভর্তি গেলাশটি এগিযে দেন এবার হাড়কিপ্টে সাহেব, গোলগাল মুখে গদগদ হাস্য। আমার সামনে আমাব গেলাশটিও বাখেন।

—"তারপর?" বলে, আয়েশ কবে নিজেবটি নিযে স্ত্রীর উল্টোদিকেব চেযারে বসেন।

—"তারপর ঝামেলা বাধালো এক রবিবারে। যেদিন আমাকে প্রথমবাব ডিনারে নেমন্তন্ন করলো। আমি স্পষ্টই জিজ্ঞেস কবলাম—ঝোপড়িতে নয তো? হিপি পাড়ায় নয় তো? মাছি থাকবে না তো?" ও তো হেসেই উড়িযে দিল আমাব ভয় ডব —"আরে না না এবার একেবাবে অন্য পাড়ায় নিযে যাব।" বেশ। আবাব সেই

তিরিশ টাকার ড্রেসটি পরে, চুলটুল শ্যাম্পু করে, নাইলন স্টকিংস আর নতুন স্টিলেটো হীল্‌সের জুতোজোড়া পায় দিয়ে যথাসাধ্য ফিটফাট মেমবিবিটি সেজে তো বেরুলুম। গায়ে ভুর ভুর করছে বম্বেতে তৈরি ইভনিং ইন প্যারিস। সে সেন্ট এখন আব পাওয়া যায় না। আবাব হাঁটা। হাঁটছি তো হাঁটছি। ভুল করেছি স্টিলেটো হীলস পরে। ও জিনিস পায় দিয়ে পাহাড়ী পথে হাঁটার যে কী কষ্ট, আর কী ডেঞ্জারাস, সে না-হাঁটলে টের পাবে না। হাঁটতে হাঁটতে সাহেব বলল—"আজ তোমাকে দারুণ একটা সারপ্রাইজ দেবো।" এবাবে গিয়ে পৌঁছুলুম এক মধ্যবিত্ত নেপালী রেসিডেনশিযাল পাড়ায। এক বিরাট বাড়ির ভাঙামতন দবজায় কড়া নাডতেই নেপালী কত্তাগিন্নি এসে খুবই আদর কবে ঘরে নিযে গেল আমাদের। গল্পগাছা কবে ছাং-টাং খাইয়ে শেষ পর্যন্ত মহা যত্নে মাটিতে বসিযেই পেতলের থালায ভাত ডাল আর আলুর সব্জী খেতে দিলে। ওঃ, আমার কী মন খারাপ। আমবা একে কেবালাব লোক, তাও ক্রিশ্চান, ওসব নিরিমিষ্যি আহাবেব ধাব ধারি না। মাছ মাংস ছাড়া মুখে ভাত ওঠে না। কিন্তু সাহেব কী খুশি, কী পবিতৃপ্তি কবে খেতে লাগলো, যেন অমৃত! এ কী কিপ্টে রে বাবা, বন্ধুব ঘাড়ে ডিনারেব খবচটা সেবে নিলে? খেতে খেতে সাহেব বললে—

—"জানো ইরিনা, আমবা কাব বাড়িতে খেতে বসেছি? ইনি একজন পুরস্কারপ্রাপ্ত নেপালী সাহিত্যিক। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পবিবাব, বংশানুক্রমে এঁরাই রাজবাড়ির গৃহশিক্ষক —ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ে নেপালী ভাষা ও সাহিত্য পড়ান—কত বড় মানুষেব সঙ্গে আলাপ কবিযে দিলুম দ্যাখো। খুব ভালো সারপ্রাইজ নয়?" "হ্যাঁ, আমি তখন খুবই সারপ্রাইজড হচ্ছি, ঠিকই, কিন্তু তাই দিযে ঠেলে তো ভাত নামানো যাচ্ছে না? এমন সমযে সাহিত্যিকের মিষ্টি গিন্নি জিজ্ঞেস কবল, 'তুমি কি ডিম খাও?' আমি তো তক্ষুণি ঘাড নেড়ে দিয়েছি—'হ্যাঁ!' অবিলম্বে অন্তত চারটে ডিম দিযে ভাজা বিশাল অমলেট এসে গেল, খাওয়াটিও দারুণ জমে গেল। তাবপবে অনেকক্ষণ কড়া তামাক আর নেপালী মদ খেতে খেতে দিব্যি আড্ডা। লেখক লোকটি সত্যি খুব ইন্টারেস্টিং। এতদিন নেপালে কাজ কবছি অথচ কোনো নেপালী গৃহস্থ পবিবাবে নেমন্তন্ন খাইনি, পাগলা সাহেবেব কল্যাণে সেটা হয়ে গেল।"

—"ইনি তো হাফ সন্ন্যাসিনী ছিলেন, হয তো ফুল সন্ন্যাসিনীই হযে যেতেন আমি যদি না সমযমতো ঝাঁপিযে পড়ে বাধা দিতাম। এই একটা ব্যাপাবে যীশুখৃষ্টকে হাবিয়ে দিয়েছি বাপু। আরেকটু হলেই আমার বউ যীশুর বউ হযে যাচ্ছিল আর কি।"

—বলেই কালো বউকে জাপটে ধরে সশব্দে তার গালে একটি শাদা চুমু খায় সায়েব।

—"যাও। কী হচ্ছে?" ধমকে ওঠে কালো বউ—"এটা কি ওয়াশিংটন?"

—"ওয়াশিংটন বুঝি চুমু খাবার দেশ? চল তবে আমরা ওয়াশিংটনে ফিরে

যাই।”

—“বড্ড পাগলামি কবছো সত্যি। ভালোই হতো যীশুব বউ হলে। সেইজন্যেই তো প্রস্তুত হচ্ছিলুম বাল্যকাল থেকে। মিশনাবীদেব খেযেপবে মানুষ হলে লোকে মিশনাবীই হয় প্রধানত।”

—“খুব ঠকান ঠকিযেছি তাহলে তোমাব মিশনাবীদেব কি বল? কিন্তু চটেছে বলে তো মনে হলো না কেউ? দিব্যি আশীর্বাদ কবল সব?”

—“চটবে কেন? যেভাবে বিযে হলো, সে তো কল্পনাব অতীত। সবাই কত খুশি হযেছে আমাব এই সৌভাগ্যে।”

—“সৌভাগ্য বলে মানছো তাহলে?”

—“নিশ্চযই। একশোবাব। হাজাববাব। মহা সৌভাগ্য।”

—“বিযেটা কোথায হলো? কাঠমাণ্ডুতেই?”

—“বল, বিনা, বল নবনীতাকে, কীভাবে বিযেটা কবলুম? সে দারুণ ব্যাপাব। জমজমাট কাণ্ড!”

—“দূব”, ইবিনা তাব স্বামীব উৎসাহে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিযে বলে—“সে খুব লম্বা গল্প। কোর্টশিপেব গল্পটা তো শুনতে পাচ্ছ, কম কী একসাইটিং। বিয়ে তো আবো ভযংকব। তবে মিশনাবীবা তো মনে কবেছিল আমি হযতো চিবকুমাবীই থাকব, তাই বিযে হচ্ছে বলে সবাই আহ্লাদে আটখানা। নইলে গল্প এমন কিছুই না।”

—“তাব চেযে ববং জনাথান আমাকে কীভাবে প্রপোজ কবল, সেই গল্পটা বলি, শোনো। স্বভাবে এই মানুষটি এতই অধীব যে কোর্টশিপেব মোটে সমযই দিল না। প্রথমদিনে চা, দ্বিতীযদিনে ডালভাত, তৃতীয়দিনেই প্রপোজাল। আগে কিছুদিন বেশ যে ঘোবাঘুবি হবে, মন জানাজানি হবে, বোমান্টিক আলোছাযাব খেলা চলবে —তা নয। গোড়াতেই বিযেব কথা পেড়ে বসল।”

—“তাহলে? নো বোমান্স অ্যাট অল? হায হায”—

—“না না। রোমান্স টোম্যান্স হলো সবই, তবে আঙুলে এইটে ওঠাব পবে।” একটি গর্বিত অনামিকা তুলে দেখায ইবিনা। তাতে একটি সিংগল কমলহীবে ঝকঝক কবছে, তাব পাশেই মোটাসোটা বেড দেওযা ওযেডিং ব্যানড। দুটি দাম্ভিক অলংকার ঐ সতেজ বাদামী আঙুলে বড় সুন্দব মানিযেছে। এতক্ষণে খেযাল কবি ইবিনাব কানেও দু'টি বড-সড় হীরে ঝকমক কবছে। আমাব নজব লক্ষ্য কবে. নিজেব দুই কানে দুহাত ছুঁইযে ইরিনা হাসে—

—“ওয়েডিং প্রেজেন্টস। ফ্রম দি ব্রাইডগ্রুম অফকোর্স.—হু এলস?”

—“বাঃ। খুব সুন্দর, সত্যি। আচ্ছা, কী কবে তোমাব কাছে প্রপোজ করল জনাথান?” —সিগারেটে টান দিযে. একমুখ ধোঁযা ছাড়লো ইবিনা—“সেইটেই তো বলছি। পরেব সপ্তাহে বলল— সেবাবে লোকেব বাড়িতে নেমন্তন্নে তোমাব মন

ভরেনি। চল এবারে অন্নপূর্ণা হোটেলে।" এক-হপ্তা পরে ডিনার-ডান্সের নেমন্তন্ন রইল। অন্নপূর্ণাই সবচেয়ে বড় ফাইভস্টার হোটেল ওখানে। শুনেই তো আমি দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়লুম। তাহলে ঐ তিরিশ টাকার জামাতে আর চলবে না। এ-বারে তো একটা ইভনিং গাউন চাই! আপনিই ইবিনার পরনের কর্ডুরয়ের প্যান্টের দিকে নজর পড়েছিল। এটাও তো একটা ডিনার পার্টি, বড়-ঘরে নাচও চলছে। একটু আগেই তো নিজের স্বামীর সঙ্গে একরাউণ্ড নেচে নিল ইরিনা, সবরকম লৌকিকতার নিয়ম ভেঙে। যে-যার আপন আপন স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে নর্তন-কুন্দন করবে —বিলিতি সামাজিক নৃত্যের এটা নিশ্চয়ই মূল উদ্দেশ্য নয়। আমার দৃষ্টি নজর করেই ভাবনাটা পড়ে ফেললে ইরিনা— "এখন আমরা কত লিবারেটেড—এখনকার কথা ছেড়ে দাও, এমনি ট্রাউজার্সের ওপর তসরের পাঞ্জাবী ঝুলিয়ে তখন ডিপ্লোম্যাটিক কাজের কথা ভাবা যেত?" —স্বামীর দিকে কটাক্ষ করে ইরিনা বলে—"সেদিন রীতিমতো ডিনার জ্যাকেট পরে হাজির হয়েছিলেন এই ভদ্রলোক—গলায় বো-টাই বেঁধে। দেখাচ্ছিল অবশ্যই খুবই সুন্দর। আমিও ইতিমধ্যে একটি আর্ট সিল্কের ইভনিং গাউন করিয়ে নিয়েছি, সেই রূপোলী স্টিলেটো হীলের জুতোর সঙ্গে যাবে, এমন একটা ম্যাচিং শালও কিনে ফেলেছি, আর ভাবছি কি নিদারুণ সেকসি দেখাচ্ছে আমাকে, কি অপরূপ রূপবতী! অর্ধ-শিশি ইভনিং ইন প্যারিস ঢেলেছি গায়ে, আর মুখে অনেক কিউটিক্যুরা পাউডার। হস্টেলের অন্য নার্সরা সবাই বলল দারুণ দেখাচ্ছে। সবাই তো মহা একসাইটেড—হোটেল অন্নপূর্ণায় বেড়াতে যাবার সাধ্য কারুরই নেই —কিন্তু সাধ প্রত্যেকেরই আছে।"

—"আবার হেঁটে তো?"

—"না না, এবারে হেঁটে নয়। এবারে রিকশাও নয়—ট্যাকসি। পোশাকের গুণে। ঐ-সব ধরাচুড়ো পরে না যায় রাস্তা দিয়ে হাঁটা, না যায় রিকশাগাড়িতে চড়া। অবশ্য ফ্রীক স্ট্রীট হলে আমার পোশাকটা তবু চলে যেত, হিপিরা তো হামেশাই দিনদুপুরে নাইট গাউন পরেই ঘুরে বেড়ায়—কিন্তু ওর ডি. জে. টা যেত না। ও জিনিস কোনো ফর্মাল ডাইনিং হলের বাইরে কোথাও মানায় না যে।

অন্নপূর্ণায় ঢুকে তো চক্ষু চড়কগাছ। এ কি স্বপ্নলোক— কোথাও দেখিনি এমন পালিশ করা মোম-চকচকে মেঝে, অথবা এতখানি কার্পেট ঢাকা ফ্লোর এরিয়াও। এতগুলো সাহেব-মেম, আসলী মেম, আসলী সাহেব—জনাথানের মতো, আমার মতো নয়—তাদের পরনে সেসব বিলিতি কাটের পোশাক পরিচ্ছদই আলাদা, তাদের হাঁটাচলাই আলাদা, প্রতিটি পদক্ষেপে গরম-গরম কনফিডেন্স ফুটে বেরুচ্ছে—তাদের চুলের কায়দা কত, তাদের প্রতিটি নড়াচড়া, সিগারেট-ধরা, কি গেলাশ-ধরা, হাসি, কথা, কত কালচারড, কত মার্জিত—কত ফ্যাশনেবল। যেন অন্য জগৎ, অন্য পৃথিবী। যেন একগাছা ফরাশী ছাঁটের পুডল আর পেডিগ্রিওলা অ্যালসেশিয়ানের মধ্যে একটি মাংগ্রেল নেড়ির মতো করুণভাবে শোভা পাচ্ছি আমি। আমার সস্তা কাপড়ের সস্তা

ছাঁটের উৎকট জামায় আমার সস্তা সেন্টের উগ্র গন্ধ, আমার অমার্জিত ভাবভঙ্গি, অনভিজাত হাঁটা-চলা—সব যেন দশগুণ বেড়ে উঠে আমাকেই দংশন কবতে লাগলো। আমি ঠিক যেন সংযের মতো। এতো সেলফ কনশাস জীবনে ফীল করিনি কখনও। ভাবলুম,—একটু ড্রিংক কবলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

তাবপর বেশ কযেক-পাত্র বিলিতি শেরি খেয়েও কিছুতেই রিল্যাক্স করতে পারছি না দেখে ভাবলুম—একটু নাচতে শুরু কবলেই ঠিক হয়ে যাবে। তাবপব বেশ কয়েক রাউণ্ড নেচেও কিছুই ঠিক হলো না। ক্রমশই মুষড়ে পড়তে লাগলুম। আমাব কান্না পেতে লাগলো। ডান্স-হল যেন জেলখানার মতন পিষে ফেলছে, পালাবার জন্যে প্রাণ আইঢাই—"

—"এ কিন্তু তোমাব বড অন্যায কথা বাপু", আমি মন্তব্য না করেই পারি না এবার—"ধাবায় নিযে গেলেও দোষ, মাছি ভন-ভন,—বন্ধুর গেরস্তবাড়িতে নিয়ে গেলেও, দোষ, ডাল-ভাত চচ্চড়ি, আবার ফাইভস্টার হোটেলে নিয়ে গেলেও দোষ? বড্ড বেশি বড়মানুষী? —তাহলে ও তোমাকে নিয়ে যাবেটা কোথায়?" একগাল হেসে হাত তুলে আমাকে থামিযে দেয ইরিনা—

—"সেটাই তো বলছি, জনাথান আমাকে নিয়ে কোথায় গেল!" মোটা ঘোড়াব ল্যাজের গুচ্ছটা বুকেব ওপব ফেলে নাডাচাডা কবতে থাকে ইরিনা—চুলটা যেন আঁচলের মতো দেখাচ্ছে—ইরিনাব কি একটু একটু লজ্জা করছে এবাব?

—"নাচছি বটে, কিন্তু মুখটা নিশ্চয় শুকিয়ে গিযেছিল, আমার। কেননা নাচের মধ্যেই ফিসফিস কবে জনাথান হঠাৎ বললো, চল, গিয়ে বাইরের খোলা ব্যালকনিতে দাঁড়াই। এই এখন যেমন, সেই আব কি? আমি তো বাঁচলুম। তক্ষুনি বাজি। ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালুম। মাথাব ওপব আকাশ, বাইবেটা খুব শান্ত, ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে, নাচঘবের বাজনাব শব্দ এখানে মৃদু। সুদূব; আলোরও জোর নেই, যে-জন্যে আকাশের চাঁদটা দেখতে কোনোই বাধা হচ্ছে না। জনাথান বললো—"দ্যাখো চাঁদটা আজ কী আশ্চর্য—"

"সত্যিই চাঁদটা তখন খুব অদ্ভুত দেখতে ছিল। কীবকম- অসমান গডনেব, এবড়ো-খেবড়ো, আঁকাবাঁকা। চারদিকে উড়ন্ত ধোঁয়ার মতো কালো মেঘেব হিজিবিজি —আর তাব ফাঁকে একফালি অপুষ্ট চাঁদ। তাব রংও কীরকম ভূতুড়ে। গা ছমছম-করা সিঁদুবে-লাল টাইপেব। —ভোঁতা ছুবিতে কেটে দেখা পাকা কুমড়োর ফালিব মতো দেখাচ্ছে। চাঁদটা দেখিয়ে ও বললো—'দেখেছো কী সুন্দর একটা অর্ধসমাপ্ত চাঁদ? মনে হচ্ছে না কি, যে এখনও সৃষ্টির সবকিছু গড়ন-পেটনের কাজকর্ম ফুবোযনি? সৃষ্টিকর্তা একটু বিড়ি খেতে উঠে গেছেন?"

"শুনে গায়ে কাঁটা দিল আমার। সৃষ্টির প্রথম দিনগুলোব কথা তো এমনি করে ভাবিনি কখনও?"

এবার জনাথান বললো—"দূর এমন অসামান্য একটা আধ-গড়া চাঁদ দেখে

ফেলবার পরে. সৃষ্টিকর্তার খাস স্টুডিও থেকে কি আব ঐ বদ্ধঘবের আর্টিফিশিয়াল ঝিন্‌চাকে ফেরা যায়? তুমি কি ব্যাংকোয়েটের খানা খেতে না পেলে খুব দুঃখ পাবে? এবং এবপরে ক্যাবারেনৃত্যটি না দেখলে তোমাব কি জীবন ব্যর্থ হযে যাবে?"

—আমি বললুম—"না না, মোটেই না।"

—"তবে চলো, আমবা বেবিযে পড়ি"—ও বললো, "ওই দ্যাখো কী অদ্ভুত ঘনসমুদ্রেব মতো গভীব কালো আকাশ, তাবা নেই—কেমন শাদা-কালো দু'বকমেব মেঘ উড়ুক্কু মাছের মতো উড়ে যাচ্ছে—আব চাঁদটা—একটা ভাঙাচোবা দ্বীপেব চব যেন সদ্য জেগে উঠছে—চলো ইবিনা চলো, নাগবকোট চলে যাই, কাল ভোবে দু'জনে একসঙ্গে সূর্যোদয দেখে, তাবপব ফিবে এসে ঘুমোব। যাবে?" —জনাথান আমাব হাতদুটো চেপে ধবেছে। আমি তো অবাক। এত সুন্দব সুন্দব কথা আমি জীবনে কখনো কারুব মুখে শুনিনি, সামান্য নার্স বলে কথা। সাহিত্য-টাহিত্যও পড়িনি তেমন কিছুই. মিলস অ্যাণ্ড বুন-এর বোমান্স ছাড়া—আমাব জীবনটাই যে জলজ্যান্ত মিলস অ্যাণ্ড বুন হযে দাঁড়াবে তা কে জানত? আমি বলতে লাগলুম—"বাইবে বাত্রিবাস? ও-বাবা সে পাববো না। হস্টেলের সুপারেব থেকে পারমিশন নিযে আসা হযনি—মিশনারী হাসপাতাল বলে কথা।" তখন জনাথান বললো "বেশ. নাগবকোট না হয আবেকদিন হবে, চল আমবা বাগমতী নদীব ধাবে যাই।"

হঠাৎ জনাথান এবাব আপনমনেই যেন কথা শুরু করল—"পিছনে পড়ে বইল ব্যাঙ্কোযেট, তাব চর্বচোষ্য লেহ্য পেয় নিযে, পড়ে বইল নাচঘর আব তাব উদ্দাম বাজনা, দামী পারফিউমের গন্ধ মাখানো ছবি-ছবি সব মেযেবা, আমবা বেবিযে এসে হাঁটতে লাগলুম। হোটেল অন্নপূর্ণার দ্বারপালের অবাক চাউনি আমাদেব গায়েই লাগলো না—ইভনিং গাউনেব আব ডিনার জ্যাকেটের সং-সাজা অবস্থাতেই আমরা হাঁটতে হাঁটতে শহব পেবিয়ে পাহাড়-নদী-জঙ্গলেব কাছে পৌঁছে গেলাম। খুব ডেলিকেট একটা নির্জনতা ছিল সেখানটাতে। যেন অল্প জোরে শব্দ হলেই খান খান হয়ে ভেঙে পড়বে ঐসব ছায়া-ছাযা গাছপালা, বাঙা-ভাঙা চাঁদ, মেঘ-ওড়া কালো আকাশ: —দূবে পশুপতিনাথেব মন্দিবের চূড়োটা। বাগমতীব কুলকুল আর ঝোপেব পতঙ্গদেব ঝিনঝিন শব্দে ঝিম-ধরানো একটা অলৌকিক পরিবেশ—মৃদু জ্যোৎস্না এখানে ওখানে মাটিতে আলো-ছাযার জাল বিছিয়ে ওঁৎ পেতে চুপচাপ পড়ে আছে, ডালপালার ফাঁক দিযে এসে,—ঠিক যেন নিষাদের ফাঁদ। বাগমতীব তীরে নেমে একটা মস্ত বড পাথবে বসলুম আমবা।"

—"ঐবকম জাযগায সবচেযে বেখাপ্পা ছিল আমাদের পোশাক,—কিন্তু সেসব কথা তখন মনেই ছিল না আমাদের," —আবার ইরিনা খেই তুলে নেয়—"আমার সত্যি সত্যিই মনে হচ্ছিল বুঝি সৃষ্টির প্রথম সপ্তাহ এখনো সমাপ্ত হয়নি—।"

জনাথান আমাকে বলল—"দ্যাখো তো ইবিনা, চাঁদটা এবারে অনেকটা যেন

মোলায়েম হয়ে এসেছে না? অতটা তো এবড়ো-খেবড়ো দেখাচ্ছে না আর! কারিগর ফিরে এসে উঁকো দিয়ে খানিক ঘষাঘষি করেছেন মনে হয়।" ভালো করে চেয়ে দেখলুম সত্যি চাঁদটার অত রাগী লালচে রংও নেই, উড়ো-মেঘ কিছু সরে গিয়ে, ধারের খোঁচা খোঁচা ভাবটাও খানিকটা মিলিয়ে গেছে—এখন অনেকটা ভদ্রস্থ দেখাচ্ছে। কয়েকটা তারাও উঁকি দিচ্ছে। আবার আমার হাত ধরে জনাথান বলল— "বুঝতেই পারছ, সৃষ্টিকর্তার সব কাজকর্ম এখনও শেষ হয়নি। সেই কারণেই এখানে আসা, —খুব জরুরি একটি কর্তব্য বাকী রয়ে গেছে তাঁর—কই, এবার আমার দিকে একটু তাকাও দেখি. বলছি জরুরি কথা আছে। ওই বিশ্রী হোটেলে এই জরুরি কথাটা মোটেই বলা যেত না। —শোনো এবার মন দিয়ে—আমাকে বিয়ে করবে তুমি, ইরিনা?" ইরিনা থামলো। জনাথানের দিকে পূর্ণ-দৃষ্টিতে চাইল। জনাথানের মুখে মৃদু হাসি. পেটফুলো বৌকে আধখানা জড়িয়ে ধরে তার মাথায় নিজের মাথাটি ঠেকালো আদর করে। তারপর যে-যার গেলাশে ঠোঁট ঠেকিয়ে দীর্ঘ চুমুক লাগালো। স্মৃতির সম্মানে?

—"আর পরের কথাটা? তারপরের কথাটা বুঝি বলবে না?" —জনাথান বলল। দেখি চশমার ফাঁকে সেইরকম মিটির মিটির হাসছে।

—"তুমি না বললে এ অংশটা তবে আমিই বলে দিই? ঐরকম একটা ডেলিকেট স্তব্ধতা, একটা ডেলিকেট আলো-আঁধার। ঐ ঝিম-ধরানো একঘেয়ে মৃদু কুলকুল ঝিনঝিন শব্দলহরী. প্রকৃতিতে একটা ঘোর ধরিয়ে দিয়েছে, গাছে নদীতে পাথরে মানুষে মিশে মিশে যাচ্ছে, ঠিক এমনি সময়ে বনের মধ্যে একটা রাতপাখি খুব জোরে ডেকে উঠল। কী তালকাটা. বেসুরো কর্কশ সেই চিৎকার. ঠিক বাচ্চার কান্নার মতো শোনালো—আর এই সাহসিকা ঘাবড়ে গিয়ে ওরে বাপরে বলে সবলে জাপটে ধরলো সামনে যে লোকটা ছিল তাকেই। অর্থাৎ এই শর্মাকেই। আর আমি তো বাবা চালু ছেলে. অমন সুবর্ণসুযোগ ছাড়তে হয়? দিলাম সুন্দর করে একটা বিউটিফুল চুমু—"

—"আমার জীবনের সর্বপ্রথম চুম্বন।"

ইরিনা বলল এবং তারপরেই রিপিট কোয়েশ্চেন—"কী আমাকে বিয়ে করবে তো?" আমি ঘাড় নাড়লুম. "হ্যাঁ। এই বাগমতী সাক্ষী, এই চাঁদ সাক্ষী, হ্যাঁ। করব, করব।"

শুনে জনাথান বলল—"বাঃ. গ্র্যাণ্ড, ঐ যে দ্যাখো, যা বলেছিলুম. চাঁদ-গড়া এবার পুরোপুরি শেষ।" "তাকিয়ে দেখি সত্যিই তো? কুমড়োর ফালি কোথায়? এ যে টুসটুসে মধু ঝরানো পাকা খরমুজা? বৈদ্যুতিক যন্ত্রে স্লাইস করা ইমপোর্টেড হানিডিউ মেলন?"

—"তারপর?"

—"তারও পর চাই তোমার? তারপর একটু অন্যরকম লিভিং ইন সিন ফর

টু ইয়ার্স—আমাকে তো ফিরে যেতে হলো দু'মাস পরেই। ওই অ্যাসাইনমেনটে বিদেশে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। বছর দুই আমাদের ঘোরতর প্রেম হলো—রীতিমতো প্রিম্যারিটাল লাভ—কল ইট সিন অর কল ইট রোম্যান্স—অ্যাজ ইউ প্লীজ—"

—"কিন্তু আসল কথাটাই তো বলছ না। 'সিন বাই করেসপনডেন্স' হচ্ছিল আমাদের। কেননা 'লিভিং টুগেদার'টা অন্য লোকেরা তো বুঝতে পারছিল না? দৃশ্যত একজন ফিবে গেছে ওয়াশিংটনে, আরেকজন পড়ে আছে কাঠমাণ্ডুর মিশনারী হাসপাতালে। অথচ বাই করেস্পনডেন্স দারুণ রকম প্রিম্যারিটাল লাভ চলছে—"

তিনজনেই প্রাণ খুলে হেসে উঠলুম এবারে—

—"তারপর?"

—"তারপব দু'বছর বাদে একদম কোড ডিপ্লোমাটিক আঁটা এক দীর্ঘ শাদা বিদেশী গাড়ি এসে হাসপাতালের গাড়িবারান্দাটা জুড়ে দাঁড়ালো। ব্যস্‌, মাননীয় রাজপুত্তুব এসে আমাকে তাঁর ঘোড়ায় চডিয়ে নিয়ে হাওয়া।"

—"সোজা দিল্লি হয়ে ওয়াশিংটন।" জনাথান মুখ গোমড়া করে বলে—"সে তো না হয় হলো, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আমাব এত কষ্টে ফাঁদ পেতে ভারতীয় কনে ধবা, সেই গুড়েই তো বালি? ডাউরির আশায যাও-বা ধরলুম শিকারটা—তা পাই-পয়সাও পণ জুটল না। কেন? আমার কি বরপণেব যোগ্যতা নেই? একটা মার্বল প্যালেস, গোটা দুই গ্রাম, এটুকুও কি আমি পেতে পারতাম না? অন্তত একটা বাইসিক্ল আর একটা ট্রানজিস্টার? আমার ড্রাইভার তো এগুলো ছাড়া আরো পেয়েছে। সোনার আংটি, হাতঘড়ি, ইভ্‌ন শুজ, অ্যাণ্ড বেডিং!"—

—"সে তো আমার চেয়ে উঁচু জাতের গো? বর্ণহিন্দু তো সে? আমি তো নেটিব খ্রীস্টান। হীনস্য হীন, দীনস্য দীন,—ভারতবর্ষে আমার কোনোই জাতপাত নেই। ভয়ানক গরীব আমরা। আমাকে মানুষ করবার মতোও সামর্থ্য ছিল না আমার বিধবা মায়েব।

—তাই না মিশনাবীদের হাতে সমর্পণ কবেছিলেন? তুমিও যেন বোকার মতো সিলেকশন করেছ? ঠকবেই তো। তো, চল না, আমরা মায়ের কাছে গ্রামে যাই? সম্পত্তি বলতে মায়ের আছে তো শুধু তিনটে মাদী শূয়োর, একটা ছাগল। একটা মোরগ, গোটা কয়েক মুরগী, আর তাদের পাহারাদাব একটা কুকুর। যদি চাও মার কাছ থেকে ডজনখানেক শূয়োরছানা আর গোটা কয়েক মুরগী পণ নিয়ে নিতে পারো এক্ষুনি—"

ঠিক এমন সময়ে রাস্তায় ভঁপ্পর ভঁপ্পর ভোঁ...করে তাশাপার্টির ব্যানড বেজে উঠলো—"জিসকি বিবি মোটি—"*

—সঙ্গে সঙ্গে কথা বন্ধ, কান খাড়া। মুহূর্তের মধ্যে টেবিল ঠেলে সরিয়ে জনাথান উঠে পড়ে রেলিঙের ধারে ছুটলো। ঝুঁকে দাঁড়িয়েই মুখ ঘুরিয়ে বৌকে ডাকল—"এস, এস, রিনা, শিগগির দেখে যাও, কী সুন্দর!"

—"দেখলে তো? কেমন পাগল? দ্যাখো একবার—", বলে ইরিনা ঘাড় নেড়ে চোখের ইঙ্গিতে স্বামীব ছেলেমানুষী দেখিয়ে দিয়ে প্রশ্রযের হাসি হাসে। হাসতে হাসতে উঠেও পড়ে, এগিয়ে গিয়ে স্বামীর কোলটি ঘেঁষে দাঁড়ায়। পায়ে পায়ে পেছু পেছু যাই আমিও। একটু দূবত্ব রেখে দাঁড়াই বেলিঙে ভব দিয়ে।

মস্ত শোভাযাত্রা যাচ্ছে। প্রথমেই লাল জরিদার ঝলমলে পোশাক পবা ব্যান্ড-পার্টি। রোগাবিবি-মোটাবিবির গান বাজাচ্ছে সদর্পে। তাবপর বিপুল আলোকমালাব জ্যামিতিক সব ত্রিকোণ ঘাড়ে করে দলে দলে গরীব লোক হেঁটে যাচ্ছে, তাব পেছনে একদঙ্গল দিব্যালঙ্কারভূষিতা, মাল্যচন্দনচর্চিতা, রংচঙে হিজড়ে যাচ্ছে নাচেব নামে শ্রীহীন অঙ্গভঙ্গি কবতে কবতে, তাদেব পিছনে কিছু গম্ভীব পুরুষ, আর হাসিখুশি নারীরা গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে—মধ্যে ঘোড়ায় চেপে সুটপবিহিত বব, ববের মুখখানি দেখা যায না, ফুলেব ঝালরে ঢাকা, তার পিছনে আরো কিছু লোকজন, আরো আলোব মালা, সবশেষে জনশূন্য ফাঁকা মোটরগাড়িব সাবি।

—"বাঃ!" —শুনতে পেলুম জনাথান বলছে: —"ওযেডিং? শুধু তো ডাউরি নয়? এটাও তো তবে ফসকে গেছে? এই ঘোডায় চড়া, এই ফুল, এই আলো, গান-বাজনা, নাচটাচ?"

—"বললুম তো, ভুল ঘবে বিয়ে কবেছ যে? ধবতে একটি মারবাডী বউ, পেতে এইরকম দারুণ অভ্যর্থনা—"

—"যাক গে, আমাদেব বিযেব সিলভাব জুবিলিতে, বুঝলে বিনা, আমরা ঠিক এইরকম উৎসবের ব্যবস্থা করবো—"

—"ততদিনে নাতি হযে যাবে যে?"

—"নাতিসমেতই ঘোড়ায় চড়ে তোমার কাছে আসবো—ডোন্ট ইউ ওযাবি ডার্লিং! চাঁদ কি একবাবই গড়েন ঈশ্বর? সাবাজীবন ঐ একটাই পবিশ্রম কবে যাচ্ছেন দৈনন্দিন। রোজ ভাঙছেন, বোজ গড়ছেন— চাঁদ-গডাব কাজটা এখনো সম্পূর্ণ হযনি তাঁব—"

আমি সবে এলুম রেলিং থেকে।

ক্ষণপ্রভা

"তিনশো ইউনিট—ব্যাস। এক পা বেশি এগিয়েছো কি আর দেখতে হবে না। এক মাস অন্ধকার। পেনালটি। বুঝলে গিন্নি? তিনশো ইউনিটেব বেশি হলেই কেটে দেবে লাইন।" বিনোদবাবু কাগজখানা গিন্নির নাকের ডগায় নাড়তে নাড়তে বললেন। মালতী

মন দিয়ে কুটনো কুটতেই থাকেন।

—"শুনচো? ফ্যান ঘুরিযে কুটনো কোটা চলবে না।" বিনোদ সুইচ অফ করে দিলেন।

—"যত অসম্ভব কথা।" অবশেষে মালতীব জবাব এলো। "তিনশো মানে? পাগল নাকি? বৈঠকখানায় তিনটেতেই তো তিনশো। তাবপব তোমাব ঘরে ষাট, খোকাব ঘবে ষাট, খাবার ঘরে ষাট। এতেই তো হচ্ছে তিন ছয আঠাবো, মানে একশো আশি,—আব তিন শোয, চাব শো আশি এখানেই হযে গেল। তাবপব বান্না ঘবে চল্লিশ আব দুটো বাথরুমে চল্লিশ চল্লিশ আশি—একশো কুড়ি, ছ'শো,—সিঁড়িতে টিউববাতি, খুকুর ঘরে টিউববাতি, ঠাকুবঘবে টিউববাতি—কে জানে বাবা কত, ছাদে পঁচিশ, গেটে, বাবান্দাদুটোয, লোকজনদেব ঘবে, ওদের বাথরুমে, পিছনেব সিঁড়িতে, ল্যানডিঙে, দূবদূর—উন্মাদ-পাগল হযে গেছে নাকি ইলেকট্রিক কোম্পানি? তাব ওপব ফ্যান, ফ্রিজ, গীজাব, রেডিও, টিভি, ইস্তিবি, আভেন—এসবেও তো খবচা আছে? মাত্র তিনশো—হাজার দেড়েক তো লাগবেই, কি দু' হাজাব—"

—"আঃ হাঃ—মুখ্যুমি কোবো না তো গিন্নি? ইউনিট মানে ওয়াট নয়। তুমি দিচ্ছ ওয়াটেব হিসেব, ওবা ধবছে ইউনিটেব। দুটো আলাদা। এই দ্যাখো—দিব্যি হিসেব লিখে দিযেছে পবিষ্কাব বাংলাকাগজে—একটি এসি পাখা, দিনে বাবোঘণ্টা, সাড়ে একুশ ইউনিট, একটি ডিসি পাখা সাতাশ, ভাগ্যিস আমাদেব ডিসি নেই—একটা চল্লিশ ওয়াটেব আলো, —ঐ তোমাব ঠাকুবঘরে, খুকুব ঘরেব সাধের টিউববাতি আব ল্যানডিঙেব বাতিগুলো সমস্তই চল্লিশ—ছয ইউনিট কবে প্রত্যেকটা—"

—"মাত্র চল্লিশ? অথচ অত আলো হয? তবে আমাদেব ঘবে ষাট পাওযারেব আলো কেন? সব বদলে দাও, সবই টিউববাতি করে দাও না"—"চুপ কবো। তা হয না। একটা টিউবের, আব একটা বালবেব দামটার তফাৎ ভেবে দেখো। আজকাল দুটোব লাইফ প্রায একই হযেছে—"

—"ডিসি পাখা সাতাশ বললে? তাব মানে ভবানীপুবের পাখায়—"

—"বেশি খবচ। হ্যাঁ। এবপব বাপেব বাড়ি গেলে, যতই গরম হোক, দয়া কবে যেন ফ্যানটি চালিও না। একটা মাঝাবি ১৬৫ লিটার ফ্রিজ দিনে চোদ্দ ঘণ্টা চললে পঞ্চাশ পযেণ্ট চাব ইউনিট, একটা বেডিও—ঐ যে—" বিনোদ পুত্রেব ঘবেব দিকে আঙুল দেখাল, ইংরিজি সুব ভেসে আসছে—"দিনে ৪ ঘণ্টা চললে মাসে পাঁচ ইউনিট। আব চব্বিশ ঘণ্টা চললে তাব ছ'গুণ—পাঁচ ছয তিরিশ—"

—"এক ইউনিটও নয়। খোকা তো ব্যাটারিতে চালায। ওতে ইউনিট ওঠে না। তোমাব ধেড়ে বেডিওতেই উঠবে ববং।"

আলু ছাড়াতে ছাড়াতে মালতী নিশ্চিন্ত। ছেলেব রেডিও মনের সাধে গাইছে। ধেড়ে রেডিও এবাব খবব পড়বে।

—"আব খুকুব ঘরে যেটা চলে? সেটাও কি ব্যাটারি?"

—"সেটা তো টেপ বেকর্ডার। ছোট্ট। ওতে আব কত উঠবে? তোমাব বেডিওব চেযে কম নিশ্চয।"

—"ওটাও যদি ব্যাটাবিতে চালান যায, তবে তাতেই যেন চালায়। খুকুকে বলে দেবে, ইলেকট্রিকে ওসব লাকশাবি এখন চলবে না। ব্যাশনিং মানেই অস্টিযাবিটি প্রোগ্রাম—"

—"একটু গান বাজনা শুনবে. তাতেও বাগডা দিচ্ছ তুমি? এমনিতে তো বাডি থেকে বেবোযই না—যা কুঁডে মেযে। অন্যেবা কত সিনেমা থিযেটাবে যায—"

—"ছেলেমেযেব হযে ওকালতি কত্তে কত্তেই তো বুডো হযে গেলে গিন্নি। ভুবনেব মাসিব অবস্থা হবে তোমাব। সৎকাহিনী পডেও তোমাব শিক্ষা হয না?"

—"না। হয না। যত পাগলেব কাণ্ড।"

টুপ কবে নাক বেযে এক ফোঁটা ঘাম বঁটিব ওপব পডলো। মালতী দেখলেন। বঁটি আঁচলে মুছলেন। ওপব দিকে চাইলেন। "লোডশেডিং?" ফ্রিজেব দিকে চাইলেন। না তো? দিব্যি চলছে। "তবে? পাখা বন্ধ কেন?"

তাঁব স্বব কিঞ্চিৎ উদ্ভ্রান্ত শোনালো। বিনোদ সান্ত্বনা দেন।

—"পাখাটা আমিই বন্ধ কবেছি। এই সকাল সাতটায পাখাব দবকাব নেই। একটু সেলফ কন্ট্রোল দবকাব। খোকা খুকুব ঘবেব পাখাদুটো খুলে নিতে হবে। এখনকার মতন।"

—"তাবপব? তাবা শোবে কোথায? বাম, পাখাটা চালিযে দে তো। তোব বাবু খুব ঘামছেন।"

—"শোবে? যেখানে শোয সেইখানেই। বাম, পাখা চালাতে হবে না।"

—"বিনা পাখাতে ওবা ঘুমুবে কী কবে? ঘুম হবে?"

—"আমাদেব কালীঘাটেব বাডিতে পাখা কবে এল, মনে আছে? গিন্নি? তাব আগে ঘুমুতুম না আমবা?"

—"সে আলাদা কথা। ওদেব তো অভ্যেস অন্যবকম হযেছে।"

—"কিছুই আলাদা নয। লোডশেডিং হয বাত দুটো পর্যন্ত। তোমাব ছেলেমেযে কি তখন জেগে থাকে?"

—"সেও আলাদা ব্যাপাব। একেবাবে পাখা খুলে নিলে ওবা পডাশুনো কববে কী কবে? শবীব টিকবে কেন?"

—"শবীবেব নাম মহাশয। যা সওযাবে তাই সয। বেশ, পডাশুনোব সমযে না হয আলোপাখা খুলবে—একটা ঘবেই বসুক তবে দু'জনে। বাম, পাখাটা বন্ধ কর। বাবণ কবলুম, তবু খুললি?"

—"থাক না একটু। বড্ড গরম যে এখানটাতে।" দবদব ঘামতে ঘামতে মালতী বললেন।

—"উহুঁ। ওনলি টু ফ্যান্স্ অ্যাট ওয়ান্স।" তাবপব স্ত্রীর ঘর্মাক্ত চেহাবা একনজব

দেখে বিনোদ রায় বদল করলেন। "বেশ, তাহলে যা, দাদাবাবুর ঘরের পাখাটা বন্ধ করে দিয়ে আয়।" রাম নাচতে নাচতে চলে গেল। পরমুহূর্তেই খোকার হুংকার শোনা যায়। "এখুনি তো ঘর ঝাঁট পড়ল একবার—আবার পাখা বন্ধ কেন?"

—"বাবুর হুকুম।" রাম খুবই খুশি।

—"যত বাজে কথা। দে খুলে শিগগিরি। ইয়ার্কি হচ্ছে?"

"আমি জানিনি—বাবুর হুকুম"—বাম মুচকি হাসে—

"বাবা, তুমি নাকি আমার ঘরের পাখা বন্ধ করে দিতে বলেছ রামকে?" দৌড়ে এ-ঘবে এসে অবিশ্বাসী চোখে প্রশ্ন করে খোকা।

—"হ্যাঁ। ইউ আর অলরেডি ইউজিং দ্য রেডিও।"

—"তার সঙ্গে পাখাব কী?" খোকাকে রীতিমতো বিভ্রান্ত দেখায়।

—"ওয়ান ইলেকট্রিকাল অ্যাপ্লায়েন্স অ্যাট আ টাইম। আজকের কাগজ পড়েছো?"

—"এখনও দেখিনি। কেন, কী হয়েছে?"

—"বিদ্যুৎ এখন থেকে ব্যাশনড।"

—"কিন্তু খোকার রেডিওটা তো ব্যাটারিতে চলে। বললুম না একখুনি? ওটা তো বিলেই উঠছে না। কিছু যদি মনে থাকে তোমার।"

—"তা বটে। নেভারদিলেস। সাবধানে থাকাই ভালো। প্রথমে ওয়ার্নিং। তার পরে একসপ্তাহে নো ইলেকট্রিসিটি। তার পবের বার এক মাস। এবং সঙ্গে সঙ্গে জরিমানাও। তাই প্র্যাকটিস কবা ভালো।"

—"এমনি করে করবে ফ্যান অফ্ করে দিয়ে?"

—"খোকা, ইউ আর ওলড ইনাফ টু আনডারস্ট্যান্ড দ্য প্রবলেম। আমি রিটায়ার্ড। বান্নাঘরে, সিঁড়িতে, আচ্ছা সিঁডিও না হয কাট করে দিচ্ছি—তোমার মার ঘবে, বসবার ঘরে লোকজন এলে অন্তত‍পক্ষে একটা—এসব আলো তো জ্বলবেই? তোমাদেব দু'ঘরে দুটো কবে আলো জ্বলে, দুটো পাখা চলে। ওটা একটা-একটা কবে দাও। তুমি আব বোন একসঙ্গে পড়বে। আমি বাড়িতে না থাকলে, তোমার মাকেও ওঘরেই চালান করে দেবো, তাঁব সেলাই বোনা, পাঁজিটাজি, ম্যাগাজিনট্যাগাজিন সবসুদ্ধ। ব্যাস। আরো কমে গেল। অ্যানাদাব ফ্যান লেস।"

—"এই খেয়েছে। একা বামে রক্ষা নেই সুগ্রীব দোসর? ঘবভর্তি লোকজন একে খুকু, প্লাস মা? পড়াব তাহলে দফা গযা। কিন্তু রেস্টিকশন কি এতই বেশি, বাবা? ক'টা পাখা, ক'টা আলো অ্যালাউড?"

—"শুধু তো আলোপাখা নয়? ফ্রিজ আছে। ইস্ত্রি আছে। আভেন আছে, গীজার আছে, হীটার, মিক্সার, পার্কুলেটাব, তোমাদেব স্টিরিও, রেডিও, কী নেই? ইস্ত্রি, গীজার, হীটার মিক্সাব, আভেন, স্টিরিওব প্লাগগুলো হাজার বারোশোর কম নয়, প্রত্যেকটাই ষাট ইউনিট।"

—"কিন্তু ফ্রিজটা তো লাগবেই। ফিফ্‌টি পয়েন্ট ফোর ইউনিট, দিনে চোদ্দ ঘন্টা চললেই।" এবার মালতী কথা কন:

—"কেন? ওটাও খুলে দাও না। আগে তো আমাদের ফ্রিজ ছিল না! খোকা জন্মানোর বছরেই কেনা হলো। পাখা খুলে নেবার চেয়ে ফ্রিজটা খুলে রাখাই ভালো। নিশ্চয় ঢের বেশি বিদ্যুৎ খায়। অতবড যন্তর। ওটা দরকাব নেই।"

—"তা খায়। কিন্তু খুলে রাখলেই ফ্রিজ নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া গরমে দুধ, মাছ, মাংস সব পচে যাবে। রোজ বোজ আমাকে বাজারেও যেতে হবে। অনেক বকম অসুবিধে।"

—"তাই বলো?বোজ বোজ বাজারে যেতে ইচ্ছে নেই। এবাঁরে বলো আসল কথাটা? বাডিতে থাকলেই ঘন্টায় ঘন্টায় ঠাণ্ডা জল চাই কাব? এতবড গেলাস ভর্তি করে? ফ্রিজ ছাড়া চলবে না কাব?"

—"নাঃ, ফ্রিজটা চালুই রাখতে হবে। আর পাম্প। ওটাও বন্ধ কবা যাবে না। তিনতলা বাড়ি। আব সব বন্ধ বুঝলে?"

—"কেন যাবে না, ভারী দিযে জল তোলাও। ওতে লাইন কেটে দেবার ভয থাকবে না, খবচা যতই হোক না।"

মালতীর মুখ সিরিযাস।

—"আর ভাড়াটের জলের কী হবে?" বিনোদবাবু সত্যি চিন্তিত।

—"ভারীকে দিয়ে জল দেওযাও ওদেরও।"

—"কন্ট্রাক্টে তো সেটা নেই। ওদের জন্যে পাম্পটা চালাতেই হবে। ব্রীচ অফ কন্ট্রাক্ট করা চলবে না তো? বিদ্যুৎ থাকলে. পাম্প চালাতেই হবে।"

বাত্রে খেয়ে বাবা-মার ঘবে আলোপাখা জ্বেলে চাবজনে বসেছে। বিনোদেব হাতে খাতা।

—"শোনো, কেবল রুটিনটা পালটে ফেললেই সব সিম্পল হযে যাবে। ভোব চাবটেয আলো হয়ে যায়। ৪টেয বেশ ঠাণ্ডাও থাকে। তখন উঠে যে যাব ঘবে গিয়ে পড়তে বসবে। ৮টাব মধ্যে পড়া তৈরি হযে যাবে। আলোও চাই না, পাখাও চাই না। তাবপর যদি পাখাব প্রয়োজন হয, পাখা খুলে দু'জনে একসঙ্গে খাবাব টেবিলে গিযে বসবে। তোমাদেব মাও ৪টেব সময়ে উঠে পুজো কবে নিযে কুটনো কুটে দেবেন। আমিও সেখানে বসেই চা খাব. কাগজটাগজ পড়ব। অল আনডাব ওয়ান ফ্যান। তোমবা বেবিয়ে গেলে আমবা কত্তাগিন্নি একটা ফ্যানেব নিচেই থাকব, দালানেই হোক, বা ঘবেই। রাত্তিবে আজ আব হযে উঠলো না। কালকে থেকেই নতুন ব্যবস্থা। মেঝেয ঢালা বিছানা হবে—তোমবা দু'ভাইবোন এই ঘবেই শোবে—"

—"মেঝেয়? এই তো ব্রঙ্কাইটিস থেকে উঠলো খোকা—"

—"বেশ তোমার খোকা-খুকু খাটে শোবে, আমি আর তুমি মেঝেতে। বেশ পুরু বিছানা পেতে—"

—"বাবা মেঝেয়?" খোকা হেসে উঠলো— "শুলে আর তুমি উঠতে পারবে? হাঁটু ভাঁজ হবে?"

—"খুব উঠতে পারবো। হাঁটুর বাবা ভাঁজ হবে। দেখবি। ঘরটা বড় আছে, দেয়ার শুড্‌ন্ট বি এনি হেলথ প্রবলেম—ছ'টা ভেন্টিলেটার আছে, চারটে জানলা —আগে তো চারজনে একখানা বড় খাটেই শুতুম যখন তোমরা ছোট ছোট। এই উইকেই দুটো সোফা কাম বেড কিনে ওই ধেড়ে সোফাটাকে রিপ্লেস করবো, যাতে রাত্রে কাউকে মেঝেয় না শুতে হয়—"

—"কিন্তু বাবা?"

—"বলো।" বিনোদ খুব গম্ভীর।

—"অন্যদের বাড়িতে তো আলো জ্বলছে। আমার বন্ধুদের বাড়িতে তো এরকম ব্ল্যাকআউট করেনি কেউ? দাদা বলছিল তিনটে ইউনিটে নাকি সব নরমাল কাজ চলেই যাবার কথা—এক এয়ারকণ্ডিশনার, কি লিফট—এসব থাকলে অন্য কথা। এতটা অস্টিয়ারিটির নাকি এখনও দরকার নেই?"

—"তোমার দাদা ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পারে, কিন্তু এখনও এ-বাড়ির মালিক হচ্ছি আমি। এখনও ফুল রেসপনসিবিলিটি এই বৃদ্ধের। আমি যেটা ভালো বুঝেছি, করছি। ডু নট ইন্টারফিয়ার।"

—"কিন্তু আমার যে আর তিন সপ্তাহও নেই বাবা? সামনেই পার্ট ওয়ান।"

—"তাতে কী হয়েছে?"

—"এই সময়ে পড়ার জায়গা, পড়ার অভ্যেস—সবকিছু ডিস্টার্ব করলে অসুবিধে হবে না? রেজাল্ট গুবলেট হয়ে যাবে।"

—"তোমার দাদারও সেমেস্টার টেস্ট এসে গেছে। কই, সে তো কিছু বলছে না।"

—"দাদা কী বলবে? দাদা তো হস্টেলে চলে যাচ্ছে—বন্ধুদের কাছে থেকে পড়বে এই ক'দিন। এখানে তুমি বলেছ আমি ওর ঘরে পড়বো, তাই।"

—"খুকু ভয়ংকর ডিস্টার্ব করে। আমি পড়ি রাত জেগে, ও পড়ে ভোরে উঠে। সারারাত পড়েটড়ে আমি যেই একটু শোবো, ও তখন উঠে পড়তে বসবে। কেমন করে আমরা একসঙ্গে পড়বো? তাছাড়া ও চালায় বাংলা গান, আমি ইংরিজি।"

—"ব্যাস, তাহলে তো চুকেই গেল ল্যাঠা। খোকা শুচ্ছে না। এখন তোমার আর অসুবিধে কী, খুকু? স্টাড়ি অ্যাজ ইউজুয়াল। নিজের ঘরেই পড়বে। নো ডিস্টার্বেন্স। রাত্রে কেবল এখানে এসে শোবে। অল সেটলড।"

—"এখানে আমার ঘুম হবে না, বাবা।"

—"কেন? হোয়াটস রং উইথ দিস রুম?"

—"তোমরা নীল আলো জ্বেলে রাখো সারারাত।"

—"এখন থেকে আর জ্বলবে না। নো বেডল্যাম্প।"

—"ও বাবা", মালতী চেঁচিয়ে ওঠেন, "ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘবে আমি ঘুমুতে পাববো না। তুমি বাত্তিবে তিনবার উঠবে, আমিও উঠি, টর্চ-ফর্চ খুঁজে পাই না. ঘবে একটুখানি আলো না এলে আমাব ঘুমই হবে না।"

—"নাইটল্যাম্পে জিবো পাওযাবেব বালব থাকে বাবা, ওতে কোনো খবচ বাডবে না।" খোকা মধ্যস্থতা কবতে গিযে ধমক খায—

—"কিন্তু ওটা জ্বললে, তোমাব বোন অন্যঘবে শোবে, একটা আস্ত পাখা তাতে ঘুববে—সেটা তো জিবো পাওযাব নয। আশি ওযাট। আটঘণ্টা। হিসেব কবো।"

—"দুটো পাখা চললে এমন কিছু ক্ষতি হবে কি? বাবা?"

—"হবে।"

—"খোকা তাহলে হস্টেলেই চলে যাক? এই তোমাব মত? ঠিক পবীক্ষাব মুখে মুখে? নিজেব বাপমা বেঁচে থাকতে?"

—"আহা. হস্টেলেই পডাশুনোটা বেশি ভালো হয, আর ওদেব ওখানে লোডশেডিংও নেই, পাওযাব ব্যাশনিংও নেই। বন্ধুদেব সঙ্গে পাবে তো যাক না থেকে ক'টা দিন, পবীক্ষা পর্যন্ত। ক্ষতি কি? নাথিং নিউ। নাথিং স্পেশাল।"

—"তুমি তাহলে ছেলেটাকে তাডালেই বাডি থেকে? নেহাৎ মেযেটা মেযে বলেই তাই পারছে না। পাবলে ও-ও চলে যেত।"

—"বেশ। তাহলে অলটাবনেটিভ অ্যাবেঞ্জমেন্ট হোক। তোমাব ছেলে ঘবেই থাকুক। মেযেও তাব ঘবে থাক। নো বেসট্রিকশানস। গিন্নি তুমিই ববং খুকুব ঘবে গিযে শুযো। আমি খোকাব ঘবে। টু ফ্যানস—লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টস। ও. কে.?"

—"আমাব ঘবে? বাবা শোবেন? কি সর্বনাশ।" খোকাব মুখ দেখে খুকু খিলখিল কবে হেসে ওঠে। মালতী মুখে পানেব ওপব আঁচল চাপা দেন। বাবা ঘবে থাকলে বেশ হবে। খোকাব সিগাবেট খাওযাটি এবাব খতম।

—"কেন? তোমাদেব বাবা কি কিং-কং? এতে সর্বনাশেব কী আছে?"

—"না না, সেজন্যে নয। বলছি, আমি তো বাত জেগে পডবো, তুমি তাব মধ্যে ঘুমুবে কেমন কবে. বাবা? বড আলোটা জ্বলবে তো।"

—"বাজনাও বাজবে নাকি? হোলনাইট গান বাজাতে বাজাতে পডা তৈবি হবে? ডিস্কো মিউজিক?" খোকা চুপ কবে থাকে। একটু পবে বলে—

—"বাজনা না হয বাজাবো না। কিন্তু আলো? নীল আলোতে তো পডতে পাববো না।"

—"বেশ বেশ। আমবা কত্তাগিন্নি এঘবেই যেমন ওই শোবো। ফ্যান না চালিযেই শোবো। আমাদের ফ্যান ছাড়া শোবাব অভ্যেস আছে।"

—"ও বাবা। ও' অভ্যেস অনেকদিন আব নেই গো—পাখা ছাডা আমি শুতে পাববো না, বাপু! জানোই তো আমাব কী সাংঘাতিক গরম বাতিক।"

—"বেশ। তুমি খুকুব ঘবে শুযো। আমি এখানে একা একাই—"

—"গবমে পচবো।" এই তো? তাবপর প্রেশার হাই হযে যাবে, ওষুধ আনো, ডাক্তাব আনো, পথ্যি বদলাও—উদ্বেগের চূড়ান্ত করো। ওসব হবে না বাপু, ঘুমের সময়ে পাখাটি চাই। প্রত্যেকের।"

—"ঐ নীল বাতিটাকে নিয়েই যা মুশকিল। মা, আমাকে সেই এযার ইনডিযাব দেওয়া কালো কাপডেব চশমাটা দিও—দাদা দাদাব ঘবেই থাক—আমি ববং কাপড়েব চশমাটা চোখে বেঁধে তোমাদেব ঘবে এসে শোবো।"

—"তাব কী দবকাব? একটা টেবিল ল্যাম্প কিনে, তাতে জিরো পাওযাব বাল্ব লাগিয়ে নিলেই, নো প্রবলেম—"

—"কী ব্যাশন হলো জানি না বাপু, তোমাদেব বাবা তো তুমুল কাণ্ড শুরু করে দিলেন। অন্য বাড়িতে কাকপক্ষী টেব পেল না। আব এ-বাড়িতে? কুরুক্ষেত্তব বেধে গেল—"

—"সোফা কেনো, ল্যাম্প কেনো—"

—"বাম! অ বাম। রাম?"

—"কি হলো? পিসিমা এযেছেন?"

—কী কবিচিস বে হতভাগা? পড়ে মবব যে বে? জ্বাল, শিগগিবি আলোটা জ্বাল—"

—"বাতি নি। আমাব হাত ধরেন—"

—"লোডশেডিং তো নয? বেলটা তো দিব্বি বাজলো।"

—"বাতি নি। ইলিকটিরি বাসুন। বাবা সব বাতি খুল্যে দেছেন।"

—"সিঁড়ির বাতিও খুলে দিযেছে কি রে ব্যাটা। মানুষ উঠবে কী কবে ঘুটঘুটে অন্ধকাবে? চারতলা অব্দি নিঝুমপুরী তৈবি করিচিস যে রে—এটা কি গোরস্তান?"

—"আমি জানিনি.—বাবু বাল্বু খুল্যে নেছেন।"

—"কখনো খুলে নেযনি সিঁডিব আলোটা। বিনু। বিনু।"

—"ব্যাস। এই তো এইস্যে গেচেন উপ্রে।"

—"কী কাণ্ড? দালানেব আলোটাও জ্বালাসনি কেউ? সাতটা বেজে গেল।"

—"বাবুব মানা।"

—"মালতী? বৌ। অ বৌ। কোতা গেলি? এসব বাম কী বলচে?"

—"কে? দিদি? আসুন দিদি আসুন। আব বলবেন না। আপনাব ভাই আমাকে জ্বালিযে খেলেন। ভাগ্যিস আপনি এলেন, দিদি। গীজাব বন্ধ, হীটাব বন্ধ, স্টোভে চা হচ্ছে, আভেনে বান্না বন্ধ, গ্রামোফোন শোনা বন্ধ, খুকুব হেযাবড্রাযাব বন্ধ, ভিজে চুলে কলেজ যাচ্ছে—ইনভার্টাব বন্ধ, লোডশেডিংযে প্রেশাব বেড়ে মাথার যন্ত্রনায় মবে যাচ্ছি আমি—"

—"এসব কী বলচিস রে বৌ? সত্যি?"

—"ঠিক বলচি দিদি। সব সত্যি।"

—"বিনুটা চিবকালই একটু ছিটগ্রস্ত, কিন্তু এখন যে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে বে?"

—"না না. দিদি বিটাযার্ড মানুষ তো? একটু ভাবতে তো হবেই ওঁকে. মেয়ের বিয়ে বাকি. ছেলেব এডুকেশন বাকি—"

—"বিয়ে তোমাব ছেলেমেয়ে দু'জনেবই এখনও বাকি, এডুকেশনও ছেলেমেয়ে, উভযেবই বাকি। 'মেযেব বিয়ে' 'ছেলেব এডুকেশন' এবকম বলতে নেই বৌ। শুনলেও গা জ্বলে যায়। ওসব আমাদের মা ঠাকুমাবা বলতেন। বাম? পাখাটা খুলে দে। দুটো আলোই জ্বেলে দে। সিঁড়িতে আর দালানে। বাপ বে। এই কি আমাব বাপেব বাড়ি? এ যে অন্ধকূপ। বিনু কৈ?"

—"একটু বেবিযেছেন। বসুন. দিদি। একটু জল এনে দিই।"

—"কোথায গেছে বিনু?"

—"সেই সম্বন্ধটা বিষয়ে কথাবার্তা কইতে। দেখতে আসবে বলছিল. তাব দিনক্ষণ—"

—"এ সেই আমেবিকা থেকে একমাসেব জন্যে যে ছেলে আসচে বিযে কবতে? ফটো দেখে তো পছন্দ কবেছিল, তাই না?"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ সেই সম্বন্ধটাই—"

—"তা আগেই মেযে দেখাবাব কী আছে? ছেলে আসুক. আমবা ছেলেকে দেখি? তবে তো?"

—"ছেলেব তো শুনছি আজকালেব মধ্যেই এসে পডাব কথা। একসঙ্গেই ছেলে-দেখা. মেযে-দেখা হবে এ-বাড়িতে।"

—"তা ভালো। বাম! সিঁড়িতে আলোটা জ্বেলেচিস তো? তোব বাবু বাড়ি এসে হুমড়ি খেযে পড়ে না যায। বিনু যা উটমুখো ছেলে।"

—"বিনু।"

—"কি?"

—"আলোটা জ্বেলে দে।"

—"আলো? এই দিনের বেলাতে?"

—"দিনেব বেলা হলেই বা। যা বাদলা কবেছে. অন্ধকাবে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, তুই কাগজটা পডচিস কী কবে? আমাব তো বইটাব সব অক্ষব ঝাপসা —শত চেষ্টাতেও আমি যে বইটা পডতে পাবছি না?"

—"আব একটু চেষ্টা কবতে হবে। 'যে জন দিবসে মনেব হবষে জ্বালায মোমেব বাতি, আশু গৃহে তাব জ্বলবে না আব নিশীথে'—"

—"তোমাব গৃহে তো এমনিতেই বাত্তিবে আলো জ্বলে না। ঘোব অন্ধকাব। ঐ সিঁড়িতে আমি কালকে পড়ে মবেই যেতুম আব একটু হলে। বাম ভাগ্যিস হাতটা

ধরলে। সিঁড়িব আলোটি অতি অবিশ্যি কবে জ্বেলে বাখবে বোজ সন্ধে থেকে। তোমাব নিজেব বয়েসও কিছু কমের দিকে যাচ্ছে না, বিনু। একবার হাড়গোড় ভাঙলে—"

—"সেটা না হয করা যাবে। তা বলে এখন, ঘরের মধ্যে দিনের বেলায় আলো জ্বেলে—"

—"এই রইল তোর বই। এবাব কি ফ্যানটাও অফ্ করে দিবি?"

—"দিলে মন্দ হয না। যা বাদলা বাতাস আসছে। ঠাণ্ডাও লেগে যেতে পারে তোমার।"

—"তুই কি বাড়িসুদ্ধু সব্বাইকে পাগলা করে দিবি বিনু? ছেলেটা বোর্ডিঙে চলে গেল, মেয়েটা সন্ধে পর্যন্ত লাইব্রেবিতে পড়ে থাকে—বৌটাব গবমে সাবাদিন প্রেশাব চড়ে মাথা ধরে আছে—বাড়িতে লোকজন এলে তাদেব ঘোব অন্ধকূপ সিঁড়ি দিযে হুমড়ি খেতে খেতে উঠতে হয়, এ জন্যে কেউ তো তোকে আদর্শ নাগবিক বলবে না, বিনু, লোকে যে তোকে হাড়কেপ্পন বলবে বে? মেযেব বিযে দিবি কী কবে?"

—"উপায নেই দিদি। তিনশো ইউনিট—"

—"খুব উপায আছে। শোন ইস্তিবিটা কি বন্ধ কবলেই নয? গীজাব, হীটাব ওভেন না হয বেশি খবচাব ব্যাপার—প্লাগগুলো খোলাই বইল। কিন্তু ইস্তিবিব প্লাগটা লাগিযে দিলে হতো না?"

—"কেন? অসুবিধেটা কী হচ্ছে? ধোপাকে দিযে সব ইস্তিরি কবিযে আনছে তো বাণ্ডিল বাণ্ডিল।

—"ইস্তিবি ধোপা সময় মতন ফেবৎ দেয না। এই তো আজ মেযেটা লাইব্রেবিতে গেল গবমেব মধ্যে সিলকেব কাপড় পবে—। অথচ ইস্তিরিতেই তোদেব দৈনিক বেবিযে যাচ্ছে পাঁচ সাত টাকা—ঐ সিলকের শাড়িটা যখন আবার ইস্তিবি কবে তুলে বাখবে, তখন একটাকা লাগবে।"

—"সে কি গো? দৈনিক পাঁচ-সাত টাকা ইস্তিবিতে?"

—"হ্যাঁ। নইলে কী বলছি? বামই বোধহয সমস্ত কবে দিত? তাই টেব পেতে না কতটা পযসা বাঁচছে প্রত্যেকদিন।"

—"ছেলেমেযেগুলোকেও দেখেছি বটে ঘষাঘষ ইস্তিবি ঘষছে কলেজে বেরুনোব আগে—"

—"তবে? মালতীব সে ট্রেনিংও তো নষ্ট হচ্ছে। নিজেব কাজ নিজে না কবিযে বাবুয়ানিব অভ্যেস কবাচ্ছ ছেলেমেযেকে।"

—"ঠিক আছে ঠিক আছে। ইস্তিবিব প্লাগটা দেব'খন লাগিযে।"

—"আব সিঁড়িব আলো ক'টা।"

—"আব সিঁড়িব আলোটাও। একটা। তিনটে নয় কিন্তু!

—"বেশ বাবা তাই সই। মেযে দেখানোব তারিখ কবে ঠিক হলো?"

—"বোববাব সকালে। আলো জ্বালবাব ঝামেলা নেই। বেশ প্রাকৃতিক আলোতেই দেখে যাবে।"

—"তবু ভালো যে হুটপাট করে পাখাগুলো সব খুলে ফেলতে পারিসনি প্লাগ আব বালবেব মতন।"

—"আরে? বা, বা, পেতলপালিশ সব শেষ? ফুলদানিটা ঘষে ঘষে সোনাব মতন কবে ফেলেছিস যে বে? নাঃ, বাম আমাদেব কাজেব ছেলে।"

—"তা বলে ওতে বজনীগন্ধা বাখলে চলবে না. শ্রাদ্ধবাড়ি শ্রাদ্ধবাড়ি মনে হবে—অত বজনীগন্ধা আনিযেছ কেন? গোলাপ ফুল ছিল না? গ্ল্যাডিযোলি—"

—"তোবও যেমন কথা, খোকা। শ্রাদ্ধবাড়ি মনে হবে কেন? বজনীগন্ধা নামটাতে কি শ্রাদ্ধ গন্ধ. না ফুলশয্যের বজনীব গন্ধ, শুনি? বজনী—গন্ধা—"

—"ফেব ছেলেপুলেব সঙ্গে ঠাট্টা দিদি? নাঃ. আপনাকে নিযে আব পাবা যায না। যেমন ভাই, তেমনি বোন। দেখুন তো একটু পুডিংটাব কী অবস্থা? একটুখানি বাকি ছিল। ওটা বেব কবে, মুরগীটা আবাব ঢোকাবো আভেনে। আপনাব ভাই বাড়িতে পা দেবাব আগেই সব সেবে ফেলতে হবে তো।

—"ছেলেপুলে আবাব কী? প্রাপ্তে তু ষোড়শবর্ষে. জানিস না? অ খোকা, বাথরুমে গীজাবেব প্লাগটা লাগিযে দিইচিস তো বে? বেসিনে হাত ধুতে গিযে যেন হট-কোল্ড দু'বকমেবই জল বেরুচ্চে দেখতে পায।"

—"এই গবমে হটওযাটাব দিয়ে কী হবে পিসিমণি—"

—"হটওযাটাব দিযে ওদের কিছুই হবে না, শুধু তোমাব বোনটি যে কতদূব আবামে আযেশে অভ্যস্ত সেটাই স্বচক্ষে দেখে যাবে তাবা। বিলেতে থাকে বলে পাত্রবটি যেন মনে কবে না সে একটা কেউকেটা হযেচে। এখানে, মেযেব বুড়ো বাপেব ঘবেও সববকমেব বিলিতি আবাম-আযেশেব বন্দোবস্তই মজুত বযেছে। এইটে তাদেব দেখা দবকাব। ওই গাঁকগাঁক গ্রামোফোনটাব প্লাগটা এ্যাটেচিস? যাতে এ-ঘরে ও-ঘবে একসঙ্গে গান বাজে?"

—"স্টিবিওর অ্যামপ্লিফাযাবটা? হ্যাঁ. পিসিমণি।"

—"দে না একটা ভালো গান লাগিযে দে না। তোদেব হিন্দিমিন্দি নয, একটা ভালো অতুলপ্রসাদ কি ববীন্দ্রনাথ। শাওন গগনে ঘোব ঘনঘটা।"

—"কিংবা, বঁধু নিদ নাহি আঁখিপাতে?"

—"অ্যাঁ? পিসিব সঙ্গে এয়ারকি? বলি সব কটা বাল্ব লাগিযে দিইচিস তো? আকাশে যা ঘনঘটা কবে মেঘ ছেয়ে এসেচে. সকাল বেলা হলে কি হবে দালান, সিঁড়ি, সব তো অন্ধকার। এ-ঘবেও সব ক'টা আলো জ্বেলে দিতে হবে। নইলে মেযে দেখায বিঘ্ন ঘটবে।"

—"কেন? আলো দিয়ে কী হবে? বেশ তো বোমান্টিক 'বরিষণ মুখরিত' অ্যাটমসফিযাব। আঃ! দারুণ গন্ধ বেরুচ্ছে তো বান্নাঘব থেকে? মা, মুবগীটা বেশী করে কবছো তো? ওদেব যেন সবটা খাইয়ে দিও না আবার। খুকু! খুকু, তোব পুডিং এক্কেবারে যাচ্ছেতাই হয়েছে। অমন চেহারা যাব, তাব সোযাদ কেমন হবে

বোঝাই যাচ্ছে। গেল। ঐ পুডিং দেখলেই কিন্তু সম্বন্ধ কেঁচে গেল—"

—"চুপ কব দিকিনি? যত অকথা কুকথা। দিদি, এদিকে দেখুন তো একটু, পাত্রেব ঠাকুমা আসছেন। তাঁর নিরামিষ জলখাবাবটা—"

—"যাচ্ছি, যাচ্ছি, খোকা—হারমোনিয়াম, তবলা, তানপুরো সব আগে থেকে বের করে ঝেড়েপুঁছে রাখো। তখন যেন টানা-হেঁচড়া করতে যেও না। পাত্তর শুনিচি ভালো গান গায়। পাত্তবেব গান শুনতে চাইব কিন্তু আমবা। ভুললে চলবে না. আমরাও তো ছেলে দেখছি এইসঙ্গেই। —খুকুব সাজ তো দেখি আব শেষই হচ্ছে না মা? কী মাখাচ্ছে এত?"

—"এই হলো বলে। না না না, আজকাল ওসব বেশি কিছু মাখায় না। চোখ আঁকে, ভুরু তোলে, চুল বেঁধে দেয. ঠোঁটেও এঁকে দেয় দেখেছি তুলি দিযে—তা খুকুকে তো ওব কাকী সাজাচ্ছে—অত কিছুই কবছে না।"

—"দবকাবও নেই। মেয়ে আমাদেব রূপসী।"

—"মা. কফিটা একদম টাটকা গ্রাইণ্ড কবে ফেলেছি, দারুণ সুগন্ধ বেরিযেছে। এবাবে পার্কোলেটারে জলটল ভরে রেডি করে রাখছি, তুমি শুধু খেতে দেবার আগে সুইচ অন কবে দেবে। বুঝেছ?"

—"তুই নিজেই ওটুকু কবিস বাবা, আমাকে পাঁচদিক দেখতে হচ্ছে।"

—"ও. কে, ও. কে—কফিব ইনচার্জ আমিই বইলুম—"

—"এই যে আসুন. মুকুয্যেমশাই, এদিকে—এই হচ্ছে আমাব গবীবখানা—কই গো কোথায সব? ওবে অ খোকা। অ রাম। দিদি! খুকু। মালতী। এই যে এঁবা সবাই এসে গেছেন, পাত্তবপক্ষেব পাঁচজন। তোমরা রেডি তো? একি? এতগুলো আলো! কে জ্বাললে? ল্যানডিঙেব এই আলোগুলোতে বাল্ব লাগালে কে? বাম। খোকা। আই ওযান্ট টু নো হু হ্যাজ ডান ইট?"

—"আসুন মাসিমা আসুন. নমস্কাব, নমস্কাব, আমি হলুম বিনোদেব দিদি, এই যে আপনাবা এদিকে আসুন। এই হচ্ছে আমাব ভাজ, মালতী. মেয়েব মা। এ আমাদেব খোকা, মেয়েব দাদা. ভালো নাম বাপ্পাদিত্য, ইলেকট্রিক্যাল এনজিনিযাবিং পড়ছে—বসুন মুকুয্যেমশাই, এই যে মাসিমা এইটেতে বসলে আপনাব হযতো সুবিধে হবে। আব তুমিই বুঝি অভিজিৎ? বাঃ, সোনার চাঁদ ছেলে। এটি বুঝি তোমাব বন্ধু? নাম কী বাবা? অমল? বাঃ বেশ, বেশ, আপনিই নিশ্চয় অভিজিতেব মামাবাবু? আপনাদেব আসতে কোনো কষ্ট হযনি তো? যা বিষ্টি শুরু হযেচে।"

—"অ্যাবে, এঘবে একসঙ্গে তিনখানা আলো? হানড্রেড ওয়্যাট ঈচ। সিঁড়িময় আলো। দালানে আলো! কে, কে জ্বালালে দিনের বেলায এত আলো—কতবার বলিচি, 'যে জন দিবসে মনেব হবষে?' ওফ—সুইচ দেম অফ। সুইচ দেম অফ ইম্মিডিয়েটলি।" লাফিযে উঠে বিনোদবাবু একসঙ্গে বৈঠকখানার তিনটে আলোই

নিবিয়ে দেন। ঘবে গভীর অন্ধকাব ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাইবে ঘোব ঘনঘটা। পাত্রপক্ষ গহন আঁধারে নিমজ্জিত। সেই আঁধাব, সেই মেঘ গুরু গুরু বৃষ্টিব ঝঙ্কাব ভেদ কবে বিনোদবাবুব কণ্ঠস্বব শোনা যায়—"এইভাবে চললে পাওয়ার ব্যাশনিং ইজ বাউনড টু ফল থ্রু। সবকাব কখনই পেবে উঠবে না, ইনডিভিজুয়াল যদি তাব দায়িত্ব পালন না করে টুওয়ার্ডস দি সোসাইটি—"

—"বেশ বাবা— ঘাট হয়েচে, অন্যায় হযেচে। সিঁড়িব আলো সব নিবিয়ে দিয়েচে। এবাব এঁদেব দিকেও একটু মন দাও। অতিথিব প্রতিও তো তোমাব কিছু দায়িত্ব আচে, না নেই? মেয়ে দেখাবে বলে ডেকে এনেচো, তাবপবে ঘব অন্ধকাব কবে নুকোচুবি খেললে এঁবা তো মনে কববেন, যে তোমাব মেয়ে খুন্তো। আলোগুলো জ্বেলে দে, বাম।" বাম আলো জ্বালে না। খোকা এসে আলো জ্বেলে দেয়।

—"এবাব ববং কফিটা আনুক। অ খুকুমা খুকুমা, কফিটা নিয়ে এসো তো মামণি। খুকুই কিন্তু আপনাদেব পাত্রী। আমরা অত মধুমতী মধুমতী বলতে পাবি না।"

কাকিমা পর্দা তুলে ধবলেন। কফির ট্রে হাতে ছিপছিপে, মিষ্টি খুকু সলজ্জ মুখে সতর্ক পায়ে প্রবেশ কবলো। সত্যি, খুবই সুন্দব দেখাচ্ছে সবুজ শাড়িতে। ট্রেতে ধূমায়িত পার্কোলেটাব, আব কফিসেট সাজানো। পিছন পিছন কাকিমা এলেন। নিঃশব্দে গোঁফ কাঁপাতে কাঁপাতে শিকাবী বেড়ালেব মতন বিনোদবাবু কী যেন শুঁকছেন বাতাসে। হঠাৎ ফেটে পড়লেন।

—"তাই বলি, কিসেব গন্ধ? ফ্রেশ গ্রাউন্ড কফির মতন মনে হচ্ছে? অথচ আমি তো প্লাগ খুলে দিইচি। এখন দেখচি পার্কোলেটাবও চালু কবা আছে। কে? প্লাগগুলো লাগালে কে? লাগালে প্লাগ? গ্রাইণ্ডাবেব? পার্কোলেটাবেব? দেবেই। এবারে কানেকশন কেটে দেবেই। কেউ রুখতে পাববে না। জ্যোতি বোসও নয়।"

—"আঃ বিনু, ওসব কথা আজকে থাক না, দেখচো বাড়িতে কাজ—..."

—"থাক না? কেন থাকবে? তোমবা সবাই ক্যালাস— শেষটাতে মববে তো এই বিনোদ চক্কোত্তিই—"

—"বিনু, একটা দিনেব মামলা, প্লাগ না হয় তুমি আবাব খুলে দিও—"

—"মামলা একদিন দু'দিনেব নয় দিদি, এটা একটা মেন্টাল অ্যাটিচ্যুডেব প্রশ্ন। কি বলেন মুকুয্যেমশাই, তাই নয়কি? এ ল্যাক অফ সিভিক বেসপনসিবিলিটি। নাগবিক দায়িত্বজ্ঞানেব অভাব। ছেলেপুলেবা কী শিক্ষা পাবে এসব দেখলে?"

কাকিমা কফি ঢেলে দেবেন কিনা বুঝতে পাবছেন না। টেবিলে পার্কোলেটাব বসে আছে। কাপ সব শূন্য। এই সময়ে মালতী ঘবে এলেন। আবো ট্রে নিয়ে পিছন পিছন বাম। তাতে মুবগীব কাবাব বোস্ট, প্যাটিস, পুডিং, নানাবকম ভালোভালো জিনিস। মালতীর হাতে আলাদা একটি ট্রেতে নিবিমিষ জলখাবাব। এবং একটি কেক।

সুগন্ধে ঘর ভরে উঠলো। টেবিলে সব নামিয়ে একে একে প্লেটে সাজাতে লাগলেন মালতী। পাত্রপক্ষেব চোখেমুখে অপার মুগ্ধতা স্পষ্ট। সেটা পাত্রী দেখে, না খাবার-দাবার দেখে, বোঝা শক্ত। পাত্রপক্ষ মুখে অবশ্য বলছেন,— "কী কাণ্ড কী কাণ্ড, এতসব করবাব কী দরকার ছিল? ছি ছি ছি।..."

—"এই যে মাসিমা, এই কেকটা খুকু তৈরি করেছে। একেবাবে নিরিমিষি, এতে ডিম নেই।" ঠাকুমাকে কেক কেটে দিতে দিতে মালতী বলেন। ঠাকুমাও একগাল হেসে—"বা, বা। ডিম ছাড়া কেক? মেযে নিজে করেছে? চমৎকাব। কিন্তু মা, আমি তো অবেলায় কিছুই খাইনে। আমাব ডিশখানা ববং তুলে নিয়ে যাও।" বলে প্লেট ঠেলে দেন। মালতী যাবপবনাই বিমর্ষ।

—"একটু কফি?"

—"বরং একটু নেবুর জল কবে দাও মা, ঘবে নেবু আছে তো? কফিটফি আমি খাইনে।"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ—" কাকিমা তক্ষুনি বান্নাঘরে ছোটেন। মালতী প্লেটে খাবাব তুলে দিচ্ছেন, খুকু প্লেটগুলি হাতে হাতে তুলে দিচ্ছে, পিসিমা যত্নআত্তি করছেন। বিনোদবাবু অবশেষে পাত্রেব পিতা এবং মাতুলের প্রতি কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিতে আবম্ভ কবেছেন। পাত্র আর তার বন্ধু লজ্জায় খুকুব সঙ্গে কথা না বলে খোকাকে তাব পডাশুনো নিযে প্রশ্ন করছে। খুকু পাত্রের বাবা, আর মামার হাতে প্লেট তুলে দিল। বিনোদবাবু বিদ্যুৎ র‍্যাশনিং, লোডশেডিং ও ইলেকট্রিসিটি বিল নিয়ে আলোচনা কবতে কবতে হঠাৎ রূপোর রেকাবিতে খাদ্যদ্রব্য দেখতে পেলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন—

—"রূপোর ডিশগুলো এখনো ঘরে? কবে বলিচি ব্যাংকেব ভল্টে বেখে এসো গে? চাও কী তোমবা? ডাকাতেব হাতে জবাই হতে চাও? যাকে তাকে এত রূপোব বাসন দেখিয়ে বেড়ানোব কী হযেছে। দিনকাল কী পড়েচে জানো না?"

—"ব্যাঙ্কেই তো থাকে বারোমাস। আজকে বাড়িতে একটা বিশেষ কাজ, উৎসবের দিনেও ব্যাভার কববে না? তাহলে শখ করে গড়িয়েচিস কেন?"

দিদির বকুনিতে মুহূর্তমাত্র দমে গেলেও বিনোদ আবাব চাঙ্গা হয়ে উঠলেন প্লেটে রাখা বস্তুগুলি দেখে।

—"ও কী ও? পু-ডিং? মুরগীর কাবাবরোস্ট মনে হচ্ছে? প্যাটিস? কে...ক? মানে, আভেন? আভেনও চালু করেছে? হয়ে গেল। হ-য়ে-গে-ল। এখানেই হয়তো একশো আশি ইউনিট—গ্রাইন্ডাব, পার্কোলেটার, আভেন! কেন, উনুন কি ছিল না? গ্যাস? কেরোসিন? রোজরোজ তো তার সাপ্লায়ের জন্যে প্রাণ ওষ্ঠাগত করে দিচ্চো, আর বাড়িতে কাজকম্মের বেলা আভেন?"

—"আর বিলু—"

--"নো। দিদি, তুমি প্রশ্রয় দিও না। কেন মুরগীর দোপেঁয়াজা, লুচি কি করা যেত না? "প্যাটিস না করে চপ? পুডিঙের বদলে হালুয়া, চমচম, পানতুয়া, লবঙ্গলতিকা, —কত কী তো হয বিজয়ার সময—সেসব করতে পারতে না?"

বলতে বলতে নিজেবই কী যেন সন্দেহ হয বিনোদবাবুব—গলার সুব পালটে যায়—"অঃ, বুঝিচি, খুকিকে বুঝি এসব শেখানো হয়নি? সে ওই কুকিং ক্লাসে গিযে যত বিলিতি ছাইভস্ম বান্না শিখেছে? এইসব আজেবাজে যত খাবার, যাব জন্যে আভেন নইলে চলবে না?" বলতে বলতে উত্তেজিত হযে বিনোদবাবু এক হ্যাঁচকাটানে পাত্রের বাবাব হাত থেকে বেকাবিটা টেনে নিযে মালতীর চোখেব সামনে আন্দোলিত কবতে থাকেন। এই টানাহ্যাঁচডায প্যাটিস কার্পেটে পড়ে যায। খোকা বাগ চাপতে ঘব ছেড়ে বেবিযে গেছে। খুকু কান্না চাপতে বিপন্ন, বিষণ্ন, ভীতু-ভীতু চোখে চেয়ে চুপটি করে দাঁড়িযে আছে। কচি মুখখানি এই বিপর্যয়ে আরো মিষ্টি দেখাচ্ছে। পাত্র আডচোখে কেবলই দেখে নিচ্ছে। মাথা নিচু করে বসে আছেন মালতী। আব ধবা পডা চোরেব মতো ভ্যাবাচ্যাকা পাত্রপক্ষ নিষিদ্ধ রেকাবি হাতে ধবে, তাতে নিষিদ্ধ খাদ্যদ্রব্য নিয়ে প্রস্তরীভূত। যেন স্ট্যাচু খেলা। খাবাব স্পর্শ কবতে সাহস পাননি কেউই। পাত্রেব বন্ধু হাসি চাপতে রুমাল বেব কবেছে। পিসিমা এবার ধমকে উঠলেন:

"কী, হচ্ছে কি বিনু? তুই কি কাউকে খেতে দিবিনি আজকে? ছোটবউ, কফিটা ঢাল দিকি। কেউই তোমাকে সৎ নাগরিক বলবে না। বিনু, বলবে ক্ষ্যাপা পাগল। মালতী, যা. ওঁদের একটু খাবারে হাত লাগাতে বল? আজকে বান্না তো যা হবার তা হয়েই গেছে, বিনু যা যা বললে সেসব খেতে আরেকদিন আসতে হবে কিন্তু আপনাদের মুকুয্যেমশাই। খুকু আমাদেব দিশি রান্নাও সবই জানে, জানবে না কেন? ছেলে বিলেতে থাকে বলে বলেছিলুম বিলিতি খাবার কবতে।"

নতুন এক প্লেট খাদ্য পাত্রের বাবার সামনে হাতে তুলে দিতে দিতে মালতী চাপা গলায় বলেন—

"একটু মুখে দিন দয়া করে, ওঁর কাণ্ডকারখানাতে কিছু মনে করবেন না, বড্ড সরল মানুষ, মনে-মুখে এক—"

পাত্রের বাবা বুদ্ধিমান লোক। ঝাঁকরা আশুতোষী গোঁফের তলায় হাসছেন বলে সন্দেহ হয়। প্লেট টেনে নিয়ে বললেন—

—"না না, মনে করব কেন, উনি তো সব ঠিক কথাই বলছেন।" তারপরে ঘরের কোণে রাখা তবলা, হারমোনিয়াম, তানপুরাব দিকে তাকিয়ে বলেন—"খাওযাটা আগে চুকিয়ে নিই, তাবপব ববং একটু গানবাজনা হবে. কি বলেন চক্কোত্তিমশায়? অভিজিৎ বেশ ভালো গজল গাইতে পারে।"

খাওয়াদাওয়া শুরু হতেই বিনোদবাবু অন্য মানুষ।

—"কৈ গো। আমার প্লেটটা কৈ? মালতী, মুকুয্যেমশাযের জন্যে আরেকটু

কাবাবরোস্ট, অ মামাবাবু, মানে বাঁড়ুয্যেমশাই আপনার জন্যে দুটো প্যাটিস দিক? পুডিং কই, পুডিং? বাবা অভিজিৎ, আব অভিজিতের বন্ধু, কী যেন নাম তোমার, লজ্জা কবে খেও না যেন, তাহলে নিজেবাই ঠকবে—মাসিমা যে শববৎ চাইলেন শববৎ কই, শরবৎ? রাম?"

হাঁকডাকেব চোটে রাম এক-ট্রে জলেব গেলাশ নিয়ে ঢুকে পড়ে। পিসিমা বলেন —"শরবৎ খাওয়া হযে গেছে। তোমাব কি সেসব দিকে নজব ছিল?" প্রস্তরমূর্তি ভেঙে এবাব খুকু জলেব গেলাশ হাতে হাতে এগিযে দেযা শুরু কবে। জলপানেব ঘটা দেখে বোঝা গেল অতিথিরা কতদূব তৃষ্ণার্ত ছিলেন, মরুভূমির যাত্রীদেব মতো জল খেতে লাগলেন সবাই। পাত্র বুঝি এতক্ষণে খুকুকে একটা কিছু বললেন। খুকু মৃদ হেসে জবাব দিচ্ছে. বিনোদবাবু হঠাৎ তেড়ে উঠলেন,

—"বাম! বাম!" তাঁব প্লেট শূন্য। হাত ধোযা সাবা। একটু ঢেকুব তুলে বললেন —"মইটা কোথায়? মইটা দেখি!" —অবাক মালতী বলেন:

—"মই? এখন মই দিযে কী হবে?"

—"মইটা তো পাশেব বাড়িতে চেযে নিযে গেছে।"

—"তাহলে এই টুলেই চলবে। খুব শক্ত আছে।" মালতীব প্রশ্নেব উত্তর না দিযে বিনোদবাবু বলে চল্লেনঃ —"কে এখানে সবচেযে লম্বা? বামব্যাটা তো আমাব চেযেও বেঁটে। খোকা? মুকুয্যেমশাই. আপনাব হাইট কত? খোকার চেযে লম্বা কি? এইতো অভিজিৎ-এব দিব্যি টলফিগার আছে, সিক্সফুটাব বোধহয, না?" বলতে বলতে খপাৎ কবে একটি প্রীতিপূর্ণ থাবা বসালেন পাত্রেব কাঁধে। সদ্য কফিব কাপটি মুখে তুলছিল সে।

—"কফি শেষ তো? বেশ বেশ। এবাব চলো তো বাবা আমাব সঙ্গে একটু, দালানের ওই বালবগুলো খুলে দেবে, আব সিঁড়িতে একখানা বাদ দিযে বাকি দুটো। বুঝলে না বাবা, এটা পযসাকড়িব ব্যাপাব নয়, পাওযার সেভিং-এব প্রশ্ন—"

বলতে বলতে বিনোদবাবু গিযে পটাপট কবে বৈঠকখানাব আলো তিনটে নিবিযে দিযে বলে ওঠেন—"এই তো. দিব্যি দেখা যাচ্ছে। যাচ্ছে না কি? ক্লিযার ভিশন। আমি তো মুকুয্যেমশাইকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।" তাবপর ঘবের আবেক কোণে ছুটে গিযে ভারি পেতলেব ফুলসুদ্ধু ফুলদানিটা নামিযে বেখে বোমান পিলারেব আকৃতিব মোটা মেহগনিব উঁচু টুলটা নড়াতে চেষ্টা কবে ব্যর্থ হয়ে পার্শ্ববর্তী যুবক-দু'টিব দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ কবলেন। হাঁ হাঁ করে খোকা ছুটে আসবার আগেই পাত্র এবং পাত্রেব বন্ধু টুলটি টেনে হিঁচড়ে সবাতে শুরু কবে দিয়েছে—খোকা এসে হাত লাগায়। —"এই দালানে নিযে চলো—", আর্মি কমাণ্ডারের মতো গাম্ভীর্যের সঙ্গে বিনোদবাবু নির্দেশ দেন— "দালানেবটা আগে। বুঝলে বাবাবা, যে দেশের মানুষদেব নাগরিক দাযিত্ববোধ নেই, সেই দেশেব ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকাব..."

প্রেমচাঁদিনী

হ্যাঁ, হতো যদি রবীন্দ্র-নজরুল-শরৎচন্দ্র, বছরের-যে-সময়ের-যেটা, বক্তা একটা না একটা ঠিকই যোগাড় হয়ে যেত। আমাদের যার যেরকম সোর্স, সে যাকে ধরতে পারি, ধরে আনি। সে এরিয়া যাই হোক, ফুটবল, ক্রিকেট, গল্প-কবিতা, যাত্রা-সিনেমা, পলিটিক্স-প্রফেসারি—এভরিথিং ইনক্লুডেড। বিখ্যাত হলেই হলো। আমাদের পাঠাগার-পাঠচক্রের বয়েস ঊনত্রিশ, কোনো দলাদলি নেই। একবছর নববর্ষ উৎসবে মোহনবাগানের প্লেয়ার আনলাম প্রধান অতিথি, পরের বছর বসন্ত উৎসবে ইস্টবেঙ্গলের প্লেয়ার। (অবশ্য সেই একই লোক, ধীরেনদার শালা)। এই তো গত বছরেই স্বাধীনতা উৎসবে সভাপতি এলেন সি পি এম, প্রধান অতিথি এলেন কংগ্রেস-ই ; কৈ কোনোই অপ্রিয় ঘটনা তো ঘটেনি? দিব্যি একসঙ্গে এলেন, একসঙ্গে বক্তৃতা দিলেন, একসঙ্গে চা-সিঙাড়া খেয়ে এক গাড়িতে বাড়ি গেলেন।

গোলমালটা বেধেছে এবারেই। কেননা বাজোরিয়াজী, যাঁকে আমরা পাঠাগারের নতুন সভাপতি নির্বাচন করছি (ঐ উঁচু একতলাসমান পাঁচিলঘেরা সাততলা সবুজ বাড়িটা ওঁদেরই) তিনি আমাদের মোটা চাঁদা দিয়ে বলেছেন মুনশি প্রেমচাঁদ নামক হিন্দুস্থানী রাইটারের শতবর্ষ উদযাপন উৎসব করতে হবে। সেই উপলক্ষ্যে অনেকগুলি হিন্দি বইও দিয়েছেন পাঠাগারকে। উৎসবের প্রোগ্রামও তৈরী। বাজোরিয়াজীই প্রিসাইড করবেন। তবে প্রেসিডেনশিয়াল স্পীচের বদলে তিনি একটি স্বরচিত কবিতা পড়বেন, প্রেমচাঁদের ওপরে। এছাড়া একটি প্রধান অতিথিও চাই মূল বক্তা হিসেবে, ডক্টরেটের প্রতি ঝোঁক। বাকীটা আমাদের ওপরে। খাওয়ার মেনুটাও ভালো হয়েছে এবার। কিন্তু প্রেমচাঁদের ওপর ভালো বলতে পারে এমন পণ্ডিত লোক পাই কোথায়? আমাদের দাসনগর কলোনীর লোকেদের সোর্স খুব বেশি নয়। মেসোমশাই সেক্রেটারী। আমাদের অবস্থা কাহিল, প্রধান অতিথি পাওয়া যাচ্ছে না। দিকে দিকে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেছে।

এমন সময়ে সৌম্যই মুখরক্ষা করলো। ওদের অফিসের সেমিনারে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। ডক্টর কক্কড়, কথায় কথায় প্রেমচাঁদ বিষয়েও আলোচনা করছিলেন—দারুণ কালচারড লোক। জানেন না হেন বিষয় নেই। দিল্লিতে প্রেমচাঁদ ইন্টারন্যাশনাল সেমিনারে কোন কোন দেশবিদেশের লোকেরা এসেছিলেন, সেকথা উনি গল্প করছিলেন। মার্কিন দেশে উনি কিছুদিন ভারতীয় সাহিত্য পড়িয়েছেন—আপাতত বিরাট এক কোম্পানীর পি-আর-ও। সংস্কৃত সাহিত্যের পি-এইচ-ডি। বাজোরিয়াজীর সাধ মিটবে। অতিকষ্টে তাঁকে রাজী করিয়েছে সৌম্য। ভদ্রলোক এত ব্যস্ত, সেদিনও আরেকটা মিটিং আছে, তবু কষ্ট করে আসবেন বলেছেন। সৌম্য বলল টীব্রেকের সময়ে আলোচনা হচ্ছিল, উনি বললেন সত্যজিৎ রায়ের সবগুলো

হিন্দি ছবির মধ্যে প্রেমচাঁদের গল্পটাই শ্রেষ্ঠ। আরো বলেছেন নার্গিস কেমন করে ভুলে গেলেন যে শতবঞ্জ কে খিলাড়ীতে রাজৈশ্বর্য দেখানো হয়েছে, ভূতের রাজা আর শুণ্ডির বাজাব গল্পেও রাজারাজডাব কাণ্ড, এমনকী সত্যজিতেব রিসেন্ট ভেনচাবেও যত হিবে, তত রাজা। বললেই হলো কেবল পভার্টি দেখায়?

উনি বাংলাতেই বলতে রাজী হযেছেন, চমৎকার বাংলা বলেন। কথায় কথায় বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, ববীন্দ্রনাথ কোট কবেন। দারুণ লোক। বহুকাল আমেবিকায় ছিলেন কিনা?

একত্রিশে জুলাই। পাঠচক্রেব উত্তেজনা টঙে। ফরাসটরাস বিছোনো হয়েছে, বজনীগন্ধাব মালা, ফুলেব তোড়া, ধূপ, হাবমোনিয়াম, সমস্ত বেডি। এমন কি প্রেমচাঁদেব একটি বাঁধানো ছবি পর্যন্ত (বাজোবিয়াজীর কল্যাণে প্রাপ্ত) প্রস্তুত। উদ্বোধন সঙ্গীত থেকেই এবারেব বৈশিষ্ট্যটা ফুটে উঠেছে। এ তো নেতাজী-নজরুল নয়। কি অতুলপ্রসাদ-রজনীকান্তও নয. প্রেমচাঁদ বলে কথা। তিনি নাকি কেবল উর্দু আর হিন্দিতে লিখতেন। তাই উদ্বোধন সঙ্গীত হচ্ছে উর্দুতে। আমরা চেয়েছিলুম —"চৌধবীকা চাঁদ হো" গাওয়া হোক। প্রেমচাঁদের সঙ্গে বেশ লাগসই হতো ; "যো-ভি-হো-তুম খুদাকে কসম লা-জওয়াব হো"টাও একদম মানানসই হতো। তবুও সে-গান ক্যানসেল করে দিযে একটা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক গান—"সাবে জাহাঁসে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হমারা হ্যায়" গাওয়া হচ্ছে। অকেশানের সঙ্গে যার কোনোই রেলেভন্স নেই। প্রোগ্রাম ছোট্টো। প্রথমেই ওয়েলকাম, এবং প্রেমচাঁদ-প্রশস্তি কবিতা পাঠ করবেন বাজোরিয়াজী। তারপর ডক্টর কক্কডের স্পীচ। শেযে মেসোমশাইয়েব ধন্যবাদ-জ্ঞাপন। অবশ্য এখানেই শেষ নয়। এটা প্রথম অংশের সমাপ্তি। তারপব আছে "ওকাউরি কথা।" আব মাঝখানে আছে বিশ্রাম। অর্থাৎ চা, সিঙাড়া, রসগোল্লা, ডালমুট ; ভেজিটেবল চপ। একমাত্র ত্রুটি, ফিল্মটা তেলুগু বলে সবার মন খারাপ। হিন্দি হলেই বেস্ট হতো।

ঠিক পাঁচটায় বাজোরিয়াজীর গাডি থেকে ডক্টর কক্কড় নামলেন। দারুণ স্মার্ট লোক, সত্যি। অত মোটা, অথচ লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটেন, বাঘের মতো পা ফেলেন। ভুঁড়ি তেমন কিছু বেশিও নয়। পরনে আকাশ-নীলরঙের কড়কড়ে সাফারি-সুট। চোখে লোডশেডিং নীল চশমা। হাতে পাইপ। খুব ফর্সা রং, টাকের রংটা আরো ফর্সা, কেননা কালো চুলেব বর্ডার ঘেরা। সকলকে নড করতে করতে ঢুকলেন। সায়েবের মতো হাবভাব।

বাজোবিয়াজী তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে, সভার উদ্দেশ্য নিবেদন করে, প্রেমচাঁদের গলায় মালা পরিয়ে সভা শুরু করলেন। তারপর নিজের প্রশস্তিপদ্যটি পাঁচালীপড়ার মতো শুরু করে পাঠ করলেন। প্রথম স্ট্যানজাটা এইরকম—

"—মুনশি প্রেমচন্দ যুগ যুগ জীও।

ভারতকে নাম উঁচু রাখিও।

হাওযামে আওয়াজ উঠতা হ্যায 'প্রেমচন্দ'।।
সাবে জগভব চলতা হ্যায আনন্দ।।
জুরমানা গোদান জিসনে কিযা।
ও হী হমাবা প্যাব লে লিযা।।
মুনশি প্রেমচন্দ জগকা প্রিয়।
দুনিযাকে দিলদাব, যুগ যুগ জিও।।"

ইত্যাদি। বেশ লম্বা, কিন্তু ভাবি সুন্দব কবিতা। বাংলা কবিতাব চেযেও বোঝা সহজ। খুব হাততালি পডল। তাবপব উঠলেন মূল বক্তা। হাতেব পাইপ টেবিলে বেখে, দু'টি হাতে টেবিলে ভব দিয়ে ঝুঁকে দাঁডালেন। —"নমস্তে। ফ্রেণ্ডস, ক্যালকাটানস এ্যাণ্ড কান্ট্রিমেন, লেনড মি ইওব ইয়ার্স—" বলে একটু থামলেন, একটু হাসলেন, তাবপব সুব বদলে, নেতাজীব স্টাইলে বললেন— "এ্যাণ্ড আই শ্যাল গিভ ইউ মুনশি প্রেমচন্দ।" অডিযেন্স মন্ত্রমুগ্ধ। নিবাতনিষ্কম্প বাজোবিয়াজী। সত্যিই, শিক্ষিত লোক আব কাকে বলে! স্টেজে মেসোমশায়েব দিকে তাকিযে দেখি তিনিই শুধু কেমন-কেমন একটা চোখে চাইছেন। একটু যেন বিব্রত, একটু কনফিউজড। কেন? ওহো, তাইতো, বক্তৃতা তো দেবার কথা ছিল বাংলায। শুরু হযেছে ইংবিজিতে। তাই নিশ্চয সেক্রেটাবি বিচলিত। কিন্তু যাক, ত্রিশ সেকেণ্ডেব বিবতির পরেই ঝাড়া বাংলায বক্তৃতা শুরু হযে গেল। সবাই নিশ্চিন্ত।

—"আপনাদেব পাঠাগাব আজ মুনশি প্রেমচন্দেব জন্মশতবর্ষ জয়ন্তী উৎসবে যে আমাকে আমন্ত্রণ কবেছেন, এজন্য আমি অত্যন্ত সুখী হযেছি। তিনি কেবল হিন্দি লেখকই ছিলেন না, তিনি সাবা বিশ্বেব। যেমন শেক্সপীযব, যেমন টলস্টয, যেমন শবৎবাবু, যেমন ববিবাবু, যেমন ওমব খৈযাম, যেমন কনফুশিযাস। তেমনিই প্রেমচন্দ ছিলেন সত্যেব পূজাবী। গবীবেব দোস্ত। ববিবাবুব মতোই প্রেমচন্দও তাঁব সব লেখায বলে গিযেছেন—'সোবাব উপ্রে মানুস সতিয তাহাব উপ্রে নাই।' শেক্সপীযাবেব মতন প্রেমচাঁদও বলেছেন—'ম্যান ইজ বর্ণ ফ্রী বাট ইন চেনস এভ্রিহোয্যাব', বলেছেন, 'দিস ওযার্ল্ড ইজ আ স্টেজ'।" উনি নিশ্বাস ফেলতে থামলেন, আমবা চুপ। ঝডেব বেগে বাংলায বক্তৃতা দিযে চলেছেন ডক্টব কক্কড। আমবা কি পাবতুম হিন্দিতে এমন বলতে?

—"আপনাদেব কাছে প্রেমচন্দেব কথা আব কীইবা বলবো, আপনাবা তো শবৎবাবুকেই জানেন। শবৎবাবুকে জানলেই প্রেমচাঁদ আব প্রেমচাঁদকে জানলেই শবৎবাবুকে চেনা যায। একই জিনিসেব এপিঠ আব ওপিঠ। দুজনেবই জীবনেব motto ছিল 'গবীবী হঠাও'। আপনারা তো জানেনই যে শবৎবাবু ভাগলপুবওযালা, হিন্দুস্তানী তাঁর ভালোই জানা ছিল। ঐসময়টায় প্রেমচন্দেব সঙ্গেও তাঁব গভীব দোস্তি হযেছিল। শবৎচন্দ্রের অনেকগুলি গল্পই যে প্রেমচন্দেব লেখা, তা কি আপনারা জানেন? তেমনি প্রেমচাঁদেরও দু'একটি গল্প আসলে শবৎবাবুব। ওঁরা দুজনে প্রথম

জীবনে একই লিটল ম্যাগাজিনে বিনা নামে গল্প লিখতেন। তাব কতগুলো পরে শবৎবাবুর নামে চলে গেছে, কতগুলো প্রেমচাঁদের নামে থেকে গেছে। কখনো কখনো ওঁবা আবার নিজেদেব মধ্যে বন্দোবস্ত কবে নিতেন কে কোনটা লিখবেন। ধরুন, সেই যে পিতাপুত্রেব আলুপোড়া খাবাব কাহিনী, পাশেব ঘরে 'বহু' মরছে। আরো দু'জন লোক উপস্থিত ছিলেন সেই ঝোঁপড়িতে। আলুপোড়া খাওযাব সমযে দারুণ গাঁজাও টেনেছিল বাপ-বেটাতে। আব ওদেব গাঁজাব সাথী ছিলেন এঁবা দুই বন্ধু, প্রেমচন্দ ও শরৎচন্দ্র। সেদিন প্রেমচন্দ বললেন এ-গল্পটা বরং আমিই লিখে ফেলি, শবৎ? তুমি এটা আমায ছেড়ে দাও। শবৎবাবু বললেন—বহুৎ আচ্ছা। কিন্তু তাহলে সেই যে তোমাদেব জমিদাবেব পুকুবের বড মাছ দুটোব গল্পটা তুমি বলেছিল, সেটা তবে আমি লিখি? প্রেমচাঁদ বললেন—বহুৎ আচ্ছা।' দুজনেই ঠিক করেছিলেন বিধবা মেযে বিযে কববেন। প্রেমচাঁদ বিধবা শিববানী দেবীকে বিযে কবেছিলেন। শবৎচন্দ্র কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাবেননি। তাই তিনি ব্রহ্মদেশে পালিযে গিযেছিলেন। সেই থেকে দু'জনেব পথ দু'দিকে ভাগ হযে গেল।" ডক্টব কক্কড একটু হেসে বললেন—'আপনাবা ভাবছেন এসব খবর আমি কী কবে পেলাম? শিববানীই আমাব জ্যেঠিমা। তাঁব প্রথম বিবাহ হযেছিল আমাব স্বর্গত জ্যাঠাব সঙ্গে।" ডক্টব কক্কড় বিশ্রাম নিতে থামলেন। আমবা মুগ্ধ। স্তব্ধ। এতগুলো নতুন কথা একসঙ্গে শুনতে পাবো কে ভেবেছিল। কিছুই তো জানি না। আমবা দাসকলোনী ববীন্দ্রপাঠাগাবেব সদস্যরা এমনিতেই বিশেষ বাইবেব জিনিস পড়িনি। প্রেমচাঁদ বিষযে দূরেব কথা, শরৎচন্দ্র বিষযেও তো দেখছি অর্ধেক খবর রাখতুম না। কোনো শরৎ-বিশারদ-শবৎ-বিশেষজ্ঞ-শবৎ-বৈবাহিক এসব খবর দেননি।

"সাহিত্যের মূল কথা কী?" ডক্টর কক্কডেব গূঢ প্রশ্নে অডিয়েন্স চুপ। —"সাহিত্যেব মূল কথাটা কী?" গর্জন কবে উঠলেন এবাবে ডক্টব কক্কড। অডিয়েন্স নির্বাক। ধীরেসুস্থে এবাব নিজেই নিজেব প্রশ্নেব উত্তব দেবেন বক্তা। তাই হলো। স্বব নবম কবে বক্তা বলেন— "সাহিত্যেব মূলকথা হচ্ছে সাফাবিং।" সুব পালটে আবাব বলেন— "সাফফাববিং...। লিটাবেচাবের এই সাবটল ডেফিনিশন আছে অ্যাবিস্টটলেব পোযেটিক্সে। এ সম্পর্কে একটা গ্রীক কিংবদন্তী মনে পড়ছে। একদিন এক তরুণ ফিলসফাব, ডেসকাবটিস তাব নাম, চৌবাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে হাপুস নযনে কাঁদছিলেন। যে যাচ্ছে, সেই জিজ্ঞেস কবছে : কাঁদছো কেন, কী হলো তোমাব, ডেসকাবটিস? ডেসকাবটিস উত্তব দেন না। শুধু কাঁদেন। শেষে প্লেটো চেপে ধবতে, বললেন— "আই ডু নট নো হোযেদাব আই একজিস্ট অব নট। ডু আই একজিস্ট? অব ডোণ্ট আই? টু বি, অব নট টু বি..." তখন প্লেটো বললেন— 'হোযাই, শিওবলি ইউ ডু একজিস্ট। বাট অ্যাজ আ বিফ্লেকশন অফ আ রিফ্লেকশন অফ দ্য...', ডেসকাবটিস আবাব হাহাকাব কবে কেঁদে উঠলেন। তখন এলেন অন্যান্য গ্রীক মহাপুরুষেবা। সবাই তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। ডেসকাবটিসেব সেই এক কথা।

—'বাট হোয়্যার ইজ দ্য প্রুফ? তার প্রমাণ কই? আমার যে অস্তিত্ব আছে তার প্রমাণ পাব কি করে?'

আর্কিমিডিস বললেন— "একটব জলে নেমে পড়ে দ্যাখো কতটা জল উপচে পড়ছে, সেইটে হলো তোমার ওজন। সেইটেই তোমার প্রমাণ যে তুমি আছো।"

ডেসকারটিস বললেন— "এহ বাহ্য!" আলেকজান্দার তাঁর পায়ে এক রামচিমটি কেটে বললেন— "এই যে তোমাকে চিমটি কাটছি, তোমার লাগছে তো? এই তোমার অস্তিত্বের প্রমাণ।" ডেসকারটিস বললেন—"এহ বাহ্য।"

ইউক্লিড ঘস ঘস করে কয়েকটা লাইন কেটে, সঙ্গে সঙ্গে একটা থিওরেম লিখে দিয়ে বললেন— "এই দ্যাখো তোমার অস্তিত্বের প্রমাণ— কিউ, ই ডি" ডেসকারটিস বললেন— "আউট্-অব-ডেট। দূর এসব কোনো প্রমাণই নয়। আমি আরো গূঢ় প্রমাণ চাই।" এমন সময়ে ডেসকারটিসের ছেলে (পরে সে সকরাটিস নামে প্রসিদ্ধ হয়) এসে বললে— "বাবা, তুমি এত ভাবো কেন বল তো? আর তো কেউ এত ভাবে না?" তখনই বেরুল ডেসকারটিসের সেই প্রখ্যাত দার্শনিক উক্তি— "আই থিংক দেয়ারফোর আই একজিস্ট—" "কোগনিটো আরগস সাম" —"দি প্রুফ অফ হিউম্যান একজিসটেন্স।" দম নিতে থামলেন ডক্টর কক্কড।

অডিয়েন্স বজ্রাহত। তাহলে ভেতরের গল্পটা এই? আমরা তবে 'কোজিটো এরগো সুম'টা ভুল জেনে এসেছি—অপভ্রংশ ভাষায়? ভাগ্যিস—ডক্টর কক্কড না বলে দিলে কোনোদিনই ঠিকটা জানা হতো না?

—"ডেসকারটিস তো আনন্দে নাচতে নাচতে চলেছেন। এমন সময়ে পথে দেখা সোফিয়াক্লিসের সঙ্গে। প্রসিদ্ধ গ্রীক ট্রাজিডিয়ান সোফিয়াক্লিস বললেন— "ডেসকারটিস, আমি তোমার সঙ্গে একমত নই। ইউ মে একজিস্ট বিকজ ইউ থিংক—বাট আই একজিস্ট ফর এ ডিফারেন্ট রীজন। তুমি চিন্তা কর, —এটাই তোমার অস্তিত্বের প্রমাণ বলে মনে করছ, কিন্তু আমি তো চিন্তাই করি না, তা বলে কি আমি একজিস্ট করি না? আই ডু নট থিংক, আই সাফার। আই সাফার, দেয়ারফোর আই একজিস্ট।"

ফিসফিস করে সৌম্যকে বলতে গেলুম— "এটা বুঝি সোফোক্লিসের কথা? আমি তো জানি..."—"চুপ কর", এক ধমকে সৌম্য আমায় চুপ করিয়ে দেয়। "কানের কাছে ব্যাজর ব্যাজর করিস না, ভালো করে শুনতে দে।"

ডক্টর কক্কড বললেন— "জগতের সকল মানুষের হয়ে শেষ কথা বলে গেছেন সোফিয়াক্লিস। আই সাফার দেয়ারফোর আই একজিস্ট।" প্রেমচন্দেরও মূলকথা তাই, সাফারিং এবং একজিস্টেন্স ইন্টার ডিপেনডেন্ট। পরস্পর নির্ভর। —"সুফরিসাস আরগস সাম।" এফেক্টের জন্য থামলেন। —"এটা আবার কি? কখনো শুনিনি তো?" ফিসফিস করতেই সৌম্য আমায় বকল— "গ্রীক। চুপ করবি, স্টুপিড?" ডক্টর কক্কড আবার শুরু করেন:

"প্রেমচন্দ স্পোক ইন আ লো ভয়েস, তিনি মানুষের কানেব মধ্যে কথা বলতেন না, বলতেন মন বুকের মধ্যে। চেঁচিযে পাড়া মাৎ করলেই হৃদয়ে পৌঁছুনো যায না। এ বিষযে এমার্সনেব গল্পটা সবচেযে ভালো। ব্যালফ ওয়ালডো এমার্সন একবার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টেব বক্তৃতা শুনতে গেছেন। এমার্সন আর থোবো তো বনেজঙ্গলে কুটিব বেঁধে ট্রানসেনডেনটাল মেডিটেশান চর্চা কবেন (ঐজন্য ওঁদের ট্রানসেনডেনটাল ফিলসফাব বলা হয) ধ্যান-ধাবণা জপতপে দিন কাটে, তাঁরা কখনো এত লোকজন দেখেননি। প্রেসিডেন্টেব স্পীচ, চতুর্দিকে বড বড মাইক্রোফোন, বিরাট বিরাট স্পটলাইট, টিভি ক্যামেরাজ ক্লিকিং আওযে, জার্নালিস্টদেব দৌড়োদৌড়ি, এমার্সন তো কাণ্ড দেখে খুব ঘাবড়ে গেছেন। প্রেসিডেন্ট যখন ডায়াস থেকে নেমে এসে জিজ্ঞেস কবলেন— 'মিস্টাব এমার্সন, আমাব বক্তৃতা কেমন লাগল?' তখন সদা সত্যবাদী ঋষি এমার্সন বললেন— 'মিস্টাব প্রেসিডেন্ট, স্যাব, ইওর স্পীচ থানডাবড সো লাউডলি, আই কুড হিযাব নাথিং', রুজভেল্ট তো শুনে একদম স্পীচলেস। দার্শনিকেব যোগ্য উত্তরই বটে।" —কক্কড একটু থেমে, বলতে লাগলেন — "আজকেব সমাজ সচেতন লেখকদেব বেলায আমিও তাই বলি, দে থানডাব সো লাউডলি, রীডার্স হিয়াব নাথিং। কিন্তু মুনশি প্রেমচাঁদ তার ব্যতিক্রম ছিলেন। হি স্পোক নট উইথ এ ব্যাঙ বাট উইথ এ হুইস্পার। ঠিক ইলিয়টের মতন। আর তেমনই ছিলেন শবৎচন্দ্র। তাঁরা কি মার্কসিস্ট? হ্যাঁ এবং না। কেননা তাঁরা তার চেযেও বড। তাঁবা হিউম্যানিস্ট। তাঁবা কি ন্যাশনালিস্ট? হ্যাঁ এবং না। যেহেতু তাঁবা সত্য অর্থে তাব চেযেও বড। তাঁবা যে ইন্টাবন্যাশনালিস্ট। তাঁদের কি বলব রিয়্যালিস্ট? হ্যাঁ এবং না। কেননা তাঁবা তো ন্যাচাবালিস্টও বটেন। মুনশি প্রেমচাঁদ তবে কী? কিভাবে তাঁকে ডিফাইন কববো? তিনি আসলে একটি বিবাট প্যারাডক্স। এ গ্রেট ইনিগমা। ঠিক শবৎচন্দ্র যেমন, জগতের সব মহৎ শিল্পীই তাই। প্যারাডক্স। ইনিগমা। ববীন্দ্রনাথও তাই টলস্টযও তাই। ইনিগমা।

"গালিব বলেছেন— 'সাজ তো হাজিব হ্যায মগব আওযাজ কহাঁ গঈ? জস-বাত তো হাজিব হ্যায় মগব আলফৎ কাহাঁ গঈ?' আমিও বলি বাজনা তো আছে, স্বব কই? কথা না হয বইল, কিন্তু বর্ণমালা কই? প্রেমচন্দেব জন্মশতবর্ষ তো এল, কিন্তু তাঁব সম্পর্কে বলতে পাবি, আমাদেব এমন ভাষা কই? তাই একটা ছোটোখাটো নিজেব লেখা সবল কবিতা দিযেই বক্তৃতা শেষ কবছি :

—মুনশি, যব জগমে আযে
জগহসে তুম বোযে।
এইসা কবকে চলি হো মুনশি
তুম হসে জগ বোয়ে।।—

থ্যাংকিয়ু। দ্যাটস অল। নমস্তে।"

ঘব ফেটে পড়লো। তালি থামতে চায না। অসাধারণ। উত্তমকুমারের শোকে

আমরা এমনিতেই বড্ড মনমরা ছিলাম, কিন্তু ডক্টর কক্কড় আমাদের সম্মোহিত করে অতবড় শোকও ভুলিয়ে দিয়েছেন। পকেট থেকে গোলাপী রুমাল বের করে ঘাড় গলা টাক কপাল মুছলেন। সৌম্য তাড়াতাড়ি জলের গেলাস এগিয়ে দিল; মৃদু হেসে জলপান করলেন। তারপর পাইপটি ধরানোয় মন দিলেন। আমরা ধন্য। কৃতার্থ। সৌম্য গর্বিত চোখে অন্যমনস্ক হয়ে থাকতে চেষ্টা করছে। (ভাবখানা : এ আর এমন কি। এমন কতজনকে আনতে পারি আরও)। ধন্যবাদ দিতে উঠলেন মেসোমশাই। সৌম্যর বাবা। (তাঁরই কন্যাদায়ের গল্পটা আপনারা অন্যত্র আগে শুনেছেন)।

মেসোমশাই উঠে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ খুব গম্ভীর ভাবে চুপ করে রইলেন। উনি ওঁর জগাখিচুড়ি বাঙালভাষার জন্য একটু সঙ্কোচ বোধ করছেন বলে মনে হলো।

তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে বক্তব্য শুরু করলেন। —"মাননীয় সভাপতি, মাননীয় প্রধান অতিথি, এবং সমবেত বন্ধুগণ, আইজ আমাগো বড়ই আনন্দের দিন। প্রসিদ্ধ হিন্দুস্থানী লেখক প্রেমচন্দের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সভাপতি মহাশয় আমাগো মেলা পয়সা দিসেন। এবং এই লেইগ্যাই এই সভা ডাকা সম্ভব হইছে। তেনারে অনেক ধইন্যবাদ। এই উপলক্ষে সিনেমা এবং যে জলখাবারের বন্দোবস্তও সম্ভব হইসে, হেইজন্যও সভাপতি মশায়রে ধইন্যবাদ দিতাসি। আইজ মাননীয় প্রধান অতিথি মশয় আমাদিগে বাশি বাশি নূতনকথা শুনাইসেন। ক্যাবল প্রেমচন্দই না, শরৎচন্দ্রর সম্পর্কেও আমাগো জ্ঞান অত্যন্ত স্বল্পই ছিল, বুঝা গেসে। প্রেমচন্দর লগে যে শরৎচন্দ্রের ফ্রেইণ্ডশিপ ছিল, তাগো জয়েন্ট গল্পগুজব থিক্যাই যে শরৎচন্দ্র গল্পগুলি পাইসেন, তেনার কিছু গল্প যে হিন্দির থিক্যা অনুবাদ, এইযাও আমাগো জানা ছিল না। মাননীয় প্রধান অতিথি সাহিত্যের ডক্টর, তদুপরি প্রেমচন্দর দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রথম স্বামী তেনার সাইক্ষাৎ জ্যাঠা হইতেন, কাজে কাজেই ওনার কথা বিশ্বাস না করানোর কিসুই নাই। নিচ্চয় সম্যকজ্ঞান অ্যাবং প্রমাণপত্র, হক্কলই তেনার নিকট মজুত আছে। আমার এই বিষয়ে কোনোই বেসিক নলেজ নাই, হাতেও কোনো প্রুফ নাই। তাই ওনার কথার উপর মন্তব্য করা আমার সাজে না। হেইয়া যাই কউক গা, গল্প সে না গল্পই। গল্পের মতো কইরা লাইটলি নিলেই হইল।

তা প্রধান অতিথির লেইগ্যা আমিও একখান স্পেশাল গল্প বলি, শোনেন। তুলসীদাস গঙ্গাতীরে বইস্যা রামায়ণ রচনা করতাসিলেন, হেনকালে কক্কড় সাহেব আইস্যা কইলেন : 'পণ্ডিতজী, আমি প্রেমচন্দেরে নিয়া এক পইদ্য বানাইসি, শোনবেন?' তুলসীদাস কইলেন—'কও, শুনি। কী লেখসো?' কক্কড় শোনাইলেন —'মুনশি যব জগমে আইযো' প্রভৃতি। শুইন্যা তুলসীদাসের এমুনই লোভ ধইর‍্যা গেল যে, 'মুনশি'র জাগাতে 'তুলসী' বসাইয়া নিজের নামেই এট্টা পইদ্য বানাইয়া ফ্যালাইলেন তিনি। হেইডা আমাগো অফিসের দারোয়ানের মুখে প্রায়ই শুনা যায়। ভদ্রতায় মানুষে ঢেঁকি পজ্জন্ত গেলে, আর তুলসীদাসের এইটুক উইকনেস তো হালকা বেপার। হেইডা ভদ্রতা কইর‍্যা খুবই গেলা যায়। সিম্পুল টাস্ক।

কিন্তু স্লাইট কনফিউশন বাধসে ডেইট লইয়া। পোলাপানগো হিস্ট্রির লেসন গুবলেট হইয়া যায় পাছে, তাই এট্টু ক্লিয়ার কইব্যা লই বরং। কী কন? প্রধান শিক্ষক. প্রধান অতিথি. প্রধানমন্ত্রী এনারা সব মুখ ফস্কাইয়া যাই ক'ন. বাসসা-কাসসা-গুলান হেইডারেই শাস্ত্রবাইক্য বইল্যা ধইব্যা লয়। তাই কইতাসি, কি থিওডর, কি ফ্রাঙ্কলিন যেই রুজভেল্টই হউক, দুইজনার একজনাও মনীষী এমার্সনকে দ্যাহে নাই। এমার্সন তো নাইন্টিনথ সেনচুরির, এনারা হইলেন টুয়েন্টিযেথ। তিনজনাই অবশ্যি মার্কিন দ্যাশের, তিনজনাই মহাপুরুষ, তিনজনাই স্বর্গত। কিন্তু মর্ত্যে অন্তত এমার্সন-রুজভেল্ট সাক্ষাৎকার হয় নাই। আর টিভি ক্যামেরা, কি রুজভেল্ট, কি এমার্সন, কারও ভাইগ্যেই টিভি-দর্শন ছিল না। এমার্সনের বনজঙ্গলে তো বিজলীবাতিই জোটে নাই। তবে এইয়া ঠিকই যে এমার্সন যদি আইজ এই সভায় বইস্যা এই বক্তৃতা শোনতেন তাইলে ওই কমেন্টই করতেন। তাইতে কারো সংশয় নাই। তা যাক, গল্প তো গল্পই।

প্রধান অতিথি মশযরে বহু ধইন্যবাদ, নানা গল্পে গল্পে সমযটা চমৎকার কাইট্যা গেসে। প্রাচীন গ্রীক ফিলসফার সক্রাটিসের বাবা ডেসক্রাটিসের গল্পডা শুইন্যা আমার একজনা ফরাসী দার্শনিকের কথা স্মরণে আইস্যা গেল। হেইডা অবশ্যি বেশি প্রাচীন কালের কথা না। তিনশত বৎসর পূর্বে ফরাসী দ্যাশে রেনে ডেকার্ত কইব্যা এক গণিতবিদ আছিল; হেইযাও কইসিল— 'আই থিংক দেযারফর আই একজিস্ট।' হিব্রুতে না জাপানীতে; লাতিনে না ফরাসীতে কোন ভাষায় যে কথাডা কইসিল, অতশত আমার জানা নাই, তবে এক্সপ্রেশনডা হইল গিযা এই—'কোজিটো এরগো সুম', আমি চিন্তা করি অতএব আমার অস্তিত্ব আছে। রেনে ডেকার্ত যে দার্শনিক ডেসক্রাটিসের কথাই ব্যাবাক ইকো করসে, এ প্রসঙ্গ আমার সইত্যই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। আমরা জানি কথাটা বুঝি অরিজিনালি ওনারই কপিরাইট। আমেরিকার কথা জানি না, আমাগো ইনডিযাতে হেইডাই অহন কমন নলেজ। যাই হউক, আইজ আমরা সইত্যই বিপুল জ্ঞান লাভ করসি। ডক্টর কক্কড়রে আন্তরিক ধইন্যবাদ, বেশ আমোদ-প্রমোদের মাধ্যমে জ্ঞান বিতরণ করসেন বইল্যা। অহন বিরতি। চা-জলখাওযাবের পর মৃণালবাবুর ফিল্ম—'ওকাউরি কথা'। শুইন্যা আসছি হেইডা নাকি প্রেমচাঁদেরই কাহিনী থিক্যা লইসেন। কিন্তু কি জানি আইজ তো দেহি হক্কলই নূতন, হক্কলই কিঞ্চিৎ প্যারাডক্সিকাল। আইজ যা শোনলাম, স্টোরিডা হইতেও পারে প্রেমচাঁদ, কিন্তু শরৎবাবুও হওয়া কিসুই বিচিত্র না। যেমুন 'পথের দাবী'। হইতে পারে শরৎচন্দ্র, প্রেমচাঁদ হইলেও আশ্চর্যের কিছু নাই। হকলই ইনিগমা। স্বচক্ষে দেইখ্যা লইয়া তবেই আমাগো সদস্যবৃন্দ ডিসাইড করবেন শরৎ, না প্রেম, হেইয়া কোন চাঁদিনী। (বোঝলে হয় অবশ্যি, ছবি তো আবার জানি তেলুগু না তামিল।) আইচ্ছা, পুনর্বার ধইন্যবাদ। নমস্কার।"

ডক্টর কক্কড আর চা-খেতে থাকতে পাবলেন না, তাঁব অন্যত্র জরুরি মিটিং ছিল। মেসোমশাই একসঙ্গে দুটি বসগোল্লা মুখে পুবে হেসে হেসে—অতি-গম্ভীব-মূর্তি বাজোরিযাজীকে বললেন-- "আপনেব প্রশস্তিডা চমৎকাব হইসে। কিন্তু প্রধান অতিথি যেইভাবে বিগিন কবসিল না, আমি তহনই ওযাবিড হইয়া পডসি। 'ফ্রেইণ্ডস ক্যালকাটানস এণ্ড কানট্রিমেন কওনেব সাথে সাথেই যে 'আই কাম টু বেবি প্রেমচাঁদ, নট টু প্রেইজ হিম' অংশডাও ফলো কবে কি না? একজন দেশববেইণ্য জিনিযাস মহাত্মাব লেইগ্যা আইজ শতবার্ষিকী জন্মোৎসব, আইজ এট্টুক হ্যাপি বিগিনিং হইলে তবেই সে না ফিনিশিংডা ঠিক হইত?"

আবার এসেছে আষাঢ়

"একি কাণ্ড! এ যে একেবাবে থার্ড ক্লাস ওয়েটিং রুম বানিযে ফেলেছিস অমন দারুণ বৈঠকখানাটাকে?"— ঘবে ঢুকতে ঢুকতে দাদামণি থমকে দাঁড়ান। এই দৃষ্টিটাকেই ববীন্দ্রনাথ বোধহয বলেছেন 'নিমেষহত'। নিশ্বাস বন্ধ করে চোখ বুলোতে থাকেন ঘবময। দৃষ্টিটা যেন পুলিশ সার্জেণ্টেব হাতেব টর্চলাইটের মতো থেমে প্রত্যেকটা জিনিস চেঁচেপুছে স্পর্শ কবে যায—আর লজ্জায আমাব মাথা থেকে পা পর্যন্ত (সংস্কৃতে বলে পা থেকে মাথা) ভাবি হযে উঠতে থাকে। দাদামণিব নজব ফলো কবে আমিও ঘবটা নতুন চোখে দেখছি। ঝকঝকে ইতালীয মার্বেল পাথবেব মেঝে, কালো মার্বেল আব মাদাব অব পার্ল বসিযে বর্ডাব দেওযা। —সেই মেঝেব ওপবে থাকাব কথা সোফা-কৌচ-কার্পেটেব—সাধাবণত এ-ঘবে তাবাই থাকে— কিন্তু এখন আছে? (১) একগাদা লেপ তোশক, বেডকভাবে পুঁটলি বাঁধা —পুঁটলিব ফাঁক দিযে মযলা মশাবি উপছে পডছে বাইবে। (২) তিনটি বিশাল পুঁটলিতে বহু বাতিল হওযা জামাকাপড—মাদাব টেবিজা, বামকৃষ্ণ মিশন ও ভাবত সেবাশ্রমেব জন্য বাখা। (৩) সেক্রেটাবিযেট টেবিলটা খুলে ফেলে তাব ন্যাডা ড্রযাবগুলো পাশাপাশি দাঁড কবানো। তাব ওপবে কিছু তাকিয়া, কুশন, আব ছ'সাতটা বক্সফাইল। টেবিলেব মাথাটা বইযেব তাকেব গাযে হেলান দেওযা। তাব ওপবে একটা শার্ট ঝুলছে। শার্টেব ওপরে বেড়ালটা ঘুমোচ্ছে। আবামে। (৪) মেঝেয একটা বিবাট বাবকোশেব ওপরে কযেকটা তেলবঙেব টিন, টার্পিন তেলে ভেজানো বুরুশ, বোতল, শিবিষ কাগজ, পুটিং-এব তাল। (৫) চতুর্দিকে সাতআটটা প্লাস্টিকেব শপিং ব্যাগে ভরা দবকাবী কাগজপত্র, খেলনাপাতি, চিঠিপত্র, ফটো। (৬) একধামা

শিশিবোতল (খালি)। (৭) একধামা সাদা গম। (৮) একটা বিশ লিটাবেব বৈযামে কেরোসিন। (৯) ঘবেব মাঝখানে একখানা গদি—তাতে খাতা, বই. কলম, চাবি, চশমা। (১০) যে খাটেব গদি, সেই খাটটিব কাঠেব অংশগুলি খুলে উল্টোদিকের দেয়ালে হেলানো। তা থেকে ভিজে তোয়ালে ঝুলছে! (১১) মেঝেব ওপবে হার্মোনিয়ামেব বাক্স। তার ওপরে টিভি। তাব ওপরে একটি কাচেব বাটিব মধ্যে দুটো তাজা বেলফুলেব গোড়ে মালা সুবভি ছড়াচ্ছে। (১২) একটি কার্পেটেব ওপবে বানীর মতো সগৌববে অচল টেলিফোন এবং তাব পদতলে, মোসাহেবেব মতো, ভুটানী সাবমেযী কুতুল বসে আছে। কার্পেটটা আবাব উলটো পাতা। (১৩) বইযেব তাক কিছু খালি করা হযেছে —মেঝেয বইযের স্তূপ—তাবই ওপবে ইতস্ততঃ যামিনী বায, গোপাল ঘোষ. সুনীলমাধব সেন, দেবীপ্রসাদেবা শুযে আছেন. অজস্র রেকর্ড দ্বাবা পবিবৃত হযে। (১৪) দুটি বিরাট স্টিবিও স্পীকাব মেঝেব ওপবে পাশাপাশি বাখা। তাব ওপরে কিছু শূন্য চাযেব কাপ ও জলেব বোতল। একপাশে অযত্নে পড়ে আছে তার বেকর্ড চেঞ্জাবটা—তাব ওপরে দুটি আম। এক প্লেট ঝুবিভাজা।

—"ছি! ছি! ছি!"—দাদামণিব ক্ষোভে দুঃখে বাকবোধ হযে যায। "কবেছিস কি। এ যে বন্যার্তদেব শিবিব।" হাতেব ছাতাটা দিযে মেঝেব কোণটা দেখালেন, যেমন ডেমনস্ট্রেটববা দেখায ছড়ি দিয়ে— "এসব কী? ঘরদোব ঝাঁটপাট দেওয়াব পাট কি তুলে দিযেছিস?"

ঘবভর্তি কুতুলেব লোমেব সাদা সাদা বল উড়ছে। যত্রতত্র চুনবালি। দেওযাল ও ছাদ থেকে খসে-পড়া। ঝুলেব টুকবো ইতিউতি উড়ে বেড়াচ্ছে প্রজাপতিব মতো, পাখাব বাতাসে ডানা মেলে।

—"ঈসস—চোখে না দেখলে, বিশ্বাস হতো না যে এ ঘবটার এই মূর্তি কবা যায়। কবা সম্ভব!"

—লজ্জায মাথা ঝুলিযে বসে আছি।

—"নাঃ, তুই আব ভদ্দরলোক হলি না, খুকু! সংসাবী জীব আর হলি না! দেখেছিলি, খবরেব কাগজে বেগম অব আউধের ছবি? কেমন গুছিযে বানীব মতোই সংসার করছেন নিউ দিল্লিব প্ল্যাটফর্মে? বেয়ারা, বাবুর্চি, ছেলে-মেযে, ৬টা শিকাবী কুকুর, ফুলেব টব, পার্সিয়ান কার্পেট, চাইনিজ ভাস, সব সমেত। যে বানী হয সে প্ল্যাটফবমকেও প্রাসাদতুল্য কবে নিতে জানে। আর যে স্বভাব-ভিকিরি সে প্রাসাদকেও প্ল্যাটফরম বানিয়ে ফ্যালে। ছোঃ!"

প্রথমে দাদামণিব লেকচাবটি হজম কবি। তাবপর ঝাঁজিয়ে উঠি।

—"দেখতে পাচ্ছো না? বাড়িতে মিস্ত্রী লেগেছে? ঘরে সোফা কৌচ নেই, শোবার ঘর, ভাঁড়াব ঘর, স্টাডি, সব ঘরের জিনিস এই ঘরে জড়ো কবা? সব-কিছু মেঝেতে নামানো? খাট টেবিল সবই খোলা? সবকিছু পুঁটলি বাঁধা? এমনিভাবে বুঝি আমি থাকি? এই একটি ঘরই নেয়নি—বাকি সবগুলো ঘবই যে মিস্ত্রিরা নিয়ে

নিয়েছে। গুছিয়ে রাখবই বা কী করে, রেখেই বা কী হবে? আবার তো তুলতে হবে যথাস্থানে? এটা তো টেমপোরারি—"

—"নিয়ে নিয়েছে? নেবে কেন? কেন নেবে? তুমি দেবে তবে তো নেবে? তুমি দিলে কেন?"

—"ওরা সব ঘরে কাজ শুরু করে দিলে একসঙ্গে।"

—"বলি, একসঙ্গে সব ঘরে মিস্ত্রী লাগানোর কথা কে কবে শুনেছে? তুই দিয়েছিস কেন ঢুকিয়ে? একখানা ঘর করবে, সব শেষ করে সাজিয়ে দেবে, তারপর আরেকখানা ঘর। এ আবার কেমন ধারা কাজের ছিরি?"

—"আমি কী করব? রহমানকে কন্ট্রাক্ট দিয়েছি। সে যেমনভাবে করবে তেমনি-ভাবে হচ্ছে তো। সে একসঙ্গে দু-তিনটে ঘর করছে। আমরা আর সাজিয়ে তুলতে সময় পাচ্ছি না। একে একে সবাই এই বড় ঘরে এসে জমছে। ভাঁড়ার ঘর, শোবার ঘরগুলো, স্টাডি, সবই বেএক্তার হয়ে আছে যে।"

—"শোবার ঘর সব ক'টায় কাজ হচ্ছে?"

—"কাজ হয়ে গেছে। কিন্তু সব আলো পাখা নষ্ট হয়ে গেছে তো। ও ঘরগুলোতে শোয়া যাচ্ছে না। এ-ঘরে আলো পাখা ঠিক আছে।"

—"আলো পাখা নষ্ট হয়ে গেছে তো? কেন গেল?"

—"বলতে পারি না। হয়েছে এটুকু জানি। রহমান বলছে ব্রাশের টানে অমন হয়েই থাকে?"

—"মোটেই হয়েই থাকে না। তোমাকেও পেয়েছে গাধা। তোদের ইলেকট্রিক মিস্ত্রী নেই?"

—"এনেছিলাম। সে বলল ঘড়াঞ্চি ছাড়া পাখা সারবে না। ঘড়াঞ্চি ওর কাছে নেই—অন্যত্র কাজ হচ্ছে। সেখানে আছে।"

—"ঘড়াঞ্চিওয়ালা আর কোনো মিস্ত্রী নেই পাড়ায়?"

—"নাঃ, আর অন্যরা সব মইওলা পার্টি। মইতে হবে না।"

—"তা শুচ্ছিস কোথায়? এ ঘরেই? খাট তো খোলা। এই মেঝের গদিতে তো একজন মাত্র—বড়জোর দু'জন—"

—"ঐ ফোলডিং খাটে আরেকজন। আর মাদুরের ওপর ডানলোপিলো পেতে আরেকজন, ঐ কর্নারে। ভাগ্যিস ঘরটা বড় ছিল।"

—"এই ঝুলকালি-চুনবালির মধ্যে মাটিতে শুস কী করে? ঝাঁটপাট বন্ধ কেন? ঝাঁটা নেই তোদের?"

—"ঝাঁটা থাকবে না কেন? ঝি নেই। কাজ ছেড়ে দিয়েছে।"

—"দেবে না? ঘরদোরের যা ছিরি? থাক? ও তো পাগল হয়ে যাবে।"

—"সে বলেছে মিস্তিরি না বেরুলে সে আর ঢুকবে না। তাই নিয়মিত সাফাই হচ্ছে না। ওই মজুরদেরই দুটো করে টাকা দিয়ে ঘরটর মুছিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু রোজা

করছে বলে সব দিন ওরা বেশি খাটতে চায় না। কাল মোছেনি। কাল আগে আগে চলে গেছে। আজকে ঈদ কিনা। আজ ওরা ছুটি করেছে।"

—"আজ ঈদ. প্লাস রথ! কোথাও না কোথাও কেলেঙ্কারি হবেই মনে হচ্ছে। দু'চারটে ভালোরকম হাঙ্গামার স্টোরি আজ না হলেই নয়।" ঘরের সুদূর কোণে একমাত্র চেয়ারটি দখল করে বসে কাগজ পড়তে পড়তে দীপু এতক্ষণে পরিতৃপ্ত সুরে কথাটা বলল, পায়ের কাছে মেঝেভর্তি সিগারেটের ছাই, দেশলাইকাঠি, পোড়া সিগারেটের টুকরো, শূন্য প্যাকেট। হাত-খানেক দূরেই শূন্য অ্যাশট্রে-টি ঝকঝকে হাসছে। দাদামণি দেখলেন। এবং হুঙ্কার ছাড়লেন।

—"ওঠ ব্যাটা হিপ্পি। তোল সিগারেটের টুকরো। কেন. ঐ অ্যাশট্রেতে ছাই ফেলতে পারো না? পাশেই রয়েচে?"

জগতে সবই নশ্বর, ছাইই বা কী, ছাইদানিই বা কী—এমনি একখানা মুখের ভাব করে দীপু পা দিয়ে টুকরোগুলো একত্র করতে থাক। দেখে দাদামণি খুশি হন। তারপরেই ভুরু কুঁচকে যায়। কান খাড়া করে শুনতে থাকেন। কোথায় একটা ঘস ঘস ঘস ঘস শব্দ হচ্ছে। অনন্ত।

—"ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকটাও তো মন্দ দিসনি? ও কিসের শব্দ?"

—"পালিশ মিস্ত্রী। বাথরুমের পাথর পালিশ করছে।"

—"পা-লিশ?" দাদামণি হেসে ফেলল। "বাড়ির তো এই অবস্থা, এর মধ্যে পালিশ?"

—"না না, বাথরুম রিপেয়ারিং পেন্টিং কমপ্লিট। পালিশ হলেই এর ঘর শেষ। পঞ্চু এসেছে, ওর তো ঈদ নেই।"

এমনি সময়ে, ঠিক মাথার ওপরে অকস্মাৎ ঠঠাং ঠঠাং করে একটা বিকট শব্দ শুরু হয়। প্রচণ্ড শব্দ। বাড়ি কাঁপে।

—"ও বাবা।" দাদামণিও দৃশ্যত কেঁপে ওঠেন। "ওটা আবার কীরে? কী পেটাচ্ছে ওটা? লোহার কিছু?"

—"ও কিছু না। ট্যাংকটা ভাঙছে বোধহয়।"

—"ও কিছু না? ট্যাংকটা ভাঙছে বোধহয়? কিসের ট্যাংক? কে ভাঙছে? কার হুকুমে ভাঙছে?" দাদামণি ক্ষিপ্তপ্রায়।

—"মানে ঐ জলের বড় ট্যাংকটা খুব পুরনো হয়ে ফুটো ফুটো হয়ে গিয়েছিল তো? ওটা বদল করেছি। এক পুরনো লোহাওলা সেটা কিনেছে। সে-ই এসেছে ট্যাংকটা কেটে টুকরো করে নিয়ে যাবে বলে।"

—"ওহ্। তাই বল। যাই বলিস খুকু বাড়িটাকে সত্যি সত্যি ইস্টিশানে পরিণত করেছিস। ভদ্দরলোকে থাকতে পারে এতরকম শব্দের মধ্যে? কাকিমাকে কি ভয়ঙ্কর কষ্ট দিচ্ছিস ভেবে দেখেছিস? ভাগ্যিস আর নিচে নামতে পারেন না—এ ঘরটা দেখলেই সিওর হার্টফেল, কিংবা সেরিব্রাল! ওই বীভৎস আওয়াজেও আয়ুক্ষয় হচ্ছেই

—সাউণ্ড পলিউশান একেই বলে—", বলতে বলতেই চোখ পড়ল ঘরের আরেক কোণে—"অ্যাঁ? যামিনী রায়, সুনীলমাধব—সব মাটিতে ফেলে রেখেছিস? তোল তোল, তুলে রাখ—কাকাবাবুর যত্নের এসব জিনিস তুই ধ্বংস না করেই ছাড়বি না দেখছি—", বলতে বলতে নিজেই তুলতে শুরু করেন ছবিগুলো। "জানিস, আমেরিকায় এ ছবির এখন কত দাম?" তার পাশেই একটা তেতলা রথ—কাগজের শেকলের মালায় অর্ধসজ্জিত। বাকী শেকল, কাঁচি, আঠা, রঙিন কাগজ সমেত ভূলুণ্ঠিত। কারিগরগণ বোধহয় অন্য কোনো দুষ্কর্মের টানে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন আপাতত। মোমবাতি, কাঁসর প্রস্তুত।—"ওঃ, আজ রথ! বিষ্টি হবেই। আকাশও সেজে আসছে। আমি ঘরেই আছি, বিষ্টি নেমে গেলে মুশকিল হবে। নে, ঘরদোর গুছিয়ে রাখ—আমি চারটে পাঁচটা নাগাদ ফিরে যেন সব টিপটপ দেখি। ভালো করে চা খাওয়াবি তখন—" যেমন হঠাৎ এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন দাদামণি। আজকাল দুর্গাপুরে বদলি হয়েছেন—এবার বেশ মাস তিনেক বাদে এলেন।

দাদামণি বেরুতেই ঝাঁটা ঝাড়ন নিয়ে লেগে পড়ি চুনবালি কুকুরের লোম সাফাইয়ে। গোপাল ঘোষ, যামিনী রায়দের তুলে রাখি স্টিরিও স্পীকারদুটোর মাথায়। কাপড়িশ বোতল-টোতল ট্রেতে করে সরিয়ে ফেলি। টুকরোটাকরাগুলো যথাসাধ্য তুলে ট্রে ভরে ভরে গুছিয়ে রাখি। জুতোটুতো সরিয়ে দিই। গমের ঝুড়ি আর কেরোসিনের টিন রান্নাঘরেই পাঠাতে হবে—তার আগে জানলাগুলো বন্ধ করি। প্রচণ্ড বৃষ্টি নেমেছে। দাদামণি না ভিজে যান। বাচ্চারা রথই বা টানবে কেমন করে? আমার পক্ষে অবিশ্যি ভালোই হলো বৃষ্টিটা হয়ে—জলছাদটা এত খরচ করে যে ফের পেটানো হলো—পড়ার ঘরে জল পড়া বন্ধ হলো কিনা সেটার একটা পরীক্ষা হয়ে যাবে। পড়ার ঘরটা বৃষ্টির জলের চোটে অব্যবহার্য হয়ে গিয়েছিল। রহমান বলেছে তিরিশ বছরের মধ্যে আর জল পড়বে না, পড়ার ঘর এমনই রিপেয়ার করেছে।

জানালা-টানালা বন্ধ করে ফের নজর করে দেখলুম এত ঝাঁটপাট দিয়ে ঝেড়েঝুড়ে গুছিয়েও ঘরটাকে থার্ডক্লাস ওয়েটিং রুম থেকে সেকেণ্ড ক্লাস ওয়েটিং রুমেও উন্নীত করা যায়নি। অতগুলো ধ্যাবড়া বড় বেডকভার জড়ানো পুঁটলি, মেঝেভর্তি বই, খোলা খাট, খোলা টেবিল, খোলা স্টিরিও সিস্টেম, দু'খানা ধামা, এসব যাবে কোথায়? হারমোনিয়ামের ওপর টিভি সেট? তার ওপরে গোড়ে মালা? যাকগে যাক। আর পারি না।

পুজোর লেখা সব বাকি। আজ মিস্ত্রী নেই—এই ফাঁকে কাগজ কলম নিয়ে মেঝের গদিতে উপুড় হই। একটা বড় গল্প আধখানা লেখা হয়ে পড়ে আছে। বাইরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। কড়কড়াৎ বাজ পড়লো কোথায়। সীজনের প্রথম বড় বৃষ্টি। শব্দটা খুব ভালো লাগছে। ট্যাংক কাটা বন্ধ রেখে মিস্ত্রী নেমে গেছে নিচে। পাম্প অবিশ্যি চলে যাচ্ছে।—তার শব্দকে ছাপিয়ে উঠেছে বৃষ্টির ঝমঝম। এই সময়ে এককাপ চা হলে হতো।

—"ঝর্ণা? এককাপ চা হবে নাকি? ঝর্ণা?"

এই বাক্যের সোনার কাঠিতে হেঁটমুণ্ড দীপু প্রাণ পেয়ে জেগে উঠেই চেঁচাতে শুরু করে—"ঝর্ণা। ঝর্ণা। চা। চা!", সিঁড়িতে ঝর্ণার মাথা দেখা যায়। একগাল হেসে বলে—

—"চা হবে নে—আন্নাঘরে তুলকেলাম?" সদাহাস্যময়ী ঝর্ণা বুড়ো আঙুল দেখায়।

—"মানে? রান্নাঘরে তুলকালাম। কেন?"

—"জল পড়তেচে, গো জল। আন্নাঘর জলে থৈথৈ কত্তেচে—চাল আটা তেল চিনি সোব ঘেঁটেঘুঁটে একাক্কার"—দুই হাত নেড়ে শূন্যে গ্লোবাকৃতি করে ঝর্ণা।

—"সেকি? কী করে হলো?"

—"কে জানে, কী করে হলো। আমরা তো জিনিস সরাতিই টাইম পাচ্চিনি—এই বাটি বসাই তো ঐখেনে জল পড়ে—ওখেনে থালা পাতি তো সেইখেনে ঝঝঝর করে জল—আমরা খালি ছুটোছুটি করে থালাবাসন পাততিচি আর ঘর পুচতিচি—একেবারে বোকা বাইনে দেচে। এ্যাকোন চা-টা হবে নে, আগে এট্টু সামাল দিয়ে নি।"

—"তা সামাল আর দিচ্ছো কোথায়? দিচ্ছো তো লেকচার"—দীপু বলে।

—"মা তো বলেচে, আজ বিষ্টিতে খিজড়ি আন্না হবে? তাই ভগমানই আন্নাঘরে আবনা, আবনি খিজুড়ি এঁধে একেচেন—দ্যাকো গে যাও।"—

দীপু এবার বলে, "বাজে বোকো না—রান্নাঘরে আবার জল পড়বে কী করে? জল তো পড়ে পড়ার ঘরে।"

—"সে ঘর তো শুকনো খটখট কত্তেচে—এ লোতন ফুটো গো—আগে ছেলনি।"

—"জল পড়ছে তো চা করতে কী হয়েছে? আশ্চর্য।" দীপু আর একটা যুক্তি খাড়া করতে চেষ্টা করে ঝর্ণার কাছে বকুনি খায়।

—"উদিকে লংকাকাণ্ড হচ্চে—বলে কিনা, কী হয়েছে। তুমি নিজেই চা করে দ্যাকো না?"

—"যা না দীপু, দ্যাখনা একবার ব্যাপারটা কী?"

—"যাচ্ছি, যাচ্ছি। বাব্বা। এককাপ চাও চাইবার উপায় নেই। অমনি সংসারের একটা কাজ ধরিয়ে দেবে।" বলে দীপু টিভির ওপর পা তুলে দিয়ে—জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলে—"ইস দিদি—বাইরেটা কী সুন্দর হয়েছে—", এবং উদাস গলায় গান ধরে—"মেঘছায়ে সজলবায়ে—" ওপরে যাবার লক্ষণ দেখায় না।

সত্যিই বাইরেটা ভারি মোহময় হয়েছে তো? সামনের কদম গাছটাতে বৃষ্টি যেন মণিমাণিক্যের মতো ঝকঝক করছে—মেঘমেদুর আবছা ঝাপসা আলোর মধ্যেও কী উজ্জ্বল ওর সবুজ রংটা—কে বলে আমাদের আদরের কলকাতা মুমূর্ষু?

—"মা! মাগো! কী মজা। কী মজা। দেখবে এসো দিম্মার বারান্দায় নদী হয়েচে—", নাচতে নাচতে টুম্পা এল। হাতে স্প্যানের মলাটে বানানো নৌকো।

—"নদীতে কত জল—ankledeep-এর চেয়েও বেশি, আমার প্রায় Kneedeep জল—দিদি নৌকো ভাসাচ্ছে। এটা নিয়ে সাতটা হবে।—দিম্মা বলেছেন সপ্তডিঙ্গা।"

—"ওগুলো সব গিয়ে নালীর মুখ বুজিয়ে দেবে—এত বৃষ্টির মধ্যে নৌকো তো ভাসবে না, বৃষ্টি থামলে।"

—এত বৃষ্টি কোথায়? কমে গেছে তো? ভাসছে তো"—বলতে বলতে টুমপা নৌকা সমেত পালায় তেতলায়। পরমুহূর্তেই তার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ শোনা যায়—

—"মা। মা। দেখবে এসো—কী মজা। দিম্মার ঘরের মধ্যেও কি সুন্দর জল ঢুকছে—flood-এর মতন—"

তার পরেই মায়ের সেবিকা পুতুলের আর্তনাদ।

—"ও দিদি। ও কানাই। কী হবে? ঘরে যে জল ঢুকছে। ঝাঁটা? ঝাঁটা কোথায়?"

—"সমস্তই তোমাদের নৌকো ভাসানোর প্রতিফল।"

মূর্তিমতী অরসিকা হয়ে ব্যাঘ্রগর্জনে এবং ব্যাঘ্রঝম্পনে তেতলায় ধাবিত হই। এবং ঝাঁটা হস্তে জলভরা বারান্দায় ঝাঁপিয়ে পড়ি। কানাইই বা অমন কাব্যিক বাক্যবন্ধকে বাস্তবায়িত করার সুযোগ ছাড়বে কেন? 'ঝাড়ুহাতে এল কানাই'—সেও হাঁটু অবধি লুঙ্গি উঠিয়ে ঝাড়ু নিয়ে নেমে পড়ে টুমপার নদীতে। দুজনে মিলে বুজে যাওয়া নর্দমার ঝাঁজরিকে আক্রমণ করি। এই মিস্ত্রী খেটেছে তো? চুনবালি সব ঢুকেছে বোধহয়—একগাদা ভিজে কাগজের নৌকোর শব তোলা হয়—ম্লানমুখে পিকো-টুমপা ঘরের মধ্যে দণ্ডায়মান—তাদের দিম্মা সান্ত্বনা দিচ্ছেন—"সপ্তডিঙ্গা মাধুকরী ডুবেই থাকে দিদি—কিন্তু আবার ঠিক ভেসে উঠবে দেখো।" কিন্তু ওরা কিছুই শুনছে না। নর্দমার খনিগর্ভ থেকে কানাই একে একে শণের নুড়ো, দেশলাই-কাঠি, ইঁটের কুচি, শুকনো ফুলের মালা—এই জাতীয় প্রচুর বস্তুবাজি উদ্ধার করছে। আস্তে আস্তে জলটা দিব্যি নামতে শুরু করলো। আমিও ঝাঁটা ফেলে, নিশ্চিন্ত হয়ে রান্নাঘরের 'তুলকালাম' পরিদর্শনে যাই।

ছাদের মাঝখান দিয়ে জল পড়ছে। মেঝেয় আমার একটা ধোয়া শাড়ি ব্লটিং পেপারের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। চারিদিকে থরে থরে থালাবাটি কাপডিশ বিছোনো। তার মধ্যে বৃষ্টির জল ধরা হচ্ছে। আমার সাধের জাপানি ছাতাটি কায়দা করে মিটসেফের সঙ্গে আটকে, তার নিচে বসে একা একাই বেধড়ক বাগাবাগি করে মিস্ত্রীদের চতুর্দশপুরুষ উদ্ধার করতে করতে বাটনা বাটছে ঝর্ণা। রান্না করবার টেবিলের তলায় গ্যাসরিংটি নামিয়ে তার নিচে সঙ্গোপনে রান্না চড়ানো হয়েছে। ভয়ে চায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করে, নিঃশব্দে কেটে পড়াই মঙ্গল মনে করে পা টিপে টিপে সরে আসি—পরিস্থিতি আয়ত্তাধীন। নিচে গিয়ে লেখাটা ধরতে হবে।

নিচে এসে ঘরে ঢুকতে গিয়ে পায়ে যেন জলের মতোই কী ঠেকলো। আরে, এঘরে আবার জল আসবে কী করে। বোতল ভাঙলো নাকি? নজর করে দেখি

বড় খাটের পালিশ করা খোলা অংশগুলি ভিজিয়ে দাপটে জলস্রোত আসছে। কোথা থেকে আসছে? দুটো জানলাই তো বন্ধ? জানলার ওপর বইগুলো তো শুকনো? তবে তো জানলা দিয়ে নয়। ভাঙা কাচ-টাচ দিয়ে আসা অসম্ভব ছিল না—তবে সদ্য কাচ সবই সারানো হয়েছে—তবে? ঐ তো জলটা ধেয়ে আসছে বইয়ের র‍্যাকের তলা দিয়ে কুলকুলিয়ে। কাপড়ের পুঁটলির গা বেয়ে। কার্পেট ভিজিয়ে—কুতুল উঠে গদিতে চড়ে বসেছে—টেলিফোন উঠে সরে যেতে পারেনি, তাই ভিজে যাচ্ছে। সর্বনাশ। এত জল কোত্থেকে আসছে?

কুতুলটাও আশ্চর্য। সত্যি। উঠে গেছে, অথচ একটুও ঘেউ ঘেউ করেনি। করবেই বা কেন? জল তো চোর নয় ডাকাতও নয়, যে ঘরে ঢুকলে কুকুরকে চেঁচিয়ে তার জানান দিতে হবে? জল তো আউট অব সিলেবাস। কিন্তু একটু আগেও তো জলটল ছিল না? এই তো ওপারে গেছি বারান্দা সাফ করতে—এর মধ্যেই এত জল এল কী করে। বৃষ্টি তো কমেই গেছে! দীপুটাই বা কেমন? চুপচাপ এর মধ্যে বসে আছে? দেখছে না?

—"দীপু।" হাঁকটি ছাড়ি, প্রায় কাপালিকদের মতো। কিন্তু কোথায় দীপু? চেয়ার খালি। বাড়িতে চায়ের সুবিধে হবে না বুঝে তিনি নির্ঘাৎ পাড়ার দোকানে গেছেন। আশ্চর্য ছেলে। সংসারসুদ্ধু চুলোয় যাক, তার দৃষ্টিপাত নেই। চা-সিগারেট হলেই হলো।

—"পিকোলো। টুমপা। কানাই। ঝর্ণা। পুতুল। শিগগিরি নেমে আয়। শিগগিরি। নিচের বৈঠকখানা ভেসে গেল জলে—", আমি আমার সংসারের টোটাল ম্যান পাওয়ার ব্যবহার করতে চেষ্টা করি—প্রত্যেকটি মানুষকে মোবিলাইজ না করলে এ সংকটের মোচন অসাধ্য।

—"জল? বৈঠকখানায়? ও-মা! কী মজা।"

—"কই? কই? কই? সত্যি বলছ তো?"

মহোল্লাসে কলরোল করতে করতে দন্ত বিকশিত করে দুই কন্যা লাফাতে লাফাতে এসে পড়ে। ঠাস ঠাস করে দুই থাপ্পড় কষাতে ইচ্ছে করল আমার। এটা যে সমূহ বিপদ, ওরা তা বুঝতে পারছে না? মজা পাচ্ছে? মেঝেভর্তি আমাদের যাবতীয় ভূসম্পত্তি—বই, রেকর্ড, এবং অন্যান্য সবই যে মুহূর্তের মধ্যে জলমগ্ন ও বিনষ্ট হবে, এই ঘরে যে বান ডেকেছে—ওরা কিছুই টের পাচ্ছে না—নির্বোধ শিশু কাঁহাকা। জলের উৎস সন্ধানে তার গতিপথ অনুসরণ করে পাশের ঘরে উপস্থিত হই—কাপড় ঢাকা খাট, কাপড় ঢাকা গডরেজ আলমারির মাঝখানে দিয়ে বাঁশের ভারার তলা দিয়ে বিপুল ক্রমবর্ধমান জলরাশি খবরের কাগজ ঢাকা দেওয়া ট্রাংক স্যুটকেস ড্রেসিং টেবিলের তলা ভিজিয়ে ছুটে এসে আমার পদসেবা করে, সানন্দে আমাকে অভ্যর্থনা জানায়। উৎস, নর্দমা। কোণের নর্দমাটি দিয়ে বাইরের রেনওয়াটার পাইপের প্রবল জলকল্লোল অনায়াসে দোতলার শয়নকক্ষে অনুপ্রবেশ করছে। মাথার

ওপর তিনতলার বারান্দায় কানাই তখনও সিংহবিক্রমে ঝাঁটা নিয়ে জলযুদ্ধ চালাচ্ছে, তার সম্মার্জনী-ঝংকার শুনতে পাচ্ছি।

মুহূর্তেই ঘটনাটি পরিষ্কার হয়ে যায়। যত জল আমরা ওপর থেকে ঠেলে দিচ্ছি, সব জল বেগে পালিয়ে এসে আমারই শোবার ঘরে শেলটার নিচ্ছে। কোনো বিশেষ কারণে জল একতলায় নামতে পারছে না। কি সর্বনাশ। প্রথমে ওপর থেকে জল নামা রুখতে হবে।

—"কানাই। ও কানাই। ঝাঁটা বন্ধ কর, ঝাঁটা বন্ধ কর"— বলতেই কানাইয়ের আরো জেদ চেপে গেল। সে তো নিচের সমস্যা জানে না? আমি যত চেঁচাই —"ঝাড়ু থামা"—ও তত বলে—"আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না দিদি, এই তো আর একটুখানি—জল সব সাবাড়।" তার রোখ চেপেছে, বারান্দা সে নির্জলা করবেই।

—"অ পুতুল। অ ঝর্ণা। প্লিজ কানাইকে থামাও। বারান্দার জল বারান্দাতেই থাকা ভালো, ও জল নাবিয়ে কাজ নেই—জলটা থাকুক, জলটা থাকুক, নর্দমা বুজিয়ে দাও—বরং নর্দমার মুখে ন্যাতা গুঁজে দাও—", শুনে কানাই ভাবলে দিদির মাথা খারাপ হয়েছে, সে আরো জোরে ঝাঁটা চালায়। নিজের কানকে অবিশ্বাস করে পুতুল ও ঝর্ণা নিচে আসে এবং ব্যাপার দেখেই রান্নাঘরে দৌড়োয়—নাঃ, এ ন্যাতা-বালতির কেস নয়—এ কেলোর কীর্তি,—ওযার ফুটিংয়ে এর মোকাবিলা করতে হবে—যে যা পাবে, থালা বাসন নিয়ে, বালতি ডেকচি নিয়ে হাজির। টুমপা পিকো সমেত কাঁসি নিয়ে কড়া নিয়ে মেঝের জল ছেঁচে বালতি ডেকচিতে তোলা হতে লাগলো—কুতুল হঠাৎ জেগে উঠে ঘরে এত লোক এত হৈচৈ দেখে, বেধড়ক চেঁচাতে শুরু করলে —হট্টগোল শুনে পালিশ মিস্ত্রী পঞ্চু ছুটে এল, এবং অবস্থা দেখে বললে জালিটা ভেঙে না ফেললে জল বের করা যাবে না। বলেই কোথা থেকে একটা লোহার রড এনে ঝাজরিটা ভাঙতে শুরু করে দিলে। আমি চেষ্টা করছি একবার গদিটা টেনে সরাবার—রেকর্ডগুলো ভাগ্যিস জলের যাত্রাপথে নেই—ঘরের অন্যপাশে আছে —একবার লেপ তোশকের পুঁটলিটা নড়াতে চেষ্টা করছি—করতে কিছুই পারছি না —পুতুল দুই হাতে ঝাঁটাটা ক্রিকেট ব্যাটের মতো বাগিয়ে ধরেছে—দু'হাতে জল পেটাচ্ছে, তার চেষ্টা জলটাকে বই আর গদির দিক থেকে সরিয়ে দরজার দিকে পাঠাবার—যে যার পজিশন নিয়ে নিয়েছি। ঝর্ণা দরজার কাছে, দীপুর একটি জীনস জিভছোলার মতো করে দু'টো পা দু'হাতে ধরে ছেঁচে ছেঁচে ঘরের সব জল নিয়ে সিঁড়িতে ফেলছে।

এতক্ষণে কানাইও নিচে এসেছে। এসেই আধোভিজে লেপ তোশকের গন্ধমাদনটা ও-ঘরের খাটে তুলেছে। স্টিরিও স্পীকারদুটো গদির ওপর তুলেছে। ও-ঘরে খাটের নিচে থেকে স্যুটকেসগুলো বের করে শুকনো জায়গায় রাখছে- -আর বলছে—"য্যাতো ঢাকন সবই উপ্রে আর য্যাতো জল সবই নিচে—এ্যার বেলাইতি ছুটকেশ সব ভিজ্যো গেল গাঃ।"

হঠাৎ জল ছেঁচা ফেলে টুমপা কেঁদে উঠলো—"আমাব রথ! আমার রথ একদম ভিজে গেল—ওমা! আমাব বথ।" আর পিকো চেঁচাচ্ছে—"মা! মা। স্টিবিও। স্টিবিও!"

স্টিবিওর মা কী কববে? অতবড জিনিসটাকে কানাই দুই হাতে তুলে, হঠাৎ লক্ষ্মণেব ফলধবা অবস্থায পডল—সেটাকে নামানোব জাযগা নেই—বিন্ধ্যপর্বতেব মতো কুঁজো হয়ে অনন্ত অপেক্ষায বয়ে যায় কানাই। প্রত্যেকেই আমবা চেঁচাচ্ছি, প্রত্যেকে প্রত্যেককে নির্দেশ এবং উপদেশ দিচ্ছি একই সঙ্গে, এবং মা ওপব থেকে অনববত তাঁব ঘন্টিটা এক নাগাড়ে বাজিযেই চলেছেন পাগলা ঘন্টাব মতো, আব বলছেন—"ওবে—তোরা সবাই কোথায় গেলি? ওপবে কেউ নেই কেন? বাবান্দায যে এখনো অনেক জল বযে গেল।"

এদিকে দোতলায তো প্রত্যেকেব কাসাবিযাংকাব অবস্থা। কারুবই স্টেশন ছেড়ে নডবাব উপায নেই—মা বেচাবী কিছুই টেব পাচ্ছেন না।

ইতিমধ্যে একতলায তিনটে অধৈর্য ডোরবেল বাজলো। কেউই সাড়া দিতে পাবছে না। ওদিকে পঞ্চু ঝাঁজরি ভেঙে ফেলে সর্বনাশ কবেছে। "ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল গরজি উঠিছে বিপুল বোষে"। বিনা বাধায় দ্বিগুণ বেগে ঘবে জলপ্রবেশ ঘটছে। আবাব বেল। আবার! আবাব! এবার ঝাঁটা হাতে পুতুল ও সানকি হাতে পিকোলো উঁকি দিল। নিচে ধোপদুরস্ত দু'জন অধীব, অভিযোগনিবত ভদ্রলোক। আমাদেরই নিচেব তলাব বাসিন্দাবা।

—"আমাদেব ঘরে আপনাদেব জল ঢুকছে। একটু যদি জলটা না সামলান, তবে—"

—"স্বচক্ষে দেখে যান জল সামলানো হচ্ছে কি হচ্ছে না—", ওপব থেকে উত্তব যায।

তাঁবা স্বচক্ষে দেখতেই আসছিলেন, কিন্তু অত্যুৎসাহী ঝর্ণা অতো না বুঝে আবেক ক্ষেপ জল ঝাড়ে—এবং নাযাগ্রাব মতো জলপ্রপাত হঠাৎ সিঁড়ি বেযে নেমে তাঁদেব হাঁটু অবধি সিক্ত কবে দেয। দোতলায সিঁড়ি বেয়ে জল নেমে একতলাব দবজাব তলা দিযে ওঁদেব ঘবে ঢুকছে। চৌকাঠ না থাকাব কুফল।

—"দবজাব নিচে দুটো বস্তা লাগিয়ে নিন!" এবাবে আমিই চেঁচাই—"সিঁড়িব নিচে আছে।"

নিচেব ভদ্রলোকবা যথার্থই ভদ্র, এবং বুদ্ধিমান। মুহূর্তেই বুঝে নেন, এটা সংকটজনক মুহূর্ত—এবং সঙ্গে সঙ্গে রেসকিউ পার্টিতে যোগ দেন। অর্থাৎ দৌড়ে নিচে গিয়ে বৃষ্টিব মধ্যে উঠোনে বেবিযে রেনওয়াটাব পাইপটি পবিদর্শনে লেগে যান। উপুড হয়ে চিৎ হযে উঠোনে শুযে নানাভাবে নল খোঁচাখুঁচি করে তাঁদের ডায়াগানোসিস হলো—"নল তো জ্যাম। একেবাবে অনেকদূর পর্যন্ত। একেবারে কংক্রিট হয়ে গেছে—মিস্ত্রীবা ভেতবে সিমেন্ট ফেলেছে নিশ্চয়ই—অতএব পাইপ ভর্তি হয়ে গিযে জলটা দোতলায় ঢুকছে।" এবার শুরু করলেন নলটি ভেঙে ফেলার ব্যর্থ

প্রচেষ্টা। তাই দেখে আমাব মনে পড়ে গেল—আবে। লোহাওযালা কোথায গেল? সেই যে ট্যাংক ভাঙছিল? তাব তো যন্ত্র আছে।

লোহাওযালা বকে বসে বিড়ি খাচ্ছিল। বেণীব সঙ্গে মাথা না হোক, মাথাব সঙ্গে বেণী—ট্যাংকেব সঙ্গে বেনওযাটাব পাইপও পাবে শুনে মহা উৎসাহে সে ছেনি-হাতুড়ি নিযে লেগে পড়ল, ঠঠাং, ঠঠাং, ঠঠাং...কিন্তু তাব আগেই—যুবক পঞ্চুব বড়েব অবিবাম ধাক্কাব কাছে পঞ্চাশ বছবেব পুবনো বেনডটি আত্মসমর্পণ কবল। আব কত সইবে? পঞ্চু সমানেই খুঁচিযে যাচ্ছে—তাব দৃঢ ধাবণা এখানেই কিছু জমে আছে—তাব খোঁচানোব চোটে মর্চে ধবা লোহাব নলটি গর্ত হযে গেল, এবং দোতলাব ওপব থেকে দুটো নল দিযে নোংবা জল কিছু ইট-পাটকেল-শনের নুড়োসমেত প্রবল ধাবায নিচে কর্মবত পবোপকাবী ভদ্রলোক এবং লোহাওযালাব মাথায ঝাঁপিযে পড়ল। আমি ভযে কাঁটা। ছি ছিঃ—কী কাণ্ডটাই হযে গেল। কিন্তু মানুষেব মন ভাবি আশ্চর্য বস্তু—ভিজে যাওযা মানুষগুলিব কণ্ঠ দিযে যে উল্লাসধ্বনি নির্গত হলো—সেটা ববি শাস্ত্রীব ছক্কা মাবাব সমযেই মানায়। পঞ্চুকে দেখাচ্ছিলও ববি শাস্ত্রীব মতো।

জল ঢোকা বন্ধ। এবাবে বিল্যাক্স কবে আমবা অর্থাৎ দোতলাব জলকর্মীবৃন্দ ঘবেব জল, বাবান্দাব জল, সিঁড়িব জল, যাবতীয জল সাফ-সুতবো কবতে থাকি। আমাব হাঁটুব কাছে কাপড় তোলা। হাতে নাবকোল ঝাঁটা। একমনে ঘবেব জল ঝাঁট দিচ্ছি। ওয়ারফুটিং থেকে এবাবে গার্হস্থ্য পর্যাযে নেমে এসেছে কর্মেব জাতীয চবিত্র। এবাব শুনতে পাই পাগলা ঘন্টিব সঙ্গে সঙ্গে শয্যাবন্দী মা চেঁচাচ্ছেন—"ওবে। ভাত পোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে যে?—ওপবে কি কেউ নেই?"

ঝর্ণা জিভ কেটে ছুটলো ওপবে। হঠাৎ আমাব কানেব কাছে—

—"দিদি!"

—"কে বেঃ—"। চমকে উঠি। দুটি ছেলে।

—"আমবা এসেছিলাম মধুকৈটভ থেকে—এবাবে আমাদেব পুজো সংখ্যাটা—"

—"আজ থাক, বুঝলেন? এখন খুব ব্যস্ত—"

—"যদি একটা প্রেমেব কবিতা—এটা শুধুই প্রেমেব কবিতাব সংকলন—"

—"আজ থাক ভাই, আবেক দিন, কেমন? এখন ভাবতে পাবছি না—দেখতেই তো পাচ্ছেন—"

—"ও-ঘবে জল ঢুকে গেছে বুঝি? কী কবে ঢুকল?"

—"আবেক দিন সব বলব—বোববাব সকালে আসবেন—।"

আপনমনে ঝাঁট দিতে থাকি। ছেলেদুটি চলে যায। প্রেমেব কবিতাই বটে।

—"দিদি!"

—"আবা-ব?"

—"আমি শওকৎ। ঈদ মুবাবক।"

—"ওঃ"—

শওকতের পরনে ধবধবে নতুন পোশাক—হাতে একটা কাগজের বাক্স। খাবারদাবার আছে বলে মনে হয়। মিষ্টি? কাবাব? যাই থাকুক—এই কি তার সুযোগ্য সময়?

—"ঈদ মুবারক শওকৎ। স্যরি, আমি আজ একটু—"

—"এটা ধরুন দিদি—পিকো-টুমপার জন্য একটু পেস্ট্রি।"

—"কেমন করে ধরবো? হাতে তো ঝাঁটা। দেখছো না বাড়ির কী অবস্থা?"

দেখবে না কেন? কিন্তু শওকৎ বড় ভদ্র ছেলে। খানদানী পরিবার তাদের। সে এসব কেলেঙ্কারির মুহূর্তগুলি দেখেও দেখে না। যেন এটাই আমার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা—এই সিঁড়িতে জলপ্রপাত, এই হাতে ঝাড়ু নিয়ে, হাঁটু বের করে অতিথি আপ্যায়ণ। যেন কিছুই হয়নি। সবই যথাযথ আছে। ইংরেজী এবং লখনউয়ী ভদ্রতায় এখানে একটা মিল আছে।

হঠাৎ যেন বাতাসে গন্ধ পেয়ে দুই মেয়ে হঠাৎ উদয় হয়। হাঁটু অবধি গোটানো ভিজে জীনসে একজন, আর যত্রতত্র ভিজে ন্যাকড়ার মতো ফ্রকে আরেকজন। দু'জনেরই হাতে পুষ্পপাত্রের মতো ধরা দুটি সানকি। তাতে নোংরা জল। শওকতের হাতে বাক্স দেখেই লোভী টুমপা চকচকে চোখে প্রশ্ন করে, "কী গো? শওকৎ-মামা? বাক্সে কী আছে?"

শওকৎ যেন বেঁচে যায়। বাক্স বাড়িয়ে ধরে সে বলে—"কিছু না, সামান্য পেস্ট্রি। নে, তোরা খেয়ে ফ্যাল—"

অমনি ঘাড় কাৎ করে কোঁকড়াচুলভরা মাথাটা এগিয়ে আকাশ-পাতালব্যাপী একটি হাঁ করে টুমপা। "দাও।"

তার মুখে ফেলে দিতে হবে। এটা সম্ভব নয়। পিকো ভদ্রভাবে বলে—"ওই টেবিলে রাখো। ওটা শুকনো জায়গা। আমরা পরে নিচ্ছি। তুমি ওই চেয়ারটাতে বসতে পারো। ওটা বোধহয় শুকনো চেয়ার। আজ বাড়িতে যা কাণ্ড। বাপরে—"

—"হামতুমম...এক কামরেমে বন্ধ হো"—নিচে উচ্চৈঃস্বরে গান গাইতে গাইতে চা-প্রীত চিত্তে দীপুর প্রবেশ। অবং আর্তনাদ। —"একী। সিঁড়িতে এত জল কেন? কানাই। কানাই। ন্যাতা আর বালতি নিয়ে আয়। এত জল এলই বা কোত্থেকে—", বলতে বলতে ওপরে এসে দীপুর চক্ষুস্থির।

"সর্বনাশ। বই? রেকর্ড? সব ভিজে গেল নাকি? স্টিরিওটা? টিভি? সব তুলে রেখেছো তো?"

—"গেছে। সব গেছে। তুই যা ফুটপাথের দোকানে গিয়ে চা খা ততক্ষণ। ঘরে যে জল ঢুকছে, খবরটাও তো দিবি? ছিলি তো এই ঘরেই।"

—"জা-জানলে তো দেব? আগে তো ঢুকছিল না। ঢুকল কখন? ইস। হেভি কেলো করে রেখেছো দেখছি?"

—"আমি? আমি কেলো করেছি?"

—"না, না, মানে কেলো হয়ে রয়েছে।"

—"কেলোর তুই আর দেখলি কী?"

এখন ঝর্ণা, পুতুল ঘর মুছছে, কানাই সিঁড়ি মুছছে, ঐ জলেই ফিনাইল গুলে নেওয়া হয়েছে, সবাই হাসি হাসি মুখে—তত বেশি ক্ষতি হয়নি যতটা হতে পারতো। এটাই যদি রাত্রে হতো? যখন সবাই ঘুমিয়ে? পর্দা, তোয়ালে, ফ্রক, ইজের যা কিছু হাতের কাছে পাওয়া গেছে সবই তখন ব্যবহার করা হয়েছে ঘরের জল শুষে নেওয়ার মহৎ উদ্দেশ্যে। একমনে কানাই সিঁড়ি মুছছে যেটা দিয়ে, সেটা দীপুর পাজামা। দীপু দেখেও চিনতে পারলো না।

—"ওকি! ওকি! সর্বনাশ করেছে—", বলে সে লাফিয়ে পড়ে তুলে নিলো ভিজে চুপচপে একটা চার্মসের প্যাকেট। "ঈশশশ।" —বাসা থেকে খসে পড়া মৃত পক্ষিশাবকের মতো ব্যর্থ প্যাকেটটিকে আদর করে আবার ফেলে দেয়।

বৃষ্টি ধরে গেছে। লাজুক লাজুক একটু হলুদ রোদও উঠেছে। পুতুল বসে গেল ভিজে পুঁটলিগুলো নিয়ে। ঘরে ঘরে সর্বত্র মেলে দেওয়া হতে লাগলো ছেঁড়া, ভিজে, বাতিল কাপড়-চোপড়ের রাশি। মা চেঁচাচ্ছেন, "ওকি রে খাটের বাজুতে ভিজে কাপড় দিল কে? তুলে নে! তুলে নে। পালিশের আসবাবে জল ঠেকাতে নেই—" মা যদি জানতেন নিচের খাটটা কেমনভাবে জলসিক্ত হয়েছে আজ! —মেঝেয় বিছিয়ে দেওয়া হলো ভিজে বইয়ের রাশি। "পাখা খুলে দে!" পাখা ঘুরলো না। লোডশেডিং। ঈদ প্লাস রথ। তবুও লোডশেডিং? ওঃহো! নিচে তো শওকৎ বসে আছে।

—"শওকৎকে চা মিষ্টি দে তো, পিকো।"

—"শওকৎমামাকে চা মিষ্টি দাও তো, ঝর্ণাদি!"

অরণ্যদেবের ঢাকবাদকদের মতো নির্দেশটি রিলে হয়ে গেল। কিন্তু আমিও অরণ্যদেব নই, ঝর্ণাও নয় অরণ্যের অধিবাসী। সে সাফ সাফ বলে দেয়—

"আমি কাউক্কে চা মিষ্টি দিতে পারবুনি বাপু। অগ্রে আমাকে কাপড় ছাড়তে হবেনি? সর্বো অঙ্গ ন্যাতাজোবড়া? ভিজে ঢোল? চা দাও বল্লেই হলো?"

—"থাক থাক দিদি! আমার আজ চা খেতে ইচ্ছে নেই—আমি বরং যাই —পরে একদিন আসবো—" শওকৎ উঠে দাঁড়ায়। এই বাড়িতে এই মুহূর্তে সম্ভবত শওকৎ বড্ড বেশি বেমানান।

—এতক্ষণে মনের মতো ভূমিকা পেয়ে দীপু এগিয়ে আসে। "চলো, চলো, শওকৎ, আমরা বরং ধীরেনের দোকানে গিয়ে ঈদ স্পেশাল চা খেয়ে আসি—এ-বাড়ি থেকে এখন কাটিয়া পড়াই মঙ্গল—গুড লাক দিদি! ঈদ মুবারক!"

শওকৎও ভদ্রতা ভুলে হেসে ফেলে, পা বাড়ায়।

বারান্দায় ভিজে কার্পেট ঝুলছে। চতুর্দিকে ভিজে কাপড়। ঘরবাড়ি ঝকঝক

তকতক করছে। চুনবালি ঝুলকালি সব ধুয়েমুছে পরিষ্কার। আমরা সবাই পরিষ্কার শুকনো কাপড় পরে চুলটুল বেঁধে আদা-চা খেতে খেতে গল্প করছি। বিদ্যুৎ এসে গেছে। পাখা ঘুরছে। বই শুকোচ্ছে। তবু বুকের সেই ধড়ফড়ানিটা কমছে না কিছুতেই। এখনো বুকের মধ্যে হাতুড়ি, এমার্জেন্সি-কালোচিত উদ্বেগ। কিছুক্ষণ আগের ঘরের মধ্যে উচ্ছ্বসিত জলরাশিটার দৃশ্য ভুলতে পারছি না।

নিচে বেল বাজলো। পাটভাঙা পাজামায়, ফর্সা গেঞ্জিতে, টেরি-কেটে চুল আঁচড়ে, শ্রীমান কানাই দরজা খুলে দিল। গুন গুন গুন গাইতে গাইতে।

—"উফ কি বৃষ্টি। কি বিষ্টি। কাজকম্ম আজ কিছু হলো না।" বলতে বলতে ওপরে এসে পড়লেন দাদামণি। বৈঠকখানা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে দাদামণি বললেন —"কি রে? রথ সাজানো কমপ্লিট?"

শুকনো মেঝেয় থেবড়ে বসে টুমপা তখন রথের গা থেকে ভিজে কাগজ খুলছে, আর নতুন কাগজ কাঁচি আঠা নিয়ে পিকো বসে গেছে নতুন মালা-শেকল তৈরি করতে।

চারিদিকে তাকিয়ে দাদামণি উচ্ছ্বসিত—

—"বাঃ। এ যে ম্যাজিক রে! এই দেখে গেলুম ঝুলকালি চুনকালি, আর এর মধ্যেই যে দিব্যি ফেসলিফটিং হয়ে গেছে। পরিষ্কার ঝকঝকে মেঝে—সিঁড়ি থেকে ঘর পর্যন্ত যেন ধুয়ে মুছে রেখেছিস। এই তো চাই। কে বলে খুকু সংসারী হয়নি?" বলতে বলতে দাদামণি চেয়ারে মেলে রাখা দুটো ভিজে বাতিল ব্লাউজের ওপরে বসে পড়লেন।

নাট্যারম্ভ

প্রথম অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য

"মা, এই যে, পুপসিকে দেখতে চেয়েছিলে? পুপসি, এই যে, আমার মা।"

একহাতে কালো হেলমেট, অন্য হাতে ডেনিম জ্যাকেট, কাঁধে ভারী ক্যামেরার ব্যাগ—সব সামলে পুপসি নিচু হয় ররির মাকে প্রণাম করতে। বন্দনা দু'পা পিছিয়ে যায়। "থাক থাক। হয়েছে।" পিছোবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু এটা তো ইচ্ছাকৃত পদক্ষেপ নয়। বন্দনা নিরুপায়। কোনোটাই স্বেচ্ছাকৃত পদক্ষেপ নয়। এই যে পুপসিকে দেখতে চাওয়া সেটাই কি আর স্বেচ্ছাকৃত? নেহাৎ না দেখলেই আর চলছিল না, তাই চাওয়া। বিশ্বসুদ্ধ প্রত্যেকে দেখেছে। আত্মীয়স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী, ররির

অফিসের কোলীগরা, কেউ বাকী নেই। পথেঘাটে, রেস্তরাঁয়, নন্দনে, অ্যাকাডেমিতে, মিটিঙে মিছিলে সর্বত্র দু'জনে জোড় বেঁধে পরিদৃশ্যমান। হবি তো হ, সমস্ত বন্দনাদেরই চেনা লোকেদের সামনে। একমাত্র বন্দনাই দেখেনি। রবিও না। তাই আজ নেমন্তন্ন করেছে। রবি বন্দনাকে জানিয়েছে এই মেয়েকেই সে জীবনসঙ্গিনী করতে চায়। আর তো না দেখে উপায় নেই। তাই ডাকা।

পুপসি নামটাও যেমন বিতিকিচ্ছিরি, অনেকটা পেপসি কোলার মতন, ওর ভাবভঙ্গিও ঠিক তেমনি। ছোট করে ছাঁটা প্রায় ছেলেদের মতন চুল, কালো টী শার্ট আর ব্লু জীন্স পরনে, পায়ে সুতী মোজার সঙ্গে কাদাটে ময়লামতন গোব্দা একজোড়া বিশ্রী ন্যাকড়ার জুতো। রবিরও আছে ঠিক ঐ জিনিস। দাম নাকি চারশো-পাঁচশো টাকা—কী যে দরকার অমন যাচ্ছেতাই চেহারার বস্তু অত দামে কেনবার তা বন্দনা বোঝে না। ঐ দামে চমৎকার চামড়ার জুতো হয়ে যায়। দু'খানা মোটরবাইকে চড়ে ভটভট শব্দে পাড়া কাঁপিয়ে রবি আর পুপসি প্রেম করে বেড়াচ্ছে। বন্দনা আর রবিরও তো বাপু প্রেম করেই বিয়ে? কই এমন হতচ্ছাড়া বেহায়াপনা তো ছিল না? চুপিচুপি, কেউ যাতে না দেখতে পায়, কাকপক্ষীতে না টেরটি পায়, এমনিভাবে লুকিয়ে চুরিয়ে দেখা করতো। তবেই না প্রেমের মজা? আর এরা? এদের প্রেমের দাপটে দেশসুদ্ধু লোক অস্থির। কেবল রবি কেন জানি না পুপসিকে এই তিন বছরে একবারও বাড়িতে আনেনি। এবার ডেকে পাঠিয়েছেন বন্দনা।

বন্দনা পিছিয়ে গেল, পুপসিও আর তেড়ে এল না, প্রণামের ভঙ্গি করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একগাল হাসল, যেন কী অপরূপ কীর্তিটাই না করেছে সে বন্দনার ছেলেটিকে হাত করে।

—"হয়েছে, হয়েছে। বোসো।" বলে বন্দনা সোফা দেখায়। ইতিমধ্যেই পুপসি ব্যাগ রেখে বন্দনাদের পেটমোটা মিনিবেড়ালটাকে কোলে তুলে নিয়েছে এবং অদ্ভুত সব ভাষাতে তার সঙ্গে বাক্যালাপ শুরু করেছে। মিনিও নেহাৎ বিশ্বাসঘাতিনীর মতো, আরামে গুরগুর শব্দ করছে।

—"কি রে? বোস। মা বসতে বলছে না?" আরেকবার ধাক্কা লাগে বন্দনার। রবি পুপসিকে 'তুই' বলল। তাদের সময়ে 'তুই' বলা মানেই 'বন্ধুত্ব' ছিল আর 'তুমি' মানেই 'সংশয়জনক' অবস্থা। তবে হ্যাঁ, পাড়ার দাদারা অনেক সময়ে তুই-তোকারি করলেও প্রণয়দৃষ্টিতে তাকাতো বটে। কিন্তু রবি তো দাদা নয়, সমবয়সী। বরং ক'দিনের ছোটই হবে। পুপসি ধপ করে বসে পড়ল। সুন্দর কাচের টেবিলে লেসের শোভাটা না দেখেই তার ওপরে ধ্যাবড়াবড় হেলমেটটা চাপিয়ে দিল। তারপর পাশের আসনটা থাবড়ে রবিকে বলল, "তুইও বোস?" বন্দনার আর অবাক হবার কিছু নেই। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে অবিশ্যি মেয়েটাকে খুব একটা খারাপ দেখতে নয়। একটা আলগা চটক আছে। বয়েসের একটা লাবণ্য তো থাকবেই। মোটা চশমার আড়ালে হলেও, চোখদুটি বেশ। ঝকঝকে, হাসিভরা। না, হাসিটা সত্যিই মিষ্টি। দাঁতও

বেশ সাজানো। রংটা যদিও চাপার দিকেই বলতে হবে (বন্দনা টকটকে ফরসা), নাকও খুব একটা টিকোলো নয়, তবে হাতের আঙুলগুলো লম্বা লম্বা আছে, নোখগুলো পরিষ্কার করে কাটা, রং মাখানো নয়। চশমার ওপব কোঁকড়াচুল ঝামবে পড়ছে, অর্থাৎ যতটুকুনি চুল আছে। ছেলেদেব মতো কবে ছাঁটা চুল বন্দনা দু'চক্ষে দেখতে পারে না। এইই ছিল তাদেব কপালে? এই নাকি মুখুজ্যেবংশেব বড় বউ? পরনে কালো গেঞ্জি, আর রং-ওঠা ব্লু জীনসেব পেণ্টুলুন? অন্তত আজ একটা শাড়ি পবতে পারতো না? হাত শূন্য। কানে ফুটো নেই। মুখে বংটং নেই। ঠিক ববিও যেমন, এই মেয়েও তেমনি। ঘেমো, ক্লান্ত চেহাবা। সারাদিন আপিস কবে এসেছে। বাত ন'টার সময়ে। রবি স্নান করে ঘবে এল।

—"বাবা, পুপসি।" পুপসি আবাব প্রণাম কবতে উঠে দাঁড়ায। নীচু হয। রবি সরে যায় না। মাথায় হাত দেয। "থাক থাক" বলে মুখে। রবিব ঠোঁটে পাইপ, পরনে পাজামার ওপব কমল মিত্র টাইপেব ড্রেসিং গাউন। পুপসি স্পষ্ট চোখে চেয়ে দ্যাখে। লম্বা, সুপুরুষ পুরুষ্ট একজোড়াগোঁফ। এই ববিব বাবা? ববি তো বোগা, বাতাসে ফিনফিন কবছে। একমুখ দাড়িগোঁফ চুলটুল মিলিযে একশা। বড় বড চোখ দু'খানাই শুধু দেখা যায়। রবি একটা সোফায বসে পড়ে বলে, "বোসো। সো? হাউ ডিড ইওর ডে গো?" বলেই খুদে কীসব যন্তরপাতি বের কবে পাইপটা খোঁচাখুঁচি শুরু করে রবি। ওটা ওর খুব সুবিধে। বন্দনা কী কববে? একটা বোনাও নেই ছাই হাতে, যা গরম। "আমি যাই বরং তোমাদেব খাবাব গবম করি, রাত হযে গেছে ফিরতে দেরি হয়ে যাবে তোমাব—" বলে বন্দনা উঠে পড়ে।

"—এখুনি খাওয়া কী? এই তো এলাম?" চটপট বন্দনাব ছেলেব প্রেমিকাব উত্তর।

—"হোয়াইট বাইট! এখুনি খাওযা কী? তোমাব ভালো নাম কী পুপসি?" রবি বলে।

—"কারুবাকী। কারুবাকী দাশগুপ্ত।"

—"বা। বা। বা। হুম।" আব কথা নেই। ঘব স্তব্ধ। পাখা ঘুবছে। আপনমনে নুয়ে পড়ে কোলেব মিনির সঙ্গে বাক্যালাপ চালিযে যায কারুবাকী দাশগুপ্ত। অবশেযে রবি বলে:

—"তোমাব বাবা—"

"বেল টেলিফোনে। নু জার্সিতে। আমাব মা এখানে। পড়ান।"

—"বেশ। বেশ। বাঃ। তোমবা কত ভাইবোন?"

—"আমি একা।"

—"একা? ওনলি চাইলড? আই সী।" রবিকে কিঞ্চিৎ দুশ্চিন্তিত দেখায়। পাইপটা মুখে গুঁজতে চেষ্টা কবে সে।

—"ববিব চেযে বেশি স্পযেল্ট নই।" ঘবে অ্যাটম বোমা ফেলার মতো বলে দেয় পুপসি, এক মনে বেড়াল আদব করতে করতে। "এ্যাই যে, পুসিমিনি,

তুই অবশ্য সবচেযে বেশি স্পয়েল্ট।" এবাব বন্দনা এগোয। "তা বটে। ববি খুব অলস।"

—"তোমবা তো পাম এভিনিউতে থাকো?"

বাজে প্রশ্ন। পুপসি উত্তব দেওযাব দবকাব মনে কবে না।

—"রাত বাড়ছে, ওকে তো একা একা ফিবতে হবে অতটা বাস্তা? আমি খাবাব দিযে দিচ্ছি। এ্যাতো দেবি কবে এলি।" সঙ্গে সঙ্গে ববিব চটপট উত্তব এল—

—"আগে এলেই বা কী হতো? বাবা তো এই এলেন!"

—"তুমি বান্নাবান্না জানো পুপসি?" টেবিল সাজাতে সাজাতে বন্দনা জিজ্ঞেস কবে।

—"ঐ একটু আধটু—কাজ চালানোব মতো। আমি হেলপ কববো?" তিড়িং কবে উঠে পড়ে পুপসি। "আমি টেবিলটা সেট কবে দিচ্ছি। তুমি খাবাবটা গবম কবো। ববি, এদিকে আয তো?" তুমি! এই তো প্রথম দেখা। এখনি তুমি? কী গাযে পড়া মেযে বে বাবা, ভাগ্যিস তিন বছব ধবে এ-বাড়িতে তেড়ে আসেনি।

টেবিল বেশ পাকা হাতেই সাজিযে ফেলল। দিব্যি গল্প কবে আড্ডা মেবে হাসি ঠাট্টা কবে খেল, যেন কত জন্মেব চেনা। এসব মেযেবা আশ্চর্য বেহাযা। জানে তো "এবাই আমাব শ্বশুব শাশুড়ী হবে?" একটা লজ্জা সংকোচ ভয় নেই।

খাওযাটা খুবই কম। ঐ আচাবটাই যা চেযে নিযে খেল, আব আলুভাজাটা। মাছটা খেয়ে জিজ্ঞেস কবলো— "মাছটা বুঝি সর্ষে, নাবকোলেব দুধ দিযে করেছো?"

ববির সঙ্গে খুব জমে গেছে পলিটিক্স নিযে আলোচনা। রবিব হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে গলে গেছে। অথচ প্যান্ট পরা, গেঞ্জী গাযে, হেলমেট হাতে, নোংবা ন্যাকড়াব জুতো পাযে, ছেলেদেব মতো মুড়িয়ে চুলকাটা মেযেকে মুখুজ্যেবাড়িব বড় বউ কবতে ববিবই ঘোব অমত ছিল। থাকাটাই স্বাভাবিক। কি জানি, এই ব্যবহাবটা ও মন থেকে কবছে, না ভদ্রতা কবছে। বন্দনা অতশত বোঝে না। কোম্পানিব অফিসাবদের নানাবকম কৃত্রিম ভব্যতাব অভ্যেস থাকে। বন্দনাব ওসব ধাতে নেই। ওব মন যা চায না ও তা কিছুতেই কবতে পাবে না। হঠাৎ খাবাব টেবিলে যেন যুদ্ধ বেধে গেল। প্রচণ্ড তর্ক লেগে গেছে বুশ আব সাদ্দামকে নিযে। ববি একদিকে। পুপসি আবেক দিকে। ববি বাবার মুখের ওপব কথা বলে না। ববি চুপ। পুপসি মুখে মুখে তর্ক কবছে—ববি একদম তর্ক সহ্য কবতে পাবে না। বন্দনা থামাতে চেষ্টা কববে কি? বন্দনাব ভয় কবছে। ফেব হঠাৎই তর্কটা শেষ হয়ে গেল। যেমন হঠাৎ শুরু হযেছিল। আবার হাসিঠাট্টা। গল্প। যাক। বাঁচা গেছে। এখন মেয়েটা বাড়ি গেলেই তো হয়। বাত এগাবোটা বাজে। ববি নিশ্চযই বলবে —"পৌঁছে দিযে আসি।" অর্থাৎ ফিবতে সেই বাত বাবোটা। কিন্তু না, মেযেটা

রাজী হলো না ববিকে সঙ্গে নিতে। বলল, —"কিস্যু ভাবনা করিস না। হুশ করে চলে যাবো। পৌঁছে ফোন করে দেবো।" তা, হুশ করেই গেছেন তিনি। পনেরো মিনিট যেতে না যেতে ফোন এসে গেল। রাত্রে শুয়ে ববি বলল, "না, মেয়েটা বেশ ব্রাইট আছে।" বন্দনা বলল "একটু-আধটু রান্নাও জানে, মাছটা খেয়ে বলতে পারলে, কী মশলায় বাঁধা।"

প্রথম অঙ্ক : দ্বিতীয় দৃশ্য

শমিতা বেল বাজালো। বন্দনা খুলল।

—"নমস্কার। আমি কাকুবাকীর মা—শমিতা দাশগুপ্ত।"

—"আমি বন্দনা মুখার্জী। আসুন, ভিতরে আসুন।" আঙুলে গাড়ির চাবি, চটি ঘষতে ঘষতে শমিতা ঢুকল। বন্দনা নিজের বাড়িতে ওর চেয়ে ঢের বেশি পরিচ্ছন্নভাবে গুছিয়ে একটা সিল্কের শাড়ি পরে আছে। শমিতার পরনে একটা চটকানো ডুরে শাড়ি। খোঁপাটা একপাশে খানিকটা খুলে ঝুলছে। চোখে চশমা। ঘেমোকপালে একটা বড় কুমকুমের টিপ। গয়নাগাঁটির বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই, হাতে কানে গলায় যেখানে যা থাকার। কাঁধে দুটো প্রকাণ্ড থলি। একটা বোধহয় এককালে বেশ দামী ভ্যানিটি ব্যাগই ছিল, এখন চামড়ার বস্তার মতন দেখাচ্ছে। অন্যটা বস্তাই। চটের ঝোলাভর্তি কাগজপত্র। ঢুকেই একগাল হাসল শমিতা। মেয়ের মতো, মায়েরও দেখি বেশ বিনা কারণে হাসার অভ্যেস। রবিকে ডাকে বন্দনা। পাঞ্জাবি পাজামা পরা, ভদ্র, স্নান-করা ববি বেরিয়ে আসে। "নমস্কার, নমস্কার। বসুন?" বোঝা গেল, মাকে দেখে ববিও আশ্বস্ত। তবু ভালো। মেয়ের মতন চুলছাটা প্যান্টপরা নয়। বলা যায় না। ডিভোর্সির বউ বলে কথা। অনেককাল নাকি বিলেতে ছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে মাস্টারি করে, আবার কবিতা লেখে। প্রেমে পড়বি তো পড় ববি এমনই মেয়েকে পাকড়ালো, যার সবরকমের 'দোষ' আছে। একে তো অসবর্ণ বিয়ে, বদ্যির সঙ্গে বিয়ে এ-বংশে আগে হয়নি। মেয়ের ইঞ্জিনিয়ার বাপের আবার দুটো বিয়ে। ছাত্রাবস্থায় প্রথম বউ নাকি জার্মান মেয়ে ছিল। ডিভোর্সের পর এই বিয়ে। মেয়ের দিদিমারও নাকি দুটো বিয়ে। তারা আবার ব্রাহ্ম। বালবিধবার বউয়ের শ্বশুরই নাকি বিয়ে দিয়েছিল দ্বিতীয়বার। সে বালবিধবাই হোক, আর যাই হোক, বিয়েটা তো হয়েছে দু'বারই। আত্মীয়স্বজন তো ছেড়ে কথা কইবে না। মেয়ের মা কেমন হবে, মনে মনে বেশ উদ্বেগই ছিল। তা, ভয়ের কিছু আছে বলে দেখে তো মনে হচ্ছে না। দেখতে শুনতে স্বাভাবিকই, কেবল একটু খ্যাপাটে আছে বোধহয়। জীবনে প্রথমবার আলাপ করতে আসছে হবু বেয়াইবাড়িতে। কবি বলেই কি এমন আলুথালু হয়ে আসতে হয়। বেয়াইবাড়িতে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে আসবে তো?

—"এই নিন। মাছের কচুরি। আপনারা মাছের কচুরি খান তো?" বস্তা থেকে

একটা টিফিন বাক্স বেব করল শমিতা। বন্দনাকে দিল। ববি বলল, "হুইস্কি, বাম. কিছু চলবে? বীযাব?"

—"নাঃ। ওসব ভালো লাগে না। থ্যাংক ইউ। শববৎ হবে এক গেলাস? বাপ বেঃ যা গবম।" —"নিশ্চযই!" বন্দনা উঠে গেল শববৎ কবতে।

—"তা, বলুন এবাবে—আপনারা কিছু ভাবলেন?" শমিতাব সোজাসুজি প্রশ্নেব উত্তবে ববি ভুরু কুঁচকোলো।

—"আমবা? আমবা আবাব ভাববো কী? আপনিই তো মেযেব মা। আমবা তো আশা কবছিলুম আপনিই যোগাযোগ কববেন। তাই তো কববাব কথা।"

—"কথা আবাব কী?" শমিতা চোখ পাকায। —"এটা কি সম্বন্ধ কবে বিযে হচ্ছে, যে 'ছেলেব-বাড়ি—মেযেব-বাড়ি' এসব থাকবে? দেখুন ভাই, সম্বন্ধ কবলে আমি কিন্তু কখনোই আপনাব ছেলেব সঙ্গে সম্বন্ধ কবতুম না। অতটুকুনি ছেলে। যতই সে ব্রিলিযান্ট হোক, সবেমাত্র কাঁচা চাকবিতে ঢুকেছে. শবীবস্বাস্থ্য তো তালপাতাব সেপাই—মেযেব চেযে পুবো সতেরো দিনেব ছোটো। সম্বন্ধ কবে এমন কচি পাত্র কেউ যোগাড কবে? আবেকটু বযস্ক, আবেকটু পাকা চাকবিতে এস্ট্যাব্লিশড পাত্র খোঁজে লোকে। শক্তপোক্ত, পবিণত তাই না? যদিও ববি ছেলেটাকে আমবা ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছি, ওব গুণেব শেষ নেই, তবু ওকে ঠিক 'পাত্র' 'পাত্র' মনে হয না। আব সম্বন্ধ কবলে আপনিও নিশ্চয ঘটক লাগিযে আমাব মেযেটিকে খুঁজে বেব কবতেন না ঘবের বউ করবার জন্যে? একে তো আপনাব ছেলের সমানবযিসী, তায ছেলেদেব মতন ভাবভাব। চুলছাঁটা, প্যান্ট পবা, দিন নেই বাত নেই মোটব সাইকেলে গাঁক গাঁক কবে শহর চষে ফেলছে। চাকবিটাও এমনই, যে বিপোর্টিং কবতে আজ এখানে কাল ওখানে যত্রতত্র ছুটতে হয। তায আমবা বদ্যি, আপনাবা ব্রাহ্মণ। আমাব মাযেব আবাব বিধবা-বিযে হযেছিল। ওব বাবাবও একটা ডিভোর্স হযেছিল—বাঙালীসমাজে এমনটি তো খুব লোভনীয সম্বন্ধ নয? বলুন? সম্বন্ধ কবলে আপনিও আমাব মেযেব সঙ্গে বিযে দিতেন না, আমিও আপনাব ছেলেব সঙ্গে বিয়ে দিতুম না। এতে সন্দেহ নেই। তবে সম্বন্ধটা তো পাত্রপাত্রীই কবেছে। সো লেট আস মেক দ্য বেস্ট অফ আ ব্যাড সিচুযেশন—কী বলো ভাই বন্দনা? তুমিই বলছি, আমি বয়েসে বড়ই হবো।" বন্দনা আবার বলবে কী? দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে ববিব সঙ্গে গলা মিলিযে হেসে ফেলেছে সেও।

—"অ্যাবসলিউটলি।" ববি বলে হাসতে হাসতে, "উই হ্যাভ নো চযেস। আফটার অল, উই আর ইন দ্য সেম বোট, সিসটাব। আমাদেব ছেলেমেযেব ভবিষ্যৎ যখন এক. আমাদের স্বার্থও তখন অভিন্ন।"

—"আসুন. তবে দিনটা ঠিক করে ফেলি। কবে, কোথায, কীভাবে আশীর্বাদ হবে। আশীর্বাদ-কাম-এনগেজমেন্ট। ওদের প্লাস আমাদেব বাগদান।"

ববিব মুখ গম্ভীব হয। সে ধীবে ধীবে বলে:

—"দেখুন, আমি কিন্তু আমার ঠাকুবদাকে ডাকতে চাই। সোজা কথা।"

—"তা ডাকুন না! ডাকবেন বইকি? এ আর"—

—"ঠাকুরদাকে?" শমিতাকে থামিযে দেয় বন্দনা। "তোমাব ঠাকুবদাকে? ববিব আশীর্বাদ? তিনি তো কবেই—ববিব জন্মের আগেই" —কথা শেষ না কবে রবিব দিকে হাঁ কবে চেযে থাকে বন্দনা। শমিতা হঠাৎ হেসে ওঠে।

—"ওহো. বুঝেছি বুঝেছি, নান্দীমুখ, বৃদ্ধি, এইসব বিচুযালসেব কথা বলছেন তো? পূর্বপুরুষদেব আহ্বান, হেন তেন? দূব! ওসব আবাব আশীর্বাদে কী? ও তো বিযের সমযে হয। স্বর্গত গুরুজনদের জন্য এখানে কোনো স্লট নেই! ডাকলেও তিনি আসবেন না।"

সামান্য ঘাবড়ালেও ববি মচকায না।

—"আমাদেব কিন্তু হিন্দুবিবাহ চাই। আপনাবা নাকি ব্রাহ্ম?"

—"আমার মা বাবা ব্রাহ্ম ছিলেন—আমরা ব্রাহ্ম নই। কিন্তু হিন্দু রিলিজিযাস বিচুযালসে বিশ্বাসীও নই। বেজিস্ট্রি বিযেব পক্ষপাতী আমবা—"

"বেজিস্ট্রি তো করতে হবেই। কিন্তু হিন্দুবিবাহ না হলে বিযে হবে না। এই বলে দিলাম।" শমিতা ওতে দমে না।

—"আমাকে বলে কী হবে? আমাব তো বিযে হচ্ছে না, যাদেব বিযে, তাদের বলবেন। আপনাব ছেলেকে বলুন, বউকে বলুন। আপনি দযা করে শুধু অত হিন্দু-হিন্দু কবে চেঁচাবেন না! এক্ষুনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের লোকজন চলে আসবে—এখন দিনকাল ভালো নয়—সাবধানে কথাবার্তা বলতে হয।"

—"তা আশীর্বাদেব দিন ঠিক করাব কী হলো?" বন্দনা খেই ধবিযে দেয।

—"দিন ঠিক হযে যাবে। আগে নীতিটা ঠিক কবে নিচ্ছি।" ববি উত্তব দেয।

—"নীতি?" শমিতা হেসে ওঠে ঝরঝরিয়ে।

—"এসব বিষযে আমাব কোনোই নির্ধাবিত নীতি নেই। এসব হচ্ছে ব্যক্তিগত নীতিব ব্যাপাব। যাবা বিযে কববে তারা বুঝবে। বিয়ে না কবলেও আমাব কোনো আপত্তি নেই।" শমিতা মহানন্দে জানায়। "দিল্লি-বম্বেতে আজকাল ছেলেমেযেরা আকছাব বিযে না কবে লিভ টুগেদাব কবছে। বিয়ে-থা হয়ত পবে কবে। কলকাতাতে ওসব চলে না অবশ্য. লোকে ছ্যা ছ্যা কববে। আমি ওটা নিযে মাথা ঘামাই না—ইটস দেয়ার লাইক. দে শুড ডিসাইড হাউ টু লিভ ইট।"

বন্দনা শিউরে ওঠে। ও বাবা. মেযেব কবি মা কী ভীষণ ভীষণ সব কথাবার্তা বলছে। দেখলে মনে হয নিরীহ। বন্দনাব আর ববিব খুবই আপত্তি আছে এইসব দুর্নীতিতে। লিভ টুগেদাব আবাব কী? ছিঃ। যতসব অসভ্যতা। বিলেত থেকে আমদানি কবা বেহাযাপনা। আর শমিতারও বলিহাবি যাই। তুই মা হোস, কোথায় সুবুদ্ধি দিবি. তা না—লজ্জা কবল না এসব কথা বলতে? বন্দনা বিষয়টা পালটাতে তাড়াতাড়ি বলে, "আমরা কি তাহলে নতুন বছবের পাঁজি নিয়ে শনিবাব সন্দেবেলা আপনাদের

বাড়ি যাবো? আশীর্বাদের দিনটা স্থির করে ফেলতে? কালই ঠাকুরমশাইকে খবর দিচ্ছি।"

—"ঠাকুরমশাই? আশীর্বাদেও আবার পুরুত লাগে নাকি? আমাদের তো লাগেনি? শুধু গুরুজনেরা ছিলেন।"

—"আমাদের লেগেছিল। তাছাড়া কাদের বাড়িতে আগে হবে? ছেলের না মেয়ের?"

—"দু' বাড়িতে দুবার করে কী হবে? একসঙ্গে সেরে দিলেই হয়। ছেলেমেয়ের দু'বাড়ি থেকে একই লোকেরা তো আশীর্বাদ করবেন পাত্রপাত্রীকে। দু'বার ধরে নেমন্তন্ন খাইয়ে কী হবে? দু'বার ঝামেলা। দু'বার ধরে সময় নষ্ট।"

—"বাঃ! এটা দারুণ সাজেস্ট করেছেন তো মিসেস দাশগুপ্ত? বেশ একটা নিউট্রাল জায়গা ঠিক করে ফেলা যাক—কতো তো বিয়েবাড়ি ভাড়া দেয়—"

—"ঠিক আছে, সেটা আমি ব্যবস্থা করবো" শমিতা বলে— "লোক তো কম করেও শ' দেড়েক হবেই, দু'বাড়ির যখন?"

—"কেটারার আমি পাঠিয়ে দেবো"— হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠে ববি বলে। "সেদিন আমার শালার বাড়িতে দারুণ বেঁধেছিল—" হঠাৎ উৎসবের হলুদ আলোটা ঝলসে ওঠে ঘরের বাতাসে।

—"আশীর্বাদে ছেলে পাজামা পরলে হবে না, ধুতি পাঞ্জাবি পরা চাই। আজকাল দেখছি খুব পাজামার চল হয়েছে বিয়েবাড়িতে।"

—"পাজামা-পরা বের করে দেবো না?" ববি বলে। "বলে দেখুক না? ধুতি আমি নিজে হাতে পরিয়ে দেবো, বেল্ট লাগিয়ে দিলেই হবে। হুঃ, পাজামা পরাবে!"

বন্দনা শমিতার দিকে চেয়ে হাসে, ইঙ্গিতে ববিকে দেখিয়ে বলে,—

—"রাগী আছে! ছেলে বাবাকে খুব ভয় পায়—যা বলবার সব আমাকে বলে। আপনার মেয়ের কথাও বাবাকে বলেনি, আমাকে।" শমিতা কলকল করে ওঠে।

—"আমার মেয়েও রাগী আছে। আমি খুব ভয় পাই। তুমিও কিন্তু সামলে চোলো বাপু! আজকাল তো বউদেরই দিন। আমাদেরই হয়েছে মুশকিল। শাশুড়িকেও ভয় পেয়েছি, আবার বউকেও ভয় পেতে হবে। আমরা মাঝের জেনারেশন তো চেপ্টে গেছি।"

—"ঈঈঈকা!" বন্দনা বলে। "বউকে আমি ভয় পাই নাকি? দেখবেন ওকে ঠিক বারণ করে দেবো, আশীর্বাদের দিন জীনস পরলে চলবে না। হুঁ! এটুকু তো মেয়ে।"

—"এটুকু মানে? ধানী লংকা। আজকালকার সবগুলো বাচ্চা ধানী লংকা।"

—"এরা তো বড়ো হয়ে গেছে। বাচ্চা নেই, ধানী লংকাও নেই, পাহাড়ী লংকা হয়ে গেছে। সিমলাই মির্চ। ঝাল নেই, কেবল গন্ধ আছে।" ববি হা হা হাসে।

—"সে হলুম আমরা। ওরা অন্য বস্তু। বন্দনা, ভালো চাও তো সামলে থেকো।

যা বুঝছি, তুমি নেহাৎ ভালোমানুষ।"

—"আশীর্বাদের দিন ওদের কিন্তু অফিস গেলে চলবে না। ছুটি নিতে বলে দিতে হবে।" বন্দনা আবার বলে। শমিতা মীমাংসা করে দেয়:

—"ববিবাব, গোধূলি লগ্নে আশীর্বাদ করলেই তো হয়। সামনে ইলেকশন। ওরা দু'জনেই খবরের কাগজে কাজ করে, ছুটি কি পাবে? ববিবাব খুব ভালো দিন—শনিবার বিকেল আরো ভালো দিন— আর সমস্ত গোধূলি লগ্নই সুলগ্ন। তখন ঐ কনে-দেখা আলোটা ফুটে ওঠে—ঐ সময়টা আশীর্বাদের পক্ষে আইডিয়াল লগ্ন—"

—"না না ওভাবে হয় না। পাঁজি চাই পাঁজি।" ববি শমিতার উচ্ছ্বাসে ছিপি এঁটে দেয়। "শনিবার সন্ধ্যায় আসছি পাঁজি নিয়ে। দু'দিন সবুর করুন। এভরিথিং উইল বি সেটলড। নতুন বছর তো পড়েনি, পাঁজি কেনা হয়নি এখনও।"

দ্বিতীয় অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য

মেয়ের বিয়ে বলে কথা। দুগগা দুগগা বলে শমিতা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। শিবুকে পাঠিয়ে একটা বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত হাফ পঞ্জিকাও কিনিয়ে ফেলেছে সাড়ে সাত টাকা দিয়ে। কিন্তু কিনে এনে দেখেছে সেটি বিশুদ্ধ গ্রীক। সিদ্ধান্ত নেবে কী আদ্যোপান্ত কিছুই বুঝতে পারছে না। সবই সাংকেতিক, ব্রাডশ' বা প্লেনের এবিসি গাইডের মতো। পড়তে জানা চাই। পি এইচ ডি করার সময়ে শমিতাকে পাঁজি পড়তে শেখানো হয়নি। শনিবার সন্ধেবেলায় বন্দনা এসে শমিতাকে তার টিফিনবাক্স ফেরৎ দিল।

—"এটা ফেলে এসেছিলেন। এতে কিছু প্যাটিস আছে", গুছিয়ে বসে, এদিক ওদিক তাকিয়ে, ববি বলল:

—"আ স্মল প্রবলেম। পাঁজিতে দেয়ার্স নো স্পেশাল মেনশন অফ আশীর্বাদ এনিহোয়্যার। গৃহপ্রবেশ, সীমন্তোন্নয়ন, কুষ্মাণ্ডভক্ষণ, গর্ভাধান, অলাবুভক্ষণ নিষিদ্ধ, সমস্তই ডিটেল আছে। আশীর্বাদ নেই। না থাক, আপনাকে দুটো চয়েস দিতে পারি — নাট্যারম্ভ? না বীজবপন?"

—"মানে?" দু'হাতে প্যাটিসের বাক্স, শমিতা বোকার মতো চেয়ে থাকে।

—"মানে আশীর্বাদই বলুন এনগেজমেন্টই বলুন এটা তো জীবননাটকের শুরু? এই অকেশনের সবচেয়ে কাছাকাছি যায় যেসব অকেশন তার মধ্যে 'নাট্যারম্ভ' একটা আর 'বীজবপন' একটা। কোনটা নেবেন? সিম্পলিকালি দুটোই চলবে।"

—"বীজবপনটা একটু আর্লি হয়ে যাবে না?" শমিতা একটু চিন্তা করে বলে। "তার চেয়ে নাট্যারম্ভই—" বন্দনা গম্ভীরমুখে শুনছে। ববি পাঁজি উলটোচ্ছে। এবার প্রশ্ন করে:

—"বেশ, নাট্যারম্ভ। নেক্সট, অমৃতযোগ, না সোনায় সোহাগা?"

—"সোনায় সোহাগা আবার কী?"

—"ঐ যে ঐরকম শুনতে একটা ডাবলব্যারেলড শুভযোগ—অমৃতযোগ, আর, আর, আ, এই যে—মণিকাঞ্চন যোগ? কোনটা চান? নাকি দুটোই নেবেন?"

—"দুটো একসঙ্গেও আছে?" বন্দনা সোৎসাহে প্রশ্ন করে। শমিতাও স্বাদ পেয়ে গেছে মজাটার।

—"দুটো যদি পাওয়া যায় তো দুটোই থাকুক না?" লোভীর মতো বলে শমিতা। "ক্ষতি কী?" দিন স্থির হয়ে গেল। সুন্দর একটি রবিবার। 'নাট্যারম্ভ' আছে, বিকেলবেলায় 'অমৃতযোগ'ও আছে, আবার মণিকাঞ্চনও আছে। শমিতা আর বন্দনা এবারে নিমন্ত্রণের তালিকা প্রস্তুত করবে। আর কেটারারের খাদ্যতালিকা। রবি দেখবে ঘরভাড়া ডেকরেটর আলো ইত্যাদি। খরচ সব আধাআধি। চমৎকার।

পরদিন সকালেই ফোন। রবি। উদ্বিগ্ন।

—"মিসেস দাশগুপ্ত? স্যরি। হবে না।"

—"হবে না মানে?"

—"ঐদিন আশীর্বাদ হবে না।"

—"হবে না। কেন হবে না?"

—"এই ধরুন, বন্দনা বলবে?"

—"শমিতাদি? ঠাকুরমশাই বললেন ঐদিন আশীর্বাদের লগ্ন নেই।"

—"তবে যে তোমরা বললে আশীর্বাদের লগ্ন বলে কিছু হয় না?"

—"ভুল বলেছি। হয়, অন্যভাবে লেখা থাকে। আমরা পড়তে পারিনি। ঠাকুরমশাই চার-পাঁচটা দিন দিয়েছেন। বেছে নিন।"

—"নাট্যারম্ভ চলবে না?"

—"নাঃ।"

—"অমৃতযোগ? মণিকাঞ্চন যোগ?"

—"ঐ সমস্ত আছে। আটাশ, উনত্রিশ, দোসরা, পাঁচুই—"

—"ফোনে এসব হয় না। তোমরা কাল চলে এসো।"

—"বেশ। কাল হবে না। ও ট্যুরে যাচ্ছে। পরের বেস্পতিবার।"

দ্বিতীয় অঙ্ক : দ্বিতীয় দৃশ্য

শমিতা এবার নিউ জার্সিতে ফোন করল। পুপসির বাবার মতটাও জানা দরকার। তাঁকে তো আসতে হবে আশীর্বাদ করতে।

পুপসির বাবা এসব ঠাকুরমশাই-টশাই শুনলে ক্ষেপে ভূত হয়ে যাবেন। হাফ সাহেব মানুষ। বৈজ্ঞানিক। প্রায় চল্লিশ বছর পশ্চিমে আছেন। পুপসির প্রণয়ীর সঙ্গে তাঁর অবশ্য আলাপ পরিচয় হয়েছে।

শমিতা ব্যাখ্যা করল যথাসাধ্য বেখেঢেকে, কেন আশীর্বাদের লগ্নটা ঠিক হয়নি। ওইটেই বাকী। ওদিক থেকে পুপসির বাবার গলায় উদ্দীপনা:

—"লগ্ন? নো প্রবলেম। আমি ঠিক করে দিচ্ছি।"

—"তুমি? তুমি লগ্ন ঠিক করবে? তোমার কাছে পাঁজি থাকে? যা তা কথা বোলো না।"

—"আমার ডায়েরিতে phases of the moon আছে— বুঝলে? তাতে পূর্ণিমা থাকে— পূর্ণিমা মানেই শুভলগ্ন," কিছুক্ষণ স্তব্ধতা. তারপর—সোৎসাহে—"এই তো আটাশে, মঙ্গলবার full moon —ঐদিনই লাগিয়ে দাও—অবশ্য ওটা ব্লু মুন নয় —বেশ তো বৈশাখী পূর্ণিমা—কী এটা তো বৈশাখ মাসই? মে মাসে পঁচিশে বৈশাখ হয় না?" —শমিতাও নেচে ওঠে

—"বৈশাখী পূর্ণিমা? গ্র্যান্ড। তার মানে ওটা বুদ্ধপূর্ণিমা। ছুটির দিন। ররিবারের মতই হলো। দ্যাখো ওদের ঠাকুরমশাই মানেন কি না?"

—"মানবে না মানে? খুব মানবে? আমি ফ্লাইট বুক করছি। ওদের বলে দাও। আটাশে, আগামী বৈশাখী বুদ্ধপূর্ণিমার শুভলগ্নেই আশীর্বাদ। ন অন্যথা।"

বন্দনা শুনে বললে, "আটাশে? হ্যাঁ, আটাশেও আছে। ঠাকুরমশাইও তো আটাশে বলেছিলেন।" ররি বললে— "ওয়ান্ডারফুল। লাইফ ইজ সো সিম্পল।"

শমিতা বললে, "দ্যাখো তো বন্দনা, ঐদিন 'নাট্যারম্ভ' আছে কিনা? ওটা আমার বড্ড পছন্দ হয়েছিল—" পাঁজিতে দেখা গেল সত্যি সত্যিই সেদিন নাট্যারম্ভও রয়েছে। আর কি? বেজে উঠল কাড়ানাকাড়া।

দ্বিতীয় অঙ্ক: তৃতীয় দৃশ্য

বুকে বল নিয়ে বন্দনা বলে ফেলল, "পুপসি, তোমাকে কিন্তু কান ফুটো করতে হবে। আমি তোমাকে যে-সব গয়না দিয়ে আশীর্বাদ করব, তাতে আমার শাশুড়ির একটা ঝুমকো আছে— ফুটো না হলে পরবে কী করে?" "কেন?" পুপসি বলল, "ওতে ক্লাসপ এঁটে নেব।" বন্দনা অটল—"সোনার জিনিস ওভাবে পরা চলবে না। কোথায় টুক করে খসে পড়ে যাবে। ওটা আমার শাশুড়ির গয়না। কানে ফুটো করতে হবে। বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ।"

কানে ফুটো? যত পৈশাচিক, বর্বর কাণ্ডকারখানা। গয়না কে পরতে চায়? না। করবে না পুপসি কানে ফুটো। তাতে আশীর্বাদ না হয়, না হবে।

—"ওমা সে কি? এত ভয় পেলে হয়?" শমিতা বলে ফ্যালে। "একটুও লাগবে না, দেখিস। আমার ছাত্রী অনুরাধার একটা gun আছে, কানে যন্ত্র দিয়ে ফুটো করে গয়না সেঁটে দেয়, staple করার method, কানে লাগেও না, কান পাকেও না। ভয়ের কিছু নেই।"

—"ভয় পাচ্ছি কে বললে? নৈতিকভাবে আপত্তি আছে। বিশ্রী বার্বারিক প্র্যাকটিস।"

—"নীতিটা বড়বড় ব্যাপারের জন্য তুলে রাখ বরং। কানের ফুটো নিয়ে নীতির লড়াই করতে হবে না। শ্বশুরবাড়ি বলে কথা। ছোট ছোট ব্যাপারগুলো মেনে নিতে হয়। বড় ব্যাপারে নীতির প্রশ্ন উঠলে, তখন আপত্তি কোর। এটা অতি তুচ্ছ ব্যাপার। এটা মেনে নাও।"

—"তারপর, কানে পাঁচড়া হবে। দগদগে ঘা হয়ে রস গড়াবে, আশীর্বাদের দিনে নকল টেপা-দুলও পরাতে পারবে না, তখন বুঝবে মজা।" মেয়ে বলে।

—"সে দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। ঘা হবে না। হলেও সারিয়ে দেব। চল, এক্ষুনি চল। ছ' হপ্তা লাগে কান সারতে। টায়টোয় ছ' হপ্তা পেয়ে যাবে। প্লীজ এটা নিয়ে ঝামেলা কোর না।" কানের কানপাশা stapled হয়ে গেল মুহূর্তেই। আশীর্বাদের জন্য প্রথম প্রস্তুতি। বন্দনাকে ফোনে জানাল শমিতা। "হয়েছে। কানে ফুটো।"

—"বাঃ। তবে কেন বলছিলে মেয়ে রাগী? ভয় পেতে হবে? মেয়ে তো লক্ষ্মী।"

—"হ্যাঁ, লক্ষ্মী বটে। বেরুবে, গুণপনা সবই বেরুবে। লোক ভালোই, কিন্তু লক্ষ্মী নয়।"

বন্দনা এসে পড়ল, মেয়ে নিয়ে শাড়ি কিনতে যাবে। দিব্যি লক্ষ্মী মেয়ের মতোই একবেলা একটু তাড়াতাড়ি ফিরল পুপসি। শমিতা অবাক।

—"বাঃ। শাশুড়ির জন্যে তো দিব্যি তাড়াতাড়ি ফেরা হয়। মা বললে রাত বারোটার আগে ছুটি মেলে না। পুজোর কাপড় জীবনে কিনতে যাও না।"

—"কী? হিংসে হচ্ছে? ছি মা। হিংসে করে না। তুমিই তো বললে এসব তুচ্ছ ব্যাপারে নীতির লড়াই করতে হয় না। শাড়ি কেনা অতি তুচ্ছ ব্যাপার।"

বেশ গোটাকতক শাড়ি কিনল বন্দনা। শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজপিসও আছে, জামা করতে দেওয়া হল। পুপসিও দিব্যি বিনাবাক্যব্যয়ে নিজের দর্জিকে গিয়ে হাতাওয়ালা ব্লাউজের মাপ দিয়ে এল। এবার জুতো। জমকালো একখানা বেনারসী শাড়ি হয়েছে। তার জন্যে জরির চটি চাই। ম্যাচিং হতে হবে তো? কিন্তু মেয়ে যাবেই বাটা-তে। নর্থস্টার কিনবে। যা কাজে লাগবে, তাই কেনা ওর মত।

—"না। আমি কিছুতেই তোমাকে ওই বিশ্রী নোংরা ন্যাকড়ার নর্থস্টার কিনতে দেবো না।" বন্দনা অনড়। "চটিই কিনতে হবে। লাল, জরির চটি। তত্ত্বে সাজানো হবে।"

বাটার দোকান থেকে শেষ পর্যন্ত কেনা হলো কী? লিপস্টিক, পাউডার, কাজল, ব্রাশার, ক্রীম, শ্যাম্পু দোকানে এসমস্তই আছে। কিন্তু জরির চটি নেই। সেটার জন্য ফুটপাতে কিনতে যেতে চাইছিল পুপসি। বন্দনা শুনল না, "অন্য দোকানে চলো।"

"শুধু শুধুই কিনছ। ও আমি জীবনে পরব না। জবি-ফরি।"

"পরতে তো বলিনি? তত্ত্বে সাজিয়ে দিতে হবে তো?" বন্দনারও সাফ জবাব। "লোকে দেখলে বলবে কী?"

"ওই বেনারসী শাড়িটা যে তুমি কিনলে, ওটা আশীর্বাদে পরবো না?"

"ওমা সেকি? ওটা পরবে কেন? ওটা তো তত্ত্বে সাজিয়ে দেবো? আশীর্বাদের দিন তোমাদের বাড়ির শাড়ি পরতে হয়।"

—"অঃ। বাড়ির শাড়ি? তার মানে মার শাড়ি।"

—"মার শাড়ি কেন পরবে? মাকে বলবে, তোমাকে নতুন শাড়ি কিনে দেবেন।"

—"তার মানে আরেকদিন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা? ইমপসিবল। আজকেই দু'জনের একসঙ্গে বেরুনো উচিত ছিল। দোকানে তো কত শাড়ি ছিল। আরেকখানা নিয়ে নিলেই ল্যাঠা চুকে যেত। কিন্তু শাড়ি কি না পরলেই নয়?"

—"মানে? প্যান্ট নয়, বেশ গর্জাস একটা সালওয়ার কুর্তা পরলে হয় না? মুভমেন্ট অনেক ইজি"—

—"মুভমেন্টের দরকারটা কী? চুপটি করে আসনে বসে থাকবে। নড়বে না। সালওয়ার পরে বিয়ে হয়েছে কখনও বাঙালী মেয়ের? বেনারসী চাই।"

—"বিয়ে তো হচ্ছে না? হচ্ছে এনগেজমেন্ট।"

—"সে যাই হোক। সামাজিক অনুষ্ঠানে ওসব কুর্তাফুর্তা চলবে না। শাড়ি পরতে হবে। বেশ জমকালো শাড়ি।"

পুপসি শেষ চেষ্টা করে।

"শাড়ি খুলে গেলে জানি না কিন্তু।"

—"খুলবে না। মাকে বলবো, পিন করে দেবে।"

"পিন করলে ছিঁড়ে যাবে।"

—"গেলে যাবে। আবার হবে।" বন্দনাও মরিয়া। যতই জেদী বউ হোক, সে ছাড়বে না। ভয় পাবে? ঈশ। সে না শাশুড়ি?

তৃতীয় অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য

—"মাটিতে শুয়ে পড়। মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড। হাতটা গালিয়ে দে. যদ্দূর যায়—" বড়মাসি ইন্সট্রাকশন দিচ্ছেন ভূলুণ্ঠিত শমিতাকে। ভুঁড়ির জন্যে নিজে যেহেতু পারছেন না। শমিতা হাত গলিয়ে গলিয়ে নানারকম বাক্স বের করছে। মার গয়না। ঠাকুমার গয়না। নিজের বিয়ের গয়না। বাবার ঘড়ি-আংটি, কর্তার ঘড়ি-আংটি-বোতাম। "ঐ তো, ঐ তো, তোর কর্তার বোতাম। ঈশ, পালিশ করার আর টাইম নেই। দেখি, যদি একটা চটকা লাগিয়ে দিতে পারি।" গর্তটা থেকে বাক্সর পর বাক্স

বেরুচ্ছে। বাক্সর পর বাক্স খোলা হচ্ছে। কনেকে কী পরিয়ে সাজানো হবে স্থির হচ্ছে। শমিতা নিজের গয়নাও যদি কিছু না পরে, ভালো দেখাবে কেন? বড়মাসি সব বেছে-টেছে ঠিকঠাক করে দেবেন। শমিতার কাজ শুধু মাটিতে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে টেনে টেনে বাক্স বের করা।

—"অত্যন্ত বিশ্রী এই ভোল্টটা নিয়েছিস।"

—"সেবার ওখানে জল ঢুকে যাবার পরে এইখানে সব সরিয়ে নিতে হলো।" এই সময় ঐ ঘরে আরেকজন উটকো লোকের আবির্ভাব হলো। লোকটা ঠিক পাশেই এসে দাঁড়ালো শমিতাদের। ওখানেই ওর ভোল্টটা। শমিতা শুয়ে শুয়েই মুখটা তুলে টেরিয়ে টেরিয়ে দেখতে চেষ্টা করলো। খুবই অস্বস্তিকর শারীরিক পজিশন এটা। মন্দিরে মানায়। কিন্তু এটা ব্যাংক।

ঐ লোকটার অবস্থাও বিপরীত রকমে সঙ্গীন। খুব একটা লম্বা লোক নয়। তার ভোল্টবাক্সটা আবার অনেকটা উঁচুতে। ডিঙি মেরে মেরে অতিকষ্টে বাক্স বের করছে। পাশেই একটা ট্রলি টেবিলে রাখছে। আবার ডিঙি মেরে উঁকি মেরে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে আরেকটা বাক্স। "ইচ্ছে করলেই বড়দি ওই টেবিল থেকে লোকটার অন্য বাক্সটা নিয়ে নিতে পারে"—শমিতা ভাবল।

—"কোনো প্রিভেসি নেই। কোনো সিকিওরিটিও নেই। যাচ্ছেতাই।" হঠাৎ বলেও ফেলল কথাটা সে বেশ জোরেই।

—"যা বলেছিস শমি"—বড়মাসি ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকান। যেন ওরই দোষ। ও কেন ঢুকেছে। শমিতা বোঝে ভদ্রলোকের দোষ নেই। তারও তো কাজেই ঢোকা। তবু রাগ হয়। লোকটা দেখতে বেশ ভদ্র, নিরীহ, সভ্যভব্য। ভয়ের কিছু নিশ্চয়ই নেই। তবু, যদি দুষ্টু লোক হয়? এই মাটির নিচের ঘরে—নিভৃতে শমিতাদের খুন করে রেখে গেলে? অতগুলো গয়নার বাক্স। লোকটার সামনেই খোলা ছাড়া উপায়ও নেই। তিনটের সময় বন্ধ হয়ে যাবে। ভেতরে কেন যে পুলিশ থাকে না? যাক, লোকটার কাজ শেষ হয়ে যায় বেশ তাড়াতাড়িই। সে বাক্স বন্ধ করে হঠাৎ একগাল হাসে। তারপর হাত জোড় করে বলে—"আপনিই তো শমিতা দাশগুপ্ত? আমি হচ্ছি ররির ছোটমামা। বন্দনার ছোড়দা। এখানে আপনি যে-উদ্দেশ্যে, আমিও সেই উদ্দেশ্যে।" হাসিমুখে নমস্কার করেন ভদ্রলোক।

—"ররির ছোটমামা!" (ছি ছি, কী ভাবল।)

—"নমস্কার। নমস্কার। আর ইনি পুপসির বড়মাসি।" আমার বড়দি। শমিতা শয়ান অবস্থাতেই সাধ্যমতো ভদ্রতা করার চেষ্টা করে। কিন্তু বড়মাসি স্মার্ট লোক।

—"কিছু মনে করবেন না ভাই। আপনাকে তো চিনি না? তাই ভেবেছিলাম কে না কে। বাইরের লোকের সামনে এতগুলো গয়না—"

—"তা তো বটেই, তা তো বটেই"—

—"তাহলে, মঙ্গলবার সন্ধেবেলা দেখা হবে?" বলে বড়মাসি একটা ফাইনাল

হাসি হেসে দেন। শমিতা তো সেই মুহূর্তে এমনিতেই "মাটিতে মিশিযে" শুয়ে আছে—লজ্জায় লোকেব যা কবতে চাইবার কথা। নতুন করে করার কিছু ছিল না।

বাড়ি ফেবাব পথে শেষ পর্যন্ত—

—"বডদি ? অত ভারী ঝাডলণ্ঠন ঝুমকো তো নিচ্ছিস. কিন্তু পুপসিব কানে তো রস গড়াচ্ছে। এখনও নিমকাঠি। কান তো সাবেনি।" শমিতা বলেই ফ্যালে।

—"চমৎকাব। কানে নিমকাঠি পরে মেয়ে সেজেগুজে আসনে বসবে ?"

—"ধরো দু'খানা বেশ কচিকচি নিমপাতাসুদ্ধু কাঠি, বেশ আর্টিস্টিক কবে যদি লাগানো যায় ?"

—"কনে পাতাসুদ্ধু নিমেব ডাল পববে কানে ?"

—"আহা, শান্তিনিকেতনে যেমন ফুলেব গযনা পবতেন না সুধীরাদি ? তেমন কিছু যদি, নিমপাতা দিযে—"

—"সোনা। সোনা পবাতে হবে। সোনা। ওসব ডালপালা চলবে না। এক্ষুনি গিয়েই একটা মাকডি পরিযে দিচ্ছি। মাবকিউবোক্রোম লাগিযেছিস ? যত্তো পাগলেব কাণ্ড।"

তৃতীয় অঙ্ক : দ্বিতীয় দৃশ্য

—"ওরে ব্লাউজগুলো আনিযেছিস ? ওদেব বাডিতে পাঠাতে হবে।" শমিতাব হঠাৎ মনে পড়েছে।

—"কিসেব ব্লাউজ ?"

—"ঐ পুপসিব শ্বশুববাডি থেকে যে শাডিগুলো দিচ্ছে তাব সঙ্গেব ব্লাউজপিসগুলো সব দিযে গেছে, জামা কবিযে দিতে।"

—"অনেকগুলো শাডিও দিচ্ছে নাকি ? এই যে শুনলাম জডোযাব সেট দিচ্ছে—"

—"সেও দিচ্ছে। তাব ওপব দেখলুম তো বেশ কযেকটা ব্লাউজ কবাতে দিলে—"

—"বেশ কযেকটা ব্লাউজ ? ওবা তবে তত্ত্ব কবছে ? বেশ কযেকটা ব্লাউজ মানেই বেশ কযেকটা ট্রে।"

—"তা হবে।" শমিতাব নিশ্চিন্ত উত্তবে বডমাসিব গা জ্বলে যায। গলায উদ্বেগ নিযে বডমাসি বলেন:

—"আব আমবা ?"

—"আমবা মানে ?"

—"বাঃ। ওবা তত্ত্ব কববে, আমাদের তত্ত্ব ?"

—"আশীর্বাদে আবার তত্ত্ব কী? আমাদের ওসব তত্ত্বফত্ত্ব নেই। আমরা বিয়েতে তত্ত্ব করবো।"

"বা, বা। দু'পক্ষের লোকজন আসবে. একসঙ্গে দু'পক্ষের আশীর্বাদ হবে. বরপক্ষ থেকে থালা থালা তত্ত্ব আসবে, আর কন্যেপক্ষ ভোঁ ভাঁ? তাই কখনও হয়? খুব খারাপ দেখাবে।" শমিতার বড়দি মুখঝামটা দেন। শমিতা তাতে ঘাবড়ানোর পাত্রী নয়।

—"দেখাদেখির কী আছে? ওদের ইচ্ছে হয়েছে ওরা দিচ্ছে।"

—"তোমার ইচ্ছে হয়নি, তুমি দিচ্ছো না। এই তো? সেইটাই বলছি। অন্যলোকেও ঠিক তাই বলবে।"

—"ইচ্ছে হবে না কেন? এই তো এই টাইটা বের করেছিলুম দোব বলে। বোতামের সঙ্গে, আর ঘড়ির সঙ্গে। তা মেয়েই দিতে দিচ্ছে না। দ্যাখো কী সুন্দর টাই?"

—"টাই? হঠাৎ টাই কেন?"

—"খাস বেনারস থেকে আনা। বেনারসী সিল্ক ব্রোকেডের টাই। পুপসির বাবাকে আমাদের বিয়ের সময়ে আমার বেনারসের সেই ব্যাচেলর জ্যাঠশ্বশুর দিয়েছিলেন দু'খানা। তারই একখানা তুলে রেখেছিলাম। চমৎকার দেখতে। এযাবলুম বলে কথা।"

—"পঁচিশ বছর তুলে রেখেছিলি?"

—"সাতাশ। একদম নতুন আছে। চকচকে।"

—"টাই দিলে সঙ্গে সুটও দিতে হয়। বুঝেছ?"

—"তা কেন? এই যে বোতাম দিচ্ছি, কৈ ধুতিপাঞ্জাবি তো দিচ্ছি না?"

—"কিসের জন্যে দিচ্ছ না? দেওয়াই তো উচিত।"

—"জীবনেও ধুতি পরবে না ও-ছেলে. দিয়ে নষ্ট করে কী লাভ? ধুতি এখন শাড়ির চেয়ে দামী।"

—"তবে বোতাম দিচ্ছিস কেন? বোতাম কিসে পরবে?"

—"ছেলের বাবা তো বারণই করেছিলেন। বলেছিলেন ছেলেকে একটা ইলেকট্রিক টাইপরাইটার দিতে। জার্নালিস্ট মানুষ। কাজে লাগবে। ঘড়ি ওর আছে। বোতাম পরে না।"

—"সে তো বেশ ভালো হতো। বেশ নতুন জিনিস। যেটা কাজে লাগবে।"

—"ধুৎ। দু'হাতে করে ধানদুব্বোর সঙ্গে ছেলের মাথায় টাইপরাইটার তুলে দেবো নাকি? আশীর্বাদী? তাই কখনও হয়? তাছাড়া পুপু বেঁকে বসলো।"

—"বেঁকে বসলো?"

—"বললো, তাহলে ওকেও ইলেকট্রিক টাইপরাইটার দিয়েই আশীর্বাদ করতে হবে। ও-ও পেশাদার জার্নালিস্ট। ওও তো শাড়ি গয়না পরে না। ওরও ওইটেই

বেশি কাজে লাগবে। দু'জনে একই চাকরি করে, ছেলের বেলায় একরকম, মেয়ের বেলায় অন্যরকম চলবে না।"

—"তারপর?"

—"তখন ওঁরা বললেন, 'আপনার যা খুশি তাই দিয়ে আশীর্বাদ করুন, আমরা তা বলে টাইপরাইটার দিয়ে বউকে আশীর্বাদ করতে পারবো না।' তাই পুপুর বাবা বিলেত থেকে জামাযের ঘড়িটা আনবেন। আর বোতামটা—পুপু বলেছে, পুপুই কুর্তায় পরবে।"

—"শমি, তোর শ্বশুরবাড়িতে তত্ত্ব থাক না থাক আমাদের তত্ত্ব সাজাতেই হবে। নইলে বড্ড খারাপ দেখাবে রে।"

—"আজ বাদে কাল কাজ। এখন তত্ত্বের ব্যবস্থা করবো কী করে? দেবোটাই বা কী? ধুতি পাঞ্জাবি তো জঞ্জাল।"

—"জঞ্জাল দিবি কেন? ছেলে যা পরবে তাই দে।"

—"টী শার্ট আর ব্লু জীনস?"

—"তা কেন? তুমি বাছা স্যুট দাও। ওরা বেনারসী দিচ্ছে। আমি আজই মাস্টারকে খবর দিচ্ছি, দু'দিনে বানিয়ে দেবে। তুমি শুধু ছেলেকে ধরো মাপের জন্যে। আর স্যুট-লেংথটা কিনে আনো। যাও, ফোন করো, ছেলেকে পাকড়াও। এক্ষুনি।" বড়মাসির ছাড়ান নেই। শমিতা ছুটল ফোন করতে। তক্ষুনি। সন্ধে ৮টার সময় মাস্টারকে এনে ফেলবে বড়দি।

—"হ্যালো। মিস্টার মুখার্জি? আজ সন্ধে আটটায় রবিকে একবার পাঠিয়ে দেবেন? স্যুটের মাপ দিতে হবে।" ওপারে যেন বিজলীর শক লাগে। রবি শিউরে উঠেছে, বোঝা গেল।

—"স্যুট? রবিকে স্যুট দেবেন আপনারা? ক্ষেপেছেন? আমার বিয়েতে তিনখানা স্যুট পেয়েছিলুম। তিরিশ বছর ধরে বছর বছর শুধু রোদে দিচ্ছি আর ন্যাপথলিনে জড়াচ্ছি। মাথা খারাপ? খবদ্দার না। কোম্পানির কাজেই স্যুট পরতে লাগে না, তো জার্নালিজমে।"

—"তাহলে? কী দেবো আমরা তত্ত্বে?" শমিতা হাহাকার করে ওঠে।

—"ও, তত্ত্বে? শার্টপ্যান্ট, শার্টপ্যান্ট।"

—"শার্টপ্যান্ট? বেশ দেখি মাস্টারকে বলে যদি করে দেয়। শার্ট কি এত তাড়াতাড়ি—"

—"করাবেন কেন? পিকাডিলি! পিকাডিলি। ওখানে সব রেডিমেড পাওয়া যায়, একঘন্টা সময় দিলেই সব ফিটিং করিয়ে দেবে। ফার্স্ট ক্লাস সার্ভিস। তালপাতার সেপাইদেরও ফিট করিয়ে দেবে।"

—"পিকার্ডিলিটা আবার কোথায়?"

—"চলুন আমি নিয়ে যাচ্ছি—ববি এখনও বাড়িতে আছে. পিকাডিলি আধঘণ্টার মধ্যে খুলে যাবে—"

—"ওখানে কি স্পোর্টসজ্যাকেটও"—

—"স-ব। স-ব। কিন্তু অত দেবেন কেন? কিচ্ছু দরকার নেই। 'তত্ত্ব' বলে কাতরে উঠলেন, তাই ভাবলুম নিয়ে যাই। অত দেবেন না. অত দেবেন না, ডোন্ট স্পয়েল হিম। এ যে জামাইআদর শুরু করে দিলেন।"

—"জামাই তো?" শমিতা এবার হুড়মুড়িয়ে হেসে ফ্যালে। "সত্যি মিস্টার মুখার্জি, আপনি না।—"

তৃতীয় অঙ্ক : তৃতীয় দৃশ্য

বড়মাসির বড় আনন্দ। শার্ট, প্যান্ট, জ্যাকেট, বাঃ। দিব্যি তত্ত্বের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—এর সঙ্গে গেঞ্জী. ইজের, জুতো, মোজা, রুমাল. বেলট. তোর সেই বেনারসী টাইটা, তেল. সাবান, শেভিং সেট, ওডিকোলোন, চিরুনি বুরুশ—চমৎকার। বড়মাসির আনন্দ ধরে না।

—"আয়্যাম স্যরি টু স্যে দিস, কিন্তু মাগো, তোমার বেনারসী টাইটা কিন্তু চলবে না।" দুঃখিত গলায় পুপসি বলে। "—আজকাল সরু টাই কেউ পরে না। তাছাড়া বড্ড ঝকমকে। ব্রোকেড টাই কেউ পরে?"

—"পরে না? বেনারসী সিল্ক ব্রোকেড?"

—"বরং ওটা বিয়েতে দিও। ততদিনে হয়তো ওইটেই ফ্যাশন হয়ে যাবে। কে বলতে পারে?" পুপসি সান্ত্বনা দেয়।

—"এবার তবে ছেলের টয়লেটের জিনিসগুলো কিনে ফ্যাল? জুতো, মোজা, রুমাল টুমাল পুপসি আর ববি গিয়ে কিনে আনুক বরং—"

—"সেই ভালো"—নাচতে নাচতে পুপসি ববিকে ফোন করতে থাকে।

—"ছেলের টয়লেটের জিনিসগুলোও গড়িয়াহাট থেকে আজই কিনে নেবো কি?"

—"প্রথমেই শ্যাম্পু চাই। ববির চুলগুলো বাপ্ বড্ড কাগের বাসা হয়ে থাকে" —বড়মাসি বলেন. "শিবু লিখে নাও—শ্যাম্পু, ওডিকোলন. ট্যালকম পাউডার, চিরুনি বুরুশ, তেল সাবান. শেভিং সেট, শেভিং ফোম, আফটার শেভ—"

—"ও কী? ও কী?" পুপু ফোন ধরেই হেসে গড়িয়ে পড়ে। "শেভিং সেট দিয়ে কী হবে? আফটার শেভ? ববির তো একমুখ দাড়িগোঁফ।"

—"তা হোক। দিতে হয়।"

—"মোটেই না। তার চেয়ে বরং একটা ডিওডোর‍্যান্ট দিও। ছেলেকে আশীর্বাদ করতে এসে লোকে যাতে পালিয়ে না যায়।"

—"বেশ। শিবু, লেখো. ওডোনিল।"

—"ওডোনিল?" শিবু আপত্তি করে।

—"সে কি বড়দি? সে তো বাথরুমের জন্যে। মানুষের জন্যে আলাদা"—

পুপসির হাসি আর থামে না। "বড়মাসি, তোমরা ওটা ছেড়ে দাও দিকি? এবার আমিই বাবাকে ফোন করে দিচ্ছি—বিলেত থেকে টয়লেটের জিনিস নিয়ে আসবেন —ওখানে অনেক কিছু মেলে—"

শিবতোষ এসে পড়লো আশীর্বাদের ঠিক আগের দিন। সবাই মিলে বসে গেল তার বাক্স ঘাঁটতে। বাঃ। চমৎকার ঘড়িটা তো? কী অপূর্ব টাইগুলো বাবা? প্রসাধনদ্রব্যও প্রচুর—শমিতার লিস্টি ধরে কিনেছে শিবতোষ। কিছুই ভোলেনি। শ্যাম্পু, সাবান. ডিওডোর‍্যান্ট. ওডিকোলোন. ট্যালকম, এমনকী একটা পুরুষমানুষের পারফিউম পর্যন্ত এনেছে বুদ্ধি করে। কই কই দেখি, কী আনলে?" মহা উৎসাহে ছুটে যায় শমিতা।

—"ও মা। এগুলো সব দিশি গো?"

—"দিশি কী? সমস্ত নিউ ইয়র্কে কেনা।" শিবতোষ আশ্চর্য হয়ে যায় শমিতার নির্বুদ্ধিতায়।

—"কিন্তু এগুলোই তো দিনরাত গড়িয়াহাটে দেখি। অন্য কোনো বিলিতি কোম্পানি কি ছিল না? এ তো এখানে পাওয়া যায়।" শিবতোষ যারপরনাই মর্মাহত। সে নিজে প্রসাধনদ্রব্য ব্যবহার করতে অভ্যস্ত নয়।

—"ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি ওলড স্পাইস খুব নামকরা বিলিতি কোম্পানি, এখন তুমি বলছো দিশি? এগুলো দিশি?"

—"সত্যিই তো খুব নামকরা কোম্পানি, বাবা"—পুপসি ছুটে আসে বাবাকে রক্ষা করতে।

—"দেশেরগুলো সব নকল। ভেজাল। মা কিচ্ছু জানেন না। খালি শিশিতে দিশি জিনিস ভরা। তুমি মার কথা শুনো না তো? খুব ভালো কোম্পানি ওলড স্পাইস।" শিবতোষের মুখ আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বিদেশে থাকে বলে কি সে শ্বশুর হতে জানে না?

চতুর্থ অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য

জাহাজ থেকে এসে পড়েছেন ছেলের কাকা, টবি, নেভাল কম্যাণ্ডো, সময়মতন ছুটিটা জুটে গেছে। ব্যাচেলর মানুষ, দাড়িগোঁপভর্তি মুখ। গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন একধারে—যখন তত্ত্ব সাজানোর ফাইনাল লিস্ট হচ্ছে। —"সবই এসে গেছে। এখন বাকী শুধু চিরুনী, বুরুশ, মোজা, রুমাল—"

—"আর একটা দাঁড়ি আঁচড়ানোব চিরুনিও লিখে নি।" ছেলেব কাকা বলে ওঠেন।

—"আর একশিশি দাড়িব আতর, একশিশি লাইসিল। ব্যাস, তবেই টযলেটেব ট্রে পারফেক্ট।"

বড়মাসি লিখে নেন—"দাড়িব চিরুনি, দাড়ির আতর, লাইসিল।"

শিবুমামা ব্যাগ নামিয়ে ফ্যানেব নিচে মোড়াটা টেনে নেন।

—"এই নাও। চিরুনি, বুরুশ মোজা, রুমাল, দাড়ি আঁচড়াবাব চিরুনি কেউ দিতে পাবল না। একটা দাড়িওলা দোকানদাব এইটে দিল। একদিকে সরু, একদিকে চওড়া। বলল এটা দিয়ে দাড়ি, ভুরু, দুটোই আঁচড়ানো যাবে। বড়বাজাব থেকে আতর এনেছি। দাড়িব জন্য আলাদা কোনো ব্রাণ্ড নেই। গোলাপী, জেসমিন, হাজাবটা গন্ধ। মাথা খারাপ হবাব যোগাড। এইটে এনেছি। কিন্তু সাজিযে দেবে কিসে? বিশ্রী দেখতে তো শিশিটা। আব এই নাও লাইসিল।"

শিবুমামাব বক্তৃতা থামতে না থামতে বাঘেব মতো ঝাঁপিযে পডল পুপসি।

—"তোমবা সত্যি সত্যি তত্ত্বে লাইসিল সাজিয়ে দিচ্ছো? তোমাদেব কি মাথা খাবাপ? তোমবা জানো না লাইসিল উকুনেব ওষুধ? এতে ববিকে অপমান কবা হয। ওবা তবে তত্ত্বে তোমাদের মেযেকে দাদের মলম সাজিযে দিক? ঠাট্টাও বোঝো না?" শিবুমামা স্তব্ধ। বড়মাসিব এতক্ষণে মুখ খোলে।

—"এ আবাব কী ধরনের ঠাট্টা? আমি কী করে বুঝবো—"

"যাগ গে যাক, দেখি আতরটা কেমন? আঃ কী সুন্দব গন্ধ। তত্ত্বে-ফত্ত্বে দিযে কাজ নেই, ও-বাড়িতে চলে যাবে। কবে বিয়ে হবে তার ঠিক নেই, ততদিনে ওই আতব উবে যাবে! চাকরিবাকরিব ঠিক নেই, তোমরা বিয়ে বিয়ে করে নেচে উঠলে। দেখি, আতবটা আমাকে দাও—"

—"নেচেছি কি সাধে মাগো?" বডমাসিব পষ্ট কথা। "—তোমবা যা নাচানাচি শুরু কবেছিলে তাতে বাপমাযেব আব না নেচে উপায ছিল না যে?" পুপসি পালিযে যায। "লাইসিলটা বাথরুমে থাক", বড়মাসি রায় দেন। "চিরুনিটা তত্ত্বে যাক।"

চতুর্থ অঙ্ক : দ্বিতীয় দৃশ্য

বড়মাসি মেঝেতে বাবু হযে বসেছেন। সামনে নানান সাইজের ট্রে। সেলোফেন কাগজ, বঙিন ফিতে, জরিব টুকবো, পুবোনো বাখী, শোলাব ফুল, নাইলনেব ফুল, পাতা, রাংতা, কাঁচি, আঠা, মার্বেল পেপাব, লেসেব টুকবো, ভীষণ ব্যস্ততা ঘবময় —ট্রাউজার্স আব জ্যাকেট ছাডা সব এসে গেছে। এক ঘণ্টায ফিটিং হবাব কথা ছিল। কিন্তু ববি কষ্ট কবে তুলতে যেতে পারেনি বলে দোকান বন্ধ হযে গেছে।

ওই ট্রে দুটো লাস্ট মোমেন্টেব জন্যে থাকবে। "লাস্ট মোমেন্ট" ব্যাপারটা ভীষণ জরুবি এ-বাড়িতে। তত্ত্ব সাজানো চলছে।

একডালা ফল-মেওযা যাবে—ছোট্ট ছোট্ট বঙিন চুপড়ি এসেছে। ডালাতে সাজানো হবে সুশ্রী পাঁচবকম ফলেব চুপড়ি—তাব একথালা মেওযা। বাদাম পেস্তা কিসমিস আব সঙ্গে ছেলের (মেয়েবও) প্রিয খাদ্য, চকোলেট। এটাও বাবা এনেছেন বিলেত থেকে।

হঠাৎ বড়মাসি চেঁচিযে ওঠেন, "শমি!—ছ'টা ট্রেব জন্যে ঝট কবে ছ'টা কবিতা লিখে দে তো ভাই? ছেলেব বাড়ি থেকে যতো যাই সাজাক, কবিতা তো লিখে দিতে পাববে না? আমবা কবিতা সাজিয়ে দেবো তত্ত্বে"—বলতে বলতে হঠাৎ এই আবিষ্কাবে বড়মাসিব স্ববেই প্রকাণ্ড রকম গৌবব বৃদ্ধি পায। নাঃ, এখানে ববপক্ষ জিততে পারবে না। যত যাই দিক। তত্ত্বে নানাবকম কারুকলা হয। আজকাল তো তত্ত্ব সাজানোব প্রফেশনাল আর্টিস্ট ভাড়া পাওয়া যায। আগে মা মাসি ঠানদিবা তত্ত্ব সাজাতে এক্সপার্ট ছিলেন। এখন সবই স্পেশালাইজেশনের যুগ। তবে হ্যাঁ বড়মাসিকে একজন এক্সপার্টই বলা যায। লোকে তাঁকে ডেকে নিয়ে যায় বাড়ি বাড়ি তত্ত্ব সাজাতে। কবিতা দিয়ে তত্ত্ব সাজানো কি সোজা মাথায আসে? সঙ্গে সঙ্গে কাগজকলম নিযে ওবই মধ্যে মহোৎসাহে শমিতা বসে যায়। —"কবিতা হবে না, তবে ছ'টা ছড়া হতে পাবে, বড়দি"—"ওই হলো"—বড়মাসিব ওতেই কাজ চলে যাবে।

খুশি মনে শমিতা কলম কামড়ায, বড়মাসি কাঁচি চালান। কানাই আবেকবাব চা দিযে চলে যায—

—"দিদি, কেটাবাব এসেছে।"

—"ওই তো বললুম—"

—"কোল্ড ড্রিংক কাবা সাপ্লাই দেবে? ওবা না আমবা?"

—"আমবা! আমবা। কল্যাণ চাকবি কবে তো থামস আপেই—অনেক সস্তায পাচ্ছে সে—"

—"ওকে বলে দে, আমবা। আমবা।" লোক মাবফৎ নিচে প্রতিধ্বনি চলে গেল কেটাবাবেব কানে,—"আমবা। আমবা।"

—"দিদি, কেটাবাব জিজ্ঞেস কবছে—পানেব ব্যবস্থা কবেছেন তো? লিস্টে পান লেখা আছে। কিন্তু সেটা ওবা নাকি সাপ্লাই দেয না। মিষ্টিও যেমন দেয না।"

—"দেয না বুঝি? সব্বোনাশ। শিগগিব ছুটে যা, চিন্তামণিব দোকানে বলে আয।" শমিতা সমাধান দেয।

"চিন্তামণি পাববে। ওই যে আমার জন্যে যেমন পান করে, মিঠেপাতা, এলাচ, সুপুবি, চমনবাহাব—তাই করুক না? পানে গুচ্ছেব জ্যাম-জেলি দিতে হবে না। তিনশ পান বলে দে। ঠোঙা দেয যেন। আব কিছু দেবে পানে?"

—"ছানা দিতে পারে।"

পাত্রের কাকা সেখানেই দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাচ্ছেন।

—"খুব হেলথ ফুড ফ্যাড হয়েছে। আজকাল পানে ছানাটা খুব চলছে দিল্লি বম্বেতে। পান-পনীর।"

—"পান-পনীর? সে আবার কেমন খেতে?"

—"গ্র্যাণ্ড। হেলথ ফুড স্টোরে তো পাওয়া যায়। খাননি?"—এবার পাত্রের কাকার মুখের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকেন বড়মাসি। "পান-পনীর? না বাবা, সেসব আমরা খাইনি।"

—"সে কি কলকাতায় চলবে? তার চেয়ে আমার মনে হয় ওই মিঠে পানই ভালো। পান-পনীর থাক।" ছড়া লিখতে মগ্ন শমিতার এতক্ষণে টনক নড়ে।

—"পান-পনীর? কে? কে বলেছে কথাটা? কার মগজে জন্মেছে? ওঃ আপনি? তাই বলুন। তত্ত্বে লাইসিল ঢুকিয়েও হয়নি, আপনি এখন পানটা ধ্বংস করতে এসেছেন। সত্যি মিস্টার মুখার্জি, কেন যে আমার দুর্বুদ্ধিটা হলো একসঙ্গে উৎসব করার? শিবু, তোকেও বলিহারি—পানে ছানা কেউ দেয়? তুইই বা শুনছিস কেন ওর বাজে কথা—যতো কুবুদ্ধি দুষ্টুবুদ্ধি নষ্টবুদ্ধি।"

ছেলের কাকা টবি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃদুমৃদু হাসে। হাসি দেখেই শমিতা রাগে ফেটে "ও, আপনিই? আপনি এখানে কি করছেন? এখানে আপনার কি দরকার? যান বাড়ি যান। বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করুন।"

—"ঐ যে, কোটাবাবা। তারপর আসবে ডেকরেটর। ইলেকট্রিকের লোক। আপনাকেই তো সবাইকে অ্যাটেণ্ড করতে হবে। তাই এলাম। আপনাকে হেলপ করছি। দাদা পাঠিয়ে দিলেন।"

—"হেলপ করছি? এর নাম হেলপ? এক্ষুনি শিবু পানে ছানা অর্ডার দিয়ে দিচ্ছিল। এটা কি ইয়ার্কি মারার সময়? আচ্ছা মানুষ মশাই আপনি।"

—"মেয়ের বিয়েতে অমন একটু আধটু হয়েই থাকে।"

—"বিয়েটা কি কেবল আমার মেয়ের? অ্যাঁ?"

—"নো, নো, অফ কোর্স নট। বিয়ে আপনার মেয়ের, আর আপনার জামাইয়ের।"

—"আর আপনার তবে কে? আপনাদের কিছু নয়?"

—"নিশ্চয়ই! আমরা তো খেতে আসবো। নইলে খাবেটা কে?"

—"তবে তাই আসবেন। এখন বাড়ি যান দিকিনি? উঃ"—

—"দাদা বলেছেন, যাও, মিসেস দাশগুপ্তকে"—

—"হেলপ করো। উঃ—যেমন দাদা"—

—"ঐ যে দাদা নিজেই এসে গেছেন।"

—"এই যে। এই যে। মিস্টার মুখার্জি কী একখানি ভাইকেই পাঠিয়েছেন—"

—"করেছে? করে ফেলেছে? ওয়াণ্ডারফুল।"

—"কি করবে? করবেটা কী?"

—"ঐ যে ডেকরেটারদের সঙ্গে গিয়ে দেখবে কোথায় কী হচ্ছে—ক'টা টেবিল, ক'টা চেয়ার গুনে নেবে—সি ই এস সি'র মিটারটা"—

—"মুণ্ডু করেছেন। এখানে বসে বসে সব গোলমাল পাকাচ্ছেন—" ছেলের কাকা মিটিমিটি হাসেন. বিন্দুমাত্র বিচলিত মনে হয় না তাঁকে।

—"কী রে শমি? কদ্দুর এগোলো?"

যাক শমিতার বড় জা তাহলে এসে পড়েছেন। শরীরটা ভালো ছিল না, উনি শেষ পর্যন্ত আসতে পারবেন কি না বর্ধমান থেকে. তারই ঠিক ছিল না। শমিতার আনন্দ ধরে না।

—"এসেছো? দিদিভাই? এসো এসো—এই যে এঁরাই হলেন আমাদের নতুন কুটুম—এই যে, ইনি আমার ভাসুর, আর ইনি আমার খুড় ভাসুর"—আহ্লাদে ডগমগ শমিতা উথলে ওঠে। কিন্তু বড় জা স্তম্ভিত হয়ে যান। তারপর বলেন:

—"কী বললি? তোর—ভাসুর?"

—"স্যরি, শ্বশুর।" শমিতা কি একটু ঘাবড়ে যায়?

—"তোর শ্বশুর? শমি?"

—"না, না, মানে, আমাদের জামায়ের।"

—"তোর জামায়ের শ্বশুর? ওঃ বুঝছি। চল দিকিনি, ওপরে চল। তোর বোধহয় ঘুমটুম হচ্ছে না ঠিকমতন।"

অগত্যা রবিই এগোয়।

—"অদূর ভবিষ্যতে পুপসির শ্বশুর হবো এমন একটা চান্স আছে। আপনি?"

—"নমস্কার, বেয়াইমশাই। আমি পুপুর জ্যাঠাইমা। আর আপনি?"

টবি এতক্ষণ চুপচাপ লক্ষ্মীছেলের মতো একধারে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার কথা বলতে পেয়ে বেঁচে যায়। গম্ভীর মুখে টবি বলল—

—"ঐ যে শুনলেন? খুড়-ভাসুর? আমি হচ্ছি একজন খুড়-ভাসুর।"

—"খুড়-ভাসুর আবার কী? জন্মে শুনিনি এসব শব্দ।" ছোকরাকে এক ধমক লাগান জ্যাঠাইমা। "কার খুড়-ভাসুর আপনি?"

—"লজিক্যালি ঠিকই আছে। আমি যদি কারুর ভাসুর হই, তবে আমার ছোটভাই খুড় ভাসুর হতেই পাবে। তাই না?"

রবি আন্তরিকভাবেই সাহায্য করার চেষ্টা করে।

—"ওটা খুড়শ্বশুর হবে"—সামলে নিয়ে শমিতা এতক্ষণে প্রুফ কারেক্ট করে দেয়।

—"পুপসির হবু খুড়শ্বশুর?" বড় জার মাথা ডিটেলে খুবই পরিষ্কার।—"তাই বল।"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"তা, ওঁদেব জলটল কিছু দিয়েছিস? বসুন আপনারা। বৈঠকখানা ঘরে—"

—"না না, ওবাও যে হোস্ট--দিদি, জয়েন্ট সেলিব্রেশন হচ্ছে না? এনগেজমেন্ট-কাম-আশীর্বাদ, দুই পক্ষ একসঙ্গে জয়েন্টলি, মনে নেই?" শমিতা ব্যগ্র হযে মনে করিয়ে দেয়। "সব খবচে হাফ অ্যানড হাফ।"

—"খুব মনে আছে। কিন্তু এই বাড়িটা কার? ওদের? না তোমাব? না হাফ এ্যাণ্ড হাফ? এখন ওঁবা তোমাব বাড়িতে এসেছেন। তুমি ওঁদেব বসাও। কুটুম বলে কথা! শববৎ টরবৎ দাও। চিবদিনেব পাগলি বযে গেলি? মেযেব বিযে দিতে চললি—তবু বুদ্ধিটা পাকল না।"

—"বসাবেন কী। এতক্ষণ ঝগডা কবছেন"—'খুড ভাসুর' কমপ্লেন কবেন চটপট।

—"ঝগডা কববো না? উনি এক্ষুনি ছানা দিযে পান সাজাতে অর্ডাব দিচ্ছিলেন দিদিভাই—জ্বালিযে মাবলেন উনি আমাকে—কেবল খ্যাপাচ্ছে—"

—"ভালই হযেছে। তোব একটা বেযাই-কাম-দ্যাওব জুটলো—ওটাব তো অভাব ছিল—"

চতুর্থ অঙ্ক : তৃতীয় দৃশ্য

ট্রে সাজানো প্রায কমপ্লিট। চমৎকাব দেখাচ্ছে। শমিতা নিজেব ছডা পডে নিজেই মোহিত। বডদিব এই আইডিযাটা দারুণ কিন্তু। এবাব চান কবতে পাঠাতে হবে একজন একজন করে। দুটো বাজে।

—"দিদি, নিচে আপনাব কাছে লোক এসেছে"।

—"কিসের লোক?" বলতে বলতে শমিতা নিচে নামতে থাকে। জিজ্ঞেস করাব চেযে গিযে দেখতে সময কম লাগে। ঝোলাঝুলি নিযে একটা দাডিওলা ছোকবা। বাঁচা গেল। এসে গেছে।

—"ওঃ, আপনি? আপনি তো ইলেকট্রিশিযান। তা, এত দেবি যে? চলুন, চলুন, আরো দুটো ফ্লাডলাইট লাগবে। ওই মড়াব-মতন-দেখানো-শাদা জ্বোবালো আলোগুলো আমার দু' চক্ষেব বিষ। হাজার ওয়াটেব ঐ একটার বদলে ঘবে দুটো পাঁচশোর—"

"আজ্ঞে, আমি 'নন্দিনী' পত্রিকা থেকে এসেছিলাম। ঐ যে ইন্টাবভিউ নিযে গেছে পরশু? আমি ওরই ফোটোগ্রাফাব।" শমিতা ঘাবডায না। সময বড্ড কম।

—"ওঃ ফটোগ্রাফ? নিন। নিযে নিন।"

—"আপনি একটু তৈরি হবেন না?"

—"তৈরি? তৈরির কী আছে? দেখছেন তো আমার মরবার সময় নেই।"

—"আপনার চুলটা—"

—"ওতেই হবে।" (শমিতা কি ফিল্মস্টার?)

—"কাপড়টা একটু গুছিয়ে—"

—"হাফ। হাফ ছবি নিন।" (শমিতা প্র্যাকটিক্যাল)।

—"আপনার হাতে কি ওটা থাকবে?"

শমিতা এবার তাকায়। হাতে? ওঃ। তত্ত্বে সাজানোর জন্যে নিয়ে যাচ্ছিল। দু' পাটি মস্ত মস্ত সোয়েডের বুটজুতো খুব যত্ন করে শমিতা দু'হাতে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে আছে। তার ভেতরে একটা বাংতার লাঠিতে একটা মিকিমাউসের মুণ্ডু আঁকা কাগজের টুপি। সেই টুপিতে পালকের মতো একটা ছড়া গোঁজা মিকিমাউসের গোলগাল কান ফ্যানের বাতাসে পতপত করে নড়ছে। অত্যন্ত কৃত্রিম বিনয়ের মুখ করে তরুণ ফোটোগ্রাফারটি হাসি চেপে দাঁড়িয়ে ক্যামেরা তাক করছে।

শমিতা হেসে ফ্যালে। জুতোজোড়া টেবিলে নামিয়ে, দু'হাতে খোঁপাটা ভেঙে আবার জড়িয়ে নেয়। শাড়িটাকে গুছিয়ে ভদ্রভাবে টেনে নেয় গায়ে। "ক্লিক"। "ক্লিক"। "ক্লিক।"—থ্যাংকিউ।—অসময়ে বিরক্ত করলাম বলে খুবই দুঃখিত।" বলে ছেলেটা ক্যামেরা গুছোতে থাকে।

—"না না তাতে কী"—বলতে বলতে শমিতা দৌড়ে ওপরে উঠে যায়। ট্রেতে জুতোটা নামানো মাত্রই কানাই ডাকতে আসে।

চতুর্থ অঙ্ক : চতুর্থ দৃশ্য

"দিদি, নিচে আবার লোক।"

—"আবার কে এল? এবার ঠিক ইলেকট্রিকের"—

—"না, ইলেকট্রিকের নয়। নাম বলছে না, বলছে চেনালোক নয়। এক মিনিট কথা আছে।"

"উঃ। তাকে বলে দিতে পারলি না, আজ সময় নেই?" শমিতা ফুঁসতে ফুঁসতে নিচে নামে।

—"শমিতা দেবী আমি আপনার লেখার"—

—"থ্যাংকিউ থ্যাংকিউ। মাপ করবেন আজকে আমার একেবারে সময় নেই—"

—"আমি আপনাকে গত বারো বছর ধরে"—

—"অনেক ধন্যবাদ। আমার মেয়ের কালকে আশীর্বাদ, বুঝলেন? একদম সময় নেই"—

—"চিঠিপত্রে আমাদেব দীর্ঘদিনেব পরিচয। আমাব নাম সুশান্ত বায।"

শমিতা চিনতে পেবেছে। হ্যাঁ। অজস্র চিঠি লেখে। কী উপাযে পালাবে সে? এত, এতবছর বাদে কিনা আজই? হায বে।

—"দেখুন, আজ আমি বডই বিব্রত. বুঝলেন? আপনি আবেকদিন আসুন —আজ আমাব একদমই—"

—"সময নেই? আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনাব একটা ঘডিব খুব দবকাব। আপনাকে একটা কিছু উপহাব দিতে আমাব বড ইচ্ছে, আপনাকে চিঠিতে তো জানিযেছি আগেই—এখন মনে হচ্ছে একটা ঘড়ি—"

—"না না, আমাব কিচ্ছু চাই না। কিচ্ছু উপহাব চাই না আমাব"—শমিতা অসহায বোধ কবে। এমন সমযে ক্রুদ্ধ শিবুমামাব আবির্ভাব।

—"এই যে. এসে গেছেন দেখছি। এখন ক'টা বাজে জানেন?"

—"কথাব দবকার নেই। কাজেব কথা বলুন। আপনি তো ফুলেব লোক? তবে শুনুন ফুল যা বলেছিলাম, তাব চেযে মনে হচ্ছে কিছু বেশিই—"

—"আমি যদিও ঠিক ফুলেব লোক নই তবে ফুলেব লোক হতেই পাবি। এখন আমি আপনাদেব ঘডিব লোক। আচ্ছা আপনাদেব ঘড়ি কত লাগবে?"

শিবুমামাকে বিভ্রান্ত দেখায।

—"ফুলেব লোক নন? স্যবি। ভেবি স্যবি। কিন্তু ঘডিব লোক মানে কী?"

—"শিবু, শিবু, তুই ওপবে যা ভাই. ঘডিব ব্যাপাব তুই বুঝবি না।" শমিতা আর্তনাদ করে ওঠে। "একদম সময নেই।"

—"না বোঝবার কী আছে?" শিবুমামা বলেন।

—"ঘডিব সেলসম্যান তো? জামাইযেব জন্যে আমাদেব ঘড়ি কেনা হযে গেছে ভাই। থ্যাংকিউ, আব লাগবে না।"

—"নাঃ, আমি তাও নই। বং গেস। ট্রাই আগেন।" সুশান্ত বাযেব চোখ মিটিমিটি হাস্য কবে। কিন্তু শিবুমামাব হাসি পায না।

—"তবে আপনি কি কবেন? জীবিকা নির্বাহেব জন্য? এখানে ঘড়ি-ঘড়ি কচ্ছেন কেন?"

—"আমি ইঞ্জিনিযাব। সবকাবি চাকবি কবি। আপনি কী কবেন জীবিকা নির্বাহেব জন্য? ফুলের লোকেব পথ চেযে বসে থাকা ছাড়া।" সুশান্তব অমাযিক প্রশ্নে শিবুমামা হঠাৎ ক্ষিপ্ত হযে ওঠেন।

—"দেখুন ভালো চান তো কেটে পড়ুন, দিদিব এখন ঠাট্টা ইযার্কিব সময নেই—"

—"সময নিয়েই তো কথা হচ্ছিল। ঘডিব প্রসঙ্গ তাই উঠেছে। কাল আশীর্বাদটা ক'টার সময়?"

—"তাতে আপনার কী মশাই?"

শমিতা তাড়াতাড়ি মধ্যস্থতা করে—

—"আশীর্বাদ সন্ধেবেলাতে—কিন্তু এখানে হচ্ছে না"—

—"তবে আমি আজই কোনো সময়ে এসে দিদির ঘড়িটা দিয়ে যাবো—"

—"ঘড়ির কোনো দরকার নেই ভাই"—

—"আপনার সময়ের প্রচণ্ড অভাব, ঘড়ি দবকাব"—।

—"ঘড়ি? দিদির ঘড়িব অভাব? ক'টা ঘড়ি চাই? ওঃ ঘড়ি-ঘড়ি করে তখন থেকে..."

"—কে আপনাকে ঘড়ি দিতে বলেছে মশাই?" এমন সময়ে অফিসফেবৎ দীপুমামাব আবির্ভাব। হাতে সিগারেট, ঠোঁটে শিস। কাঁধে ঝোলা। চোখে চশমা।

—"ঘড়ি? কাব ঘড়ি? কে কাকে ঘড়ি দিচ্ছে শিবুদা? আমাব ঘড়িটা যে সেদিন কোথায হারিযে ফেললাম। একটা ঘড়ি আমাব খুব দবকাব। ও. এই যে! আপনিই বুঝি ঘড়ি দিচ্ছেন? তা বেশ, দিন দিন, আমাকেই দিন।" হাত বাড়িয়ে দেয় দীপু—সঙ্গে সঙ্গেই সুব করে গান ধবে "ঘড়ি ঘড়ি মেরা দিল ধড় কে, কিঁউ ধড কে, কায ধড়কে"...গানটা শুনে সুশান্তর মুখের চেহারা পালটে যায। শমিতা ইতিমধ্যেই কেটে পড়েছে। সুশান্ত বলে—"বাঃ, এই তো চাই। সাবাজীবন আমি আপনাকেই খুঁজছি।"

এইবার দীপুর মুখে সন্দেহ জাগে।

—"আমাকে? না মশাই না। ভুল অ্যাড্রেসে এসেছেন। সে নহি নহি। গে নহি নহি।"

—"গে হবাব কী দবকার মশাই? পাগল তো বটেন? পাগলের সঙ্গে পাগলের যে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব পূর্ণচাঁদের মায়ায়, আর মহুয়ার নেশায সম্ভব"—

—"মহুয়া? মহুয়া বললেন?" দীপু সচকিত হয়ে বলে।

—"কানাই। ও কানাই, দু'কাপ চা! চলুন মশাই বারান্দায় চলুন। এখানে কথা হবে না।" শিবুমামা গজগজ করতে কবতে নিচে যান—।

—"যত পাগল জুটেছে। বলে—'ঘড়ি নেবেন, ঘড়ি?' ওঃ বক্ষে কবো'—অন্য ফ্লের লোক ধরতে হবে। শিবুমামা ছোটেন। কাণ্ডকাবখানা যা হচ্ছে. বলাব নয। তায ছেলেব কাকাটি আর এক বিচ্ছু। দিচ্ছিল সব গড়বড করে।

—"এই প্যাকেটটা আবার কী? এটা কাব প্যাকেট?" বড়মাসি চেঁচাচ্ছেন।

—"ওটা একটা লোক এসে দিয়ে গেল। বলল দিদিকে দিয়ে দিতে।" বিন্দু বলে।

—"কে লোক? কী আছে এতে?"

—"ঘড়ি।" কানাই উত্তব দেয়।

"লোকটা বলে গেছে এতে দুটো ঘড়ি আছে। দুটোই দিদির জন্যে। এক এক সময় এক একটা পববেন। খেয়ালখুশি মতন।"

—"দুটোই পুপসিকে?" বড়মাসি একটু বিভ্রান্ত।

—"না না, দিদিমণিকে।" বিন্দু কাবেক্ট কবে দেয়—"পুপদিদিব মাকে দিযেছে।"

—"কিন্তু আশীর্বাদ তো পুপসিব।"

—"আশীর্বাদের সঙ্গে যোগ নেই। লোকটা বলে গেল, দিদি নাকি অনেক তুকতাক জানেন। ওর অনেক উপকাব করেছেন। তাই। কৃতজ্ঞতা জানাতে।"

—"তুকতাক জানে? আমাদেব শমি? তাই কৃতজ্ঞতা জানাতে? হায় কপাল! কই, কী ঘড়ি? দেখি?" নির্দয হাতে বড়মাসি প্যাকেট খুলে ফ্যালেন। দুটিই টাইটান। গ্যাবান্টির কাগজপত্তব সমেত। হাজার দেড়েক মতো লেগেছে দুটো মিলিয়ে। তিনটি চিঠি আছে ভিতরে। একটা দীপুমামাকে। ঝাড়গ্রামেব কোয়ার্টাবের ম্যাপ ট্যাপ সমেত নেমন্তন্ন। যে কোন শুক্লপক্ষে। আরেকটা পুপসিকে। আশীর্বাদ। আরেকটা শমিতাকে। তুকতাকের জন্যে ধন্যবাদ। দুটো ঘড়িই তাব একাব জন্যে। বাজেটে যেহেতু দুটোই কুলোলো, তাই। বড়মাসি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

—"যত্তো উন্মাদ পাগলেব কাণ্ডকাবখানা। এখন শমি এই ঘড়ি নিযে কী কববে?"

শমিতা এসে ঘড়ি দেখে প্রায় কেঁদে ফেললে। "ছি ছি! এখন আমি কী যে কবি? এ-পাগলা যে সত্যি সত্যিই ক্ষ্যাপা বড়দি? পরে দীপুর ঐ ম্যাপটা দেখে দেখে ঝাড়গ্রামে গিযে ঘড়ি ফেরৎ দিযে আসতে হবে। খবর্দাব পুপু, ও-ঘড়িতে তোমবা হাত দেবে না। ওগুলো কিন্তু আমাদের নয।"

দুটো ঘড়ির একটা ছেলেদেব, একটা মেয়েদের। শিবুমামা বললেন, "আশীর্বাদে একটা ববিকে, একটা পুপুকে দিয়ে দাও, চুকে যাক ল্যাঠা। ওর বোধহয সেটাই মনেব ইচ্ছে। নইলে দুটো দিল কেন?"

বড়মাসি বললেন, "সেই যদি ইচ্ছে হবে তাহলে সেইটে বললেই পাবতো? শমিকে দিলে কেন?" দীপুমামা এসে ঘড়ি দেখে নির্বাক। তারপব বললে—"একটা তুমি রেখে দাও দিদি। দুটোই ফেবৎ দিও না। দুঃখ পাবেন ভদ্দবলোক।"

—"অন্যটা আমাকে দিযে দাও—এই তো বলছিস?" বড়মাসি টিপ্পনি কাটেন।

—"নাঃ। তা বলিনি। অন্যটা ওকে ফিবিযেই দিতে হবে। সত্যিকারেব পাগল। হুঁঃ, কতরকমই মানুষ আছে পৃথিবীতে।" তাবপবেই গেযে ওঠে—"হায় দিল—মুশকিল—জীনা য়ঁহা—ওরে কানাই বে, এককাপ চা করবি বাবা?" চটি ফটফট কবে দীপু রান্নাঘরে চলে যায়, সম্ভবত দেশলাই চুরিব অসৎ উদ্দেশ্যে।

শমিতা যেন একটা ঘোরেব মধ্যে আছে। তাবই ভেতর খেযাল কবে ঘড়িদুটোকে আলমারিতে তুলে রাখে। তারপরেই ছোটে—"ওবে? কুলপির জন্যে বরফ আনা

হয়েছে? বাবু? বাবু ফিবেছে মিষ্টি নিয়ে? ও যখন তেওযাবীতে কুলপি আনতে যাবে, তখনই তোবা কেউ বরফটা আনিয়ে রাখবি।"

পঞ্চম অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য

গাড়ি থেকে পুপসি নামলো যখন, চেনা যাচ্ছে না। শাড়িতে গযনায চন্দনে ঝুমকোয কমপ্লিট কনে। না, কোনো দোকানে কনে সাজান্তে মেয়েকে নিযে যায়নি শমিতা। মাযে-মাসিতে-জেঠিতে মিলেই যা পেবেছে সাজিযেছে। দোকানে কনে সাজানো ওব ভালো লাগে না। একবাব শমিব এক বন্ধুব ভাযেব বিযেব দিনে, দল বেঁধে 'কববী'-তে চুল বাঁধতে গিযে ভাবী কনেব সঙ্গে দেখা হযে গিযেছিল। সেও চুল বাঁধতে গেছে। ঝুটি-কবে-চুল-বাঁধা সেই অপ্রস্তুত কনেকে দেখে আবধি শমি ঠিক কবেছিল—নেভাব। —পুপসি নামতেই হুলুধ্বনি, শাঁখ বাজলো। মেয়ে আসতে একটু বিলম্ব হযেছে। ছেলেব বাড়িব পুরুতমশাই ছেলের আশীর্বাদ শুরু কবে দিতে ব্যগ্র হযে পড়েছিলেন। ধুতিপাঞ্জাবিতে শোভিত ববিকে চেনা যায না। ছেলেব বাবা মা কাকা মামা সবাই উপস্থিত। মেযেব বাবাও অলবেডি প্রেজেন্ট। কিন্তু মেয়ের বাবা রাজি হননি। বাজি হননি কেননা আশীর্বাদে কনেব পিতাব 'জেশচাব'টাই যে কবা হবে না তাঁব। ঘড়ি বোতাম কিছুই তো ওখানে নেই। সব মেয়ের মাব সঙ্গে আসবে। পুরুত বললেন মন্ত্রেব সঙ্গে ধানদূর্বাই যথেষ্ট। মেয়ের বাবা বললেন, যেহেতু উনি মন্ত্র পডবেন না, ধানদূর্বো তাই যথেষ্ট নয। তাছাড়া মেয়ের মা-ই উপস্থিত নেই। এত খেটেখুটে সব ব্যবস্থা সে কবেছে, সে থাকবে না।?

—"কিন্তু লগ্ন যে পেরিযে যাচ্ছে?"

—"ধুত্তোব লগ্নেব নিকুচি কবেছে—"

উদ্বিগ্ন ছেলেব বাবাব কানে কানে মেয়ের বডমামু বলেন—"একটি কথাব দ্বিধা থবোথবো চূড়ে/ ভব কবেছিলো সাতটি অমবাবতী/ একটি নিমেষ দাঁড়ালো অভ্র জুড়ে/ থামিলো কালেব চিবচঞ্চল গতি।" এসব লগ্ন কদাচ পার হযে যায না মশাই, ওদেব আগে আসতে দিন। একা একা কি এনগেজমেন্ট জমে?"

—"মণিকাঞ্চনযোগ পেবিযে যাচ্ছে—অমৃতযোগ অবিশ্যি আছে কিছুক্ষণ" —ব্যস্ত হয়ে পুরুতমশাই জানান।

—"অমৃতই তো আসল মশাই, মৈত্রেয়ীর কথাটা মনে করুন না? মণিতেই বা কী হবে আব কাঞ্চনেই বা কী হবে। যেনাহং নামৃতস্যাম তেনাহং কিমকুর্য্যাম? মণি, কাঞ্চন এসব তো বাহ্য"—ভুল সুধীন্দ্রনাথ থেকে অশুদ্ধ উপনিষদে চলে যান বডমামু, আর কব্জিব ঘড়িব দিকে গোপনে ব্যস্ত দৃষ্টিপাত করতে থাকেন। ইতিমধ্যে হুলুধ্বনি। শঙ্খধ্বনি।

ছেলেব বাবা-মা-কাকা-মামাদের আশীর্বাদ প্রথমে হলো।। নির্বিঘ্নেই হলো। কাকা

কোনো গণ্ডগোল করেনি। কেবল ববি মেয়ের হাতে গয়নাটা পরাতে পারেনি, বন্দনার সাহায্য লেগেছে। এবার মেয়ের বাড়ির পালা। মেয়ের বাবা বললেন মন্ত্র তিনি পড়বেন না, তবে বাবা হিসেবে একটা আশীর্বাদী জেশচার করতে চান ঘড়িটা ছেলের হাতে পরিয়ে দিয়ে। শিবতোষ সস্নেহে ববির হাতটি টেনে নিয়ে দেখে, সেখানে আরেকটা ঘড়ি আছে। ওটা পরে আসার কথা ছিল না। ভুল করে পরা হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি ঘড়িটা খুলে ববি পকেটে ভরে ফ্যালে। ফাঁকা কব্জিতে কৃতজ্ঞচিত্তে শিবতোষ ঘড়িটা পরিয়ে দেয়। ববি প্রণাম করে। ধানদূর্বা দিতে দিতে শিবতোষ খেয়াল করে ছেলের হাতে water resistant লেবেলটা সেঁটে গেছে। সময়মতন ওটা খোলা হয়নি। ওটা ওঠানোর কথা ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ সব আলো নিবে গেল। লোডশেডিং। "ভয় নেই—জেনারেটর আছে"—শিবুমামার গলা। "পুপসি, গয়নার বাক্সগুলো দেখিস" —বড়মাসির গলা।

—"রূপোর জিনিসগুলো সামলে"—শমিতার ভাঙা গলা। হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠে। দেখা যায় কনে দুই হাত দু'পাশে ছড়িয়ে আপ্রাণ গয়নার বাক্সগুলো সামলাচ্ছে। বর রূপোর দীপদানটা চেপে ধরে আছে। পুরুতমশাই রূপোর থালাটা আগলে আছেন। একমুহূর্তে সবাই অট্ট হাসি হেসে ওঠে। দৃশ্য বটে।

এবার মেয়ের মায়ের পালা। তাঁর কপাল ভালো। Water resistant মার্কামারা জামাই ক'জনের ভাগ্যে জোটে? তিনি বসতেই পুরুতমশাই বললেন, "আপনিও তো মন্ত্র বাদ?" শমিতা বলে—"না। আমি মন্ত্র পড়ব।" ঠাকুরমশাই চন্দনে একটা রজনীগন্ধার বৃন্ত চুবিয়ে ওর হাতে দেন—তিনবার যে মন্ত্র পড়ান, তাতে যে আশীর্বাদের কী আছে তা শমিতা বুঝতে পারে না। "ওঁ সুবাসিত ভব" আবার কেমন ধারা আশীর্বাণী? যাঃ। সেই যে পুপসি বলেছিল তত্ত্বের সময়ে ডিওডোর‍্যান্ট কেনার কথা, শমিতার সেইটে মনে পড়ে যায়। শমিতা ধানদূর্বো নিয়ে, প্রাণভরে বাংলায় মনে মনে আশীর্বাদ করতে থাকে—"ভালো থেকো বাছারা, বেঁচে থেকো, শান্তিতে থেকো, আনন্দে থেকো, তোমাদের এই ভালোবাসা, এই বিশ্বাস, যেন কোনোদিন ফুরোয় না।" বলতে বলতে ধানদূর্বো বোতামের বাক্স সবই সে ববির মাথায় রেখে দেয়। পুরুতমশাই বাক্সটা নামিয়ে, খুলে, ছেলের হাতে তুলে দেন।

এবার মেয়েকে আশীর্বাদ। কি জন্মদিনে, কি বিজয়ায়, কি পরীক্ষার সময়, মেয়েই আগে মাকে প্রণাম করে, তার উত্তরে মা আশীর্বাদ করেছেন। এবারের প্রণালীটা বিপরীত। মেয়ে চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে আছে। মাকে আগে আশীর্বাদ করতে হবে। মা পুরুতের দিকে তাকান। মন্ত্রের আশায়। মন্ত্র বলে আশীর্বাদ করতে হবে। কিন্তু মন্ত্র? ঠাকুরমশাই চুপ করে আছেন। মেয়েকে আশীর্বাদের কোনো মন্ত্র টন্ত্র বলছেন না। শমিতা হাঁটু গেড়ে বসে। চন্দনের বাটিতে কড়ে আঙুলটা ডুবোয়। মনে মনে ভাবতে থাকে—এবার কী করা? আঙুলটা কখন মেয়ের কপালে ঠেকে গেছে। হঠাৎ শোনে মেয়েই মাকে হেলপ করছে। পুপসি গুনগুনিয়ে মন্ত্র বলে

দিচ্ছে—"মেয়ের কপালে দিলুম ফোঁটা যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা/ মেয়ে যেন হয় লোহার ভাঁটা—" যারপরনাই কৃতজ্ঞচিত্তে শমিতাও বলতে থাকে: "মেয়ে যেন হয় লোহার ভাঁটা।" ঠাকুরমশাই হঠাৎ আপত্তি করে ওঠেন—"আরে, আরে ওটা কী বলছেন? ওটা নয়, ওটা নয়, বলুন—"

বাইরে তখন ভরা পূর্ণিমার জোয়ার ডেকেছে। টুনিবাল্বগুলো লতায় পাতায় মিষ্টি হাওয়ায় হেলেদুলে ঝিকিমিকি চোখ টিপে বলছে, "পুসিসোনা ভালো থেকো, ববিবাবু ভালো থেকো"— চরাচরপ্লাবী জ্যোৎস্নায় আহ্লাদে ঢলঢল লেকের জলের শামুকগুলো হেসে গলাগলি করে বলছে, "পুপসি, সুখী হও, ববি, সুখী হও", আর বুদ্ধপূর্ণিমার পূর্ণচাঁদ ওদের ওপরে অজস্র জ্যোছনার ধানদুব্বো ছড়াচ্ছে। তার যেটা চিরকালের 'দেশচার'।

বসন্‌মামা
ও অন্যান্য গল্প

স্পটলেস স্পটেড ডিয়ার

বঞ্জনেব বসনমামাকে দেখেছেন? আমিও দেখিনি। তবে জানি। রঞ্জনকে যে জানে, বঞ্জনেব বসনমামাকেও তাব না জেনে উপায় নেই। বেলগাড়িব গার্ড তিনি, ছোট্টো খাট্টো মানুষটি, কালো কোট সাদা পেন্টুলুন, বুট-মোজা. নাকেব ডগায় নস্যি আব আগায় নিকেলেব চশমা, মাথায় অল্পস্বল্প চুল, অথবা অল্পস্বল্প টাক (যে যেদিক থেকে খুশি ভাবতে পাবেন।) এই বসনমামা বঞ্জনদেব বাড়িতে ভি. এস. পি.; যখনই আসেন, বাড়িটাকে উথাল পাথাল কবে দিযে যান। ভি. এস. পি. মানে 'ভেবি স্পেশাল পার্সন'। বঞ্জন অবিশ্যি নিজেও যদুমদু নয। সেও একজন ভি. ভি. এস. পি—কবিতায সে প্রেমিকাব বর্ণনা লেখে—'টেলিফোনেব মতো কালো'। তাব পাযে একবাব বোতলফটফটি বোগ হযেছিল। পাযে সোডাব বোতল দড়ি দিযে বেঁধে ঘটাং ঘটাং ঘোরাতে ঘোবাতে সে কলেজে এল, মাস্টাবমশাইবা জিজ্ঞেস করতে বলল পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা—বোতলফটফটি অসুখ করেছে। ওটাকে সাবাবাব জন্যই পাযে বোতল বেঁধে বেড়াতে হচ্ছে, ও বোগের এটাই একমাত্র টোটকা। সেই শুনে চ্যাটার্জি স্যাব ওকে আবেকটা টোটকা দিযেছিলেন—সাতদিনেব জন্য লিখিতভাবে সাসপেনড করে। তাতেও এই বোগটা বেশ সাবে দেখা গেল। আব একবাব ওদেব বাজপেয়ী স্যারেব ক্লাসে বঞ্জন বাঁ হাত দিয়ে বুক পকেট থেকে ডাল-ভাত বেব কবে গেরাস পাকিযে খাচ্ছিল, আব ডান হাতে বিদ্যুৎগতিতে ক্লাস নোট লিখছিল। বাজপেযী স্যাব আবো মন দিযে ওর ভাত-খাওযা দেখবেন বলে পুবো দুমিনিট লেকচার দেওয়া বন্ধ বেখে চুপ করেছিলেন। তখনও অতি-মনোযোগী বঞ্জন বিদ্যুৎবেগে নোট লিখেই গিযেছিল ডাল-ভাত খেতে খেতে। এই বঞ্জনেব যখন-তখন প্রাণে হঠাৎ ফূর্তি জাগে। আব জাগলেই সে ঘটাং কবে তক্ষুনি বাস্তায ডিগবাজি খায়। তাব ফলে কোঁকড়া চুলে প্রায কাগজেব কুচি আমেব খোসা বিড়িব টুকরো লেগে গেলেই বঞ্জন তক্ষুনি চটপট উবু হযে বসে বাস্তাব ধাবে হাইড্র্যান্টেব পবিত্র গঙ্গাজলে 'ওম দেবী সুবেশ্ববী সুবধুনী গঙ্গে' বলে চট্ কবে মাথাটাকে ধুযে শুদ্ধ করে ফেলে। পকেটে সিগারেটেব পযসা ফুবিযে গেলেই, বঞ্জন জামাটা খুলে উবু হয়ে হেঁটে ফুটপাতের লোকদেব তাড়া কবে ইনিযে বিনিযে ভিক্ষে কবতে থাকে। পনেরো মিনিটেই পযসাটা উঠে আসে। কেউ কিছু বললে বঞ্জন বলে—

'নবানাং মাতুলক্রম, জান না? আমি তো আমাব বসনমামাবই নেফিউ।'

যে মাতুলের কল্যাণে বঞ্জনেব এহেন গুণপনা, সেই বসনমামা হলেন রঞ্জনেব মৃতদাব হাবাণ জ্যাঠাব অতি আদুবে ছোটো শালা। বঞ্জনেব বাড়িতে তাঁব একটা পার্মানেন্ট ঠাঁই হয়ে গিয়েছে। কলেজে এসে বঞ্জন যেদিনই বলে 'আজ বাড়িতে কেলেংকাবি কাণ্ড!' সেদিনই আমবা বুঝে নিই বসনমামা এসেছেন। তাবপব বঞ্জন গল্প শুরু করে।

আপনাবা আমাকে দোষ দেবেন না, বসনমামার গল্পগুলো যদি বিশ্বাস না হয়, তো বঞ্জনেব দোষ। এসব তো আব আমাব গল্প নয়। বঞ্জনেব। বসন্তমামা আমাব মামাও নন। বঞ্জনেব। তবে ঘটনাগুলো সত্যি এবং সত্য সর্বজনেব সম্পত্তি এ অধিকাব অবিসংবাদিত। কেবল বসন্তমামা আপনি যেখানেই থাকুন—দয়া কবে এ গল্পটা পড়বেন না। সুখেব বিষয়, বঞ্জন এখন কলকাতাতে নেই—ব্যাঙ্গালোবে। নইলে ওকেও বাবণ কবতাম।

একদিন বসন্তমামা এসে বললেন—'বিবাট এক্সিডেন্ট হইয়া গেল—ট্রেন লইয়া যাইতেছিলাম গোমো। আংগুল কাইট্যা দুই খান।' —'সেকি। সেকি! সেকি।' বাড়িশুদ্ধু লোক মুহূর্তে সে ঘবে জড়ো হয়ে গেল—'দেখি! দেখি।' বুড়ো আঙুলেব গোড়াব কাছটা দেখালেন বসনমামা, হাতের পাতাটি উঁচিযে। সত্যিই স্টিচেব দাগ বয়েছে।

'কী করে হল, কী সর্বনাশ।'

—'হইল! যেমুন কইব্যা হয়। জানলাব ধাবে বইস্যা আছি, মেইল ট্রেইন, কাজ নাই হাতে। চান্দনী বাইত, ফুবফুব কবতাছে বাতাস, চান্দ টান্দ দ্যাখতাছি, কফি-চা খাইতাছি, এট্টা পোয়েট্রিক্যাল মুড আইয়্যা গেছে। সাডেনলি আইল ল্যামপোস্ট। মাইবল ধাক্কা! শাটাব পইব্যা গেল হাতেব উপব। বক্ত গঙ্গা বইয়্যা গেল। দিলাম চেইন টাইন্যা। কিন্তু মেইল ট্রেনেব ড্রাইভাব তো হুড়হুড়াইয়া গেল চইল্যা সাত মাইল। ড্রাইভাবেব কামবায় সিধা চইল্যা গিযা কইলাম—স্টপ ইট। থামাও ট্রেইন। ব্যাক ইট! কব ব্যাক! খাস অ্যাংলো ড্রাইভাব তো, ইংবাজী ছাড়া কিসুই বুঝে না। ওলড ফিংগার লষ্ট। বুড়া আংগুল কাইট্যা লাইনে পইব্যা গেছে। পিক আপ ফিংগাব। ড্রাইভাব খুব সৎ লোক—তৎক্ষণাৎ ব্যাক কইবা চইল্যা আসল সাত মাইল, হেই ল্যামপোষ্টেব ধাবে। নামলাম লম্ফ দিযা। শালার টর্চে কুলায না এমুন ঘুরঘুইট্ট্যা আঁধাব। জ্বালাইলাম লণ্ঠন। লাইনেব ধাবে হঠাৎ ড্রাইভাবেই কইল—'হুব বে! হুব বে। ফিংগাব ফাউনড। লং লিভ দি ফিংগাব!' দৌড়াইয়া গিযা দেখি, বাঃ! লাইনের ধাবে পইব্যা আমাব সাধেব বুড়া আংগুল টিক টিক টিক টিক করতাছে। টিক টিক! টিক টিক! য্যান ডাকতেছে! '—কই আঙ্গুল উঠাও?'

উঠাইলাম আংগুল। লাগাইলাম দৌড়। তিন মাইল দৌড়াইয়া একদম সিধা সদব হসপিটাল। সিঁড়িতে পৌছাইযাই 'জযহিন্দ' বইল্যা আছড়াইয়া পড়লাম ফিট হইয়া। মুঠায আংগুলডা কিন্তু শক্ত কইরা ধইবাই আছি! এদিকে সিঁড়ি তো বক্তে ভাইস্যা

যায়। য্যান হুড্ডু ফলস। ক্যাবোল হেইডা দেইখ্যাই দুইডা নার্স সেন্সলেস হইয়া পড়ল।

জ্ঞান যখন ফেবল দেখি নার্সবা হক্কলে আমারে ডাকতাছে 'মিষ্টাব ফিট' কইবা। পৈতৃক নামডা তো আব কইতে টাইম পাই নাই। আগেই ফিট হইয়া গেছি।

মবগ্যান সাহেব হইল আমাগো জিলা ডাক্তার। খাস অ্যাংলো। দুই টুকবা আংগুল মুহূর্তের মধ্যে জোড়া লাগাইযা একখান কইর‍্যা দিল। ওঃ, কী সেই সুই, মেজদি। গুণসূচেব লেইগ্যা মোটকা একখান সুই। ফটফট কইবা দিল আংগুল সিলাইয়া। সেই থিক্যা মরগ্যান সাহেব আমারে কী নামে ডাকেন কন তো দেহি? 'মিষ্টার সেপাবেট'। সদব হসপিটালেব নার্সবা অহনও আমাবে কয—'মিস্টাব ফিট', আব ডাক্তাবে কয, 'মিস্টাব সেপাবেট'।'

এমন সময়ে হাবাণজ্যাঠা বললেন, 'কিন্তু বসন্ত, তোমাব বুড়ো আঙুলেব পিছনে তো কোন স্টিচেব দাগ দেখছি না? পুবোটায তো কই সেলাই পড়েনি, পিছন দিকটা তো আস্তই বযেছে।' বসনমামা খুব রাগ-বাগ মুখ কবে বললেন—'আংগুলটা ছিন্ন হইযা গ্যালে কি ভাল হইত জামাইবাবু? পুবাটা সিলাইলেই আপনি খুশি হইতেন? আংগুলডা আস্তই আছে দেইখ্যা আপনেব তো গ্লাডই হওযা উচিত, খুশি হইবেন তা না, উলটাইযা দোষ ধবতেছেন—'কই বসন পুবাটা কাইট্যা ফ্যালাও নাই ক্যান'?'

মঞ্জুটা বোকা, সবসময়ে গোলমাল কবে। সে বলে ফেলল—'পুবোটাই যদি না কাটলো, তবে 'মিস্টাব সেপাবেট' নাম দিল কেন তোমাকে সাযেব ডাক্তাব?' আব সন্টুটা পাজি। সে বলল—'তাহলে তুমি সাত মাইল মেলট্রেন ব্যাক কবিযে এনে বেললাইনেব ধাব থেকে কী কুড়িযেছিলে তখন, বসনমামা? যেটা টিকটিক টিকটিক কবছিল?' চোখ পাকিযে গলায ভযাবহ সুব এনে বসনমামা বললেন—'আবে, য্যায্যা—সন্টুটার বড্ডই ফুটানি হইছে দেখি? ক্যাবোল বডদেব মুখে মুখে কথা? এক্কাব চাঁটাইয়া বডি-মুণ্ডু সেপাবেট কইবা দেমু তোমাব। অকালকুষ্মাণ্ড। যাক, মেজদি, শোনেন একটু এইদিকে। বাসায় আমবা কযজন? আপনি, আমি, সেজদা, জামাইবাবুব কথাডা আলাদা, বঞ্জু, মঞ্জু সন্টু—মোট ছয। ছযজনাব জন্যে ছয দ্বিগুণে, বাবো, আব ধবেন জামাইবাবুব জন্য চাব—ষোলোটা। আব সদা-পচা-মেন্তীব জন্যও যদি একটা একটা কইব্যা ধবি—আহা বাতদিন আইস্যা বান্নাঘবে বইস্যা থাকে তো—ষোলো প্লাস থ্রী, হইল উন্নিশটা, আর ওযান ফাউ—বিশ। বাস। না, যোলো না, মেজদি—বিশ। বিশখান টোটা দ্যান দেহি মেজদি, বিশটা ঘুঘু আইন্যা দিমু। আমাব টিপ তো জানেনই। এক্কেবে সেই বাল্মীকীব ব্যাধ—আব বসন্ত এই বটব্যাল। ইণ্ডিযা নাম্বার ফাইভ ছিলাম নাইন্টিন ফটি সিক্সে। ওযালটাব টমসন ছিল ওযান, পাতৌদি টু, গোয়ালিযব থ্রী, মিস মে ফোব, বসন্ত ফাইভ। দিনকাল গেসে বটে। হুঃ। যাক—

টোটা দিবেন বিশটা, ঘুঘু পাইবেন বিশখান। ব্যস। সিধা হিসাব। অখন থিক্যাই রুটি বানাইতে থাকেন। আর গরম মশল্লা আদা পিঁয়াজ পিষিযা বাইখোন। বিশখান ঘুঘুব গবম মশল্লা। পিঁযাজ বশুনই প্রায কিলো দুয়েক লাইগা যাইবো। রঞ্জু-মঞ্জু-

সন্টু। সদা পচা-মেন্তীরে অহনই কিস্যু কইস না। মঞ্জু তুমি মায়েব সাথে লাইগ্যা পড়— মশল্লা পিষিয়া দাও আব আটা মাইখ্যা দাও। সন্টু-রঞ্জু, বড় বড কযডা ব্যাগ ল' দেখি, ব্যাগ লইয়া আমাগো সাথে সাথে আয। ঘুঘুগুলান ভইব্যা আনবি। মেজদি জামাইবাবুবে ক'ন যাইয়া—বিশখান টোটা, বিশটা ঘুঘু। জামাইবাবু টোটা দিতে এত ভয় কবেন ক্যান কন তো দেখি? এই ঘুঘু মাইরবাব ছরবা দিযা কি হিউম্যান মাবা যায়? নো, নেভার। স্বযং দাবোগা হইয়া গুলিগোলায় এত ভযডা কিসেব লেইগ্যা?'

অনেক ঝোলাঝুলিব পবে রঞ্জনেব জ্যাঠামশাযেব কাছ থেকে পনেবোটা টোটা পাওযা গেল। জ্যাঠামশাই বললেন. 'বিশখানা ঘুঘুব দরকার হবে না। সাতটা পাখি হলেই অনেক হবে। বাকিগুলো থাক এক্সট্রা।' বসনমামা কেবল গম্ভীব হযে বললেন —'ও কে।'

'ফিপটিন টোটাজ, ফিপটিন ঘুঘুজ। নো মোব, নো লেস। অ্যাজ ইউ সো, সো ইউ বীপ। আয় চইল্যা রঞ্জু-সন্টু। প্রত্যেকেব দুইটা কইব্যা। জামাইবাবু ইনক্লুডেড। অনলি টু।' সাড়ম্বরে আদা পেঁযাজ বাটা হতে লাগলো, রুটি গডা হতে লাগলো, বেলাও বাড়তে থাকলো—রুটিতে রুটিতে বান্নাঘর উপচে পড়লো, ঘুঘু আব আসে না। শেষে দুটো ভাতে-ভাত বেঁধে বেলা তিনটেয় বাড়ির লোকদের খাইয়ে দিলেন মা।

রঞ্জু-সন্টু-বসন্তমামা ফিরলেন, বেলা তখন পড়ে এসেছে। বাডির সামনে পাট ক্ষেতেব পিছনে সূর্য অস্ত যাচ্ছেন, আকাশ লাল। মঞ্জু-বাবা-সদা-মেন্তী-প্রত্যেকেই বাগানে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। দাওয়ায় জ্যাঠামশাই, রঞ্জনের মা-বাবা। এমন সমযে পাটক্ষেতের আলের ওপারে বসন্তমামার শোলাব হ্যাট দেখা গেল।

ক্রমশ পুরো বসন্তমামা, কালো কোট, সাদা পেন্টুলুন, বন্দুকসমেত। ক্লান্ত,গম্ভীর। পিছনে রঞ্জু-সন্টুব হাতে চাবটে পেটফোলা ব্যাগ—ভয়ংকর ফুলে আছে। বাঃ। বাডিতে ঢুকে বসন্তমামা বিনা বাক্যে সোজা হাত পা ধুতে চলে গেলেন, বন্দুকটা জ্যাঠামশাযেব কোলেব ওপবে আলগোছে নামিযে বেখে। মেন্তী-মঞ্জু-সদা-পচা ব্যাগেব ওপবে ঝাঁপিযে পড়ল।—ক'টা? —ক'টা? সাত, দশ? নাকি পনেরোটাই? উত্তবে সন্টু শুধু বলল —মা, খিদে পেযেছে কিন্তু. খেতে দাও। আব রঞ্জু বলল—উঃ কী কাদা রে বাবা।

দুজনেব পাযেই হাঁটু পর্যন্ত কাদা।

—এত কাদা কী কবে মাখলি?

—ঝিলেব ধারে ঘুবে ঘুবে—

—ঝিলেব ধারে ঘুঘু কি রে?

—ঘুঘু না, হাঁস।

—হাঁসও এনেছিস বুঝি? কতগুলো?

—নাঃ। হাঁসগুলো খুব চালাক। ভারি পাজি।

—আব ঘুঘু? কটা ঘুঘু পেলি?

—ঘুঘুও নেই। নেই মানে ঘুঘুই নেই কোথাও।

—চাষীবা বলল এ তল্লাটে ঘুঘু হয না।

—ঘুঘু পাসনি মোটে?

—ঘুঘু পাসনি? সমবেত আর্তনাদ হয।

—কী এনেছিস তাহলে? তিতিব? কাদাখোঁচা?

—পাটপাতা।

পাট-পাতা! পুনবায সমবেত আর্তনাদ নির্গত হয।

—ক্যান? পাইটপাতা শুইন্যা অমন কাতবাইযা ওঠলা ক্যান? পাটপাতা কিছু খাবাপ খাবাব? খাইছস কখনও? বসন্তমামা হ্যাটকোট খুলে বেখে লুঙ্গি পবে এসে বসলেন। শোনেন মেজদি—এই লইযা আইলাম পাইটপাতা। চমৎকাব কচি কচি টাটকা তাজা পাইটপাতা আনছি, এক্কেবে 'গাবডেন ফ্রেইশ' যাবে কয—এইবাব বাইন্ধেন গিযা—মশল্লা তো সব পোষাই আছে. এই অকাল কুষ্মাণ্ডগুলাবে একবাব দ্যাখাইযা দ্যান দেহি পাইটপাতা কী ৰূপ সুখাইদ্য! —আইজকাব মেনু হইল: পাইটপাতাব ঘণ্ট. পাইটপাতাব ডাইল, পাইটশাক ভাজা, পাইটপাতাব ঝোল, পাইটপাতাব ঝাল. পাইটপাতাব ডালনা. পাইটপাতাব বডা. পাইটপাতাব কালিযা আব পাইটপাতাব টক—ব্বাস! কমপ্লিট। খাইযা দ্যাখ ব্যাটাবা, ফ্রেশ ভেজিটেবুলেব স্বাদ কী! ও বস্তু তোবা তো জন্মেও খাইস নাই! আব মেজদিব হাতেব পাইটশাক। আহা স্বর্গেব দ্যাবতাবাও খাইতে নাইম্যা আসে।

জ্যাঠামশাই ইতিমধ্যে এসে পডেছেন অকুস্থলে—তা মেজবউমা যতই ভাল বাঁধুন পাঁচব্যাগ পাটপাতা খেলে কেবল দেবতাবাই স্বর্গ থেকে নেমে আসে না—মানুষবাও স্বর্গে উঠে যায। অ্যাজ ইউ সো. সো ইউ বীপ—পনেবোখানা টোটা খসিযে তোলা পাটশাক—ও কি হজম কবা সোজা কথা. মাই ডিযাব ব্রাদাব-ইন-ল?

পাটপাতাব ফিস্ট দেবাব হপ্তাখানেকেব মধ্যেই বসন্তমামা হৈ হৈ কবে আবাব এসে পডলেন। সদব থেকেই প্রবল হাঁক—মেজদি! মেজদা! কই সব? জামাইবাবু! বঞ্জু-মঞ্জু-সন্টু। সদা-পচা-মেন্তী। কাবে আনছি দ্যাখ! মেজদি, দ্যাখেন! কী আনছি আপনেব লেইগ্যা! হবিণশিশু। আহা, এতটুকু মা-হাবা শাবক, বনে বনে পথ হাবাইযা ঘুবতাছিল। আমি কইলাম—'ব, তোবে মাযেব কোলে লইযা যাই।' ধবেন মেজদি. হবিণ শাবকেবে কোল দ্যান! মাতৃহীন মৃগশিশু অবোলা প্রাণী! দুন্ধ পোইষ্য! সব্বাই ছুটে এসে ঘিবে দাঁডিযেছে বসন্তমামাকে।

কই হবিণশিশু? কোথায় হবিণছানা?

—এই তো!

কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে বসন্তমামা ছোট্ট একটি হবিণছানা বেব কবেন

—'জুউলাজিকাল সারভে-ব ফিলডওয়ার্ক পার্টি উডিষ্যার ফরেস্টে যাইয়া বনে বনে হবিণ তাডা কবতাছিল। একপাল হরিণকে অন্য বনে তাড়াইয়াই দ্যাখে এই শিশুটা আছে পইব্যা। কী আব কবে? ফ্যালাইযাও তো যাওন যায় না, আনতাছিল সাথে কইব্যাই। জু-গাবডেনে দিবার লেইগ্যা। আমারই ট্রেইনে! আমি দেইখ্যা কইলাম —আহা মা-হাবা-হবিণশাবক—আমাবে দ্যান, আমাগো মেজদিব প্রাণে বড় দরদ—আর বাসায় বেশ জমিনও আছে। পোলাপানগো খেলাব সাথীও হইবো, শকুন্তলাব মত। লইযা আসলাম ব্যাগে কইব্যা। সিধা আপনের বাসায।' সবাই অসম্ভব খুশী। হাবাণজ্যাঠাও একবাব হাত বুলিয়ে গেলেন। মাতৃহীন হবিণশাবককে ভাল না বাসবে এ হেন চামাব কে আছে ভুবনে? কাকীমা বললেন—দুগ্ধ পোষ্য বাচ্চা, গরুব দুধ খাবে তো? নইলে হবিণেব দুধ কোথায?

—আবে খাইবো খাইবো—ফিডিং বটলে দিবেন. ঈষদুষ্ণ কইর‍্যা।

—খৈবী বাঘটাও তো খাইত। বাঘে যদি গরুব দুধ খায হবিণে খাইবো না ক্যান? এই বযসে বাঘেবও যা, হবিণেবও তাই। দুধেব বেলায়, বোঝলেন মেজদি, বাঘে-হবিণে ফারাক নাই।

—দুধ ছাড়া কিছু—?

—হ' তাও দিবেন। কচি তৃণ, আব পদ্মমধু। কচি কচি তৃণ তো বাগিচাতেই পাইবেন, দুর্বা হইলেই ভাল আব পদ্মমধুডা কাশ্মীবে ভাল হয। আইচ্ছা, আমিই আইন্যা দিমু'খনে। (গ্রামোদ্যোগেও পাওযা যায় অবইশ্য)। আব যদি পদ্মমধু নাই হয, তাইলে আসামেব কমলামধুও ভাল। আমাগো নিমেব মধুডাও খাবাপ না। নিম খুব স্বাস্থ্যকব। মধুডা খাঁটি হইলেই হইল, ব্বাস। কোন ফুলেব মধু হেইডাতে ইনফ্যাক্ট অধিক পার্টিকুলাব না হইলেও চলে। তবে কচি তৃণটা কম্পালসারি। দুধেব সাথে। জন্মদিনে সন্টুকে 'বুক অব অ্যানিম্যালস' দিযেছেন তার মাসী। তাই সন্টু বলল —এটা কোন জাতেব হরিণ, বসন্তমামা? সন্টুব ইন্টাবেস্টটা স্পেশালাইজড।

—ইনডিযান স্পটেড ডিযাব। নাম শোনস নাই? চন্দনবিন্দুব মতো ছিট ছিট পিঠ? মাবীচ যে স্বর্ণমৃগ হইছিল না। ছবি দ্যাখছস তো, হেইডা ছিল ইনডিযান স্পটেড ডিযাব। এইরাও তাই।

মঞ্জুটা সর্বদা যা করে, তাই কবল—কিন্তু স্পট কই? চন্দনেব ফোঁটাব মতো দেখা যাচ্ছে না তো?

—দ্যাখবা. দ্যাখবা। বড হইতে দ্যাও? গরু কি শিং লইয়া জন্মায? পাখি কি পালক লইযা জন্মায়? তুমি কি ঐ বেণীডা লইযা জন্মাইছিলা? বড় হইলে হবিণেব স্পট হয।

বসন্তমামাব ঘুঘু না-মাবার লজ্জা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল। মাতৃহীন মৃগশিশু নিয়ে মেতে উঠল ছেলেবুডো সব্বাই। কচি তৃণ, ফিডিং বটলে ঈষদুষ্ণ গরুর দুধ. খাঁটি মধু—সবই যোগাড হয়ে গেল। বাগানে খেলে বেড়ায় ইনডিয়ান স্পটেড ডিয়ার।

আপাতত অবশ্য স্পটলেস। মূক প্রাণী। দুদিন গেল। সতু গযলাব ছেলেটা এসে বলল—এটাকে কবে আনলেন? 'আঃ আঃ চুক চুক' বলে হাতেব একগোছা খড এগিযে দিল। মঞ্জু ধডফড কবে ছুটে এল—একি। ওকি। খড দিতে নেই, খড দিতে নেই—

—কেন? দিতে নেই কেন?

—ও তো ইনডিয়ান স্পটেড ডিযাব, ও কেবল পদ্মমধু দিযে কচি তৃণ আব কুসুম কুসুম গবম দুধ খায।

—ইনডিযান কী হয?

—স্পটেড ডিযাব।

—তাব মানে কী?

—তাব মানে হবিণ।

—হ—বি—ণ? — সতুর ছেলে হাঁ হযে যায। তাবপবে বলে—আমি তো ভেবেছি বুঝি—কী আশ্চর্য। হবিণছানাটাকে ঠিক—। আমি তো আগে কখনো হবিণছানা দেখিনি, তাই ভেবেছি বুঝি। এমন সমযে দেখা গেল মৃগশিশু নিজেই খডেব আঁটি টেনে নিযে খড খেতে শুরু কবে দিযেছে। দেখেই মঞ্জু ঝাঁপিযে পডলো তাব ওপবে—

—ছিঃ ছিঃ খায না। খায না। অসুখ কববে যে—দাপাদাপিতে হবিণ ছানাব নবম শবীবে বোধ হয ব্যথা লেগে গেল। মঞ্জুব তো ওজনটি কম নয। ছানাটা কঁকিযে উঠল—

—বব্যা। —এ্যা। —এ্যা।। আব সতুব ছেলে চেঁচিযে উঠল। —ছাগলছানা। ছাগলছানা। যা ভেবেছি তাই। হবিণ না আবও কিছু।

শুনেই মঞ্জু মর্মবিদাবক এক কান্না জুডল—এবং মা-হাবা মৃগশিশু তাকে সান্ত্বনা দিলো—'ব্যা-এ্যা-এ্যা,' 'ম্যাঁ-অ্যা-অ্যাঁ'—

পবদিন বসন্তমামা এলেন। হাতে মধুব শিশি।

—'কই, গেলা কই সব? মৃগ শিশুগ্যা কই? মৃগশিশু আইজ আছে কেমন? খাইতাছে কী? এভেবিথিং অলরাইট?' গোমডা মুখে বঞ্জন বেবিযে এল—তোমাব স্পটলেস স্পটেড ডিযাবেব কথা বলছ? ভালই আছে।

—পদ্মমধু লইযা আইলাম। খাঁটি কাশ্মীবী মাল। কচি তৃণ, ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ—সন্টু উত্তব দিল—সব, সব খেযেছে। খডটডও দিব্যি চেযে চেযে খাচ্ছে। মধু আব লাগবে না মনে হয়। ইতিমধ্যে মঞ্জু ঝডেব মতো এসে বলল—

—হবিণছানা, না ছাই। বিচ্ছিরি ব্যা ব্যা করছে—

—কী? কী কইলা? বসনমামা মঞ্জুব মতোই মর্মাহত হন। ধীবে ধীবে হাতেব মধুব শিশিটা পকেটে ভবে বাখেন। ওষুধ কিনে ছুটে ছুটে হাসপাতালে এসে বোগীব মৃত্যু সংবাদ পেলে লোককে যেমন দেখায়, তাঁকেও তেমনি দেখাল।

—ব্যা ব্যা করতাছে হবিণশিশু? মাই গড!! তাবপব মুখে আব বাক্য সবল না তাঁব। নিঃশব্দ কাতব বসন্তমামাকে ঘিরে ক্রমশ রঞ্জু, সন্টু, মঞ্জু, সদা, পচা, মেন্তী, কাকীমা, কাকাবাবু, হাবাণ জ্যাঠা—সবাই মিলে মা-হাবা মৃগশিশুব এই ব্যাকবণ নিযে একসঙ্গে ভযানক বেগে প্রচণ্ড উচ্চ গ্রামের আলোচনা শুরু করে দেন। শুনতে শুনতে, বসন্তমামা হঠাৎ মাথা থেকে হ্যাটটা খুলে নিযে তাতে জোবে চাঁটি লাগিযে ফটাফট টেবিল চাপড়ানোব মত শব্দ কবে বললেন—বাস! বাস। —ঢ্যাব হইসে। নাউ স্টপ। নো কমপ্লেইনিং। ওকে, হবিণশিশু ভাল না লাগে তো কাইট্যা খাও। ফিনিশড? মেজদি—আইজ বাতেই বানাইয়া ফ্যালান, শত্রুর শ্যাষ বাখতে নাই। হবিণশিশু হইযা ব্যা কইবা দিসে। ব্যাটা বেইমান।

মেহেবুব টেলার্স

(ক্যালকাটা নাইন)

বঞ্জন এসে বলল—'বাব্বাঃ, যা বিশ্রী কেলেংকাবি হতে চলেছিল আজ। উঃ। আবটু হলেই থানায নিয়ে যেত।'

'কী বে, কী হয়েছে?'

'বসনমামাব কাণ্ড। সেই যে গত সপ্তাহে যে কোটেব কথা বলেছিলাম না,তাবই জেব মিটল আজ।'

গত সপ্তাহে বঞ্জন বলেছিল বটে একটা কোটেব ঘটনা। তাবপব থেকেই খুঁজছিল ক্যালকাটা নাইনটা কোথায।

'পেলি না কি ক্যালকাটা নাইন?'

'পেলাম না? ওঃ, সে কী পাওযা। মেহেবুব টেলার্সও পেযেছি।'

আমি ববং বঞ্জনেব গল্পটা গোড়া থেকেই বলি। ঠিক ও যেমন কবে বলেছে, তেমনি।

'বসন্তমামাব গায়ে সেদিন দেখি এক কালো কোট। গার্ডের ইউনিফর্মে রোজ যেমন কোট পবেন প্রায তেমনিই, কেবল এটার বোতামঘরায, পকেটে, আব হাতাব মুখে জবিব কাজ কবা। অনেকটা বাজা-বাজডাব মতো, বা ব্যাণ্ডপার্টিব লোকেদেব মতো। ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠলেন।

'রঞ্জু-মঞ্জু-সন্টু! কই সব? দেইখ্যা যা, কো-ট। সদা-পচা-মেন্তী! আয় এই দিকে, কো-ট!'

সদা-পচারা পাশের বাড়ির। ওরা ছিল না, বঞ্জু-মঞ্জু-সন্টু দৌড়ে এলো তিনজনে।

'কই কোট? কোট কই?'

বসনমামা ফ্যাশন মডেলের মত কোমরে দুই হাত রেখে ঘুরে নিলেন গোড়ালিতে ভর দিয়ে। ঘূর্ণি থামিয়েই ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন—

'দ্যাখছস? দারুণ না? পাক্কা ইংলিশ কোট। গোরা সাহেবের কোট বইল্যা কথা।'

তারপর কোটের তলার দিকটা দু আঙুলে তুলে বললেন।

—'কাপড়খান দ্যাখ একবার। খাইস বিলাতী টুইড। এক্কেরে হাঁটার ফিট করা। কাঞ্চনজঙ্ঘার গায়ে পরাইয়া দিলে কাঞ্চনজঙ্ঘা গইল্যা যায়। ছুঁইয়া দ্যাখ একবার। হাত লাগাইলেই লণ্ডন বেড়াইবার সুখ হয়।'

আমরা সবাই অমনি একসঙ্গে ঝুঁকে পড়ে একটু কোটটা ছুঁলাম। কম্বলের মতো কুটকুটে। এই নাকি লণ্ডন?

তারপর ব্যায়ামবীরের মতো দুই হাত নিজের দুই কাঁধে রেখে মাসল দেখানোর ভঙ্গিতে বললেন।

'পুট দ্যাখ পুট। এক্কেরে পারফেক্ট।'

ঠিক যেন বলছেন—'দ্যাখ কী বাইসেপস, দ্যাখ কী গুলি দ্যাখ হাতে আমার।'

'আর সেন্তু?' বলে ডান হাতটা সামনে দিকে ঘুঁষি মারার ভঙ্গিতে বাড়িয়ে দিলেন স্যাৎ করে। —'দ্যাখ সেন্তু দ্যাখ।'

আমরা সবাই অমনি একটু পিছিয়ে গেলাম একসঙ্গে। মঞ্জুটা বলে ফেলল —'ওখানে আবার সেন্তু কোথায়? সেন্তু তো ঘাড়ে না কাঁধে কোথায় যেন হয়।'

'ওই একই হৈল।' বসনমামা একটু লজ্জা পান বোধ হয়।

'যাঁহা বায়ান্ন তাই হৈল গিয়া তেপান্ন, যারে কয় হাতা হোই তারেই কয় সেন্তু। তুই আমারে টেইলারিং টার্মস শিখাস? দুই দিনের বৈরাগী ভাতেরে কয় অন্ন। ওঃ—'

বসনমামা রেগে যাচ্ছেন দেখে মঞ্জু বলে, 'সরি, আর বলব না।'

খুশি হয়ে বসনমামা আবার শুরু করেন 'কী কইতাসিলাম? ওঃ হ্যাঁ, সিলাই। সিলাই দ্যাখছস? সুইসুতার কামড়া কী ফার্স্টক্লাশ? আর পকেট দ্যাখছস? পকেট আর বুতামঘর? এক্কেরে জরিদার কাশ্মীরী শাল। ফাইন এমব্রয়ডারি, বোঝলা? এইয়া সহজ কাম না! পয়সা লাগে। আর দ্যাখায় কী? হাইক্লাশ। য্যান নিজামের সিপাই।'

কিছুক্ষণ ড্রামাটিক এফেক্টের জন্য চুপ করে থেকে বসনমামা বলেন—

'এইবারে ঝুলটা দ্যাখ। পারফেক্ট ঝুল। জাস্ট আপটু থাই।' হাত দিয়ে টেনে টুনে কোটটা খানিকটা নামান বসন্তমামা। বলেন—

'ওঃ কী ফিটিং! য্যান বাঘের গায়ে বাঘের চাম। অল পারফেক্ট।'

আমাদের কিন্তু কেমন কেমন লাগে। মনে হয় একটু ছোটই হয়েছে। হাতদুটোও কেমন খাটো খাটো। খুশিতে ভাসতে ভাসতে বসনমামা কিন্তু এবার বোতামে চলে যান।

'বুতাম দ্যাখছস? বুতাম? ভাল কইর‍্যা দেইখ্যা ল'। জার্মানীর বুতাম। চামডাব। হিটলাব যে ইহুদিব চামডা দিয়া বুতাম বানাইত? সেই স্টাইল। অবশ্যাই ইহুদিব চামডাব না। বিন্ধ্যপর্বতের নীল গাইয়েব স্কিন।'

মঞ্জু বলল—'চামডারই নয বসনমামা, প্লাস্টিক।'

'চামডাই না বসনমামা, প্লাস্টিক।' বসনমামা মঞ্জুকে ভেংচে ওঠেন। 'তর কানটাও তাইলে প্লাস্টিক? দেখুম নাকি টাইন্যা?'

মঞ্জু দুইহাতে কান ঢেকে দূবে পালায। তৃপ্তি বোধ কবে বসনমামা বলেন—

'মাইয়াডাব এট্টা ধ্যাও চ্যাও নাই। চামড়ারে কয় পেলাস্টিক।...

...এইবার ল্যাপেল দ্যাখ। কতোটা চওড়া। এমুন চওড়া ল্যাপেল আইজকাইল কেউ দ্যাখতেই পাযনা। হে-ই ফর্টিথ্রিতে যখন প্রিন্স অব ওযেলস ইনডিয়া ভিজিটে আইসিল তখনই ফেশন হইসিল চওডা ল্যাপেল কোট। অহন এতটা কাপডই বা খরচা কবে কোন শালা? এই কাটই বা জানে কোন টেইলব? ... কলাবটা দ্যাখ এইবাব।'

একহাতে কলাবটা উঁচু করে ধবে অন্যহাত পকেটে ঢুকিয়ে ঘবের এধার থেকে ওধাব স্মার্টলি একবাব মার্চ করে এলেন গুজস্টেপে।

'রয়্যাল কাট—এই কাটেবে কয রয়্যাল কাট।'

সন্টু হঠাৎ বলে ফেলল—'ফর্টিথ্রিতে প্রিন্স অব্ ওয়েলস কে ছিল বসনমামা? ফিফটিথ্রিতে তো দ্বিতীয় এলিজাবেথ বাণী হলেন?' এবং মঞ্জু বলল—'ফর্টিথ্রিতে যুদ্ধ হচ্ছিল, তখন ইনডিযাতে তো কোনো রাজা আসেইনি।'

'শাটাপ। ফুটানি মাইরলে এক থাবডা দিয়া পিঠ ফ্যাইড়া ফ্যালাইমু। যা বাইবাইযা যা সব। অপোগণ্ডেব দল। মেজদি! ক্যাবল আপনেই শোনেন কোটেব কাহিনী।

স্টার্চ-দ্যাওযা হোযাইট পেন্ট্‌লুনেব উপব এই কোটখান চডাইযা, হ্যাট মাথায দিযা হাতে ফ্ল্যাগটা লইযা যখন গোমো স্টেশনেব এই মাথা থিক্যা ওই মাথা পর্যন্ত পাযচাবি করুম না মেজদি, পেসেনজারবা কইবো ইওবোপীয়ান গার্ড যাইতাসে বুঝি। সেইসব টাইম তো অবা দ্যাখেই নাই। অবা আব এই কোটেব মর্ম বুঝবো কী কইর‍্যা।'

বসনমামা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পিছন ফিবে বসার জন্যে চেযাব টেযাব কিছু খুঁজলেন।

মা বলে ফেললেন—

'ও বসন্ত, তোমাব কোটেব পিছনে যে ফুটো?'

'ওঃ, ঐটা? গুলিব ফুটা। গুলিব। এইটা ফ্রিডম ফাইটেব কালেব কোট তো? ওঃ—মেজদি, কী দিনই গেসে গিযা। পনপন কইর‍্যা ছুটত্যাসি পথে, পিছে পুলিশ লইয্যা—শনশন কইর‍্যা ছুটত্যাসে গুলিব ঝাঁক—বনবন কইব্যা ঘুইব্যা পড়ত্যাসে মানুষগুলান সটাসট উনডেড হইয্যা—আব তাগো বুকের রক্তে কালা পিচের পথ বাঙ্গা হইযা যাইত্যাসে—'

হঠাৎ মঞ্জু বলল 'লোকেদেব পিঠে গুলি লাগলে 'বুকেব বক্ত' কেন বলে বসনমামা ?'

এই বে। আবাব প্রশ্ন! মঞ্জুটাকে বাঁচাতে সন্টু তাড়াতাড়ি বলে ওঠে--'তুই থাম দিকি মঞ্জু। জানিসনা শুনিসনা সবতাতে কথা। আচ্ছা বসনমামা. তোমাব পিঠে যে-গুলিটা লেগেছিল সেইটেব—'

'আমাব পিঠে গুলি লাগবো ক্যান ? ষাইট। গুলি লাগুক গিযা আমাব শত্রুগো পৃষ্ঠে।' কিন্তু মঞ্জুকে বক্ষে কববে কোন দাদা। আবাব মঞ্জু বলল, 'কিন্তু তোমাব কোটেব ফুটোটা তো পিঠেব দিকে ?' ওব কথাটায থাবা মেবে বলে উঠল সন্টু 'তোমাব কি তবে বুকেই গুলি লেগেছিলো বসনমামা ?'

অদমা মঞ্জুকে থামায কে ? মঞ্জু চটপট বলে দেয উল্টোকথাটা 'তবে যে তুমি বললে পেছনে পুলিশ নিযে তুমি ছুটছিলে ? পেছন থেকে বুকে কেমন কবে গুলি লাগবে ?' ভীষণ বেগে গিযে বসনমামা জিবে-টাগবায চুক চুক কবে শব্দ কবে বলে উঠলেন—'আঃ হা। আমাব বক্ষে গুলি লাগাইযা তোমাগো কামড়া কী শুনি ? আমাব দেহে গুলিই বা লাগবো ক্যান ? আমি কোথায কইতাসি চিবস্মবণীয শহীদ ফ্রীডম ফাইটাবগো কাহিনী, আব তোমবা কও ক্যাবলই আমাব কথা। আমি কি শহীদ ?'

সন্টু চুপ কবে যায। কিন্তু মঞ্জু চুপ কবে না। 'কিন্তু কোটেব ওই ফুটোটা'—

'আঃ। কোটে ফুটা ত' আমাব কী ? তাব কথা আমাবে জিগাও ক্যান ? কোটেব ফুটা কোটেব ফুটা।' বসনমামা বিবক্তমুখে জানলা দিযে বাইবে তাকিযে থাকেন। এই উত্তবে কাবও মুখে আব কোনো কথা যোগায না। চমৎকৃত হযে-চুপ কবে যাই প্রত্যেকে। এমনকি মঞ্জুও। সকলেই মনে মনে একটা যুৎসই প্রশ্ন ভাবছি, এই বিচিত্র উত্তবেব মানেটা কী কবে জেনে নেওযা যায ? এমন সমযে কখন হাবাণজ্যাঠা ঘবে ঢুকেছেন।

জেঠিমা মাবা গেছেন সেই ক-বে। তাব এই অতিআদুবে ছোট ভাইটি জ্যাঠাবও অতি আদবেব। সেই সূত্রেই আমাদেব মামা বসনমামাকে দেখেই খুব খুশি হযে হাবাণজ্যাঠা জিগেস কবে বসলেন—'বাঃ। বেড়ে জবিদার কোট ত ? —কোথায বানিযেছ বসন্ত এমন কোটখানা ?'

'এই তো জামাইবাবু ল্যাখাই আছে'—চট কবে হেসে দিযে, পিছু ফিবে চেযাবেব মত হযে আধো-বসে পড়েন বসনমামা।

কলাবটা উল্টে ফেলে তলা থেকে একটা লেবেল দেখান। সঙ্গে সঙ্গে মুখস্থ আউড়ে যান—'দ্যাখেন, ল্যাবেল দ্যাখেন, মেহবুব টেইলার্স, ক্যালকাটা নাইন।'

'ক্যালকাটা নাইনটা আবাব কোনদিকে ?'

'তা জানে কেডা ? আমি তো বেলেব গার্ডমানুষ। অ্যাড্রেস আপনে বরং পোস্ট অফিসের পিওনরে জিগান গিয়া। আমি জানি স্টেশনের খবর। বাস।'

'সেকি? তোমার দর্জি, তুমি জাননা কোন্ পাড়া?'

'আমাগো দরজি কেডায কইল? আমাগো দরজি তো যতীন বাবু, বাহাব টেইলার্স, ক্যালকাটা টুয়েন্টিনাইন।'

'তাহলে এই কোট?'—'

অধৈর্য হযে বসনমামা বলেন—'আহাঃ এতো কোট কোট কবেন ক্যান? কোটেব আমি জানি কী?'

'—মানে?'

'—মানে, কোট কি আমাব?'

'—তবে কাব কোট?'

'—হেইডাই বা আমি জানুম কী কইব্যা?' এবাব হাবাণজ্যাঠা স্পষ্টত বিভ্রান্ত হযে পড়েন।— 'তাব মানে?' মা, সন্টু, মঞ্জু, সক্কলে মিলে কোরাসে হাবাণজ্যাঠাব সঙ্গে গলা মেলাই।

'—তাব মানে?'

'—তার মানে?'

'—তাব মানে?'

'—আঃ হ্য। আমি তো এইডা আইজই কুড়াইযা পাইলাম। কে জানি ফেলাইযা গেছিল। গার্ডেব কামবায। তা ফাটা ফুটা পুরানা কোট, ওইযা আব ফিবাইযা নিবে কেডা? তাই ভাবলাম আমিই কোটটা পবি। গরম আছে বেশ। দ্যাখেন, হাত দিযা দ্যাখেন জামাইবাবু?'

বলে বসনমামা একটু লাজুক হাসেন।

'কই মেজদি, চা হইল?'

এত পর্যন্ত ঘটেছিলো গত সপ্তাহে। বঞ্জন বলল 'তাবপবে আজকে কি হলো জানো নবনীতাদি? বললে বিশ্বাস কববে না। এক বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছিলাম আমবা, হঠাৎ চমকে দেখি গলিব মুখে একটা ছোট্ট দোকান তাতে সত্যি সত্যি সাইনবোর্ডে লেখা—'মেহবুব টেলার্স, ক্যালকাটা নাইন।' তিনজন দর্জি একটা গ্যাবাজে বসে বসে পা-মেশিনে মশাবি সেলাই কবছে। নীল নীল নাইলন নেটের স্বপ্নেব মতো সব মশাবিতে ঘবেব মেঝে ভর্তি।

আমি দেখে অবাক হযে জিজ্ঞেস কবে ফেলেছি—'আপনাবা কি কোটও বানান?'

চিকনেব শাদা টুপি মাথায়, মেহেদী লাগানো দাড়ি নেড়ে বুড়ো দর্জি গোল গোল বাইফোকাল লেন্সেব নিকেলেব চশমা দিয়ে তাকালেন। তাবপব বললেন— 'না তো। ক্যানো বলুন দিকি?'

'—মানে কোটের গাযে আপনাদের লেবেল দেখেছি—'

বুড়ো দর্জি হাফপ্যান্টপবা ন্যাড়া মাথা সদ্য পৈতে-হওযা সন্টুকে একবার ভালো কবে দেখে নিলেন। তাবপর ফোকলা মুখে অপূর্ব এক হাসি হেসে বললেন--

'—কোট তৈবি কবিনা বটে. তবে লেবেল লাগিযে দি।'

'—তাব মানে?'

'—মানে চোবা বাজাব থেকে কোট নিযে এলে, আমবা তাব লেবেলটা পালটে দি আবকি। আগে ছিল একটাকা পাব লেবেল. এখন হযেছে পাঁচ টাকা।' তাব পবে বুড়ো দর্জি নাকি নতুন দাড়ি গোঁপ ওঠা বঞ্জনেব আপাদমস্তক লক্ষ্য কবে, ওব হাতে ঝোলানো কলেজেব ব্লেজাবটাব দিকে তাকিযে, হাত বাড়িযে একটা চোখ টিপে নিচুগলায বলেছিল—'কেন খোকা? আছে নাকি কোট? বেশতো, নিযে এসো. তিনটাকায কবে দিচ্ছি। এ লাইনে পেবথম কাজ বলেই মনে হচ্ছে?'

'—বাপবে বাপ। চোবই ভেবে নিযেছিল ওবা আমাদেব, নবনীতাদি। আবটু হলেই হযত পুলিশে ধবত। বসনমামাবও যেমন কাণ্ড। কোত্থেকে প'বে এসেছেন এক চোবেব ফেলে-দেওযা কোট।' বঞ্জন হাঁপাতে থাকে, আমি হাঁ কবে থাকি। ধন্যি বসন্তমামা। ধন্য তাঁব কোট।

দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ

এবার পুজোব ছুটিতে আমাদেব বঞ্জন অনেকদিন পবে এসেছিল। বেশ গোঁফদাড়ি গজিয়েছে দেখলুম। আরো কিছু খবর দিয়ে গেলো বসন্তমামাব। বঞ্জন বলল:

"সেদিন বিজযা দশমী।

বসন্তমামা হন্তদন্ত হযে ঢুকলেন, ঢুকেই, এক হাঁক পাড়লেন—

"সন্টু-মন্টু-রঞ্জু। এই বাইখ্যা গ্যালাম মহাশঙ্খ। আমি যাইত্যাসি স্নানে। হাত দিবা না কেও। এই কইযা দিলাম। শঙ্খে হাত দিলেই হাত কাইট্যা ফ্যালাইমু। হ। এইয়া যেই-সেই শঙ্খ না। দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ। ডাইনদিকে প্যাঁচ বোঝলা? অবডিনাবি শঙ্খ গুলান কেমুন হয় খ্যাল আছে? লেফট সাইডেড. স-ব লেফট সাইডেড।"

তাকিয়ে দেখি বসনমামাব হাতে এক বিবাট শঙ্খ। সত্যিই বেশ অসামান্য অসামান্য দেখতে। হাত উঁচু কবে গোড়ালি তুলে শাঁখটা বসনমামা যত্ন কবে জানলাব মাথায় কুলুঙ্গীব তাকে উঠিয়ে বাখলেন। তাবপব মাকে ডাকলেন চেঁচামেচি কবে:

—"মেজদি। যত্ন কইব্যা তুইল্যা বাখেন, আপনেব লেইগ্যাই আনসি। গেসিলাম গোপালপুর-অন-সী। আঃ সে কী ফাশ ক্লাস সী বিসর্ট। য্যান সাউথ অফ ফ্রানসে যাইযা পড়সি পথ ভুইল্যা। সী সাইডে, মানে সমুদ্রের কূলে কূলে বঙ্গিন ছাতায় ছাতায় ছত্রাকার। প্লেন থিক্যা দেখায় য্যান শত শত মল্টি কলব ঝিনুক পইর্যা

আছে। আব ছাতির নিচে? ছাতির নিচে নিচে ক্যাবল ম্যাম আর সাহেব। সাহেব আর ম্যাম। মেমগো আবাব লাজলজ্জা নাই—বড়ই বেশরম। সাহেবগুলা তাও মন্দের ভালো। তাই বইল্যা আমিই কি কম? কী কন মেজদি? আমিই কি কম যাই? আমিও বইস্যা পড়লাম ছাতির তলায় গাও এলাইয়া —দিলাম দুই পাও টেবুলে তুইল্যা। আ-হ। নাকেব ডগায় সবুজ গগলস ঝুলতাসে, মনে মনে একটা-অস্ট্রেলিয়ান টিউন হামিং কবতাসি—এই টিউনটা সমুদ্রে স্কাইলাব ভাইঙ্গা পড়াব সময় দারুণ পপুলার হইসিলগা অস্ট্রেলিয়ান নেভীতে—আব কোলের উপব এট্টা বংচঙ্গা ইংবাজী নবেলেব পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া যাইত্যাসি, কতকটা আউট অব মাইণ্ড—মানে কতকটা অন্যমনস্ক হইয়া আব কি—এমন সময়ে আইল এক ষণ্ডাগণ্ডা অস্ট্রেলিয়ান সাহেব। পবনে এইটুকু একখান কালা মতন গেঞ্জীব জাঙ্গিয়া—মোরাবজীব গঙ্গাসাগব স্নানেব জাঙ্গিয়াডাব থিক্যাও ছোটই হইব তো বড না—আব এই বড় একখান দেহ—শ্বেত হস্তীব লেইগ্যা শাদা মাংসেব পাহাড—"

এই সময়ে মা বললেন—"স্নানে যাবে না, বসন্ত?"

বসনমামা বললেন—"এই যাই মেজদি—"

কিন্তু আমবা তখন অদম্য হয়ে উঠেছি।

—"এখন না বসনমামা এখন না, আগে বলে যাও কী হলো—তাবপব সেই সাহেব— ?" —বসনমামা এবাব চৌকিতে পা তুলে বসলেন। তাচ্ছিল্যেব ভঙ্গিতে হাতটা উল্টে আব ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন—

—"অইব আবাব কী? কিসুই না। সাহেব আইয়া আমাবে কইল—"গুড মবনিং ছাব।' আমিও মুখ থিক্যা পাইপটা নামাইয়া নড কইবা সিরিয়াসলি কইলাম—"গুড মরনিং সাব" —কিন্তু পাও নামাইলাম না। দেইখ্যা সাহেব কইল—"আমি কি বসতে পাবি? মে আই সিট ডাউন?"

আমিও কইলাম.—"বস না বস. তুমি আমাগো দ্যাশেব অতিথি বইল্যা কথা। সিট ডাউন. সিট ডাউন।" সাহেব তো আমাব ইংলিশ শুইন্যা এককেবে হকচকাইয়া গেসে। কইল "তুমি কী গানটা গাইসিলা? চিনা চিনা কইব্যা শুনা যায়?" আমি মৃদু হাইস্যা কইলাম "সাহেব আপন দ্যাশেব জাতীয় সঙ্গীত চিনো না? এইটা তোমাগো সমুদ্রে স্কাইল্যাব পতনেব সময়কাব গান—" সাহেব তখন এত খুশি, নীল নীল চক্ষু দিয়া নীল নীল পানি গডাইয়া পড়ে— কয় "বাঃ ঠিক! এইযা আমাগো দ্যাশেবই গান বটে! আমাগো দ্যাশেব ভাটিযালী সঙ্গীত!" সাহেব কয়—"আমি তো নাবিক, আমাগো বক্তে এই গান খেলা কইব্যা বেডায়। কিন্তু তুমি ইণ্ডিযান হইয়া এই গান শিখলা কী কইর‍্যা?" আমি বলি—"সাহেব, আমি নাবিক নই, কিন্তু বাঙ্গালদ্যাশেব পোলা, আমরা হইলাম পানির পোকা— পানির বেপাবে আমাগো লগে তুমি পারবা না—" যেইনা কইসি, সাহেবটা খটাং কইর‍্যা বাজী ধইর‍্যা বসল—"বেট? চল, ডুব সাঁতাব দেই, দেখি কে কী তুইল্যা আনতে পাবে সাগরের তল থিক্যা।" আমিই

কি ছাড়ি? কইলাম— "হোয়াই নট? ক্যান কাটুম না ডুবসাঁতাব?" সাহেব কইল — "ও কে পার্টনার। কামান, সুইম। সুইম।" আমিও তৎক্ষণাৎ "গড ইজ গুড, জয় মা কালী।" কইয়া পরনেব তৌলিয়াখানই দিলাম ছুঁইড়্যা সমুদ্রেব তবঙ্গে, তাবপব —"চল সাহেব, ধবি গিয়া" —বইল্যা ঝাঁপ দিয়া পড়লাম জলে। মাবলাম এক ডুব।

"ও। সে কী গহীন গাঙ। ডুবত্যাসি, ডুবত্যাসি, ডুবত্যাসি—তলকূল আব মিলে না। শ্যাষে এক্কেবে অতলে যাইয়া দেখি, গুচ্ছ গুচ্ছ প্রবাল, আব মাদাব অফ পার্লেব শুক্তিগুলাব লগে খেলা কবতাসে আমাব সাধেব তৌলিয়া। সে কী বিউটি তোমবা বোঝবা না। হেলিয়া দুলিয়া যেন লুকোচুবি খেলতাসে। মস গ্রীণ জলজ উদ্ভিদেব ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মাবতাসে আমাব হলুদ তৌলিয়া। আব তৌলিযাব লগে খেলা কবে কে? কেডা খেলে? কইত্যা পাব? এই সন্টু, তুই না ক্লাশে ফার্শ্ট বয, তুইই ক—কেডা খেলে?"

সন্টু ঘাবড়ে গেল। ডাইনে বাঁযে মাথা নাড়ল। ভযে ভযে। ছোট হলেও মঞ্জুটা চিবকেলে সাহসী। সে বলল—"কে খেলছিল বসনমামা? মৎস্যকন্যা?"

—"আবে ধুব। বসনমামা এক হাত নাড়াতেই মঞ্জু খতম। "মৎস্যকইন্যা হইলে কি আব আমাবে দেইখ্যাও ওযেট কবত? কবত না। নিঘঘাত পলাইত। আবেঃ, মৎস্যকইন্যাবা যে বড লাজুক হয। বোঝলা না? অগো লাজুক না হইযাই উপায নাই।"

এই সমযে আবাব মা ব্যস্ত হযে বললেন—"বসন্ত, তুমি স্নান কবতে যাবে না?" বসনমামা বললেন—"আবেঃ—যামু যামু, স্নানেব ডিসকাশনই তো কবতাসি। অবগাহন স্নান। এইযা আপনেব কল খুইল্যা টুপুব টাপুব গোছল না। হুঁ। তাবপব সমুদ্র তলে যাইয়া দেখি, আমাগো তৌলিযাব লগে খেলা কবতাসে—এই, এই বিবাট শঙ্খগগ্যা। অঃ হো। সে কী ব্রাইটনেস মেজদি। বাশি বাশি মণি-মুক্তাব জ্যোতিবে মলিন কইব্যা দিতাসে এইযাব অমলিন শুভ্রতা। সপ্তসিন্ধুব বত্নবাজি যেন শবমে মুখ লুকাইতাসে বালুব শয্যায। আব জলমধ্যে শতদল পদ্মফুলেব মতো সগৌববে শোভা পাইতাসে—এই শঙ্খ। বাসস। লইযা আইলাম তীবে। ভূস কইব্যা ভাইসা উইঠ্যাই দেখি সাহেব। লাল নীল ছাতিব নিচে বইস্যা বইস্যা বড বড শ্বাস ছাড়তাসে। আমাবে দেইখ্যা কইল— "ওফ! তুমিই দ্যাখাইলা বটে। বিনা অক্সিজেনে জলেব তলে পাক্কা বিশ মিনিট?" আমি কইলাম—"এই দ্যাখো সাহেব—পদ্মাপাবেব প্র্যাকটিস। কই তুমি কী তুইল্যা আনসো দ্যাখাও দেহি? তৌলিযা তো ধবতে পাব নাই জানিই।"

সাহেব কয—"মাই গড! হোযাট সী। হোয়াট ওযেভ।" এই উত্তাল তবঙ্গিত বঙ্গোপসমুদ্রে তো উহাবা নামে নাই। ব্যাটাব পাঁচ মিনিটেই দম ফিনিস। সমুদ্রবক্ষ থিক্যা কিসুই তুলিতে পারে নাই। আমার হাতেব শঙ্খ দেইখ্যা তো সাহেবেব চক্ষু স্থিব। কয—"এইযা আবার কী— হোয়াট ইজ দিস?" ওইযাবে বুঝাইবাব লেইগ্যা তো শঙ্খে লাগাইলাম এক ফুঁ। উ-রি-ব্বাস! এই যে মেজদি শোনেন। এই কইয়্যা

দিলাম হৌল ফ্যামিলিরেই জয়েন্ট ওয়ার্নিং দিয়া দিলাম—এই শঙ্খে ফুঁ দিবেন না। নেভার। উফফ। শা-বাশ..সে কী ভোঁ। বাপ রে বাপ। সেই থিক্যাই আমি এই ডাইন কানটাতে স্লাইটলি কমতি শোনতাসি। বঞ্জু, মঞ্জু, সন্টু শুইন্যা দ্যাখো, সদা-পচা-মেন্ত্রীরেও কইয়া দিবা—শঙ্খে কেও য্যান কদাচ ফুঁ দিতে যাইও না। সর্বনাশ হইব। ভেবি ভেবি ডেনজাবাস!

"যাইতাসিল এক মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ দূব দিয়া। পেন্টিংযেব লাখান দেখা যায়। যেই না দিসি শঙ্খে ফুঁ, অমনি গেসে থামিয়া। হ, ঐ যুদ্ধ জাহাজ। গেসে থামিয়া। সে কী বিবাট শব্দ। সমুদ্রেব জলে ব্রেইক টানসে ত? নিঃশব্দে পিচেব পথেই দোতলা বাস ব্রেইক টাইনলে কত না শব্দ কবে, আব সদা কলকল সমুদ্রে সাত তলা জাহাজ ব্রেইক দিসে—তাব যা শব্দ—ওঃ। জাহাজ তো গেল মধ্য সমুদ্রে স্থিব হইয়া, আমাব শঙ্খনিনাদে ভয় পাইয়া। তখন আমাবেই সিচুযেশন সেইভ কবতে হইল। চিৎকাব কইব্র্যা কইয়া দিলাম—"অল ক্লিয়াব। ভয় নাই। ফ্রেইণ্ডস হিয়াব।" হুডাহুডি কইব্যা পকেট থিক্যা বাইব কইব্যা, দিলাম এই শাদা রুমালডা নাইড্যা" বসনমামা পকেট থেকে নস্যি-ঝাড়া মযলা ব্রাউন রুমালটা বেব কবলেন। মঞ্জু বলে উঠল: —"বাবে? তখন তোমার পকেট কোথায বসনমামা? তুমি তো তখন তোয়ালে পবে—"

বসনমামা বেগে গিযে বললেন—"মঞ্জুডাব হইসে বডই চিটপিটানি স্বভাব—বডদেব সব কথায কথা কওন চাইই। তোবে আব কিসস্ কমু না। যাঃ। তাব-পর, সাহেব তো আমার শঙ্খের রূপেগুণে এক্কেবে পাগল। ক্যাবলই কয়—

—"ওঃ। গ্র্যাণ্ড। গ্র্যাণ্ড। দি গ্রেইট ইণ্ডিযান সী-সাইবেইন। হাউ মাচ?"

"আমি তো স্ট্রেইট কইয়া দিলাম—দিমু না সাহেব, এইয়া হৈল গিয়া দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ, এ আমাগো বড লক্ষ্মীমন্ত দ্রব্য—এ আমি তোমারে বেচুম না।" সাহেব খালি কয়—"প্লীজ হাউ মাচ? ওয়ান থাউজ্যাণ্ড? টু থাউজ্যাণ্ড? ও কে, —থ্রি?"

আমাব মুখে একই বাইক্য! মাথা নাডতাসি আব ওনলি কইতাসি: "নো সাব। নট ফব সেইল। এইয়া আমাগো মেজদিব লেইগ্যা লইয়া যামু—বড পয়মন্ত শঙ্খ—"

একটু থেমে বঞ্জন বলল, "আমবা তো ততক্ষণে আশ্চর্য হয়ে জানলাব মাথায কুলুঙ্গিব খোপে সুরক্ষিত নট ফব সেল দক্ষিণাবর্ত শঙ্খেব দিকে মন্ত্রমুগ্ধেব মতো একদৃষ্টে তাকিযে আছি, বসনমামাও আমাদেব তাকানোটা তাকিয়ে দেখছেন স্নেহ-মুগ্ধ হয়ে, এমন সময়ে ভীষণ গোলমাল কবতে কবতে একপাল ছেলে ঢুকলো ঘরে।

"জানিস বঞ্জন, কী কাণ্ডই হযেছে প্যানডেলে?"

"ঠাকুব বিসর্জন দেওযা যাচ্ছে না। পুরুতমশাই বেগে কাঁই—বড়দাদেব যাচ্ছেতাই করছেন—"

"বিরাট কেলেঙ্কারী—"

"তুলকালাম কাণ্ড। প্রতিমাব অঙ্গহানি হয়েছে।"

"প্রতিমাব হাত থেকে না—"

"কে যেন শাঁখটা—"

"চুবি কবে নিয়েছে—"

"সেটা না পেলে বিসর্জনই আটকে থাকছে—"

মা অবাক হয়ে বললেন, "কিন্তু ও গুলো তো মাটিব শাঁখ হয়, ও শাঁখ চুবি কববেই বা কে, আব কেনই বা কববে?"

এমন সময়ে বসনমামাব গলায় যেন কড়কড়াৎ কবে বাজ ডাকলো:

—"আঃ —অই তো বইসে। লইযা যা না তগো ছাদাব মাথা শঙ্খ—" নিতান্ত অশ্রদ্ধাব সঙ্গে মাথাব পিছন দিকে বুড়ো আঙুল উঁচিযে কুলুঙ্গীব দিকে দেখিযে দেন বসনমামা। বিবক্ত কণ্ঠে বলেন—"যতত সব লেইট লতিফ—আমি মনে কবি বিসর্জনটা হইযাই গেছে বুঝি। এখন ক্যাবল লবীব অপেক্ষা। পেনডেলে একটি জনপ্রাণীও নাই? ছিঃ।" তাবপবে মাকে বললেন—"কই মেজদি, গামছাডা দিযেন. স্নানডা সাইব্যা আসি। ওঃ, ভাবি তো একখান মাটিব শঙ্খ, হেইযা না পাইলে নাকি প্রতিমা বিসর্জনই হইতো না। যা-তা একখান ব্লাফ ঝাইড়লেই হইল? আমি বুঝি না ওইযাগো প্যাঁচ?"

আমি বললাম—"বঞ্জন, এটা নিশ্চয বসনমামাব সত্যি ঘটনা নয়। এটা তুমি বানিযেছ। এ কখনো সত্যি হতে পাবেই না।"

বঞ্জন বলল— "বাঃ? আমি বানাতে পাবি বলে বিশ্বাস হয, আব বসনমামা বুঝি বানাতে পাবেন না?" বলে বঞ্জন গোঁপেব ফাঁকে মুচকি হাসলো।

মূলতানী কামধেনু

রঞ্জন একটু পাগল। বঞ্জনেব বসন্তমামা আবো একটু পাগল। হাবাণজ্যাঠাব অতি আদবেব ছোট শালা তিনি। জ্যাঠাইমা মাবা গেলেও রঞ্জনদেব বাড়িতে তাঁব চিবস্থাযী প্রবল প্রতাপ। প্রত্যেকবার এলেই একটা হৈ-হট্টগোল পাকিযে যান। সেদিন বঞ্জনবা ভাত খেতে বসেছে, বসন্তমামা ঢুকলেন। এক নজব থালাব দিকে তাকিযেই ঠোঁট বেঁকিযে বললেন, "খায় কী? ভেজিটেবুল? অঃ! ঐতে কিসু না-ই।"

রঞ্জনের মা বললেন, "থাকবে না কেন? কত ভিটামিন..."

"আরে ধুর। হউক গিয়া ভিটামিন। ঐ ভিটামিন তো ঘাসেও প্রচুব। ঘাসই

খাওয়াইয়েন না ক্যান তাইলে পোলাপানগো— গ্রোয়িং চিলড্রেনের লেইগ্যা প্রোটিন চাই, প্রোটি-ন। আব চাই ক্যালশিয়াম। ক্যালশিযামে হাড় শক্ত করব—ব্যালান্স্‌ড ডাযেট দ্যান পোলাগো।"

"কেন, মাছও তো খাচ্ছে। মাছমাংসে তো প্রোটিন থাকে শুনি। এই তো কাতলামাছেব মুড়ো দিয়ে মুড়িঘণ্ট করেছি।"

"আবে ধুর। কাতল মাছ? কাতল মাছে প্রোটিন? ওই মাছে কিসুই নাই। ঐগুলান কি আব মাছ আছে মেজদি? মাছ অহন ক্যাবোল তিন প্রকারেব—কই, মাগুব, সিংগি। ব্যস।"

"আর রুই-কাতলা বুঝি মাছ নয়? ব্যাঙ?"

"শোনেন মেজদি, শোনেন। মাছ বইল্যা যেই বস্তুডা কিইন্যা আনেন, কোলড স্টোবেজেব মাল, হেইডা হইল বিষ। বিষ। পিযর পইজন।"

"বিষ মানে?" রঞ্জনেব মাযের একটু ভয়-ভয় গলা।

"বিষ মানে মাবক দ্রইব্য। যা খাইয়া দেহেব একটাও উপকাব নাই, অপকার আছে হাজারখান। ঐ মাছ খাইযা মিত্যু পজ্জন্ত হইতে পাবে। বিচিত্র কিছুই নাই। হে-ই ফর্টিথ্রি-তে তৈযাবি কোলড স্টোবেজ তো? ত্রিশ চল্লিশ বৎসবের পুবানা মাছও থাকা অসম্ভব না। গোবা সৈন্যগো লেইগ্যা বানাইসিল, কিন্তু অবা তো মাছই খাইত না!"

"সে কী ভাই? তিরিশ চল্লিশ বছবেব মাছ? সত্যি বলছ?" রঞ্জনেব মাযেব গলায ভয আব চাপা থাকে না। বসন্তমামা এবাব তক্তপোশে পা গুটিযে গুছিযে বসেন। সান্ত্বনায দক্ষিণ হাতে অভয়মুদ্রা কবে বলেন, "সইত্য না তো কি মিথ্যা কইতাসি? তবে ভয নাই। ভয পাইবেন না মেজদি, জগতে হেলথ-ফুড অখনও আছে। দুধ। দুধ খাওযাইবেন। খাঁটি দুধ নিজেই একটা কমপ্লিট ডাযেট। দুধ খাওযাইলে পোলাপানগো হেলথ ফনফনাইয়া বাইড্যা যাইব।" বলতে-বলতে ডান হাতটা মিস্টাব ইনডিয়া স্টাইলে ভাঁজ কবেন। কালো কোটেব স্লিভেব তলায গুলি ফোলে কিনা দেখা যায না।

মা বলেন, "কেন, দুধ তো খায।"

"বতল? বতলেব দুধ তো? সে নামেই দুধ। ইনসাইড স্টোবিডা শোনেন মেজদি। ও দুধ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুধই না, পাউডার, পাউডাব। সযাবীনেব পাউডাব। হেইযাও তো ভেজিটেবুলই হইল? লিকুইড ভেজিটেবুল জুস। আমি কইতাসি দুধেব কথা। পিটুলিগোলাব কথা আপনে কইতাসেন। ফলস তৃপ্তি পাইযা লাভডা কী, কইতে পারেন? সয়াবীনের চচ্চড়ি কইরা খাওয়াইবেন। একই হইব। চীপার পড়ব।"

কাকিমা এই চাঞ্চল্যকব আবিষ্কাবে এতই অবাক, কিছুই বলতে পাবেন না। অবাক চোখে চেযে থাকেন বসন্তমামার দিকে।

বসন্তমামাই আবাব নৈঃশব্দ্য ভাঙেন। "খাঁটি দুধ খাওয়াইযেন, ব্রেইন খুলব।

আহা খাইতে পায় না, তাই তো এমুন অবস্থা। স্কুলে বৎসব-বৎসব ফেইল করতাসে বসিয়া বসিয়া।"

এবারে মা বিরক্ত হন মৃতা বড়জা'র আদুরে ছোটভায়েব ওপবে। "ফেল কববে কেন? বালাই ষাট। বছব-বছব তো ফার্স্ট হয়ে ক্লাসে ওঠে ওবা।"

"আঃ, ওই হইল আর কি। কিন্তু চাইয়া দ্যাহেন চ্যাহাবাগুলি কেমুন? দেইখা দাঁতকপাটি লাইগ্যা যায়। সাব সাব বসাইয়া থুইছেন—য্যান এনাটমি ক্লাসেব স্কেলিটন।"

এবার মা'র মুখ অসম্ভব ম্লান আর বসনমামাব গলা অসম্ভব গম্ভীর হযে যায়। "দিদি, টাইমলি কেযাব না লইলেই কিন্তু সর্বনাশ! দুধ খাওযাইযেন, দুধ।"

"বলছি তো, দুধ খাওযাই নিযমিত।"

"আহা আমিও কইলাম তো. ঐ দুধ দুধই না, পিযব ভেজিটেবুল। গরু কিন... সাইক্ষাৎ ভগবতী। আইজই দেইখা আইলাম গো-হাটায। হেই সকল হাটে তো যাযেন না আপনাবা, দ্যাখবেনই বা ক্যামনে? অ-সা-মা-ই-ন্য! আহা, কী রূপ। এইযা উঁচা শবীব—য্যান মহাদেবেব বৃষ, আব লেজখান কী। য্যান চমবীগাই—পিঠেব মাছি তাড়াইতাসে, কী গ্রেসফুলি—য্যান মন্দিবে দেবদাসী চামব ঢুলাইতাসে। আব চক্ষু? কাজলপরা, টানাটানা, উদাস-উদাস, ভাবুক-ভাবুক,... আর শিং দুইখান? এ-ই বড়-বড়—" দুই হাত ওড়িশি নাচেব মতো মাথাব ওপবে তুলে ভযানক এক বেড় কবে দেখান বসনমামা, "বাইসনেব শিং দিদি, যেন পেযাবাগাছেব শাখা—মূলতানী গরু তো? কালই পাটনা থিক্যা আইস্যা পৌঁছাইসে। —ড্যাম চীপ—মাত্র তিনশো ট্যাহা। নিবেন নাকি?"

বিকেলেব মধ্যে সববাই বাজি। পবদিন গরু কিনতে যাওযা হল। সত্যি—দেখবাব মতো গরু। ঠিকই বলেছিলেন বসনমামা। কী স্বাস্থ্য। এ গরু মূলতানেব সুলতানী খানা না খেযে হযনি। এই লম্বা শিং, সত্যিই যেন পেযাবাগাছেব ডাল, কী উঁচু বাপবে বাপ। গলায লাল ট্যাসলে সোনাব মতো ঘুন্টিব মালা বাঁধা, আহা, কী রূপ। ঘাড় ঘোবাচ্ছে, যেন খোদ মহাবানী ভিক্টোবিযা। আব চোখ? সকলেই মন্ত্রমুগ্ধেব মতো গুটিগুটি গরুব সামনে। বসনমামা হন্তদন্ত হযে এসে পড়লেন। "আঃ হাঃ! ও কী কবেন জামাইবাবু? ঐদিকে কই যাইতাসেন? ওই গরু না, ওই গরু না। ওইটা তো গরুই না মোটে। দ্যাখতাসেন না—বলদ? দ্যাখবেন তো চক্ষু মেইল্যা? জোড়াবলদ ঐ দিকে, আব গাইবাছুব এইদিকে। নাউ, চুজ। কোনটা নিবেন? গরু চাই? না বলদ?" বসনমামা নিজেব বসিকতায নিজেই হেসে কুটিপাটি হযে টানতে টানতে যেদিকে নিযে গেলেন, প্রথমে সেখানে কোনো গরুই দেখা গেল না। একগাদা মহিষ। তাবপরে লক্ষ কবা গেল একপাশে একটি বেঁটে, বোগা, খযা-খযা, লালচে-কালচে, করুণ, হ্যাংলা ও ম্রিযমাণ গরু, যাব প্রত্যেকটা পাঁজবা গোনা যাচ্ছে। হয তাব শিং ওঠেনি, নয তাব শিং ভাঙা—অর্থাৎ গরু না বাছুব সেটাও ঠিক বোঝা

যাচ্ছে না। —টেরিয়ে টেরিয়ে এদিকে তাকাচ্ছে বাগী-বাগী গোল-গোল, পাগল-পাগল চোখে, —আর মুখময় নোংরা ফেনা তুলে বিশ্রীভাবে জাবর কাটছে। ওটার ধারে-কাছেই যেতে ইচ্ছে করে না। বসনমামা ওখানেই নিয়ে গেলেন সকলকে।

"সাইক্ষাৎ ভগবতী! কামধেনু মেজদা, কামধেনু! এইযার গুণের তুলনা পাইবেন না—রূপ দেইখা ভুলব তো ইডিয়টে। বাঁট থিক্যা দুধ অঝোর ধারে ঝাইরা যায়। বাঁটে পিতলের নিপিল পরাইয়া দিবেন দুধ সামাল দিতে। ভিটামিন, প্রোটিন, ক্যালশিয়াম, ফসফরাস। বোঝলেন মেজদা? কমপ্লিট ডায়েট।"

বাড়িতে আনা হল গরু। রঞ্জনের মা বললেন, "এঃ! এই গরুর কথাই বলেছিলে? তুমি যে বললে এই অ্যাতো উঁচু গরু? মূলতানী না কী যেন—"

"আঃ হা এইটাই তো মূলতানী। মূলতানে কি ক্যাবল উঁচা-উঁচা গরুই হয়? সব দ্যাশেই তো ঢ্যাঙা-খাটো আছে। নাকি? মূলতান থিক্যা আইত্যাসে তো, ট্রাকে কইরা—ঝাঁকাইতে-ঝাঁকাইতে এইযার দেহে আর কিসু না-ই। বাস্তুটা তো কম না—এইবার খাইয়া-দাইয়া ফের উঁচা হইবো খনে—"

রঞ্জন বলল, "তুমি যে বললে ইয়া-ইয়া শিং? কই বসনমামা, এর তো শিংই নেই?"

"তোমরা চাওড়া কী? কও ত দেহি স্পষ্ট কইরা। শিং ধুইয়া জল খাইতে হয় তো চল, হেই উঁচা বলদটারেই নিয়ে আসিগা—শিং ধুইয়া জল খাও। আর দুধ খাইতে হয় তো এইটারে দ্যাখ। নম্র, মধুর স্বভাব, সাইক্ষাৎ সুরভি, কামধেনু। দুধের গাঙ্গে দুধ ভাইস্যা যায়। যাযেন মেজদি, যাযেন, জলদি সিন্দুরডা লইয়া আইসেন, ভগবতীরে বরণ কইরা গৃহে তুলতে হয়—"

সিঁদুর-কৌটো হাতে গুটিগুটি অগ্রসর হবামাত্রই বিনা শিংয়ের গরু ঢুঁ মারতে তেড়ে এল। হুড়মুড় করে পালিয়ে এলেন মা, চোখেমুখে ভীতি। আর কেউই এগোয় না দেখে সিঁদুর-কৌটোটা চেয়ে নিলেন বসনমামাই। বুক চিতিয়ে দাঁড়ালেন। হাতে কৌটো। "আরে দ্যান মেজদি, দ্যান—আমারেই দ্যান। যদিও এসব বরণ-ঠরন করা আমাদের ঠিক সাজে না—মাইয়ালোগেরই কাম।" তারপর বীরদর্পে গরুর দিকে এগোলেন। "আইসো মা লক্ষ্মী, আমাগো ঘরে আইসো। দ্যাখেন মেজদি। এই লইলাম সিন্দুর! এই লাগাইলাম কপালে।" বলবামাত্র বিজলী-চমকের মতো কী একটা ঘটে গেল, মুহূর্তের মধ্যে বসনমামা অদৃশ্য। সেই 'সোনার কেল্লা'য় কামু মুখার্জী যেমন বলেছিলেন—'ভ্যানিশ', তেমনি। ব্যাপারটাও প্রায় একই। কামধেনুর রামগুঁতো তাঁকে পেড়ে ফেলেছে উঠোনে। সিঁদুর-কৌটা ছিটকে পড়েছে একদিকে, নিকেলের চশমা আর একদিকে। আর মাঝখানে বসনমামা গড়াচ্ছেন। গরু ওদিকে ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা স্টাইলে লেজটি তুলে খটাখট খটাখট গ্যালপ করে ধুলো উড়িয়ে সোজা গেটের দিকে ছুটেছে। ভাগ্যিস দড়িটা লম্বা ছিল, তাই হারানজ্যাঠা ধরে ফেললেন। "সিঁদুর পরানো ব্যাপারটা তাহলে বাদই দিয়ে দিই, কী বলো বসন্ত?" বসনমামার

গা থেকে ধুলো ঝেড়ে দিতে দিতে মা সসঙ্কোচে বললেন। বসনমামা উত্তব দিলেন। "তাই থাকুক মেজদি, ফব দি টাইম বিইং। মা লক্ষ্মীব আমাব দেখি স্বভাবটা একটু লাজুক আছে।"

গরু প্রথমে বাঁধা হল বাড়িব সামনেব আঙিনায়। দশ মিনিটেব মধ্যেই জেঠিমাব নিজেব হাতে পুঁতে যাওয়া সাদা পঞ্চমুখী জবাগাছেব মাথাটা আব বঞ্জুনেব বাবাব শখেব লতানে আমেব গাছেব ডগাটা মুড়িয়ে খেয়ে ফেললে. তদুপবি মঞ্জুব দোপাটিগুলোকে নিশ্চিহ্ন কবে দিলে। পাড়াসুদ্ধ সাড়া পড়ে গেল. "কী সর্বনেশে গরু বে বাবা। সবাও, সবাও, হাটাও, হাটাও।"

অগত্যা গরু এল পেছনেব উঠোনে। এসেই সে বেদীব তুলসীগাছে গিয়ে মুখ দিল। হাঁ হাঁ কবে উঠে ওকে তৃতীযবাব সবিয়ে দেওয়া হল কুয়োতলাব পাশেব সরু জমিটুকুতে। ওখানে যাবামাত্র দ্যাখ না দ্যাখ. তাবে হাবাণজ্যাঠাব গামছা শুকোচ্ছিল. আবাম কবে খেতে শুরু কবে দিয়েছে। এ কী হ্যাংলা. ছাগলপানা গরু? একে কোথায় বেখে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে? খুব শক্ত খোঁটাতে খুব ছোট্ট দড়িতে প্রায় ফাঁসি দেবাব মতো কবে বেঁধে বাখা হল। বসনমামা দূব থেকে তাকিয়ে মুখে বললেন, "ছি! অত কঠোব বন্ধন দিতে নাই। গাভী-ভগবতী বইল্যা কথা।" কিন্তু বাঁধন আলগা কবাবও কোনো লক্ষণ দেখালেন না।

বিকেলে সতু গয়লা এল দুধ দুয়ে দিতে। অমনি বসনমামাব রূপ পালটে গেল। ঠিক যেন আর্মি কম্যাণ্ডাব। পকেটে হাত গুঁজে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গলা খাঁকাবি দিয়ে হাঁক পাড়লেন "বঞ্জু-মঞ্জু-সন্টু। পচা-সদা-মেন্তী! অ্যাটেইনননশনন। লাইন বাইন্ধ্যা খাড়াইয়া যাও। কই. মেজদি, প্রত্যেক চাইলডেব হাতে হাতে পোয়া-বাটি দিয়া দ্যান. পোয়া-বাটি, একেক বেলায় পাশসেব কইবা ...কামধেনু বইল্যা কথা।"

পাড়াপ্রতিবেশীব বাচ্চাবাও সব এসে লাইন দিয়ে দাড়াল। যেন পঞ্চাশ সালেব লঙ্গবখানাব দৃশ্য। সেই সঙ্গে কাচ, পেতল. এলুমিনিয়াম. কাঁসা. স্টেনলেসেব প্রদর্শনী। সববাব হাতে গ্লাস. কাপ. মগ, বাটি, জামবাটি, কাসি. ডেকচি. সসপ্যান, টিফিনকৌটা। যে যা পেয়েছে এনেছে, কামধেনুব দুগ্ধ খাবে। কৌতূহলী বাপ-মাযেবাও এসে আশেপাশে দাঁড়িয়েছেন। বসনমামা একটা বাটি কবে একপো তেল এনে সতুব হাতে সসম্মানে তুলে দিলেন। গবর্নবেব হাতে যেমন কবে বন্যাত্রাণেব ৫০১ টাকা চাঁদা দেওয়া হয়, অনেকটা সেই স্টাইলে। অত দুধ দুইতে হবে, বেশি বেশি তেল লাগবে না. বাঁট নবম বাখতে? অধীব আগ্রহে সবাই চেয়ে আছে। ঠোঁট উলটে সতু বলল, "গরুটাব দুধ কোথায়? এ তো মিনিট দুয়েকেই ফুবিয়ে যাবে।" গেলও তাই। মোট এক গেলাস দুধ হল।

বসনমামা চুপ। পুবো একমিনিট উঠোন জুড়ে গভীব স্তব্ধতা। কারুব মুখে শব্দ নেই। সতু গয়লা কটমটিয়ে বসনমামার মুখেব দিকে চেয়ে আছে—আব বসনমামা সতুব দিকে। আব উপস্থিত দর্শকবৃন্দ একবাব এব দিকে আব একবাব ওব দিকে।

কাপ-গ্লাস-মগ ধরা হাতগুলো নেমে এসেছে। বাতাস সীসের মতো ভারী। হঠাৎ বসনমামা উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে ওঠেন, "বুঝছি। বুঝছি। প্রবলেমটা হইল গিয়া কনসেনট্রেশনেব। মেজদি লইয়া আইসেন কলসী, মিশান জল! এই দুধ, কামধেনুর দুগ্ধ। ক্ষীরের মতো ঘন। কনসেনট্রেটেড মিল্ক! ওই সয়াবীন খাওয়া পাকস্থলীতে এমন আনডাইলুটেড কাউজ মিল্ক তো ডাইজেস্টই হইব না। কাইলই ভেটারিনাবি সার্জেনেরে লইয়া আসুম, গরুরে ইনজেকশন দিয়া যদি দুধড়া কিঞ্চিৎ পাতলা কবতে পারে। আইজ ববং এককাপ কইরা জলে এক চামচ কইবা দুধ—এই কনসেনট্রেশন থাকুক।"

তাই খেল বঞ্জু-মঞ্জু-সন্টু-পচা-সদা-মেন্তী। সক্কলে! এককাপ জলে একচামচ কনসেন্ট্রেটেড কাউজ মিল্ক। খাবার সময়ে বসনমামা উত্তেজিত হযে চেঁচাতে লাগলেন টি. ভির বিজ্ঞাপনের ব্যাকগ্রাউনড-ভযেসের মতো—"পিযব প্রোটিন, মেজদি, ভিটামিন, ক্যালশিয়াম, ফসফবাস। কামধেনুর দুগ্ধ পিয়র অমৃত—বোঝলেন মেজদি, অমৃত বেশি-বেশি খাইতে নাই। বিন্দুতেই সিন্ধু পবিমাণ!"

পরদিন রাত না পোহাতে দেখা গেল বঞ্জনদের গেটে একজন লোক সাইকেলে ঘন্টি মাবছে। সাইকেল থেকে বেশ কযেকটা বালতি ঝুলছে, তাব গা খালি, হাঁটু পর্যন্ত খাটো ধুতি। ট্রিং ট্রিং কবে ঘন্টি মাবে আব "হেইঃ বাবুঃ" বলে হাঁক পাড়ে। রঞ্জন বেরুল।

"কাকে চাই?"

"গায কিধার ভইল বা? সুঁই লগানে আযা।"

"সুঁই?"

"হাঁহাঁ, সুঁই। নিনজিশান। দুধকা ওয়াস্তে।"

"আপনিই কি ভেটিরিনারি সার্জন?"

"কেয়া ভিটিবিনিটিবি? মেরে পাস ছে-ঠো ভৈস ঔব চাবঠো গাযে ভইল—মুঝকো ভিটিরিনিটিবিসে কেয়া কাম? গাযকো সুঁই লগানা হ্যায় কি নেহী?"

গরুব ঠ্যাং বেঁধে-ছেঁদে দিব্যি সুঁই লাগিয়ে দুধ দুয়ে দিয়ে গেলেন 'ভিটিরিনিটিরি' গযলা। আবাব সেই পোয়াটাক দুধ হল। এবেলা আর পাড়ার কেউ কামধেনুব দুগ্ধ খেতে আসেনি, মা বাড়ির বাচ্চাদের হরিণঘাটার দুধেব সঙ্গেই ওটা মিশিযে খেতে দিলেন। ওভালটিনেব মতো।

বিকেলে সতু গযলা এল না। তাব কামধেনু দুইবার সময় নেই। অগত্যা তেলেব বাটি নিয়ে বসনমামা নিজেই বসলেন দুধ দুইতে। গায়ের ব্যথাটা এবেলা কিছু কম আছে। কিন্তু সুঁই লাগানোর বিঅ্যাকশনেই কিনা কে জানে, কামধেনু আজ ভযানক বেগে উঠেছে। তাব হাবভাবে ক্রোধটাই প্রকাশ পাচ্ছে বেশি করে। কেবল গাঁক গাঁক করে বিশ্রী একটা আওয়াজ করছে, আর ট্যারাচোখ দুটো পাকিযে পাকিয়ে কী একরকম করে চাউনি দিচ্ছে, যেটা মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছে না।

হারাণজ্যাঠা বললেন, "থাক বসন্ত, এবেলা আর দুধ দুইতে হবে না। একটু বরং জমুক। কাল সকালে তোমার ডাক্তার এসে দুয়ে দেবে এখন।"

বসনমামা সেটা শুনবেন? "কী যে ক'ন না আপনে, জামাইবাবু। দুধ দো'বেলা না দুইয়া নিলে চলব?" তারপর তৈলাক্ত হাতে বাঁটে হাত দেবামাত্রই গরু জোড়াপায়ের লাথিতে বসনমামাকে শূট করে পেনালটি কর্নারেরও বাইরে পাঠিয়ে দিল ড্রেনে। মঞ্জু-সন্টু-পচা-সদা সবাই মিলে ধরাধরি করে তাঁকে তুলে প্রথমে নিয়ে গেল কুয়োতলায়; বেশ করে গা ধুইয়ে, সোজা খাটে। আর হারাণজ্যাঠা ছুটলেন ডাক্তারখানায়। মা বসন্তমামাকে আরনিকা খাইয়ে বললেন, "না ভাই বসন্ত, এর চেয়ে হরিণঘাটাই ভাল ছিল। এ বড় অলুক্ষুনে গরু।"

শুয়ে-শুয়ে কুঁই কুঁই করে বসনমামা বললেন, "ছি। মেজদি, ছি। অমন কইবা বলে না—মা ভগবতীরে কুবাক্য কইতে নাই, ভগবতী কুপিতা হইতে পারেন।"

মা ভগবতী ইতিমধ্যে দড়ি আলগা করে পরম কুপিত একখানি বদনচন্দ্রিমা জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে গলিয়ে দিয়ে বসনমামার কচি কলাপাতা রঙের লুঙ্গিটা আলনা থেকে টেনে নিয়ে চপর-চপর করে চিবিয়ে চলেছেন। দেখতে পেয়েই মঞ্জু চেঁচিয়েছে, আর তিনিও চটপট লুঙ্গিসুদ্ধু মুখটি বের করে নিয়েছেন। এখন গরুর মুখ থেকে লুঙ্গি কেড়ে নেয় কে? কার এত সাধ্যি? এর চেয়ে বাঘের মুখ থেকে হরিণ কেড়ে নেওয়াও সোজা। সে কী ভয়াবহ রুদ্র মূর্তি। কুপিতা বলে কুপিতা? মাথা নিচু করে সিংহের মতো ফুঁসছে, আর থেকে-থেকে লেজটাকে পতাকার মতো উঁচু করে, ঘুরে ঘুরে গোবরছড়া দিচ্ছে সারা উঠোনময়। তার ধারে কাছে এগোনো যাচ্ছে না। লুঙ্গি খেতে খেতে রাত্তির হয়ে গেল। গরুর ফোঁসফোঁসানি কমল না। অন্ধকারে চোখ দিয়ে যেন সবুজ আগুন ঠিকরে বেরুতে লাগল। গরুর ভয়ে অস্থির হয়ে মা দুর্গানাম জপতে জপতে দোর-জানলায় খিল দিয়ে শুলেন। রাতবিরেতে কে জানে কী ঘটে?

ভোর হতে না হতেই ট্রিং ট্রিং ঘন্টি বাজিয়ে ভেটেরিনারি সার্জন বালতি সমেত হাজির। কিন্তু গরুর দেখা নেই। সামনের বাগান, পিছনের উঠোন, এপাশের গলি, ওপাশের জমি গরুখোঁজা খুঁজে অবশেষে সার্জন সায়েব শান্তকণ্ঠে রায় দিলেন, "এ বাবু, আপকা গায় ভাগল বা।"

দেখা গেল লোহার খোঁটা উপড়ে, পাঁচফুট উঁচু সলিড ইটের পাঁচিল টপকে রাত্তির বেলায় গরু হাওয়া। চিহ্ন বলতে কেবল কয়েক কুচি লুঙ্গি পড়ে আছে। আর কিছু ফুয়েল। নাঃ, মূলতানী গরুই বটে, সন্দেহ নেই আর। মেন্টি বলল মহা খুশি হয়ে, "এই গরুটাকে নিয়েই ইশকুলে নার্সারি রাইম পড়াচ্ছে আমাদের, জানো কাকিমা? দ্য কাউ জাম্পড ওভার দ্য মুন!"

হারাণজ্যাঠা সসংকোচে শ্যালকের ঘুম ভাঙালেন, "বসন্ত ও বসন্ত, ইয়ে হয়েছে,

তোমার কামধেনু তো পাঁচিল টপকে পালিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তিনশো টাকা—"

আরামে হাঁপ ছেড়ে মা বললেন, "বেশ হয়েছে, আপদ গেছে। টাকা যায় যাক দাদা, প্রাণটাও যেত যে। সাক্ষাৎ ভগবতী তো নয়, সাক্ষাৎ মহিষাসুর। বাব্বাঃ!"

বসনমামা পাশ ফিরে শুয়ে হাই তুলতে তুলতে বললেন, "যাইতে দ্যান জামাইবাবু, যাইতে দ্যান। 'যাইতে দ্যাও গেল যারা।' বোঝলেন মেজদি, দুষ্ট গরুর চাইত্যা শূন্য গোহাল ঢের ভাল। ফার বেটার।" তারপর পাশবালিশ জাপটে চোখ বুজে বললেন, "এইবার কুকুর পোষেন জামাইবাবু—কুকুর। বড়ই প্রভুভক্ত জীব। ম্যানস বেস্ট ফ্রেইনড। এই গরুর মতো বেইমান জাত ওয়ার্ল্ডে নাই।"

দাড়ি কামাতে কামাতে হারাণজ্যাঠা আড়চোখে একবার দুষ্টু হেসে শ্যালকের ম্লান মুখটি দেখেন, তারপরে বলেন, "কেন, হর্সও তো ভাল। হর্স ইজ এ নোবল অ্যানিমাল।"

শুনেই বসনমামার একচোখ খুলে যায়। বলেন, "তা কইসেন কথাডা মন্দ না। হর্সকে সইত্যই নোবল অ্যানিমাল কওন যায়।" তারপরেই দুই চক্ষু মেলে হঠাৎ নতুন উৎসাহে পেল্লায় হাঁক পাড়েন, "বঞ্জু-মঞ্জু-সন্টু। পচা-সদা-মেন্টী। ঘোড়ায় চড়বা নাকি? টগবগাবগ-টগবগাবগ পক্ষীরাজ? স্কুলে যাবা রোজ-রোজ ঘোড়ার পিঠে কইর‍্যা? লাইক দি প্রিন্স অব ওয়েইলস? বাগানে তো জাগার অভাব নাই। সইত্য-সত্যই এই ভাংগা ঝড়ঝড়া বাসগুলান শিশু-স্বাস্থ্য একেরে বটেন কইর‍্যা দ্যায়, ফিনিশ কইর‍্যা দ্যায়, মেজদি।"

ডিভাইন পাওয়ার অব এটর্নী বা যোগবিভূতি

"বসন্তমামা এবারে সত্যি সত্যি দারুণ একটা কোয়ার্টার পেয়েছেন দেখলাম, শালবনের মাঝখানে।" বঞ্জন জানালো।

"ব্যাঙ্গালোর থেকে গোমো গিয়েছিলি? ওটা কলকাতার পথে পড়ে?"

"অফিসের কাজেই গোমোর দিকে গিয়েছিলাম, ভাবলাম মামামামী-তুতুমিতুকে দেখে যাই। বাব্বাঃ যা জবর ঠাণ্ডাটা পড়েছে ওখানে। বাড়িটা কিন্তু দারুণ। ঘুরে এসো একবার।"

"কেমন আছেন ওঁরা?"

'একটা নভেলটি দেখলাম এবারে। মামামামীতে প্রলয়ঙ্কর ঝগড়া হচ্ছে। বসনমামার গুলতাপ্পি বসনমামী আর সহ্য করছেন না। নারীমুক্তির বাতাস লেগে

মামী এখন হককথা শোনাতে আরম্ভ করেছেন। যতই হককথা বলেন, ততই দেখি নাহক যুদ্ধ বাঁধে। একেবারে লংকাকাণ্ড চলেছে বাড়িতে।"

"সে কি রে? মামী তো—মানে, মামী কী করেই বা"—

"কীরকম শুনবে? বলছি। এই ধরো, আমি যাবামাত্র বসনমামা জানালেন আগের বাড়ির চেয়ে ঠাণ্ডাটা এবাড়িতে বেশি হবার কারণ এবাড়িটা শালবনের মধ্যে। বনেজঙ্গলেই শীত বেশী পড়ে। আগের বাড়িটা ছিল ফাঁকা মাঠের মধ্যে। তাই ঠাণ্ডা কম পড়ত। একথা শুনেই বসনমামী বললেন—'বাজে কথা রাখো। ফাঁকামাঠে কনকনে বাতাস বয়ে যায় কোথাও বাধা পায় না, ঠাণ্ডা সেখানেই ঢের বেশি।' আর যাবে কোথায়? বসনমামা একেবারে খেপচুরিয়াস! শুরু করলেন—'আছিলা তো কইলকাতা শহরে, শীত-গ্রীষ্মের তুমি জানোটা কী? গাছ বাইয়া বাইয়া শীত নামে তা জানো? আমি জানি। আমি নিজ চক্ষু দিয়াই দ্যাখসি, যখন সেই ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টে সার্বিস করতাম, গাছ বাইয়া বাইয়া, গাছ বাইয়া বাইয়া গুড়ি গুড়ি শীত নামতে আছে, আউটারস্টেইস হইতে এই আর্থে। গাছই টাইন্যা শীত নামায়।' সঙ্গে সঙ্গেই মামী বললেন, 'তবে মরুভূমিতে রাত্তিরে অতো শীত নামে কী করে? সেখানে কটা গাছ।' বসনমামা বললেন—'তয় না মাইয়ামানষের বুদ্ধি। ডেজার্ট ক্লাইমেইট। ডেজার্ট ক্লাইমেইট, ডেজার্ট হইল গিয়া অন্য কথা। গাছ নাই বইল্যা শীতও হেইখানে নামে না, শীত ওঠে। বালুকণার থিক্যা বাষ্পাকারে শীত উইঠ্যা আসে, ইন্নার স্পেইস হইতে। ফরেস্টে শীতের ডাউনওয়ার্ড মুবমেইন্ট আর ডেজার্টে আপওয়ার্ড। বোঝলা? এট্টা নামে আউটার স্পেইস থিক্যা, অন্যটা উঠে ইননার স্পেইস থিক্যা, তুমি আর কী বোঝবা সাইন্স? বলদাছাতা?' মামী তাতে না দমে বললেন—'কিন্তু সুমেরু কুমেরুতে? গাছও নেই, বালুকণাও নেই, তবে ঐ দোর্দণ্ড শীতটা আসে কোথা থেকে? ওখানে শীত নামে, না ওঠে? তোমার পাঁজিতে কী বলে?' বিরক্ত বসনমামা এবার বলেন, 'তুমি কি গাড়ল? এইটাও জানোনা যে মেরু অঞ্চলে শীত উঠেও না, নামেও না, থাকে? ওই দ্যাশে শীত আসেও না যায়ও না। থাকে। হেইডাই হইল শীতের পার্মানেন্ট রেসিডেন্স। হেইখানেই শীত গজায়। অ্যাবং দিকে দিকে সার্কিউলেইট্ করে। —একদিন ভূতুমিত্তির ম্যাপটা লইয়া বইস্যা সব ফ্যাক্টস অ্যাণ্ড ফিগার্স এক্সপ্লেইন কইরা দিমু অনে। স্কুলে জিওগ্রাফি পড় নাই?' মামী—'ধুৎ যত্তো বাজে কথা।' বলে চুল বাঁধতে বসেন।

নেক্সট, কর্নাটকে হাতী আছে কি না এই প্রসঙ্গে বসনমামা বললেন—'হাতী এনিমেল হিসাবে মন্দ না। ক্যাবল লেজে অণুমাত্র হাত লাগলেই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে এই যা। ক্ষিপ্ত হইয়া চাট মারে, আর হাতীর চাট যে খায়, তারে আর অন্নজল খাইতে হয় না।'

শুনেই মামী আপত্তি জানালেন, 'দূর দূর। হাতীতে আবার চাট মারে নাকি?

হাতী কি দুধেল গাই? না ঘোড়া? হাতীতে কক্ষনো চাট মারে বলে কেউ শোনেনি!'

বসনমামা শান্তগলায় বললেন—'তুতুর মা, হাতী হইল এক বিশাল প্রাণী। যেমন কি না ভারতবর্ষ। তুমি অরে একপ্রকার জানো, আমি আর একপ্রকার জানি। এইরকম তো হইতেই পারে। পারে না? সেই অন্ধ, কালা, আর খঞ্জের কাহিনী শুন নাই? অন্ধ, কালা, আর খঞ্জ গেল যাদুঘরে হাতী দেখনের লগে। যাইয়া হইসে কি, শালা অন্ধ তো শুঁড়টা চ্যাইগ্যা ধরসে, ধইরা ভাবতাছে হস্তী হইল বুঝি ররারের নলের তুল্য, দীর্ঘ, নরম, সর্পবৎ—আর কালা? কালাডা, কালাডা ভাবে কি...' কালার প্রসঙ্গে এসে হোঁচট খেয়ে যান বসনমামা, তারপরেই সামলে নেন, 'কালা অন্য এক ডিফারেন্ট ভিউ দিল, আর খঞ্জের হইল গিয়া আরও এক, থার্ড ওপিনিয়ন। অন্ধ, কালা আর খঞ্জের তো ফিলজফি অব লাইফ এক হইতে পারে না, সুতরাং অগো হস্তীদর্শনও ভিন্ন ভিন্ন হইবেই। ঠিক কি না কও? আমাগো সিচুয়েশনও অনুরূপ—তুমি হইলে গিয়া তুতুমিতুর মা, ফেমিনাইন, আমি অগো বাবা, মাসকুলাইন—দুই জনার ভিউ তো এক হইতেই পারে না। ঠিক কি না তুমিই কও?'

'যতো পাগলের কাণ্ড!' বলে মামী রেগে ঝনাৎ করে চাবিটা পিঠে ফেলে আপনমনে গজগজ করতে করতে রান্নাঘরে চলে গেলেন।

তখন এমনিতেই মামীর দুশ্চিন্তা যাচ্ছিল, পোস্টাল স্ট্রাইকে অনেকদিন বাপের বাড়ির চিঠি পাচ্ছিলেন না। তারই মধ্যে বসনমামা সিম্প্যাথি জানাতে গিয়ে বলে বসলেন—

'নাঃ, তুতুর মা, আগের দিনকালই ছিল ভাল, বানরের পায়ে পত্র বাইন্ধ্যা ছাইড়্যা দিত যুদ্ধের টাইমে—আর বাতাসে উইড্যা, সরি শূন্যে লম্ফ দিয়া সেই বানর ঠিকই মেসেজ পৌঁছিয়া দিত। আমাগো পি-এণ্ড-টি-এর যা অবস্থা, অগোও উচিত বানরের মেসেঞ্জার সার্ভিস এভেইল করা।'

হেসে ফেলে মামী বললেন, 'এত শিগ্গির ভীমরতি ধরলে বাকি জীবন চাকরি করবে কেমন করে? একটু আগে বললে অন্ধ, খঞ্জ আর কালার হস্তীদর্শন, আবার বলছো বাঁদরের পায়ে চিঠি বেঁধে উড়িয়ে দেবার গল্প। ওটা পায়রা হবে।'

এই হাসিটা বসনমামার একেবারেই সহ্য হলো না। ক্ষেপে অস্থির হয়ে উনি অপিসে বেরিয়ে গেলেন পানটান না নিয়েই। যাবার সময়ে বললেন, 'উঃ গিন্নি তো না, উকীল! উকীল! তুমি ররং কোর্টে যাইয়া সওয়াল করো, ভালোই পয়সা পাইবা বোঝলা তুতুমিতুর মা? মাইয়া মানুষের এত মুখরস্বভাব ভাল না। আমি ফিরুমই না আর এই পোড়াঘরে। লাইনেই গলা পাইত্যা দিমু আইজ—হ! তুমি ইনসুর‍্যান্সটা লইয়া বেনারসী কিনতে পারবা।'

'হ্যাঁ ওইটাই তো বাকী আছে! বেনারসীটা না কিনলেই চলছে না।' বলে মামী লুচিভাজা কন্টিনিউ করেন।

আমিই উদ্বিগ্ন হয়ে মামীকে ঠেলতে থাকি, 'অ মামী! মামা যে বললেন ফিরবেন

না? অ মামী। মামা যে বললেন লাইনে গলা পেতে দেবেন?'

'বলুক গে,' মামী খুন্তী নেড়ে বলেন, 'অমন রোজই বলে। তুই খা। আর দুখানা লুচি নিবি?'

এদিকে সন্ধ্যে হয়ে গেল। বসনমামা আপিস থেকে ফিরলেন না। মামী দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে রুটি বেলছেন, সেঁকছেন, গল্প করছেন। আমি অস্থির।

'অ মামী, বসনমামা যে ফিরলেন না?'

'ফিরবে, ফিরবে, ক্ষিধে পেলেই ফিরবে। ধোঁকার ডালনা হচ্ছে জানে তো।'

রাত নটা নাগাদ শীতে কাঁপতে কাঁপতে বসনমামা হাজির। ঢুকেই ডানহাতে নিজের গলাটি চেপে ধরে বাঁহাতে মামীর সামনে বাড়িয়ে দিয়ে ধরাগলায় বললেন, 'মাফলার।'

মামী দৌড়ে ওঘর থেকে মাফলার এনে দেন। বসনমামা রুদ্ধকণ্ঠে বলেন 'ডেটল! গরমজল। গামছা।'

তুতুমিতু দৌড়োদৌড়ি করতে থাকে। কী ব্যাপার? কী ব্যাপার?

বসনমামা বললেন—'নুন গরম জল। আদা-চা। দুই পীস বিস্কিট।'

আস্তে আস্তে সব পরিষ্কার হলো। অফিস ফেরৎ বাজারে না গিয়ে আজ বসনমামা অন্ধকারের পর লাইনে মাথা দিতেই গিয়েছিলেন এবং দিয়েওছিলেন। ঘণ্টাখানেক পরেও যখন কোনো ট্রেনের নামগন্ধ নেই, তখন উনি উঠে এসেছেন। কিন্তু এই শীতের রাতে অতোক্ষণ হিমশীতল লোহার রেলের ওপর গালগলা পেতে রেখে গলায় মোক্ষম ঠাণ্ডা লেগে গেছে। স্বরভঙ্গ, গলায় ব্যথা ও কাশি শুরু হয়েছে। এছাড়া রেললাইন ব্যাপারটাই অত্যন্ত নোংরা। মাথাটা অতোক্ষণ ঐ ডার্টি প্লেইসে রেখে দিয়ে বসনমামা খুব বিচলিত। ডেটল-গরমজলে স্নান না করলে অন্য যে কোনো অসুখ ওঁর হয়ে যাবেই।

মামী ছুটলেন আরও গরমজল চড়াতে। গলায় মাফলার জড়িয়ে, নুনজলে গার্গেল করে, ডেটলে হাতমুখ ধুয়ে দুটো বিস্কুট দিয়ে গরম গরম আদা-চায়ে চুমুক দিতে দিতে তৃপ্ত বসনমামা বললেন—'দেখলা তো রনজন, ম্যারিড লাইফে কত জ্বালা। ডোণ্ট গেট ম্যারিড! স্বাধীনতা হীনতায় কে মরিতে চায়রে কে মরিতে চায়।'

মামী আবার কারেক্ট করতে আসছিলেন—আমি ছুটে গিয়ে বাধা দিলাম।' —রঞ্জন এতদূর বলে, নিজেই এককাপ চা চাইল। তারপরে দেয়ালের রামকৃষ্ণ ক্যালেণ্ডারের দিকে চেয়ে বলল, 'পরেরদিন সকালে দেখি বসনমামার ঘরে কুলুঙ্গিতে এক কালীঠাকুরের ছবি, তাতে বসনমামা ফুলচন্দন দিয়ে ধূপ জ্বেলে দিচ্ছেন। আমি তো ট্যারা! মামীমাই লক্ষ্মীপুজো করেন দেখেছি। বসনমামা তো এসবের ধার দিয়ে যেতেন না। কালীঠাকুর আবার কবে আমদানি হলো? আমি বলেই ফেললাম, 'মামা, তুমি আবার পুজো ধরলে কবে থেকে?' 'তগো মামী আগে স্টার্ট করসিল বটে কিন্তুই আমিই ফার্স্ট হইয়া গ্যালাম।' মামার মুখে বিশ্বজয়ীর হাসি—মামা বললেন,

'মনে আছে তো তর? সেই যে, বিশপের সেই প্যারাবোলাটা? কচ্ছপ আর খরগোশের সেই নিমন্ত্রণ. কে আগে লম্বা গলা বাড়াইয়া কলসী থিক্যা মাছের ঝোল খাইতে পারে? খাইল গিয়া খরগোশ, যদ্যপি কচ্ছপের গলা। —এও হইল গিয়া সেই কাহিনী। সাধনমার্গে বহুৎ দূর এডভান্স কইরা গেছি কি না?' আমি আর ঈশপ প্রসঙ্গে না গিয়ে, শুধু বললাম, 'আরে তুমি সাধক নাকি?'

'অল্প।' লাজুকমুখে রসনমামা উত্তর দেন।

'তুমি সাধনা টাধনা করো, সত্যি, সত্যি?'

'গোপনে।'

'ক'দ্দিন করছো?'

'লং টাইম। লং প্র্যাকটিস। সাধনা তো প্র্যাকটিসের ব্যাপার।'

'সাধনার তো কীসব স্তর-টর আছে শুনেছি—তুমি এখন কোন স্টেজে আছো?'

'ফেইজ নাম্বার থ্রি। ফাইনাল স্টেইজটা সংসারে বইস্যা হয় না। শ্মশানে যাইতে হয়।'

'ও বাবা। সে কি শবসাধনা-টাধনা নাকি? ওসব করে কাজ নেই বাপু। তা এখন তুমি কী কী স্তর পার হয়েছো? মোট ক'টা স্তর আছে?'

'ফেইজ চাইরটা। আর স্তর হইল তোমার টোটাল টুয়েন্টি নাইন। উনত্রিশটা। আমি ক্রস করসি একুশটা।'

'এ-কু-শ? বাপরে। তো, সেগুলো কী কী?

'শোনবা? শুইন্যা, বোঝবা কিছু? তন্ত্রমন্ত্রের লাইনে পড়াশুনা করসো কিছু? করো নাই? শুইন্যা ফল নাই তাইলে। আমি অহন অবধি শিখছি—মারণ, উচাটন, বজ্রদংশন, রেচক, কুম্ভক, অর্ধকুম্ভক—জলের উপর দিয়া গমনাগমন, হিপ্নটিজিম, মেসমেরিজিম, নিহিলিজম—এইডা অদৃশ্য হইয়া যাওনের উপায়,—আসনসিদ্ধাই, ব্যসনসিদ্ধাই—কয়ডা হইল? বদ্ধপ্রাণায়াম, মুক্তপ্রাণায়াম, ভুজঙ্গপ্রয়াত, অগ্নিভুক, বায়ুভুক, ঈশ্বরের সহিত কথোপকথন এইযারই নাম সোউল কালচার, এইটা মার্কিন দ্যাশে খুব চলে, যোগবিভূতি আর ই-এস-পি। সোউলকালচার স্টেইজটা আমি বিগত আঠাশে জুন তারিখেই কমপ্লিট করছি—আর যোগবিভূতি? সেও হইয়া গেছে তোমার গিয়া উনিশে আগস্ট—অহন আছি ই-এস-পিতে। আর বাকী ক্যাবল লাস্ট এণ্ড ফাইনাল ফোর্থ ফেইজ তাইতে আটটি স্টেইজ আছে—একই গ্রুপের অষ্টক সাধনা, তারে কয় ডিভাইন পাওয়ার অব এটর্নি। হেইডা পাওয়া হইয়া গেল, তো বাস। তুমিই রামকৃষ্ণ, অরবিন্দের লহ নমস্কার হইয়া গ্যালে।'

'বাববাঃ। এত? আচ্ছা রসনমামা, যোগবিভূতি ব্যাপারটা কী— আমাকে দেখাবে?'

'হইবো, হইবো। দ্যাখবি অনে। তাড়াটা কীযের?'

'যোগবিভূতি তোমার বপ্ত হয়ে গেছে?'

'হয় নাই? জলবৎ। জলবৎ!'

'প্লীজ বসনমামা। যোগবিভূতি দেখাতেই হবে। আচ্ছা, ব্যাপারটা ঠিক কী বলো তো? ম্যাজিক ট্যাজিক?'

'সিম্পিল। এই, যেমুন ধর ... তুমি এট্টা ধানী লংকা লইয়া কচাকচ কচাকচ চিবাইলে, তোমার কিছুই হইলো না। কিন্তু যার যোগবিভূতি নাই, সে চিবাইলে জ্বলনে মুখ-প্যাট থিক্যা রক্ত বাইরাইবে। আর যোগবিভূতি সম্পন্ন ব্যক্তি? অবিচল।'

'বসনমামা, যোগবিভূতি দেখাও, প্লীজ। আমি যোগবিভূতি কক্ষনো দেখিনি।'

'দেখামু অনে। লাঞ্চটাইমে রিমাইনডার দিয়া দিস। ও কিছুই না। সিম্পল।'

দুপুরে বসনমামা আর আমি পাশাপাশি দুটো পিঁড়িতে খেতে বসেছি। সামনে ভাতের থালা। আমি মনে করিয়ে দিলাম, 'বসনমামা, যোগবিভূতি?'

বসনমামা হাঁকলেন—'তুতুমিতু! উঠান থিক্যা ধানীলংকা তুইল্যা আনো তো মনা? এক ডজন?'

তুতুমিতু অমনি ছুটলো চুপড়ি হাতে। মুহূর্তের মধ্যে লালসবুজ একচুপড়ি ধানীলংকা নিয়ে হাজির। তারপরেই ছুটলো হাত ধুয়ে ফেলতে। আমি তো দেখেই ভয়ে কাঁটা। এতগুলো চিবোবেন— কি সর্বনাশ।

বসনমামা বললেন, 'দ্যাখবা? যোগবিভূতি? দেইখ্যা লও মনোযোগ দিয়া। এই লইলাম দুইডা লংকা—এই দিলাম মুখে—এই আমি চিবাইলাম—কচাকচ! কচাকচ! যেন আইসক্রিম—ইহারেই কয় যোগবিভূতি। বোঝলা? খুব কঠিন!'

লংকা চিবুতে চিবুতে এই কথাক'টি বলা হয়েছিল। তার পরেই যেন কেমন-কেমন হয়ে গেল সব। বসনমামার জিভ জড়িয়ে উচ্চারণ অস্পষ্ট হয়ে গেল, চোখ লাল হয়ে উঠল, দৃষ্টি অপ্রকৃতিস্থ, মুখভঙ্গি অস্বাভাবিক হয়ে পড়ল। নেক্সট স্টেজে চোখ থেকে অবিরল জল ঝরতে লাগলো। কোনো রকমে বসনমামা তখনও বলে চলেছেন, 'এইবার—এই লইলাম এক মুষ্টি অন্ন, এই ভইরা দিলাম মুখগহ্বরে—এই চিবাইলাম।... তারপর একঘটি জল—এ্যাঃ এ্যাইভাবে...ঢকঢক কইরা গিলিয়া ফ্যালাইলাম...এইবার ফাইনাল স্টেইজ... চক্ষুমুদিয়া পদ্মাসনে স্থির হইয়া বসবা, বইস্যা ঠিক এইভাবে মুক্ত প্রাণায়াম করবা অর্থাৎ মুখ হাঁ কইরা বাতাস টানবা, ছাড়বা, টানবা...ছাড়বা, ...হুস-হাস হুস-হাস ...এই হইত্যাসে তোমার রিয়্যাল যোগবিভূতি'...

বলতে বলতে তাঁর কানদুটোও টকটকে লাল হয়েছে, তুতুমিতুও ততক্ষণে গলা ছেড়ে 'ওগো বাবাগো তোমার কী হলো গো' বলে ডুকরে কেঁদে উঠেছে, আর মামী একবাটি দুধের সর এনে বলছেন, 'শিগগির এটা খেয়ে নাও তো, জিভে ননীর প্রলেপ দিলে জ্বালাটা বন্ধ হয়ে যায়—'

এক চোখ বন্ধ, তা থেকে অবিশ্রাম জল ঝরছে, অন্য চোখটা একটু খুলে বসনমামা মামীর হাত থেকে বাটি নিয়ে বললেন, 'বাকী ক্যাবল লাস্ট ফেইজ—ডিভাইন পাওয়ার অব এটর্নী—'

দি নেস্ট

বঞ্জন ঢুকতেই আমি উল্লসিত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম. "কী রে, কেমন বেড়ালি গোমো? বসনমামাব বাড়ি?"

"আব বোলো না নবনীতাদি, বসনমামাব ব্যাপার!"

আমি উৎসাহিত। এই শুরু হয়ে গেল আবেকখানা বসনমামার গল্প। বঞ্জন বলতে পাবে আমাব চেয়ে ঢেব ভাল করে তার মামার ব্যাপার-স্যাপার।

একদিন বসন্তমামা এসেই শুরু করলেন, "বাংলো পাইসি, বাংলো। কোয়ার্টাব। ও মেজদি, শোনেন, আমাগো দৈন্যদশা ঘুচাইসে বেইল কোম্পানি—আপনের বৌমাগো লইয়া গেসি গোমো। ওঃ, ইলাহী কাণ্ড, প্রাসাদোপম গৃহ, বোঝলেন মেজদি? ইনডিয়ান কোয়ার্টাব খালি নাই, ইউবোপীয়ান কোয়ার্টার্স দিয়া দিসে। আর চিন্তা নাই। বঞ্জু-মঞ্জু-সন্টু, যাইস অখন, দেইখ্যা আসিস, কোয়ার্টার্স কাবে কয়। পাঠাইয়া দ্যান মেজদি পোলোপানগুলারে—হেলথডা ফিরাইয়া আসুক— ওঃ, যা চ্যাহারা হইসে এক-একখান—মনে হয পঞ্চাশেব মন্বন্তর থিক্যা সুভেনির বাখছেন ঘবে—তাকান যায না—কাঠি-কাঠি হাত-পা—ওঃ, দেখবি গিয়া তুতুমিতুব কী স্বাইস্থ্য—দেখিস নাই তো, মামাত ভাইবোন দুইডাবে কোনোদিন—বোঝলেন মেজদি, খাইয়া-দাইয়া স্বাইস্থ্যডা ফিবাইয়া আসুক—গায়ে গত্তি লাগাইয়া ফিববি খনে—তদেব মামি বন্দনে দ্রৌপদী, আর ঘবে তো চড়ুইপাখিব মতো মুবগিব দৌরাত্ম্য। ধব, কাট, খাও। ধর, কাট, খাও। বাস। যত না মানুষ, তত মুবগি। পালকেব পাহাড হইসে কোয়ার্টার্সেব পিছনে। আব যত মুবগি তত ডিম। আব সে কী কোয়ার্টাব, পেলেইশিয়াল বিলডিং মেজদি, থাইক্যাও সুখ. দেইখ্যাও সুখ। বঞ্জু-মঞ্জু-সন্টু। শোন, ডাইবেকশন দিয়া দেই —মন দিয়া শোন। গোমো স্টেশনে নাইম্যা, ধববি বিকশা। শত শত বিকশা লাইন দিয়া খাডাইয়া আছে পেসেনজাবের লেইগ্যা। বলবি—'বসন্ত বটব্যালকা বাংলোমে চলো—দি নেস্ট।' বাস। আব কিসুই কইতে লাগব না। চড়বি বিকশায়। সিধাই লইযা যাইব। বঞ্জু-মঞ্জু-সন্টু, কনসেনট্রেইট কইবা শুইন্যা ন্যাও—ইস্টেশন থিক্যা বাইরইযাই অনন্তবিস্তার বাস্তা লাল সুবকি বিছান, বাঙ্গামাটিব পথ—সিইধা চইল্যা যায় দিগন্তেব পানে—দুই পাশে ফলেব বাগান, ফুলেব বাগিচা, ইউকালিপটাসেব বনানী। আব শালবীথিকা—আব ক্যাকটাসেব জঙ্গল। আব তার ফাঁকে ফাঁকে ফুইট্যা আছে সব বিশাল বিশাল বাংলো-বাড়ি, ধনীলোকেব বসতবাটী. বিচম্যানস বেসিডেনশিয়াল কোযাবটাবস। তাবই একটা হইল 'দি নেস্ট'। মানে আমাগো বাসস্থান, মানে কোয়ার্টার্স আর কী। সামনেই লোহাব আলপনা-দেওয়া গেইট. শ্বেতপাথরেব ফলকে নাম ল্যাখা আছে—"

মঞ্জু বলল. "বসন্ত বটব্যাল?"

বসন্‌মামা চোখ পাকালেন, "না, ল্যাখা আছে 'দি নেস্ট'—গেইটটা ঠেলা দিলেই খুইল্যা যায়, আব গেইট বরাবর গারডেন পাথ—গাবডেন পাথ বুঝ? গাবডেন পাথে বিকশাসুদ্ধা ঢুকবা না কিন্তু, অল ভিহিকলস প্রহিবিটেড. সাইকেল বাদ। গারডেন পাথে সাবধানে পা ফ্যালবা, নুড়িপাথরগুলান আনটাইডি হইয়া যায না য্যান—ইউরোপীযান কোয়ারটারস—ভেবি ভেবি কেযাবফুল। ঢুক্যাই দ্যাখবা ফাউনটেইন। মার্বেল পাথরেব ফাউনটেইনে টগবগ টগবগ কইবা জল বাইযা পডতাসে পবীর মাথার কলস থিক্যা। জল গেইখানডায পড়ে, হেইডা আবাব গোল চৌবাচ্চাব মত, তাইতে হরেক রঙেব বিলাযতি গোল্ড ফিশ খেইল্যা বেডাইতাসে। গোল্ডফিশ খেলে, আব বোদে-জলে চোখে ঝিলিক মাবে—য্যান ইন্দ্রধনু। বেইনবো। হেই ফাউনটেইনেব সাইডে দুইডা ফুটফুইট্যা শিশু খেলা কবতাসে (আমাবই বাচ্চা দুইডা আব কী), হুরীপরীব লেইগ্যা চাাহাবা (তুতুমিতু আর কী) এট্টা তুলাব কুকুব লইযা। তুলাব না কিন্তু! রিয়্যাল, বিলায়তি পেট ডগ—ফোব হানড্রেড রুপিজ। ভয নাই, কামড দিব না। ডেন্টিস্ট দিযা দাঁতগুলি ভোঁতা কইবা দিসি। মেজদি। চিন্তা নাই, চিন্তা নাই! ট্রেইনে বসাইয়া দিবেন, সিইধা গোমো স্টেশনে নাইম্যা বিকশায বইস্যা ক্যাবল কওনেব অপেক্ষা—'দি নেস্ট'। বাস। বঞ্জু-মঞ্জু-সন্টু. তবা যাইস নিশ্চয, ছুটি হইলেই!"

বসন্তমামাকে বিশ্বাস কবে এমনিতে এতবার ঠকেছে বঞ্জনেবা, সেই যে 'মূলতানী কামধেনু' কেলেঙ্কারি, 'স্পটলেস স্পটেড ডিযাব' নিযে আবেক কেলেঙ্কাবি, 'দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ' নিয়ে কী ঝামেলা পাডায, তাবপব 'কোটেব' জন্যে প্রায পুলিসেই তো ধবছিল —বঞ্জনদের তাই সাহস হচ্ছিল না। কিন্তু কেমন যেন সত্যি-সত্যি মনে হচ্ছিল বাডির ব্যাপারটা এবাবে। এভাবে কেউ নেমন্তন্ন কবতে পাবে, সত্যি না হলে?

মঞ্জুটা কিন্তু কিছুতেই বাজি হল না। কিন্তু বঞ্জন আব সন্টু একদিন ট্রেনে চডে বসল। সিধে গোমোয গিযে নামল। সত্যি, গাদা-গাদা বিকশা ছিল স্টেশনে। একটায উঠে বসে সন্টু বলল, "বসন্ত বটব্যালকা বাংলোমে চলো।"

সে হাঁ করে তাকিযে বইল মুখেব দিকে।

"বসন্ত বটব্যালকা বাংলো নেহি জানতা?"

বিক্সাওযালা মাথা নাডল, "নাহি জানতা বাবু।"

এবাব রঞ্জন বলল, "দি নেস্ট জানতা? দি নেস্ট?"

এতক্ষণে একগাল হেসে প্যাডল কবতে শুরু কবে দিল বিকশাওযালা। 'নতুন বদলি হযেছেন তো, তাই বসনমামাব নামটা এখনো চেনে না এবা' ভেবে নিল বঞ্জু-সন্টু।

সত্যিই অনন্তবিস্তার রাস্তা, রাঙামাটিব পথ, দু'পাশে শালবন, ইউক্যালিপটাস-বাগান, বডলোকদেব বাগানবাডি, ফুলেব বাগান, ফলেব বাগান. ফণিমনসাব ঝোপ, ঠিকঠাক মিলে যেতে লাগল বসন্তমামাব বর্ণনা। এক সমযে এসে পডল 'দি নেস্ট'।

নাঃ বসন্তমামা এবাবে গুল মাবেননি। মঞ্জুটা বোকা, সন্দেহ করে কবে কিছুতেই এল না। সত্যিই, লোহাব আলপনা দেওযা গেটটা ঠেলতেই খুলে গেল। ঢুকেই চোখ জুডিযে যায।

সত্যি সত্যি শ্বেতপাথরেব প্রাসাদেব মতো বাড়ি। চারদিকে জাফবি কাটা দালান। চমৎকাব কেযাবি-কবা ফুলবাগানেব মধ্যিখানে খেলনার মতো বসানো, যেন একটা ছোটখাটো ভিক্টোবিযা মেমোবিযাল। এই তো। এই বাড়িব কথাই তো বলেছেন বসনমামা। সুবকিব পথে দু'পা এগুতেই গোলাপ ফুলের গন্ধে প্রাণ ভবে গেল। আঃ। গাবডেন-পাথই বটে।

সামনেই ফোযাবা। ঐ তো শ্বেতপাথবেব পবী মাথায কলসি ধবে আছে, আব কলসি দিযে জল ঠিকবে পডছে নীচেব গোল চৌবাচ্চায। বঞ্জু-সণ্টু এগিয়ে গেল। গোল্ডফিশ দেখতে। কই, বোদে-জলে বামধনু বঙ ঠিকরে পডছে কোনখানে? এমন সমযে একটা সাদা কুকুর নিযে খেলতে খেলতে ফুটফুটে দুটো বাচ্চা বেবিয়ে এল ফোযাবাব ওপাশ থেকে। কুকুবটা যেন তুলোব তৈরি একটা পুতুল—ককুব না বেড়াল ঠিক বোঝা যায না। নেহাত খিউ-খিউ কবে ডাকছে, তাই কুকুব বলে বিশ্বাস হয।

"ফোর হান্ড্রেড রুপিজ।" সণ্টু বলল বঞ্জুব কানে-কানে। বাচ্চা দুটোও ঠিক পুতুলেবই মতো। দেখলেই আদব কবতে ইচ্ছে করে। কোঁকডা কোঁকড়া ঝাঁকডা সোনালি চুল গালে মুখে ঝাঁপাঝাঁপি কবছে, নীল চোখ—ধবধবে ফর্সা, যেন সাহেব বাচ্চা। এই তাদেব বসনমামাব তুতু-মিতু? বাঃ। বঞ্জু-সণ্টু স্তব্ধ। বসনমামাব মেযেবাই ওদেব আগে দেখতে পেল। দেখেই একগাল হেসে দিল। বড়টা হাত নেডে ডাকল, "হা-ই।" ঠিক যেন সাহেবেব মতো উচ্চাবণ।

"আমাদেব এক্সপেক্ট কবছিল মনে হয।" বঞ্জন বলল সণ্টুকে। তাবপব ওরাও হেসে বলল, "হা-ই।"

সণ্টু বলল, "বাপ বে। বসনমামাব বাচ্চাগুলো নিশ্চয সাহেবদেব ইস্কুলে পড়ে। এইটুকু বযসে এমন প্রোনান্সিযেশন?"

বঞ্জন বলল, "মঞ্জুটা আসেনি ভালই কবেছে। এখানে কেমন যেন বাঙাল-বাঙাল ঠেকছে নিজেদেব।"

সণ্টু বলল, "ইউবোপীয়ান কোযার্টার্স কিনা, তাই।"

মিষ্টি বাচ্চা দুটো কুকুর নিযে এদিকে আসছে দেখে ওরাও পায়ে পাযে এগোতে থাকে তাদের দিকে। কেবল মুখেব হাসিটা একটু ক্যালেনডারেব ছবির মতো ফিক্সড হযে থাকে সণ্টু-রঞ্জুব ঠোঁটে। ভেতবে-ভেতরে কেমন একটা অস্বস্তি দানা বাঁধতে থাকে। এমন সময়ে পিঠেব ওপবে এক প্রবল থাবড়া, সঙ্গে বসন্তমামার হুঙ্কার, "আরে-আরে-আরে! কী আনন্দ—কী আনন্দ—কী আনন্দ! সণ্টু-রঞ্জু—আইস্যা পড়ছস? মঞ্জু কই? সদা-পচা-মেন্তী? অরা আসে নাই? চল চল—"

রঞ্জনদের ধড়ে প্রাণ এল। বাব্বা। একসঙ্গে বলে উঠল দুজনে, "বাঃ কী সুন্দর

তোমার মেয়েরা বসনমামা?"

"হ্যাঁ, চল ঐদিকে চল--" বসনমামা তাড়া লাগান।

রঞ্জনরা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল জুনিয়ারের দিকে এগোতে থাকে। বসন্তমামা হাত ধরে হ্যাঁচকা টানেন. "আঃ হা, ঐদিকে কই যাও? ঐদিকে না. ঐদিকে না। এইদিকে আসো, এইদিকে—"

কে জানে কোনদিকে এনট্রান্স? গারডেন পাথটা দুভাগ হয়ে একটা রাস্তা বাগানের পিছন দিকে চলে গেছে। ওরা সেইটে নেয়। পেছন দিকে বুঝি এনট্রান্স? হবেও বা। ওরা অন্যদিকে বেঁকে যায়। পরীর বাচ্চা দুটো হাত নেড়ে নেড়ে হাসতে থাকে দূর থেকে "বাই-বাই" করে না "আয়-আয়" করে—কে জানে?

রঞ্জন বলে, "তুতুমিতুরা আসবে না?"

বসনমামা বললেন. "আঃ। তাড়াড়া কিয়ের? অ্যাঃ? আইব, আইব। টাইমলি আইব।"

হাঁটতে হাঁটতে প্রাসাদ পার হয়ে যায়।

সন্টু বলে, "এনট্রান্সটা ঠিক কোনদিকে বসনমামা? গোটা বাড়িটাই তো পেরিয়ে গেল।"

"আঃ। আইব, আইব। তাড়াড়া কিয়ের শুনি?"

রঞ্জন বলে, "বাচ্চারা তো কই এল না, বসনমামা?"

বসনমামা এবার বললেন. "কারে কথা কও? ওই নীলচক্ষুগুলান? ঐ গুলো হইব আমার তুতুমিতু? ওই বিড়ালচক্ষু কটাকেশ? ছোঃ! ওইগুলান আমার মাইয়া নাকি? ম্লেচ্ছ! ম্লেচ্ছ! সব কয়ডাই ম্লেচ্ছ। আমেরিকান ছ্যামডির পোলাপান। অন্য বাড়িডায় থাকে।"

সামনেই প্রবল ধোঁয়ার পাঁচিল। রঞ্জু-সন্টু দাঁড়িয়ে পড়ে। মনে হয় বাগানে আগুন লেগে গেছে। সন্টু বলে, "মালীরা বোধহয় শুকনো পাতা জ্বালাচ্ছে—না বসনমামা?"

বসনমামা অন্যমনস্কভাবে বলেন, "ওই হইবখনে কিসু একটা।"

এমন সময় ঐ ধোঁয়ার পাঁচিল ভেদ করে আস্ত আস্ত পান্তভূতের জ্যান্ত ছানা বেরিয়ে এল একজোড়া। তাদের নাকে সর্দি. চুলে জট। ছুটে এসে তারা বসনমামার হাঁটু জড়িয়ে ধরে "বাবাঁ বাবাঁ" বলে, নাকি সুরে নাচতে থাকে। তাদের পেছু পেছু তালপাতার পাখা হাতে উদিত হন তাদের মা। তোলা উনুনটাকে এখন বেশ দেখা যাচ্ছে। ঐটুকুনি জিনিসের এমনি ধোঁয়ার জোর? ক্রমশ ওরা ধোঁয়া পেরিয়ে এল। পিছনে 'কোয়ার্টার্স' উদ্ভাসিত হল। লাল ইটের তৈরি মিলিটারি ব্যারাকের মতো পাশাপাশি ছ-সাতখানা ঘর, দালান। প্রত্যেকটির সামনে বাগানে একটা করে উনুন ধরানো হচ্ছে। কয়েকটা খাটিয়া ইতস্তত ছড়ানো। একটি খাটিয়ায় বসে একজন গুঁফো ব্যক্তি খৈনি ডলতে ডলতে মন খুলে 'রামা-হো' গাইছেন। ওপাশে একটি

টিনের ছাউনি দেওয়া জালের খাঁচা ভর্তি মুরগি ঠাসা। মুরগির ক্যাচরম্যাচর, ভোজাপুরী 'রামা-হো' আর তুতু-মিতুর 'বাবা! বাবা!' ছাপিয়ে ঝলসে উঠল বসন্তমামির গলা, "তুতুমিতু। এক্কেবারে চুপ। নইলে গলা কেটে ফেলব।" ওদিকে কান না দিয়ে বসন্তমামা রঞ্জনের কনুইটা ঠেলে বললেন, "মুরগি দ্যাখছস? মুরগি? কইসিলাম না, যত মানুষ তত মুরগি? ওই দ্যাখ। ঠিক কিনা?" তারপর মামিকে বলেন, "শুনছ, চাইয়া দ্যাখো কাগো ধইরা আনসি—আমাগো বঞ্জু-সন্টুগো। তুমি অবশ্যি আগে আগে দ্যাখ নাই—দিদিমণির—"

বসন্তমামি শুধু একজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "নাই বা দেখলাম আগে। খুব বুঝেছি। তোমার সেই মরা দিদির জ্যান্ত দেওরপোর দল তো? তা, এঁদের ক'দিন থাকা হবে?"

তার পরদিন সবুজ ফ্ল্যাগ নাড়তে নাড়তে যে ট্রেনটাকে বসনমামা খবরদারি করে হাওড়া নিয়ে এলেন, সেই ট্রেনের গার্ডের কামরাতে বঞ্জু-সন্টুকেও বসে থাকতে দেখা গেল ম্লানমুখে।

সেই থেকে রঞ্জন আর বসনমামার গল্প বলে না।

গুনিয়া ভাই

আমি মানুষ হয়েছি কোন আয়া নয়, গুনিয়া ভাইয়ের কোলে। আমাকে অ-আ লিখতে পড়তেও শিখিয়েছিল সে-ই। বাংলায় নয়, উড়িয়ায়। গুনিয়া ভাইই ছিল আমাদের ছোটদের একচ্ছত্র হিরো। সংসারের গৃহিণী এবং সচিব।

তঙ্কো কবির্সনি বলচি তাঁতিবউ। পনেরো বলিচি ওই পনেরো। আর একটা পয়সাও নয়। ভদ্দলোকের এক কতা।

মতি-তাঁতিনীরও এক কতা—মা-ঠাগরোন।—দিম্মার চেয়ে আরেক কাঠি গলা তুলে চেঁচাচ্ছে তাঁতিবউ। বউ মানে সেও দিম্মার সমবয়সীই হবে। নাকে সবুজ পাথরের নাকছাবি, পাকা চুলে তেল-সিঁদুর, লালপাড় কাপড়ে দিব্যি সেজে-গুজে আসে। —ঐ ঝা বলে দিইচি, তাই। স'পাঁচ ট্যাকা জোড়া হিসেবে খোকার দু' জোড়া ধুতি, আর খুকির কাপড়খানা তিন ট্যাকা বারো আনা। ব্যস। পাই-পয়সাও আর কম হবেনি। হাঃ

মহা উৎসাহে আমরা নাতি-নাতনিরা সব দালানে ভিড় করে ঝগড়া দেখছি। মনে মনে সব্বাই হিসেব কষে ফেলেছি, বুঝে গেছি যেমন আমাদের দিম্মাটি অঙ্কে

ওস্তাদ তেমনিই তাঁতিবউ। কিন্তু দিম্মাব সামনে মুখ খুলব, এত দুঃসাহস কাকুব নেই।

এমন সময়ে খুন্তি-হাতে, গামছা-কাঁধে, এক টোপলা পান ঠাসা গালে, ফর্সা ধুতিটি হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে, ধবধবে বোগা পিঠে মাজা পৈতেটি ঝলমলিয়ে গুনিযা ভাইযেব আবির্ভাব হল বান্নাঘব থেকে। লাল টুকটুকে ঠোঁটে একগাল হেসে বলল, কী হেইছে? কী হেইলা কী? কঁড হলা? এত্তে পাটি করুছ কাঁইকি মতিদিদি?

চাবানা বাদ দিতে চাইচে কত্তামা—তাঁতিবউ বলে—চাবানা কেন, পাই-পযসাও ছাড়বুনি। বাবা। বাজাবে আগুন নেগেচে।

আচ্ছা, আচ্ছা. সব্‌ হেব্বে। পাঞ্চ টংকা চাবি আনা কিবি দুইজোড়া ধুত্তি, আউ, তিনঅ টংকা বাবো আনা গুট্রে শাড়ি। বাস? তমকু কত্তামা কেত্তে দিউছি? পুবা পন্দবো? আচ্ছা. মু দেখুছি, কিচ্ছি চিন্তা নাহি, মু সব্বুঁ ঠিকঅ কবি দেবি। গজবাতে গজবাতে তাঁতিবউ ততক্ষণে তাব পুঁটলি বেঁধে ফেলেছে। ওদিকে দিম্মাব তাকিযাব নিচে থেকে গোল ঝকঝকে পেতলেব টিফিন-বাক্সটাও বেবিযেছে। বাক্সটা খুলে দিম্মা ফর্সা কাপড়ে বাঁধা খুচবো টাকাব পুঁটলিটা বেব কবলেন। একটা দশেব নোট আব গুনে গুনে পাঁচটা রুপোব টাকা গুনিযা ভাইযেব হাতে দিতে দিতে তাঁতিবউকে শাসালেন. তোব বড্ডো আস্পদ্দা হযেছে তাঁতিবউ, চাবানা পযসাব জন্যে পুবান খদ্দেব ছেড়ে দিচ্চিস। আসিস পুজোব সময়ে, দেকবো কে তোব কাপড় কেনে? আজই আমি অন্য তাঁতিব ব্যবস্থা কচ্চি, দাঁড়া।

গুণনিধি ঠাকুব তাঁতিবউকে নিযে দালানেব ওধাবে গিযে বলে, এই নিয, ধুত্তি দুই জোড়া সাড়ে দশ, আউ শাড়ি তিন টংকা তিন সিক্কা, চৌদ্দ টংকা চাবি আনা। মিলিলা হিসাব?

তাঁতিবউ গুনল—স' পাঁচ স' পাঁচ. সাড়ে দশ। দু'জোড়া ধুতি। সাড়ে দশ আব তিনে—সাড়ে তেবো। আবও বাবো আনা. মানে তিন সিকে। তেবো টাকা আব পাঁচ সিকেতে হল মোট চোদ্দ টাকা চাবানা—

ঘাড় কাৎ কবে হেসে তাঁতিবউ বলল. হ্যাঁ ঠাকুব. ঠিকই মিলেছে।

তবে তিন সিক্কা ফিবৎ দে।

দবুনি তো কি? মেবে দোব? মতির কাছে ও সব পাবেনি। হুঁ—তাঁতিবউ ঝনাৎ কবে তিনটে সিকি ফেলে দিলে মার্বেলেব মেঝেব ওপবে।

গুনিযাভাই কুড়িযে নিযে নিজেব ট্যাঁকে গুঁজল দুটো আব একটা এনে দিদিমাকে বলল, নিয. চাবি আনা ঘুবাই কিবি আনুচি. ছড়া কম বদমাস? দিতেই চাহে না। বলে দিম্মাব পান সাজাব থালাব ওপব ঝনন কবে বাখলে সিকিটা।

গুণনিধিব গুণপনায মুগ্ধ হযে দিম্মা বললেন, বাঃ। আবাব? আবো চাবানা? সেই চাবানা তো ছাড়লেই. আবাব আবও চাবানা ফিরিয়ে দিলে? বলিস কি গুণো? ফোকলা গালে ভুবনমোহিনী হেসে দিম্মা বলেন, তুই সত্যি পাবিসও বাপু। তোব কাছে কেউ ট্যাঁ-ফোঁটি কত্তে পাবে না। এই নে, এই চাবানাটা তুই-ই বেখে দে। তোকেই পান খেতে দিলুম।

একগাল হেসে গুনিয়া দিম্মাকে বিরাট এক পেন্নাম ঠুকে, সিকিটা তুলে নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল।

বেড়ালের পিঠে-ভাগের মতন মীমাংসার কায়দাটা আমরা ছোট্টরা সব্বাই দেখলেও কেউ কিচ্ছুই বললুম না। কেননা জানি, ওই পয়সা থেকে আমাদেরই নকুলদানা চীনেবাদামের সাপ্লাই আসবে। আর, ওঃ—যে অশান্তিটা হচ্ছিল সকাল থেকে। এই ব্যবস্থায় দিম্মার কথাও রইল, তাঁতিবউয়ের কথাও রইল, সবাই খুশি। এই হল আমাদের গুনিয়াভাইয়ের প্রধান গুণ। মুশকিল আসানের রোলে সত্যি তার জুড়ি ছিল না। সারা পাড়ার ছোটদের একচ্ছত্র গার্জেন এই গুনিয়া। অমন একজন মুশকিল আসান ছিল বলেই বোধ হয় আমরা পড়তুমও নানা জাতের নিত্যি নতুন মুশকিলে।

রাস্তায় খেলতে খেলতে কোন বাড়িতে ফুটবল পড়েছে, কাচ ভেঙেছে, রেগে উঠে তারা ফুটবলটা ছাড়ছে না। ডাকো গুনিয়াভাইকে। সে গিয়ে হাতে পায়ে ধরে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ছেলেদের হয়ে অনেকবার ক্ষমা চেয়ে ফুটবল ফেরত এনে দেবে। কোন বাড়ির ছাদের এরিয়েলে ফার্স্ট ক্লাস একখানা ঘুড়ি আটকে আছে, তারা পাড়ার ছেলেদের পাত্তা দিচ্ছে না। গুনিয়াভাই যাবে। ছাদে উঠে ট্যাঙ্কে চড়ে যেমন করে হোক ঘুড়িটা ঠিক ছাড়িয়ে আনবে ছেলেদের জন্যে।

ছোট ভাইয়ের আংটি জোর করে নিজের আঙুলে গলিয়ে, বাচ্চুর আঙুল ফুলে উঠে হাতের অবস্থা সঙ্গীন। গুনিয়াভাই ছুটল বাচ্চুকে নিয়ে স্যাকরার বাড়িতে। তাদের যন্ত্রপাতি দিয়ে আংটিটাকে কাটিয়ে আঙুলকে বিপদমুক্ত করতে। বাচ্চুর মা তো কৃতজ্ঞতায় আশীর্বাদ করে আংটিটাই গুনিয়াকে দিয়ে ফেললেন।

বাঁদর নাচ দেখতে দেখতে হঠাৎ কি বাঁদুরে দুর্বুদ্ধি, বাঁদরীটা তেড়ে এসে কটাস করে কামড় বসিয়ে দিয়েছে মুন্টির পায়ের গোছে। বাড়ির বড়রা অফিসে —কী হবে এখন? যদি ধনুষ্টংকার হয়? মুন্টির মায়ের কান্না জুড়ে দেওয়া দেখেই অমনি গুনিয়াভাই মুন্টিকে কাঁধে করে ছুটল। দুপুরবেলায় ডাক্তারখানা বন্ধ হলে কী হবে, জোর করে শ্রীহরি ফার্মেসির ডাক্তারকে ঘুম থেকে তুলে, তার দোকান খুলিয়ে, কী একটা অ্যাসিড দিয়ে ওই দাঁত বসানোর জায়গাটা পুড়িয়ে, বিষমুক্ত করে দিয়ে একটা ইঞ্জেকশন লাগিয়ে মুন্টিকে বাড়িতে নিয়ে এলো। দু'হাতে গোলাপী রঙের দু-দুটো বুড়ির চুল খাচ্ছে—মুন্টির চোখে জল, ঠোঁটে হাসি, গুনিয়াভাইয়ের কাঁধে লাল ফ্রক পরে বসে আছে, যেন মুটের ঝাঁকায় মা লক্ষ্মী। বীরগর্বে গুনিয়ার সে কী মার্চ করে পাড়ায় ফেরা!

পাড়ার বড় বড় মেয়েরা আমাকে বহুবিধ প্রশংসা বাক্যে ভুলিয়ে গাছে উঠিয়ে কাঁচা আম, জামরুল পেড়ে খেত অনেক দিনই। তারপর এক সময়ে খেজুর পাড়ানো শুরু করলে। আমি তো অহংকারে মটমট করছি। আমার মতন গাছে উঠতে কেউ পারে না। খেজুর গাছে তো ছেলেরা পর্যন্ত চড়তে চায় না, খেজুর পেকে থোকা থোকা ঝুলে থাকে ক্লাবের মাঠে। বড় দিদিদের তেলে ভুলে, যেদিন বুক হাত

ছুড়ে, নতুন ফ্রকের বুক ছিঁড়ে সগর্বে তিনটে খেজুর হাতে বাড়ি এলুম, রেগেমেগে গুনিয়াভাই ছুটল ক্লাবে। এইসা দাঁত খিঁচিয়ে উড়িয়ায় তাদের শাসিয়ে এলো, যে বড় মেয়েরা যেন পালাতে আর পথ পায় না। সেই থেকে আর কখনো ওরা খেজুর গাছে চড়তে বলেনি আমাকে।

মুখুজ্যেদের রাঁধুনীর ছেলে মন্টুর বুদ্ধিটা কম। তার গেঞ্জী প্যান্ট খুলে নিয়ে তাকে বিছুটির ঝোপে ঠেলে ফেলে গড়াগড়ি দিইয়েছে পাড়ার কয়েকজন ছেলে, কেঁদেই আকুল হচ্ছে বেচারা মন্টু—শুনেই গুনিয়াভাই ছুটল। যে ক'জন দুষ্টু ছেলে এর পাণ্ডা ছিল, প্রত্যেকের জামা খুলে গায়ে বেশ করে রগড়ে বিছুটি ঘষে দিয়ে এলো।

নে, দ্যাখ বেটারা একটু নেচে-কুঁদে কেঁদে-ককিয়ে। দ্যাখ, কেমন লাগে—

ছেলেদের বাপ-মা'রা রেগে গেলেও, কিছুই বলতে পারলেন না। একে তো ছেলেরা দোষ করেছে, তাছাড়া গুনিয়াভাইকে যে কিছু বলা যায় না। কখন যে কার কোন দুঃসময়ে কী কাজে লাগবে? দুষ্টু ছেলেদের শাস্তিটা তো অন্যায্যও হয়নি। বটব্যাল সায়েবের বাড়িতে প্রচুর কাঁচা আম হয়েছে। বটব্যাল একা মানুষ, বাড়িতে ছেলেপুলে নেই, পাড়ার ছেলেদের ঢুকতে দেন না, পাছে বাগান নষ্ট করে দেয় বলে। ধরো গুনিয়াভাইকে। বটব্যালকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ধুতির কোঁচড় ভর্তি কাঁচা আম এনে ছোটদের মধ্যে বিলি করলে গুনিয়াভাই। তেমনি বাগচী বাড়ির পেয়ারাও। খেতে চাও? বেশ তো পাঁচিল ডিঙিয়ে অমন জোর করে ভেতরে ঢুকো না। কেবল গুনিয়াভাইকে একবার বল। সে গেলে বাগচীগিন্নি নিজেই চুপড়ি ভরে ডাঁশা পেয়ারা তুলে দেবেন তার হাতে। গুনিয়াভাইয়ের মত এমন 'গুডউইল' দুনিয়ায় কম লোকেরই কপালে জোটে।

শুনেছি, আমার জন্মের সময়ে আমাদের বাড়িতে ইলেকট্রিক মোটরের পাম্প ছিল না, হ্যাণ্ডপাম্পে করে জল উঠত তিনতলায়। গুনিয়াভাই নাকি এই জল তোলবার একটা চমৎকার উপায় বের করেছিল। পাম্পটা দেখতে ঠিক টিউবওয়েল-এর মতন। হাতলটা ঘ্যাচাং ঘ্যাচাং করতে হয়। কিন্তু নল দিয়ে জল পড়ে না। জলটা তার বদলে ওপরে উঠে যায়। পাম্পটা ছিল আমাদের উঠোনে, বিজার্ভারের পাশেই। খিড়কি-দোরের গা ঘেঁষে। ঠিক তার সামনেই দেড়তলার ঘরে গুণনিধির নিজস্ব রাজভবন। জানালাটা খোলা থাকা মানে রাজ্যপাল বাড়িতে আছেন, আর বন্ধ মানে নেই।

কলকাতা শহরে গুণনিধির দেশের লোক গিজগিজ করছে, যত পান-বিড়ির দোকানদার, যত কলের মিস্ত্রী, মালী, রাঁধুনী বামুন, নাপিত, বেয়ারা, পিয়ন—দলে দলে উড়িষ্যাবাসীরা আসত গুনিয়াভাইয়ের কাছে। সারাদিন বাবার কাছে যত সাক্ষাৎপ্রার্থী আসেন, গুনিয়ার ভিজিটরের সংখ্যা তার চেয়ে কম নয়। গুনিয়া তাদের সকলকে বলে রেখেছিল—

খবরদার বেল টিপবি না। রিং করলে বাড়ির সবাই জেনে যাবে, আবার আমার

কাছে বন্ধু এসেছে। তোরা ববং খিড়কি-দোরে গিযে ভাঙাচোরা টিউবওযেলটা খটাং খটাং করিস, ওই শব্দ পেলেই আমি ছুটে চলে আসব।

জলেব অভাব ছিল না; সাবাদিন ধবেই হাতলটা ঘটাং ঘটাং হত। গুনিযা বান্না কবতে কবতে শুনতে পেযে হাসি হাসি মুখে চুপ কবে থাকত। সাড়া দিত না। মিনিট দশেক বাদে উঠে গিযে জানালা দিয়ে উঁকি দিত—বলত, আবে, কৌ বে? নাটিযা? মূ এবে যাই পাবিবিনি, দ্বিটাব সমো টাইম গিডিব।

গুনিযাব পবোপকাবেব নেশাব জন্যে তাব বাজাবে খুব ধাব ছিল। একজনেব কাছ থেকে ধাব নিয়ে আবেকজনেক দানধ্যান কববাব বিশ্রী স্বভাবটাব জন্যে অনববত মা'ব কাছে বকুনি খেত গুণনিধি। এইজন্যে দিবাবাত্রি তাব কাছে পাওনাদারেব অশ্রান্ত আনাগোনা। কেউ আসে ধাব চাইতে, কেউ বা আসে শোধ কবতে। এই দু'বকমেব ভিজিটাবদেব দৌলতে গুনিযাব স্পেশাল কলিং বেল সাবাদিনই বাজত, আব তিনতলাব ট্যাংকে জল উপচে পড়ত।

গুনিযা অর্থলোভী ছিল না, কিন্তু যশে তাব খুবই লোভ ছিল। মা'ব ভাঁড়াব ঘব থেকে লুকিযে চালটা ডালটা সবিযে প্রায দবাজ হাতে পাড়াব ডোমেস্টিক হেল্পাবদেব বেকাব ভাতা সাপ্লাই কবত সে। মা ধবে ফেলতে পাবলেই স্মার্ট গুনিযাভাই একগাল হেসে, সটান মাটিতে শুযে পড়ে যাত্রাব ঢঙে মা'ব দুই পা জড়িযে ধরত —তুমি তো মা অন্নপূর্ণা! কত বড়লোকদেব অকাবণে নেমন্তন্ন কবে খাওযাচ্ছ বোজ বোজ। না হয দুটো দিন গবীবেব পেটে দু'মুঠো অন্ন দিলেই—ওদেব আশীর্বাদে খুকুভাইযেব মঙ্গল হব মা—

পা ছাড়... পা ছাড়... উঃ, কি যন্ত্রণা—মা'ব তখন হযেছে মহা মুশকিল—সঙ্কোচেব একশেষ। মাকে বিব্রত কবাই গুনিযাব উড়ে-যাত্রাব উদ্দেশ্য। গুনিযাব কাঁধে চড়েই আমি ছেলেবেলায উড়ে-যাত্রা দেখতে গেছি; তাই ঢংটা চেনা।

এই যশেব লোভেই গুনিযাভাইকে প্রাযই নানা ঝঞ্ঝাটে পড়তে হত। চাল মাবাটা ছিল তাব স্বভাবসিদ্ধ। চালিযাতিব জোবেই গুনিযা পাড়াব সব গৃহভৃত্যদেব সর্বাধিনাযক, গিন্নিদেব একচ্ছত্র মন্ত্রণাদাতা এবং ছেলেমেযেদেব গণ-অভিভাবক হযে উঠেছিল।

নানা ভাবে অন্যেব উপকাব কবা গুনিযাব নেশা, তাতে নিজেব ক্ষতি স্বীকাব কবেও। লোকে ধন্য-ধন্য কববে, ওতেই তাব সবচেযে আনন্দ। গুনিযাব মস্ত গর্ব ছিল, তাব মতন দারুণ বাজাব কবতে আব ত্রিভুবনে কেউ পাবে না। এব জন্য যে কোন কষ্ট স্বীকাবে বাজী ছিল গুনিযা। একবাব হল কি, বোববাব সকালে বৈঠকখানায কথা হচ্ছে, পোনা মাছেব বাজাবদব আগুন, আট টাকা সেব হয়েছে। পঁচিশ বছব আগেকাব কথা। গুনিযাভাই চা দিতে ঢুকে সে-কথা শুনতে পেযে বলে উঠল, আঠঅ টংকা— কৌ ষড়া কহিচি? বড়া মিছ্যা কথা কহিচি পবা? মূ পাঞ্চঅ টংকা কবি আনি দব।

গুনিয়াব কথা শুনে কাকাবাবুব বাগ হযে গেল। তিনি বোজ নিজেই বাজাব কবেন। মিথ্যে কথা মানে? প্রথমে শালা, তাবপবে মিথ্যাবাদী সম্ভাষণে কাব বুক আহ্লাদে ফুলে ওঠে? খচাৎ কবে পকেট থেকে কড়কড়ে দশ টাকাব নোট বেব কবে দিযে কাকাবাবু গুনিযাকে বললেন, বেশ তো, গুণনিধি, তুমি আমাকে দু'সেবেব একটা পোনা মাছ এনে দাও দিকিনি?

দিয, মতে দসম টংকা দিয। মু আনি দউচি—বলে ঝটকা মেবে টাকাটা ছিনিযে নিযে, ধুতিটা একবাব ঝেড়ে নিযে, পৈতেব ওপব গেঞ্জী চড়িযে, থলে হাতে, গুনিযাভাই তক্ষুণি উঁটসে বেবিযে গেল। খানিক বাদেই একটা টাটকা চমৎকাব স্বাস্থ্য সমুজ্জ্বল প্রায দু' সেবি রুই মাছ হাতে ঝুলিযে ফিবে এলো। কাকাবাবুব চোখ বাণাঘাটেব ছানাবড়া, আব গুনিযা? গুনিযাব চোখ-মুখে নাযাগ্রা ফলসেব মত প্রবল গর্ব আব আত্মতৃপ্তি উছলে পড়ছে। রুই মাছ হ্যাণ্ডওভাব কবে দিযে, গুনিযাভাই ছোটখাট একটা বক্তৃতা দেয বৈঠকখানায সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে—যাব মূল বক্তব্য আপনাবা দব কবতেও জানেন না, মাছও চেনেন না। নইলে কেউ কখনো আট টাকা দবে পাঁচ টাকাব মাছ কিনে আনে? বাবাব বন্ধুমহলে গুনিযাব অসামান্য ক্ষমতা নিযে আবো একবাব ধন্য-ধন্য পড়ে গেল। কেবল সবাই চলে যাবাব পবে মা বললেন—গুণনিধি, তুমি আজকে মাইনে থেকে পাঁচ টাকা যে আগাম নিলে, সেটাব হিসেব আমি গণেশবাবুকে মাছ খাওযানো বাবদ খবচা বলে লিখে বাখি? গুনিযাভাই স্কুল পালিযে ধবা-পড়া বাচ্চা ছেলেব মত লজ্জিত মুখে বলল, মিছ্যা কথা কহিবিনি মা। সাতম্ম টংকা লাগিলা। মা জানেন লেগেছে আট টাকাই। কিন্তু ও সব টাকাকড়িব আসল হিসেবেব মধ্যে গুনিযাভাই যাবে না কিছুতেই।

ওদিকে বাবা আবেক অসংসাবী—এবাব বাবাই বাধালেন ঝামেলা। সব্বাইকে ডেকে ডেকে বলতে লাগলেন, তোমবা যে যখন বেশি কবে মাছ কিনবে, গুণনিধিকে বোলো, খুব শস্তায এনে দেবে। আট টাকাব মাছ পাঁচ টাকাতে। ফলে বাবাব বন্ধুবান্ধববা প্রাযই মাছ কেনবাব জন্যে গুনিযাভাইকে অগ্রিম টাকা গছিযে দিযে যেতে লাগলেন। গুনিযাও মাছেব সাপ্লাই দিতে লাগল মহানন্দে।

মা টেব পেযে আকাশ থেকে পড়লেন—নাঃ। গুনিযা, এ চলতে পাবে না। তোমাব পযসায তোমাব বাবুব বন্ধুবা বোজ বোজ মাছ খাবেন, আব আমবা দাঁড়িযে দাঁড়িযে দেখব, তা হয না। আমি এবাবে ওঁদেব বলে দেব।

গুনিযাভাই প্রায কেঁদে পড়লো। মা'ব কাছে এবাব প্রেস্টিজ পাংচাব হযে যায বুঝি।—কিচ্ছি কহিবাব হবনি মা, কিচ্ছি কহিবাব নাহি। মু সব্বু মেনেজ কবি নেবি --কালি সববু ফিটফাট হেই যিব পবা।

পরদিন বাবাব বন্ধুদেব চা দিতে বৈঠকখানায নামিযেই গুনিযাভাই কপাল চাপড়ে হাহাকাব কবে কেঁদে উঠল—এতদিনেব চেনাশুনো মাছওলাটা, হাযবে তাব সেই দেশোযালী ভাইটা, কলেবা হযে হঠাৎ এক বাত্তিবেই মাবা গিযেছে! আব কোন

দিনও আট টাকাব মাছ পাঁচ টাকাতে পাওয়া যাবে না তাই। বাবুদেবও সুখেব দিন ফুরুল। জীবন বড অনিত্য!—

ইয়াং সায়েবের গাড়ি

ঠাকুর্দাদাব এক বন্ধু ছিলেন, লম্বা দাড়িওলা বুড়ো সাহেব। পাদবি নন, কিন্তু তাঁব জীবনটা ঠিক পাদবিদেব জীবন যেমন হওয়া উচিত, তেমনি ছিল। বিয়ে কবেননি, সাবাটা দিন কাটাতেন বস্তিতে। গবিব লোকদেব ওষুধ বিলিয়ে, খাবাব বিলিয়ে, বাচ্চাদেব দুধ বিলিয়ে বুড়োদেব চাদব কম্বল, এমন কি বিড়ি পর্যন্ত ইয়াং সাযেব নিজে থেকেই দিয়ে যেতেন। ইংবেজবা আমাদেব দেশকে শোষণ কবে যে পাপ কবেছে, উনি একাই নিজেব পকেট থেকে সময় ও টাকা এবং বুকেব ভেতব থেকে ভালবাসা ঢেলে সেই পাপেব প্রাযশ্চিত্ত কবতে চেষ্টা কবতেন।

ঠাকুর্দাও তো বস্তিব লোকদেব মিনিমাগনা চিকিৎসা কবতেন (বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাক্তাব ছিলেন তিনি), সেই সূত্রেই হয়তো তাঁব ভাব জমেছিল ইযাং সাযেবেব সঙ্গে। ভোববেলা দু'জনে একসঙ্গে হেদোয হাঁটতেন। ইযাং সাযেবেব বিবাট বিলিতি কুকুবটা আগে-আগে ছুটত। সন্ধ্যেবেলা অনেকসময়ে দু'জনে দাবা খেলতে বসতেন বৈঠকখানায। ইযাং সাযেব চমৎকাব বাংলা বলতেন। তাই আমবা ওঁকে ভয় পেতুম না।

আসতেন একটা ছোট্ট টু-সীটাব কনভার্টিবলে চড়ে। লোকে বলত "ইযাং সাযেবেব ডিবে"। গাড়িটাব গড়ন সত্যিই অনেকটা পানেব ডিবেব মতন, বংটাও ছিল রুপোলি। কনভার্টিবলেব ছাদটা কালো ক্যানভাসের। গাড়িব ঘাড়েব কাছে গলাব চাদবেব মতন ওটা ভাঁজ কবাই থাকত চিরকাল, বোদে-বর্ষায সেটাকে কেউ উঠতে দেখেনি। গাড়িটা চালাতেন সাযেব নিজেই। আব গাড়িব যাত্রী ছিল একটিই মাত্র। পিছনেব ছোট্ট অর্ধচন্দ্রাকার সীটে গম্ভীব হযে সোজা বসে থাকত নিউটন। সোনালি বঙের দীর্ঘ লোমে ভবা বিবাট বিট্রিভাব। ইযাং সাযেবেব পিছু-পিছু বস্তিতে-বস্তিতে ঘুবত যখন, নিউটনকে দেখাত যেন একটা বাঘের মতন। তেজী কী! বস্তির বাচ্চাবা একটা ঢিল পর্যন্ত মাবতে সাহস কবত না নিউটনকে। আমরা কেউই ঠিক জানি না কবে ইয়াং সাযেব ঠিক কী কাজের জন্য প্রথম কলকাতায় এসেছিলেন। কোনো কোম্পানিব কাজেই, না ব্যক্তিগত প্রয়োজনে। কিন্তু একদিন তাঁর কলকাতাব কাজ ফুরোল। অবসব নিযে দেশে যাবাব সময হল। ইয়াং সায়েব রিটায়ার করলেন।

ঠাকুর্দাকে এসে বললেন, ভয়ানক সমস্যা হয়েছে। নিউটনকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। বিলেতের কুকুর এখানে নিয়ে আসা যায়, কিন্তু এখানে এলেই তার জাত যায়। সে কুকুরকে আর এ-জন্মে বিলেতের মাটিতে ফিরতে দেওয়া হয় না। তার প্রবেশ নিষেধ। কে জানে এখান থেকে কোন রোগবালাই নিয়ে যাবে? অতএব, হুড খোলা গাড়ির পিছনের সীটে খোলা হাওয়ায় দটি কান ভাসিয়ে দিয়ে বেড়াত যে নিউটন, ইয়াং সাহেবের সঙ্গে তার স্বদেশে ফিরে যাওয়া আর হবে না। নিউটনকে অন্য কারুর হাতে দিয়ে যাওয়াও ইয়াং সাহেবের পছন্দ হল না, কে জানে তার ঠিকমতন যত্ন হবে কিনা? তার চেয়ে সাহেব তার ডাক্তারকে দিয়ে নিউটনকে জন্মের মতন ঘুম পাড়িয়ে দেবেন, ঈশ্বরের কোলে আর তার অযত্নের ভয় নেই।

জামাকাপড়, বইপত্তর, আসবাব, বাসনকোসন, সামান্য সংসার যা কিছু তার ছিল, বস্তিতে সমস্তই বিলিয়ে দিয়ে, সাহেবের মনে পড়ল, গাড়ির কথা। গাড়ি হেন গুণনিধি কাকে দিয়ে যাব? বস্তিতে তো তার উপযুক্ত রক্ষক নেই।

ছোট্ট পানের ডিবের মতন গাড়ি, স্টীয়ারিংয়ে ঝুঁকে পড়ে চালাচ্ছেন বুড়ো সাহেব, সাদা চুল সাদা দাড়ি বাতাসে উড়ছে। পিছনে বসে আছে সোনালি নিউটন। সোনালি কান, সোনালি লোম বাতাসে উড়ছে। এ-পাড়ার অতি পরিচিত দৃশ্য। ডাক্তার দিয়ে গাড়িকে ঘুম পাড়ানো যায় না, তাই অতি প্রিয় গাড়িটি যাবার দিনে ইয়াং সাহেব তাঁর প্রিয় বন্ধুকে সমর্পণ করে জাহাজে গিয়ে উঠলেন। ঠাকুর্দাকেই দানপত্র করে গেলেন গাড়ির চাবিটি। গাড়ি পার্ক করা রইল রাস্তায়, আমাদের বাড়ির দোর-গোড়ায়। চকমেলানো উঠোনের ভেতরে অনেক জায়গা থাকলে কী হবে, গাড়ি ঢোকানোর মতন রাস্তা তো নেই।

ইয়াং সাহেব চলে গেলেন, তাঁর গাড়ি পড়ে রইল পথে। আমাদেরই বাড়ির সামনে। ঠাকুর্দা, বাবা, কাকা, কেউই গাড়ি চালাতে জানেন না। বুড়ো রহিম কোচোয়ান অবশ্য জানে, কিন্তু সে তো অন্য রকমের গাড়ি। বাইরে পড়ে-পড়ে অত সাধের গাড়ি রোদে-জলে নষ্ট হতে লাগল। আর সেই দেখে পাড়ার লোকেরা হায়-হায় করতে লাগল প্রতিদিন। বাবা তখন ঠাকুর্দার অনুমতি নিয়ে পাশের গলিতে ভবানীবাবুর লোহালক্কড়ের দোকানের (যার সামনে 'ভওয়ানী এঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস' লেখা সাইনবোর্ড টাঙানো) ভেতরে তুলে রেখে দিয়ে এলেন ইয়াং সাহেবের গাড়ি। তবু তো ঢাকা জায়গায় থাকবে। যাক। এবারে ঠাকুর্দাও নিশ্চিন্ত, পাড়ার লোকও। আর ভবানীবাবুর বাচ্চাদের তো পোয়াবারো। আমাদের গাড়িটার ভেতরে বসে বসে কত কিছুই তারা খেলা করে। আমরা মাঝে-মাঝে রাস্তা দিয়ে যেতে-যেতে উঁকি মেরে খবর নিয়ে যাই। দিব্যি খেলাঘর হয়েছে ওদের। আমাদের একটু-একটু হিংসে হয়। যার ধন তার ধন নয়কো, নেপোয় মারে দই।

কিছুদিন বাদে আমাদের সাহেবি মেজোমামা এলেন দিল্লি থেকে। মেজোমামা গাড়ি-পাগলা লোক। এসেই খোঁজ করলেন, "কই, কই, ইয়াং সাহেবের গাড়িটা

কোথায় গেল জামাইবাবু?" তক্ষুনি 'ভওয়ানী এঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কসে' পাঠিয়ে দেওয়া হল মেজোমামাকে। ঘণ্টা কযেক বাদে নাচতে-নাচতে এলেন মেজোমামা—"চলবে, চলবে—গাড়ি ইজ ইন ফাইন কনডিশন—দুটো দিন সময় দিন জামাইবাবু, আই শ্যাল টেক ইউ ফব আ ফাইন লং ড্রাইভ।"

দু'দিন ধবে ঘাড গুঁজে ভবানীবাবুব মিস্ত্রিদেব নিয়ে কী সব যেন কবতে লাগলেন মেজোমামা, গাড়িব কাজকর্ম। তাবপব বাবা গিযে ঠাকুর্দার অনুমতি চাইলেন, মেজোমামা কি ইয়াং সাযেবেব গাড়িটা চালাতে পাবেন? ঠাকুর্দা তো খুব খুশি। নিশ্চয, নিশ্চয। কাজে লাগাই তো ভাল। এ কি সোনা যে সিন্দুকে তোলা থাকবে? না ঘবেব বউ যে অন্দবমহলে তোযাজ কবে বসিযে বাখবে? যন্ত্রপাতি হল হাত-পাযেব মতন, সদাসর্বদা চালু বাখতে হয। তবে ঠাকুর্দাকে চড়তে যেন বোলো না কেউ। ঠাকুর্দা ওই 'কুকুবেব সীটে' বসে পাড়া বেডাতে বাজি নন। "নিজে চালাতে জানলে চড়তুম।"

তা ঠাকুর্দা না যান, আমবা বাজি। আমবা পাঁচভাই এবং তিন বোনই বাজি। "অল ইন গুড টাইম", মেজোমামা হাত তুলে বললেন, "ডোন্ট বাশ, টু বাই টু যাবে সব, ট্রিপ বাই ট্রিপ।"

ও হবি, এটা তো টু-সীটাবই। "পেশেন্স প্লীজ।"

অবশেষে ভবানীবাবুব দোকানেব সামনে গাড়ি একদিন বাস্তায নামল। মেজোমামা ড্রাইভাব। তাঁব পাশে ঘেঁষে বড়দা। পিছনে ছোট্ট অর্ধচন্দ্রাকৃতি কুকুবেব সীটে ঠাসাঠাসি কবে সগর্বে বসে আছি মেজদা আব আমি। পরেব ট্রিপে মণি-শুভো-অভ্-খুকুবা যাবে—ফুটপাতে দাঁড়িযে আছে ওবা। বড-থেকে ছোট, এভাবে টার্ন আসবে। তাবপব যতই চাবি ঘোবানো হয, গাড়ি কেবল ঘোঁত-ঘোঁত কবে; নড়ে আব না। ব্যাটাবিতে পবিত্র জল, গাড়িতে তেল, জল, মবিল, চাকায বাতাস, কোথাও কিচ্ছুর অভাব নেই। গাড়ি তবু স্টার্ট নিল না। আমাদেব মুখ চুন। মেজোমামা বললেন, "নো প্রবলেম, বসে বসে জং ধবেছে, জাম হযে আছে যন্ত্রপাতি—*ঠেলা* মাবলেই গড়িযে যাবে। চলবেই।"

সত্যি। ভবানী এঞ্জিনীযাবিং ওযার্কসেব কালিঝুলি মাখা কযেকজন ষণ্ডামার্কা কুলি-মজুব এসে "হেঁইযা" বলে *ঠেলা* দিতেই অমনি গোঁ-গোঁ কবে গাড়ি স্টার্ট নিল। তারপব সত্যি-সত্যি চলতে লাগল ইযাং সায়েবের গাড়ি। আহ্লাদে দোকানেব লোকেরা হৈ-হৈ কবে হাততালি দিয়ে উঠল, আমবাও জোবসে চেঁচালুম, মেজোমামা সকলকে সগৌববে হাত নাড়তে-নাড়তে এগিয়ে চললেন; যেন বিশ্বপরিক্রমায বেরুচ্ছেন একচাকাব সাইকেলে।

আমবা গলি থেকে বেরিয়ে, আমাদের বাড়িব সামনে দিয়ে, বড বাস্তার দিকে যাব। তার জন্য আগে থেকেই নানান প্রস্তুতি হয়েছে। ঠাকুর্দা, বাবা, কাকা ফুটপাতে নেমে ফতুয়া পবে, চটি-টটি পায দিযে দাঁড়িয়ে আছেন অনেকক্ষণ। দোতলাব

ঝুলবারান্দায় পিসিমার দল এসে ভিড় করেছেন। এমন কী, ঠাম্মা আর কর্তামাকে বারান্দায় এনে, মাদুর বালিস দিয়ে আরাম করে বসানো হয়েছে। মেঝেয় বসে-বসেও লোহার রেলিঙের ফাঁক দিয়ে পথের গাড়ি-ঘোড়া দিব্যি দেখা যায়। এ-বাড়ির ইতিহাসে সর্বপ্রথম নিজস্ব মোটরগাড়িটি আজ রাস্তায় নামছে। 'শুভ মহরত' উৎসব, নাকি 'উদ্বোধন'? প্রথম পথপ্রবেশ সোজা কথা? সবাই মহা উত্তেজনায় প্রতীক্ষমাণ। দুর্গা শ্রীহরি, দুর্গা শ্রীহরি। ভালয় ভালয় উতরে দিও ঠাকুর।

গাড়ি চলবামাত্রই প্রচুর হাততালি পড়ল। এ-হাততালির ক্রেডিট অবশ্য আমাদের নয়, তবু গর্বে আমাদের বুক ফুলে উঠল। ক্রমশ গলি থেকে বেরিয়ে মোড় ঘুরে গাড়ি আমাদের বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়ল। ইন্দিরা গান্ধী রাস্তা দিয়ে গেলেও এই গলিতে এমন ভিড় হবে না। এখন আমাদের বাড়ির সামনে পাড়ার লোকজন সবাই জড়ো হয়েছেন, কী তীব্র গভীর উৎসাহ। মোড়ের পার্মানেন্ট ছেলেদের মধ্যেও মনোযোগের একটা স্বতন্ত্র আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে। খুব আস্তে-আস্তে গাড়ি বাড়ির দিকে এগোচ্ছে। আমাদের চুলগুলো কুকুরটার লম্বা কানের মতোই বাতাসে লুটোপুটি করছে। আমরা সগৌরবে ঘাড় স্টিফ করে রাস্তা-টাস্তা দেখছি। হুডখোলা গাড়ি, খুব আরামের। "হাওয়া খেতে বেরুনো" কথাটার মানে বোঝা গেল এতদিনে। গাড়িটা যেই বাড়ির সামনে এল, আহ্লাদের চোটে আমরাও চেঁচালুম, মেজোমামাও চেঁচালেন, গাড়ি দেখামাত্র ফুটপাতে কিউ করে দাঁড়ানো আমাদের ভাইবোনেরাও হৈ-হট্টগোল শুরু করল। মেজোমামা গাড়ি চালাতে-চালাতেই দিব্যি স্মার্টলি বিলিতি সিনেমার নায়কদের কায়দায় হাত নেড়ে "ওয়েভ" করতে লাগলেন দর্শকদের দিকে। উজ্জ্বল মুখে ঠাকুর্দা, বাবা এবং কাকা সজোরে সাদা-সাদা রুমাল নাড়তে লাগলেন তার উত্তরে। দারুণ উত্তেজিত অবস্থা সারা পাড়াটার। আমরা বাড়ির সামনে দিয়ে যারপরনাই অহংকৃত মুখে পাস করবার সময়ে হঠাৎ দোতলার বারান্দা থেকে মাঙ্গলিক ফুল-বেলপাতার এক পুঁটলি উড়ে এসে আমাদের মাথায় ঝুপ্‌স করে পড়ল। মা-কাকিমারা পর্যন্ত বারান্দায় উল্লাসে হৈ-হৈ শুরু করে দিয়েছেন। নতুন গাড়িটাকে নতুন বরের মতই বরণ করে ঘরে নেওয়া হচ্ছে। কী রিসেপশন।

গাড়ি যখন মোড় ছাড়িয়ে বড় রাস্তার দিকে চলেছে, হঠাৎ বাবা চেঁচিয়ে মেজোমামাকে বললেন, "বড়রাস্তা অবধি যেও না নির্মল, এখানেই গাড়িটা ঘুরিয়ে নাও—"

"হবে, হবে।" মেজোমামা সান্ত্বনার ভঙ্গিতে হাত নাড়েন। গাড়ি চলতেই থাকে।

এবার ঠাকুর্দার গলা এল, "ভাঙা গাড়ি নিয়ে বড়রাস্তায় যেও না নির্মল, ঘুরিয়ে ফ্যালো—"

"হবে, হবে।" মেজোমামা হাসিমুখে ফের হাত নাড়েন, গাড়ি চলতেই থাকে। চলতেই থাকে। থামার কোনো লক্ষণ নেই, যেন গড়িয়ে দেওয়া মার্বেল। আমরা মহা খুশি। বুকের মধ্যে নিঃশব্দ লাউডস্পীকারে "চল চল চল। ঊর্ধ্বগগনে বাজে

মাদল, নিম্নে উতলা ধরণীতল, অরুণপ্রাতের তরুণদল" গান হচ্ছে। এমন সময়ে গম্ভীর স্বরে মেজোমামা বললেন, "স্কোয়াড, ডু নট প্যানিক! মন দিয়ে শোনো। আমি যেই বলব 'স্কোয়াড, জামপ অফফ; অমনি তোমরা তিনজনেই গাড়ি থেকে ঝপাঝপ ঝাঁপিয়ে পড়বে, বুঝলে? ওপরে হুড নেই, লাফাতে কিচ্ছু অসুবিধে হবে না। আর বাঁদিকের দরজাটাও খুলে দেব।"

"কিন্তু কেন লাফ দেব মেজোমামা?" ট্রামলাইন আর দূরে নয়, স্পষ্ট ট্রাক, ট্যাক্সি, দোতলা বাস যাতায়াত করছে পঞ্চাশগজের মধ্যে। অবাধ্য হুপিং কাশির মতন, ইয়াং সায়েবের নসিব ডিবের মতন গাড়িটা চলছে তো চলছেই, কিছুতেই থামছে না।

মেজোমামা বললেন, "ব্রেকটা নেই কিনা।"

ততক্ষণে ভয় পেয়ে গেছি। ঠাকুর্দা, বাবা দুজনেই পিছনে ভুয়েটে চেঁচাচ্ছেন, "বড় রাস্তাটা অ্যাভয়েড করো নির্মল, ওখানে বড় ঝামেলা।"

মেজোমামা আপনমনেই স্বগতোক্তি করলেন, "ব্রেকটা থাকলে অবিশ্যি অনেক সুবিধা হয়—তবে না থাকলে আর কী করা? যাক, ওই দূরের লাল পাঁচিলটার গায়ে আমি খুব লাইটলি একটা ধাক্কা দেব, আর বাঁদিকের দরজাটা খুলে তোমরা সব বাইরে লাফিয়ে পড়বে। কিন্তু এখনই নয়—আমি যখন বলব 'ওয়ান, টু, থ্রী—স্কোয়াড জাম্প অফফ...' সেই তখন। এখন, স্কোয়াড, গেট রেডি—"

সামনেই শুরু হচ্ছে মহেশ গাঙ্গুলিদের আম বাগান। সেই টানা লম্বা লাল ইটের বেঁটে পাঁচিলটার দিকে মেজোমামা খুব আস্তে করে সাবধানে এগিয়ে গিয়ে একটা ক্যালকুলেটেড টু মারলেন, বেশ আলতো করে। "নো অফেন্স টু এনিবডি।"

কিন্তু বিলিতি গাড়ি বলে কথা। তার তেজই আলাদা। মুহূর্তেই পাঁচিল ফুটো করে একটা ল্যাংড়া আমের গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা মেরে, তবে গাড়ি থামল।

"স্কোয়াড, জা-ম্প অফফ—" বলে চেঁচিয়ে, একমাত্র মেজোমামাই লাফিয়ে পড়েছেন গাড়ি থেকে। ডানদিকের দরজা খুলে। বাঁয়েরটা আর খোলেননি। আমরা কেউ লাফাতে পারিনি। উলটে বড়দা গুটি-সুটি শুয়েই পড়েছে। মেজদা আবার আমাকে আপ্রাণ জোরসে জাপ্টে ধরেছিল ভয়ের চোটে। লাফাব কী। চোখ বন্ধ করে যে যার কোলের ভেতরে মাথা নামিয়ে ফেলেছিলুম তিনজনে। কারুর কিছু হয়নি অবশ্য—কেবল গায়ে ঝুরঝুর করে কিছু চুনসুরকির বৃষ্টি হয়েছে। কী ভাগ্যি, পাঁচিলটা কোমর পর্যন্ত। মহেশ গাঙ্গুলির আমবাগানে নাকটি, আর ফুটপাতে লেজ (অন্তর্গত আমরাও ফুটপাতের অংশেই), কোমরে পাঁচিলের অর্ধ-চন্দ্রহার পরে পার্বতীর মতো সলজ্জ দাঁড়িয়ে রইল ইয়াং সায়েবের ডিবে—ন যযৌ ন তস্থৌ। স্ক্রীন ভেঙে চুরমার। কিন্তু আমাদের কোনো ক্ষতি হয়নি, এককুচিও ভাঙা কাচ গায়ে পড়েনি কারুর। বীর-গর্বে মেজোমামা বললেন, "এর নাম হচ্ছে ফাইনার টাচেস। বুঝলি? —কার ব্রট আনডার ফুল কনট্রোল, উইদাউট এনি হার্ম টু দ্য প্যাসেঞ্জারস।" যাত্রী

কেন, স্ক্রীনটি ভিন্ন গাড়ির নিজেরও কোনো ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হল না। বাকিটা বেশ তো অক্ষতই দেখাচ্ছে। প্যাটন ট্যাঙ্কের মতো শক্ত-পোক্ত।

মহেশ গাঙ্গুলির বাগানের মালি কিন্তু 'ফাইনার টাচেস'টা মোটেই বুঝল না। তেড়ে এসে ভয়ানক মুখভঙ্গি করে প্রচণ্ড বেগে তেজী ভাষায় সে আমাদের চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার করতে লাগল। তার মধ্যে সাক্ষাৎ দুই পুরুষ ঠাকুর্দা এবং বাবা-কাকা অবিলম্বেই সেখানে উপস্থিত হলেন। ঠাকুর্দা ব্যস্ত হয়ে বললেন, "গাড়ির ব্রেকটা কখন গেল, নির্মল?"

"ব্রেক তো যায়নি, তাঐ-মশাই?"

"তবে গাড়ি থামছিল না কেন?"

"ব্রেক ছিল না বলে।"

"মোটে ছিলই না? নো ব্রেকস অ্যাট অল?"

"ন্নাঃ।"

এবারে বাবা মুখ খুললেন। "অমন গাড়ি তুমি রাস্তায় বের করলে কী বলে, নির্মল? আর বাচ্চাদেরই বা চড়ালে কেমন করে?"

"কিন্তু আমি তো ওদের প্রিপেয়ার করেই নিয়েছিলুম। আর ইচ্ছে করেই তো বেছে-বেছে এই পাঁচিলের গায় লাইটলি গ্রেজ করিয়েছি। এটা কারুর রেসিডেন্সও নয়, দোকানপাটও নেই, রাস্তাও ব্লক করবে না। অসুবিধেটা কী হয়েছে জামাইবাবু?"

বাবারও একই কথা। "বিনা ব্রেকে তুমি গাড়ি রাস্তায় বের করলে কী বলে?"

"আরে, ব্রেক দিয়ে কী হবে? আমরা তো দেখছিলুম যে গাড়িটা ঠিকঠাক চালু হবে কি না। গাড়িটা ঠিকঠাক থামবে কি না, এটা তো দেখা উদ্দেশ্য ছিল না? বলুন? লেট আস বি লজিক্যাল।" মেজোমামা স্মার্টলি প্যান্টের পকেটে হাত গুঁজে অল্প ঘাড় বেঁকিয়ে, গ্রেগরি পেকের মতো দাঁড়ান। মুখে হাসি।

"লজিক্যালই বটে।" এ-লোককে নিয়ে বিতর্ক অসম্ভব। বাবা তাঁর শ্যালকটিকে ভাল করেই চেনেন। তিনি ক্রুদ্ধ ঠাকুর্দাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে আমাদের সঙ্গে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। কাকাকে পাঠালেন মিস্ত্রি ডাকতে। মেজোমামা বাবার সঙ্গে-সঙ্গে রইলেন, হেলপ দেবার জন্যে, না লজিক বোঝাতে, ঠিক জানি না।

পুত্রের বড়কুটুম্ব বলে কথা। দারুণ চটে গেলেও ঠাকুর্দা মেজোমামাকে কিছুই বললেন না। বাবাও চুপ করে গেলেন। মালিকে প্রচুর প্রণামী দিয়ে এবং তক্ষুনি রাজমিস্ত্রি ডেকে পাঁচিলটা মেরামত করিয়ে তবে ছুটি পেয়েছিলেন বাবা। হৈ-হৈ করে পথে লোকজন তো আগে থেকেই যথেষ্ট জমেছিল। তাদের দিয়ে ঠেলিয়ে বাবা গাড়িটাকে আবার ভবানীবাবুর সেই লোহালক্কড়ের দোকানেই তুলে দিয়ে এলেন। ঠাকুর্দার মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমাদেরও। ইয়াং সাহেবের গাড়ি আমাদের সইল না। ঠাম্মা বললেন, "গাড়ি চড়বার জন্যে আলাদা কপাল করে আসতে হয়।" ঠোক্করটা মাকে, যেহেতু গোলমাল বাধিয়েছেন তাঁরই ভাইটি। কোথায় ভেবেছিলুম এক-এক দিন এক-একটা নতুন-নতুন জায়গায় বেড়াতে যাব। জাদুঘর, চিড়িয়াখানা, শিবপুর,

মল্লিকবাড়ি. টু বাই টু. ট্রিপ বাই ট্রিপ! মেজোমামা থাকতে-থাকতে শিখেও নেব গাড়ি চালানোটা। সব ভেস্তে গেল। কিছুই হল না। মেজোমামাবই সামান্য ত্রুটিব জন্যে সব নষ্ট। ব্রেকটা ঠিক কবিয়ে নিলেই তো হত। কিন্তু শুভলগ্নটি কেটে গেল।

ভবানীবাবুই নতুন ব্যাটাবিটা ধাব দিয়েছিলেন পুবনোর বদলে। দুটোই ফেবত নিয়ে নিলেন এইবাবে। হবিয়া বিকশাওলা তাব গাড়িব জন্যে সামনেব সীটখানা চেয়ে নিয়ে গেল খুলে। সেই দেখে ভবানীবাবু পিছনেব গদিটাও খুলে নিয়ে বেঞ্চিতে পেতে বাখলেন, খদ্দেবদেব বসানোব জন্য। "ঘুঘুল...ঘু...ঘু..." হর্নটি মেজোমামাব খুব প্রিয় বলে ঠাকুর্দা ওটা খুলে মেজোমামাকেই প্রেজেন্ট কবলেন. তাঁব দিল্লিব গাড়িব জন্যে।

ইয়াং সাযেবেব গাড়িব কথা প্রায ভুলেই গেছি, এমন সময পাড়াব আটাকলেব হিন্দুস্থানী মালিক. ওই বামস্বরূপ তেওয়াবিজি. পঁচিশ টাকাতে গাড়িব আস্ত ইঞ্জিনটা কিনে নিয়ে গেলেন. আটা পেষাইযেব কলটা চালাবেন বলে। হার্ট ট্রান্সপ্লান্টেব কাযদায এক অর্থে ইয়াং সাযেবেব গাড়ি কিন্তু এখনও জীবিতই আছে আমাদেব পাড়ায। গম ভাঙিয়ে ঘবে-ঘবে আটা ময়দা সাপ্লাই কবছে সে নিত্যি নৈমিত্তিক।

ঠাকুর্দাব কাছে প্রতি বড়দিনে ইয়াং সাযেবেব কার্ড আসে—'গাড়ি কেমন চলছে?'

সত্যবাদী ঠাকুর্দা এব একটা জবাব বানিয়েছেন, অনেক ভেবেচিন্তে। ঠাকুর্দা প্রত্যেকবাবই এই উত্তবটি তাঁব বন্ধুকে নিশ্চিন্ত চিত্তে লেখেন, "শুনে সুখী হবে যে, নানাভাবে তোমাব প্রিয় গাড়িটি এখনও এ-দেশে যথার্থই সমাজসেবাব কল্যাণকর্মে লাগছে।"

চোর-চোর

বোববাব সকালে সবাই মিলে মণিদাব বাড়িতে গুলতানি হচ্ছে, এমনি সময়ে দাদুভাই এসে হাজিব। হাতে এক থলে ভর্তি কচি কচি কষ্টে আম। দাদুব বাগানে ফার্স্টক্লাস ল্যাংড়া হয। সেগুলো এমনি কাঁচায তুলে ফেললেন? হায! হায! ঝড়ঝাপটা কিছুই হয়নি যে আপনি ঝবে পড়বে। দাদুর কি মাথাখাবাপ হলো? দাদু বললেন:

—"আব বলিসনি, যা কেলেংকাবী হয়েছে পাড়াতে। কাজ নেই আমাব ল্যাংড়া আম খেয়ে। কাঁচা আমেব ফটিক ঝোলই খেযে নে। শেষে কি ফাঁসি যাবো. আম খেতে গিযে?"

—"ফাঁসি? নিজের বাগানের আম নিজে খাবে, এতে তোমায় ফাঁসি দিচ্ছে কে?"

—"আবার কে? মহামান্য সরকারী বিচারশালা। পাশের বাড়ির কেসটা তো শুনলি? কর্নেল বাসুর কী হলো?"

—"সেই গেল বছরে তোমাদের পাড়ায় কী সব যেন হয়েছিল, না?"

—"কী-সব-যেন নয়, খুন। খুন হয়েছিল। এই আমের জন্যে। পাড়ার ছেলেরা রোজ রাত্তিরে আমবাগানে দৌরাত্ম্য করতো, একটা আমও রাখতো না। বারবার বারণ করেছে বুড়ো, ছোঁড়ারা কথা শোনেনি। গাছ ভেঙে তচনচ। তারপর এক রাত্তিরে এক ব্যাটা বাঁদর ছেলে এসে পটকা ফাটিয়েছে—আর কর্নেল বাসুকে কী সব থ্রেটন করেছে, ইনসালটিং অঙ্গভঙ্গি করেছে, শেষে এইসা খেপিয়ে দিয়েছে যে মিলিটারী বুড়ো ছুটে গিয়ে ঘর থেকে রাইফেল নিয়ে এসে মাস্তানটিকে শুট করে বসেছে। ছেলেটা পাঁচিলের ওপরেই শট ডেড। তারপর থানা-পুলিশ-কোর্ট কাচারি, ম্যানসলটারে দিচ্ছিল ঠেলে পাঁচবছর, বুড়োর উকীল "সেলফ-ডিফেন্স" বুঝিয়ে সুজিয়ে বুঝি এক বছর করেছে। ছেলেটা ওর বাড়ির পাঁচিল ডিঙিয়ে ভেতরে এসেছিল, কোমরে গোঁজা ইয়া বড় ছুরি, পুলিশ ডেডবডিতে ছুরিটা পেয়েছে। সেইজন্যেই বেঁচে গেল বুড়ো। নইলে হতো ফাঁসি কি যাবজ্জীবন। বুড়োমানুষ, এক বছর জেল খাটতে গেল তো? ওদিকে একটা ইয়াং ম্যানের প্রাণটা চলে গেল শুধু শুধু। ওয়েস্টেড। দেখে শুনে আমি শিক্ষা পেয়ে গেছি বাবা। আমারও বাগানে প্রচুর আম—সারাদিন রাত্তির ধরে মাস্তান ছেলেদের দৌরাত্ম্য। কারুর সন্তানকে আমি মারতেও চাইনে, নিজেও মরতে চাইনে, আমও খেয়ে কাজ নেই। ঢের খেয়েছি, যখন সময়কাল ভাল ছিল। কলা, আম, কিছুই আর পাকতে দেওয়া যাবে না। পাড়ার ছেলেরা কার্নিশ দিয়ে দিয়ে চলে আসছে বাড়ির ভেতরে—বাইরের চোরে আর কী কুকীর্তি দেখাবে? সেদিন রাত্তিরবেলায় দেখি কার একটা হাত, জানলার গরাদে,—আমি— "কে! কে!" করে যেই চেঁচিয়েছি অমনি ধপাস করে কে পড়ে গেল বাইরে, সঙ্গে সঙ্গে হাউমাউ করে কান্না—আমি আর বাইরে বেরুইওনি, দেখিওনি কে পড়ল, কে কাঁদল। তার পরদিনে ঘুম থেকে উঠে শুনি পাড়ার দুটো ছেলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে দরওয়ানকে ঘুম থেকে ঠেলে তুলেছে—বুকে ছুরি ধরে বলেছে—"গেট খুলে দাও শিগগির—আমরা বেরুব।" কার্নিশ বেয়ে ঢুকেছিল, কিন্তু পড়ে গিয়ে পা জখম হয়েছে। জখম পা নিয়ে আর কার্নিশের ওপর চড়তে পারেনি, —একটা ছেলে অন্য ছেলেটার ঘাড়ের ওপর পড়ে, দুটোই বেশ জখম। কী কাণ্ড বল দেখি? প্রতিবেশীর ছেলে সব, কিছু বলতেও পারব না।"

—"দরওয়ান ঘুমুচ্ছিল কেন, দাদুভাই?"

—"ঘুমুবেনা তো কি জেগে থাকবে? যতক্ষণ আমি জেগে থাকবো, জেগে জেগে দরওয়ানকে পাহারা দেব, ততক্ষণ সেও জেগে থাকবে, জেগে জেগে বাড়ি

পাহারা দেবে। সে যে সারাদিন টুলে বসে খৈনি টিপবে, রিকশাওয়ালাদের সঙ্গে আড্ডা মারবে, আর পাড়ার ঠিকে ঝিদের সঙ্গে রসালাপ করবে, তাতে বুঝি ক্লান্তি নেই? রাত্তিরে যেই আমি শুয়ে পড়ব, অর্থাৎ ঘরের বাতিটি যেই নিবরে, অমনি আমার দরওয়ানও গোঁফে তেল দিয়ে শুয়ে পড়ে।"

—"তুমি জানো? তবে ওকে রাখো কেন? শুধু শুধু?"

—"আমি জানি, কিন্তু চোরেরা তো জানেনা যে ও ঘুমোয়? তারা দ্যাখে ইয়া গোঁফওলা, মোটা লাঠি হাতে বিরাট ভোজপুরী দরওয়ান গেটে বসে থাকে। দেখে ভয়ে আর এ বাড়ি আসেনা।"

—"তোমাকে বলেছে! চোরেরা ঠিকই জানে কোন বাড়ির দরওয়ান ঘুমোয়। —আচ্ছা দাদু, সুলতানকে ছেড়ে রাখোনা কেন?"

—"ছেড়ে রাখি, আর বেচারী মরুক? যা লোভী কুকুর তিনি। আগেই তো চোরেরা ওকে বিষমাখানো মাংস খাইয়ে মেরে দেবে রে? না বাবা থাক, তার চেয়ে চেন বাঁধাই থাক, আর চেঁচাক।"

—"ভালো। দরওয়ান ঘুমোবে, বিলিতি অ্যালসেশিয়ান বাঁধা থাকবে আর আমার দাদু ল্যাংড়া আম কাঁচাই তুলে নিয়ে ফটিক ঝোল বেঁধে খাবেন। ভালো। তুমি যেন কী রকম, দাদুভাই।"

—"কিন্তু দ্যাখ, গিরিডিতে আমাদের মহলানবীশ মশাইয়ের চেয়ে আমি অন্তত ভালো আছি দিদু। তিনি তো বিটায়ার করে নিজের বাড়িতে থাকতেই সুযোগ পেলেন না। কলকাতায় এসে বাড়ি ভাড়া করে থাকেন।"

—"কেন?"

—"ওই ফলচোরের দৌরাত্ম্যিতে। আবার কেন। ওঁদের বাগানে গরমকালে প্রচুর আম হয়, লিচুও হয়। আর ভয়ঙ্কর চুরিও হয়। ওঁর দরওয়ান আবার খুব বিবেকবান —সারারাত ধরে মশাল জ্বেলে হৈ-হল্লা করে চোর তাড়ায়। ব্রহ্মজ্ঞানী মহলানবীশের এত অশান্তি সহ্য হয়না। উনি দরওয়ানকে বললেন—এবার থেকে সে গ্রীষ্মের তিনমাস বাড়ি চলে যাবে, অ্যানুয়াল লীভে। ছুটি কাটাতে উনিও কলকাতায় চলে আসেন, যাতে চোরেরা নির্বিঘ্নে কাজটাজ সারতে পারে। বেশ চলছিলো, কিন্তু তারপরেও আবার ঝামেলা বাঁধতে লাগলো। পুজোর ছুটিতে চেঞ্জারবা সব আসে। তখন ওঁর বাগানে খুব আতা হয়। আর পেয়ারা পাকে। চেঞ্জারদের উৎপাতে দরওয়ান পুনরায় ভয়ঙ্কর হৈ চৈ আরম্ভ করে দিলে। মহলানবীশ এতই ভদ্রলোক, চোরদের ডিস্টার্ব করবার ভয়ে উনি এখন শীতেও গিরিডি যান না, গ্রীষ্মেও গিরিডি যান না।"

মণিদা বলে উঠলেন—"দাদুভাই, তোমার মহলানবীশের চেয়ে আমার শ্বশুরমশাই কিছু কম যান না। দেওঘর বেড়াতে গিয়ে সে বছর কী কেলেংকারী। রুবি এদিকে নেই তো? শুনলে চটে যাবে।"

—"নেই, নেই, বৌদি রান্নাঘরে। বলো, মণিদা বলো। কী হয়েছিল দেওঘরে?"

—"শোবার আগে রোজ রোজ উনি নিয়মিত আমাদের কাউকে ডেকে বলতেন —'একটু দ্যাখো দিকিনি খাটের তলাটায় টর্চ ফেলে, কেউ লুকিয়ে নেই তো? আমার আবার কোমরে বাত, নিচু হতে পারিনে।' তারপর আমরা লাইন ক্লিয়ার সিগন্যাল দিলে তিনি গিয়ে মশারীতে ঢুকতেন। পাশেই থাকতো লণ্ঠন। সায়েন্সের প্রফেসার বলে কথা! কী সব হিসেব করে দেখেছেন যে বিশেষ বিশেষ অ্যাঙ্গেলে লণ্ঠনটা দুলিয়ে-দুলিয়ে দেখলে, খাটের নিচেয় কোনো জিনিস থাকলে ওদিকে দেয়ালের গায়ে তার ছায়া ফেলা যায়। রাত দেড়টা নাগাদ ওঁকে নিয়মিত একবার বাইরে যেতে হতো। তখন উনি আগে লণ্ঠনটা উসকে দিয়ে খাটের পাশে দোলাতেন। দুলিয়ে দুলিয়ে দেখতেন দেয়ালে চোরের ছায়া পড়ছে কি না। পড়ছে না দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে তবে পা দুটি নামিয়ে চটি গলাতেন। বেরুবার সময়ে বাইরে হুড়কো টেনে দিতেন, যাতে কেউ ঢুকতে গেলে শব্দ হয়। একদিন আমরা ওঁকে জিজ্ঞেস করলুম, ওঁর এত চোরের ভয় কেন, সঙ্গে তো তেমন দামী কিছুই নেই। শ্বশুরমশাই মুচকি হেসে বললেন—'চোরে চুরি করবে, তাতে আমার কী? আমার ভয় অন্য। সে যদি খাটের নিচে ঢুকে বসে থাকে, আর আমি পা দুটি নিচে নামালেই যদি টেনে ধরে? চোরে হঠাৎ পা ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে আমাকে আছাড় খাওয়াবে, এ আমার সহ্য হবেনা বাপু, আমি কোমরে বাতের রুগী।'

তখন আমরা বললুম—'কিন্তু চোর আপনার পা ধরে টেনে জানান দেবে কেন যে সে ঘরে ঢুকেছে? আপনি বেরুলেই সেও মনের আনন্দে চুরি করবে। তারপরে আপনি ফিরে এসে শুয়ে পড়লে, সে চুপিচুপি পালিয়ে যাবে।' শ্বশুরমশাই একগাল করুণার হাসি হেসে বললেন—'এসব তো লজিকের কথা। চোরের কি লজিকের জ্ঞান আছে? সে তো সর্বদা প্রাণভয়ে ভীত, টেনশনের শিকার, সে কী করতে কী করে ফেলবে তার কিছু ঠিক আছে? মানুষ জেগে উঠেছে টের পেলে চোরের কি আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে?'

একদিন ওঁকে পরীক্ষা করবার জন্যে আমি আর স্বপন, আমার শালা, একটা যৌথ প্ল্যান করলুম। স্বপন খাটের তলায় নিচে ঢুকে থাকবে, আমি দেখে বলবো 'খাটের তলায় কেউ নেই বাবা।' তারপর বাপ শুয়ে পড়লে খানিক বাদেই ছেলে নড়াচড়া করে জানান দেবে। তখন শ্বশুরমশাই কী করেন, সেটাই আমাদের দ্রষ্টব্য। ওদিকে কিছু বলা হলো না, সে ঝাগড়া দেবে বলে। শ্বশুর তো শুয়েছেন। একটু বাদেই খাটের নীচে খচ মচ শব্দ। শ্বশুর লণ্ঠনটা বাড়ালেন, যথারীতি সায়েন্টিফিকালি দোলাতেও লাগলেন এবং দেয়ালের গায়ে ছায়া পড়লো, খাটের নিচে গুটিশুটি মেরে থাকা মানুষের।

শ্বশুর গলা-খাঁকারি দিলেন।

খাটের তলায় তার ছেলেও গলা-খাঁকারি দিল।

শ্বশুর তখন বললেন—'এই যে চাবীটা ফেলে দিচ্ছি, ট্রাঙ্কের ডান-দিকে টাকাকড়ি

আর কাপড়চোপড়। বাঁদিকে আমার ফাইলপত্র গোছানো আছে, ওতে যেন হাত দেবেন না। আমি একটু বেরুচ্ছি। দোর খোলাই রইলো, কাজ সারা হলেই আপনি চলে যাবেন, যাবার আগে লণ্ঠনটা নিবিয়ে দিয়ে যাবেন। আমার হাতে টর্চ থাকছে। তাহলেই আমি বুঝবো, আপনি আর এ ঘরে নেই। এখন আমি চটি জুতো পরতে পা-টা নামাচ্ছি। আপনি দয়া করে আমার পা ধরে টানবেন না যেন, এই মাত্র একটাই রিকোয়েস্ট।' গম্ভীরভাবে শ্বশুরমশাই চাবী ফেলে দিয়ে, পায়ে চটি গলিয়ে বাইরে চলে গেলেন। তারপর টর্চ হাতে করে অনেকক্ষণ পিছন ফিরে উঠোনে দাঁড়িয়ে রইলেন, চোরকে চুরি করবার টাইম দিতে। এক সময়ে ঘরে উঁকি মেরে দেখলেন লণ্ঠন নেবানো। তিনি এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ঢুকে দোর বন্ধ করে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। সকালে উঠে দেখেন তার চাবীও বালিশের তলায়, ট্রাঙ্কও বন্ধ। কিছুই চুরি যায়নি। তখনই কিন্তু তাঁর নার্ভাস ব্রেকডাউনের মতন ভয়ানক অবস্থা হলো। তবে কি সবটাই স্বপ্ন? খাটের নিচে, কেউ গলা-খাঁকারি দেয়নি? দেয়ালের ওই ছায়াটাও কি তবে তাঁরই কল্পনার? উনি কি তবে চোরকে চাবী ছুঁড়ে দেননি? অথচ স্পষ্টই মনে পড়ছে, চাবীটা ছুঁড়লেন। লণ্ঠনটাই বা নেবালো কে তাহলে? লণ্ঠন তো নেবানো হয়েছিল নিশ্চিত।

তবে কি চোর নয়? ভূত?

এই বয়সে নতুন করে ভূতে বিশ্বাস করতে হবে? না—এ আরো ভয়ানক ভাবনা। শ্বশুরমশাই সত্যি অসম্ভব চঞ্চল হয়ে পড়লেন। ওঁর অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গিয়ে আমি আর স্বপন তাড়াতাড়ি কনফেস করে ফেললুম—সত্যি সত্যি কোনোদিন চোর এলে উনি কী করবেন সেটা জানতে ইচ্ছে হয়েছিল বলে আমরা এই কুকর্মটি করেছি। উনি কিন্তু একটুও রাগ করলেন না। খুব হাসলেন, উপভোগ করলেন। একটা ক্রাইসিস নিজেই বা কী ভাবে ফেস করবেন জানতে পেরে নিজের ওপরেও তখন খুব প্রীত উনি। বারবার বলতে লাগলেন,—'নাঃ, বিপদে যে আমার মাথাটা এখনও ঠিকই থাকে সেটা স্বীকার করতে হবে বৈকি।'

"তোমরা কেবল এইটাই প্রমাণ করলে যে বিপদে আমার বাবা তোমাদের মতন বুদ্ধি হারান না।" চা নিয়ে বাবাকে সাপোর্ট করতে করতে রুবি বৌদির প্রবেশ। বৌদি শেষটুকু শুনেই ধরতে পেরেছেন পুরো ব্যাপারটা কী। মণিদার দিকে চোখ পাকিয়ে বললেন—

—"বাবার নামে লাগানো হচ্ছে? আমি তবে তোমার নিজের কথাটা বলে দিই? ভূপালে তুমি কী করেছিলে?"

—"কী? কী করেছিল মণিদা ভূপালে?" সকলেরই প্রবল কৌতূহল, প্রচণ্ড উৎসাহ, কী জ্ঞানস্পৃহা। দাদুরও উৎসাহ আছে বলে মনে হলো—"মণি আবার কী করেছিলো, ডাকাতি নাকি? ওখানে তো সবাই ডাকাত!"

—"ডাকাতি, না আরও কিছু। ওর নিজের কি চোরের ভয় বাবার চেয়ে কিছু

কম নাকি? কলকাতায় থাকলে ওব নাকি ভয় কবে না। কলকাতায় যেন চোব নেই। কিন্তু কলকাতাব বাইবে একদিনেব জন্যে গেলেও তিনি চোরেব ভযে কাঁটা হযে থাকেন। কোথাও কোনো বাংলোয রাত কাটালে তো আমাব প্রাণান্ত। সাবাবাত ধবে সবকটা জানলা দবজা কেবলই টেনে টেনে ডাবল চেকিং হচ্ছে। ভূপালেব বাড়িটায মোট এগাবোটা দবজা ছিল বাইবে বেরুনোব। তোমাদেব মণিদাব কষ্ট বুঝতেই পাবো। মাঝবাত্রি পর্যন্ত পড়াশুনো কবে তাবপব শোবাব আগে ওঁকে ঘুবে ঘুবে এগাবোটা দরজাই বোজ হুড়কো টেনে 'ডাবলচেকিং' কবে তবে শুতে হয। আবাব একবাব কবে টানলেই হবে না. তিনবাব কবে খিল ধবে টেনে দেখা চাই। ব্যাপাবটায আমাব তিতিবিরক্ত লাগতো। আমি আধখানা ঘুমিয়ে উঠে শুনতুম হুড়কো টানাটানি হচ্ছে। বোজই বাবণ কবি. শোনেন না। বলবেন:

—'নাঃ, এ বাবা মধ্যপ্রদেশ. এখানে সব চম্বলেব ডাকাতগুলো ঘোবাফেবা কবছে —রুবি, খুব সাবধান' —এমনিভাবে বাতেব পব বাত। একদিন মাঝ বাত্তিবে যেই 'খিল চেকিং' কবতে গেছেন হঠাৎ একটা খিল কব্জাসুদ্ধুই উপড়ে ওঁব হাতে খুলে এলো। দোব আব বন্ধই হযনা। ঠাণ্ডা বাতাসে ঘবে কালিয়ে যেতে লাগলো। মহা মুশকিল। উনি তো আমাকেই ডাকাডাকি শুরু কবেছেন। 'ওঠো, রুবি, উঠে ব্যবস্থা কিছু কবে দাও।' একেই শীতেব বাত্তিব. তায এই হুড়কো টানাটানি আমাব দুচক্ষেব বিষ—আমি কেন উঠবো? আমি পাশ ফিবে শুযে লেপমুড়ি দিযে বললুম—'কী আব হবে. এখন সাবাবাত দোবে পিঠ দিযে দাঁড়িযে থাকো—তোমাব লেপটা ববং নিযে যাও—মুড়িসুড়ি দিযে দাঁড়িযে থাকলে কম কষ্ট হবে। বোজ বলি তো? খিল তো মানুষ নয. আমাব মতন, যে বোজ বোজ তোমাব অত্যাচাব সহ্য কববে?'

এইখানে মণিদা বললেন,—"আহা থাক না ওসব পুবনো কাসুন্দী"—

—"থাকবে কেন? তাব পবেবটাও শুনুক ওবা? তাব পবেবটাই বা বাদ থাকবে কেন?"

—"কী হযেছিল? তাব পবে কী হযেছিল?"

—"তোমাদেব মণিদা তখন দোবেব মুখে বেখে দোব বন্ধ কববেন বলে একখানা আলমাবী টেনে আনতে গেলেন। ওইবকম ব্যাযামকবা শবীবে আলমাবী টেনে আনাটা কিছুই নয। কিন্তু আলমাবীটা ছিল আমাব যত তোলা কাচেব বাসনে ভর্তি। যেই হিচড়ে টানা—অমনি সব দামী বাসনকোসন পড়ে গিয়ে ঝন ঝন কবে ভেঙেচুবে কেলেংকাবী শব্দ শুরু হযে গেল। মেঝেব ওপব মালভর্তি আলমাবী টানাবও তো শব্দ আছে? পাশেব ফ্ল্যাটেব বাসিন্দাবা ঘুম-টুম ভেঙে হৈ হৈ কবে উঠল—'চোট্টা! চোট্টা! ডাকু! ডাকু!' —বাস্তা দিযে পাহাবাওলা যাচ্ছিল, সেও এসে পড়ল. 'কৌন হ্যায বে—ক্যা হুয়া বে'—ওদিকে তোমাদেব ভাইপোটিব ঘুম ভেঙে উঠে ভীষণ বিবক্ত হযে গিযে গাঁক গাঁক কবে চেঁচিয়ে কাঁদতে শুরু কবে দিলো। গণ্ডগোলে বাস্তাব নেড়িকুত্তাবা ভযানক ঘেউ ঘেউ কবতে লাগলো—তোমাদেব মণিদা তখন

সেই প্যাণ্ডিমোনিয়ামের মধ্যে প্রতিবেশীদের সবাইকে বোঝাচ্ছেন যে খিলটা চেকিং করতে গিয়ে খুলে এসেছে মাত্র, আর কিছুই হয়নি।"

—"আর তুমি নিজেরটা বললেনা? কাচের বাসন ভেঙেছি বলে আমাকে কী প্রচণ্ড হেনস্থাটাই করেছিলে সকলের সামনে?"

—"তা বলবোনা?" বউদি কাঁদো কাঁদো —"তোমরাই বলো বিয়েতে আমার বাবার দেওয়া সেই অমন দামী জার্মান ডিনার সেটটা? উনিই তো সেটার আদ্ধেক ভেঙে ফেললেন সেদিন, আর ও-সেট কমপ্লীট হবে না। আর জাপানী সেই রঙিন কফি সেট, যেটা তোরা জাপান থেকে এনে দিয়েছিলি—সেটাও মাত্র তিনটে কাপ আছে। একটাও প্লেট নেই—সব উনি শেষ করেছেন। ফিনল্যাণ্ডের সবরং সেট খতম। তোরাই বল, চোরে এসে এর চেয়ে আর বেশি কী ক্ষতি করে যেতো আমার?"

এবার দাদুভাই হাসিহাসি মুখে বললেন,—"তবেই দ্যাখ, ল্যাংড়া আমের চেয়ে ফটিক ঝোলই ভাল। ঠিক বলিনি দিদু?"

মেজকাকিমার গল্প

মেজকাকিমার অনেক গল্প। কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি। এই কালকেরটাই আগে বলা যাক। ছোটকাকু অফিস থেকে দুপুরে লাঞ্চ খেয়ে বাড়ি আসেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করছেন, "মেজবৌদি, আমার কোনো চিঠি এসেছে?"

মেজকাকিমা বললেন, "চিঠি? তা তুমি আসছো না, আসছো না, আমি তো রান্নাবান্না সেরে তোমার জন্যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, দেখি পিয়ন আসে কি তুমি আসো, এমন সময় পাশের বাড়ির সোমার মায়ের দেখা পেলুম। সোমার মায়ের খবর তো জানো? তার ভায়ের চোখে অপারেশন হয়েছে, ম্যাড্রাসে গেছে। সেই সময়েই আবার তার মায়ের হলো হার্ট অ্যাটাক। সেও হাসপাতালে। বেচারী একলা ভেবে ভেবে অস্থির। ম্যাড্রাসে ভায়ের খবর নেবে, না পি. জি-তে মাকে দেখতে যাবে, সে এক বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। তা সোমা অবিশ্যি খুব শক্ত মেয়ে, ছেলেবেলা থেকে পিতৃহীন হলে লোকে অমনি শক্ত হয়ে যায়। সে বললে, মা, তোমাকে ম্যাড্রাসের কথা ভাবতে হবে না, তুমি পি. জি-তেই যাও। কী সুবুদ্ধি, ভেবে দ্যাখো একবার ঠাকুরপো? অতটুকুনি মেয়ে, কলেজে পড়ছে মাত্তর। তারপর সোমার মা তো চলে গেল, আমি ভাবলুম সোমার জন্যে তো পাত্তর দেখা উচিত এবার।

মেয়ে বেশ বড় হয়ে গেছে। রাস্তা দিয়ে উমেশবাবু যাচ্ছিলেন। দেখেই মনে হলো উমেশবাবুর চার ছেলের তো এখনও বিয়ে হয়নি। বিলেতে, না আমেরিকায়, খড়গপুরে না দুর্গাপুরে, কোথায় না কোথায় যেন ছেলে চারটেই দূরে দূরে সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কোনোটা পড়ছে, কোনোটা বা চাকরি করছে। কে যে কেমন পাত্তর হয়েছে, ঠিক জানি না। উমেশবাবুকেই বরং ডেকে জিজ্ঞেস করি। তা উমেশবাবু তখন পোস্টাপিসে যাচ্ছিলেন বিলেতের না আমেরিকার চিঠি ডাকে দিতে। তাঁকে বলে দিলুম ঐ সঙ্গে আমার জন্যেও খান দুই পোস্টকার্ড এনে দিতে। বললুম, দাঁড়ান, তিরিশটা পয়সা নিয়ে যান, তা উনিও দাঁড়াবেন না, আমিও ছাড়বো না। ঐ কত্তেকত্তে ছেলেরা কে কী কচ্চে, কে কী পড়চে সেসব জিজ্ঞেস করতে ভুলেই গেলুম। বয়েসের দোষ আর কী, তা উমেশবাবু—"

ছোটকাকু ডাল শেষ করে চচ্চড়ি মাখতে মাখতে বললেন, "মেজবউদি, আমার কি কোনো চিঠি এসেছে?"

"সেই কথাই তো বলচি, তা পিয়নেরও দেখা নেই, তোমারো দেখা নেই, বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলুম মাথায় তেলটা মেখে নিই। তা তেলের যা অবস্থা হয়েছে। জবাকুসুম-ক্যাস্থারাইডিন তো মাখিইনি, একদম প্লেন নারকেল তেল। তাতেই কী খর্চা, কী খর্চা। মাঝে মাঝেই ভাবি, দূর ছাই চুলে তেল দেওয়া ছেড়েই দেবো। তা পাকা-কাঁচা যাই হোক চাট্টিখানি চুল তো আছেই মাথায়, তেল না দিলে মাথা যেন ফেটে যায়, রাগ করে দু'দিন তেল না মাখলেই প্রেসার চড়ে যায়। সে আরেক কেলেঙ্কারী। তা আজকাল সিংঘী মার্কা বদল করে প্যারাসুট মার্কা কিনছিলুম, এখন আবার সেটাও বদল করে—"

এবার মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে কাকু বললেন "মেজবৌদি, আমার কোনো চিঠি এসেছে?" চিরপ্রশান্ত চিরসুস্থির ছোটকাকু ধৈর্যভরেই প্রশ্ন করেন।

"আহা-হা, সেই কথাই তো হচ্চে। এতটুকুতে এত অধৈর্যি হলে চলবে কেন? ওই চিঠির কথাই তো হচ্চে। তা, আমি ভাবলুম পিয়নের তো দেখা নেই, বরং তেলটা একটু চাঁদিতে ঘষেই নিই, তারপর তেল মাখতে মাখতে দেখি, কি সব্বোনাশ। ও-বাড়ির চাঁদুর ছেলেটা ন্যাড়া ছাদে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। ওরে বাবা রে—এই ন্যাড়া ছাদে ঘুড়ি ওড়ানোর মতন এতদূর ডেনজারাস খেলা আর নেই। আমি তো অমনি চেঁচাতে শুরু করেছি। অ চাঁদু! অ চাঁদু! তোর ছেলে যে পড়ে মোলো রে! কী কচ্চিস? আগে ছেলেকে নামা। তা চাঁদু বাড়ি ছিল না, সকালবেলায় এই সময়ে অবিশ্যি সে থাকে না কোনোদিনই, তার তো রোজই আপিস—সেই সুযোগেই ছেলেটা ছাদে উঠেছে, তাদের ইস্কুল সব বন্ধ কিনা? গরমের ছুটি দিয়ে দিয়েচে এর মধ্যেই—ইস্কুলগুলো যে ক'টা দিনই বা খোলা থাকে, আর কটা দিন বন্ধ—"

"মেজবউদি?" ছোটকাকু কাঁচা আমের ফটিক ঝোলে চুমুক দিয়ে গোঁফ ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন "আমার কি কোনো চিঠিপত্তর এসেছে?"

"আহা, চিঠির কথা বলছি না তো কী কথা বলছি আব? ভাবলুম তেলটা যখন মাখা হয়ে গেল, একেবাবে গামছাটা নিযে, কাপড়-চোপড় নিয়েই নিচে কলতলায নাবি. তোমার ডাকবাক্সটাও দেখা হবে, চানটাও সাবা হবে—এমন সময়ে সাবিব টেলিফোন এলো। সাবিব শাশুড়ি যায়-যায জানোই তো? সাবিদেব বাড়ি টেলিফোন নেই. খবব যা কিছু আমাব এখানেই দেয। আমি তখন কী কবি? কেমন কবে সাবিকে ডেকে পাঠাই? ঘবে তো কেউই নেই, তখন বললুম—তা খববটা বরং আমাকেই দিয়ে দাও. দুপুববেলা যখন ছোটঠাকুবপো ভাত খেতে আসবে তাব হাতে সাবিকে খবব দিযে দেবো। তা, হাতে তেল নিয়ে ফোন ধবা যদি বা যায, কলম ধবা বড়ই শক্ত। তখন সাবির দেওবকে বললুম. ধব. তেল হাতটা ধুযে আসি।"

দইযেব বাটিটা নামিযে বেখে ছোটকাকু বললেন. "মেজবৌদি. আমাব কি কোনো চিঠি—"

"আহা, শোনই না সবটা, এত অধীর হলে কি সংসারে চলে? আপিসেব কাজকর্ম কবোই বা কেমন কবে তোমবা? তাড়াতাড়ি তেলহাত ধুযে সাবিব দেওব যা যা বললে সব একখানা কাগজে লিখে নিলুম। সেই চিঠি লিখে ওকে বললুম, ছোটঠাকুবপোকে দেবো—সে ঠিক ভাত খেযে আপিসে যাবাব পথে সাবিকে দিযে যাবে তাব শাশুড়ীব খববটা। চিঠি চিঠি কবে যে পাগল কবে দিচ্ছো, তা সেই চিঠিব কথাই তো বলছি। শুনলে তো?"

ছোটকাকু হাত ধুয়ে মেজকাকিমাব হাত থেকে মশলা নিযে খেতে খেতে সিঁড়ি দিযে নামতে নামতে বললেন, "তাহলে. মেজবউদি, সাবিব চিঠিটাই দিযে দাও। যাবাব পথে দিযে যাচ্ছি।"

"সে কি আব আছে? বাস্তা দিযে তক্ষুণি মনমোহন ছুতোব মিস্তিবি যাচ্ছিল, সে তো সাবিদেব পাশেব বাড়িতেই কাজ কবছে। তাব হাতে পাঠিযে দিযেছি। তখন তখনই পেযে গেছে। ওসব খবব ফেলে বাখতে হয?"

ছিটকিনি খুলতে খুলতে ছোটকাকু বললেন, "তাহলে আজকে সকালেব ডাকে আমাব কোনো চিঠি আসেনি?"

মেজকাকিমা পিছু পিছু গেছেন দেওবকে এগিযে দিতে। ফস কবে জ্বলে উঠলেন. "কে বললে আসেনি? আমি কি বলেছি একবাবও যে তোমার কোনো চিঠি আসেনি? কেন আসবে না চিঠি? আমি পিযনকে দেখতে পাইনি বলেই যে চিঠি আসবে না তেমন কি কোনো নিযম আছে? এই তো তোমাব দু'খানা পত্তব এসেছে। এই দবজাব কাছেই টেবিলেব ওপব খববেব কাগজ চাপা দিযে তুলে বেখেছি. পাছে উড়ে যায়।"

খববেব কাগজেব গোছা তুলে বীবদর্পে মেজকাকিমা দুটি খাম এগিয়ে দিলেন ছোটকাকুর হাতে।

(২) অতিথিসৎকার

কেউ যদি কড়া নেড়েছে তবে তাব আব বক্ষে নেই। অমনি মেজকাকিমা চেঁচাবেন, "বউমা, বউমা, মিষ্টি আনো, শববং কবো, অতিথিনারাযণকে অমনি ফেবাতে নেই।" তাবপব তো দবজা খোলা হলো। মেজকাকিমা ছুটে এসে মোড়া পেতে দিযে পাখা খুলে বলবেন, "কাকে চাই আপনাব?" যদি অচেনা হয, তবু—"বউমা, শববং কবো, মিষ্টি আনাও।" তিনি হযতো কোনো সেলস বিপ্রেজেনটেটিভ। ভাব দেখে লজ্জা পাচ্ছেন। এখন অতিথি বলতে সব বাড়িতেই এঁবাই প্রধান। এবোপ্লেনেব সুটকেস, ইলেকট্রিকেব ঝাঁটাবালতি, গ্যাসেব উনুন, বাসনকোসন, তেল, সাবান, খাবাব-দাবাব, কী না আনেন এঁবা? এমনকি অন্তর্বাস পর্যন্ত। মেজকাকিমাব সব কিছুই দেখা চাই। শোনা চাই। তাবপব অতিথিকে মিষ্টিব থালা দিযে শববং খাইযে জিনিসপত্র কিনে, বিদায কবা চাই। জিনিস লাগুক না লাগুক মেজকাকিমা কিনবেনই। যদি না বড্ড বেশি দামী হয। শ'খানেকেব মধ্যে হলে তাকে খালি হাতে ফিবতে হবে না এই বাড়ি থেকে। মেজকাকিমাব কল্যাণে বাড়ি খেলো সাবানে, জোলো ফিনাইলে, বেফিট অন্তর্বাসে, স্যানিটাবি ন্যাপকিনে, শ্যাম্পুতে, পাউডাবে, ম্যাগিতে, বোর্নভিটাতে ভর্তি। অতিথিকে ফেবাতে কষ্ট হয মেজকাকিমাব। এত বোদ্দুবে আহাবে লোকেব দোবে দোবে ঘুবছে, ওদেব বুঝি কষ্ট হয না? কিছু না কিনলে চলবে কেন? আজ দবকাব নেই? কাল হবে। যাকে বাখো সেই রাখে। মেজকাকিমাব লক্ষ্মীব ভাণ্ডাব। বড়বউদিব মতো এমন পুত্রবধূ জগতে হয না। বড়বউদিব সহ্যেব সীমা নেই। ভালোবাসার অন্ত নেই। আমবা অধৈর্য হযে যাই, বউদি শুধু হাসেন। দাদাব মৃত্যুব পব থেকে বড়বউদি একদম একা। দিনেব বেলাটা ইস্কুলে পড়ান, বাকি সমযটা মেজকাকিমাকে নিযে। মেজকাকিমা তাঁব অতিথিদেব গলা নীচু কবে বলেন —"বড়বউমা আবাব একটু কৃপণ আছে, ছোট্ট ছোট্ট গেলাসে শববং দেয, আটআনা দামেব বসগোল্লা আনায, তবু দেয তো। আমাব মেযে হলে? ও বাবা, এ যদি সন্ধ্যাবানী হতো, কিছু দিতোই না। এই দিচ্ছি মা দিচ্ছি মা কবেই সন্ধ্যে উৎবে দিত। তোমবা চলে যেতে। চিবকাল কি কেউ জলখাবাবেব লোভে লোভে বসে থাকতে পাবে?" তখনও জলখাবাবেব আশায-বসে-থাকা, অথবা জলখাবাব-খেতে-ব্যস্ত অতিথিরা এই অতি স্পষ্ট কথোপকথনে যারপবনাই অস্বস্তি বোধ কবেন, কিন্তু অনুপায। না খাইয়ে ছাড়বেনও না মেজকাকিমা। লৌহভীমচূর্ণ কবাব মতো যত্ন তাঁব। "হ্যাঁ, সন্ধ্যা হলে বলত, 'মা, তোমাব সবটাতে বাড়াবাড়ি। এসেছে জিনিস বেচতে। তোমাব আত্মীয নয, কুটুম্ব নয, জ্ঞাতপুত কেউ নয, তাকে মিষ্টিব থালা ধবে দেবাব কী দবকাব।' আমি বলি, কী দরকাব সেটা তুই কি বুঝবি বে সন্ধ্যা?, বুঝি আমি আব বোঝে তাবা। আমার এতেই পুণ্যি। অতিথি, অতিথি। কী জন্যে

এসেছে, চাঁদা চাইতে না সাবান বেচতে, সে আমার জেনে কাজ নেই, যেই এ বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবে, সেই নারায়ণ, তাকে সেবা করা অবশ্যকর্তব্য।" বক্তৃতার পর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শুধু শরবৎ খেয়ে চলে যান, মিষ্টির থালায় হাত দেন না অতিথিরা। এতো গেল অচেনা অতিথিদের বেলায়। যখন সত্যি চেনা লোক, মেজকাকিমা উচ্ছ্বসিত। "এসো, এসো বউমা, খাবার সাজাও, বুলু-বাচ্চু এসেছে, বউমা, খাবারটা সাজাতে কত দেরি করছো। বুলু-বাচ্চুকে আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে। বউমা খাবার থালাগুলো তুলে নাও, বুলু, বাচ্চুকে হাত ধোবার জল দাও, ওরা এবার চলে যাক, ভীষণ ঝড় উঠবে মনে হচ্ছে আর বসে কাজ নেই।" অথবা, বুলুর বাচ্চা ছোট, বাড়িতে রেখে এসেছে আর কতক্ষণ বসবে এখানে। অথবা বাচ্চু রাস্তায় গাড়ি পার্ক করে রেখেছে, কেউ না চুরি করে নিয়ে যায়। ওদের ছেড়ে দাও ট্রামবাসে ভীষণ ভিড় হয়ে যাবে এবার, ওদের এক্ষুণি না গেলে নয়। অথবা কার্ত্তিক মাসের কাঁচা হিম লেগে যাবে মাথায় আরও দেরি করে গেলে। অথবা বুলুর মায়ের শরীর ভাল নয়, বেশিক্ষণ বাড়ির বাইরে থাকা উচিত নয় ওর অথবা এই বেলা না গেলে রোদটা আরও চড়ে যাবে, ওরা বরং বেলাবেলি চলে যাক—মেজকাকিমার ঝুড়িতে ওজরের সংখ্যা অগুন্তি। ঋতুমাফিক রোদ আসা, হিম লাগা, ঠাণ্ডা লাগা, ঝড়, বিষ্টি, চোর-ডাকাত, নয় তো বাড়িতে মা, শ্বশুর, ছেলেপুলে, নয় তো চাকরি-বাকরি, নয় তো, গাড়িতে ভিড়, শেষ অবধি গাড়ি চুরির ভয় পর্যন্ত দেখান মেজকাকিমা। আত্মীয় বন্ধুদের খাওয়া হলেই আর এক মিনিটও নয়, তক্ষুনি বিদেয় করা চাই। বসতে দেন যতক্ষণ খুশি কেবল সেলসগার্ল-সেলসম্যানদের। ওরা তো 'বেড়াতে' আসেনি, 'কাজে' এসেছে। ওদের কথাই আলাদা। সত্যি কথাই তো।

(৩) পয়া-অপয়া

"এই যে, এই কাপড়টা আর পরবো না বউমা, তুলে রাখো"—মেজকাকিমার হাতে ফর্সা কালাপেড়ে শান্তিপুরী ধুতি একটি। মেজকাকিমা বললেন, "বড় বিশ্রী কাপড় এখানা বউমা, এটা পরে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম, ওপাশে একখানা রিকশা উল্টে বিয়েবাড়ির বাসনকোসন সব রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ল। কি কাণ্ড বলো দেখি? ওই বাঁড়ুয্যেদের বাড়ির বিয়ের ভিয়েন বসছে, তার জন্যেই যাচ্ছিল মনে হয়। আসলে হয়েছে কি, একটা গাড়ি একটা কুকুরকে প্রায় চাপা দিচ্ছিল, যেই গাড়িটা এদিকে হঠাৎ সরে এসেছে, অমনি এই বাসনভর্তি রিকশাটা উলটে পড়ল। কেউ কাউকে

ধাক্কা মারেনি। সব আপনি-আপনি. সব এই কাপডখানার জন্যে। সেদিনই এটা তুলে বাখা উচিত ছিল। মনে আছে, সেদিন এইটে পবে ভাত খাচ্ছিলুম, আব বিন্দুব মা পা হডকে পড়ে গেল কলতলাতে?" বড়বউদি কিছু বললেন না। তবে আব ওই আলমাবিটাতে জাযগা কুলোচ্ছে না। ঠাসা হযে আছে অপযা শাড়িতে। তা দিযে বাসনও কেনা চলবে না। অপযা বাসন হযে যাবে সেসব। পবাও চলবে না। মেজকাকিমা চেনেন যে। প্রত্যেকটা কাপড তাঁব মনে থাকে। এত অপযা শাড়ি কি আব একদিনে জমেছে? তা নয়. পঁচিশ বছব ধবে জমছে। মেজকাকা মাবা যাবাব দিন থেকেই। সেই প্রথম অপযা শাড়ি বাছা শুরু হলো। যেটা পবা অবস্থায মেজকাকাব মৃত্যু ঘটল। তাবপব থেকেই অপযা ঘটনা বড্ড বেড়েছে। "পাশেব বাড়িব মেযেটা যে গলায দড়ি দিযেছে শ্বশুববাড়িতে ফিবে গিযে. সেই খববটা এই কাপড পবে শুনতে পেলুম। এটা বড্ড অপযা।" —"এই কাপডটাই পবেছিলুম যেদিন পদ্মপুকুবে সেই ভীষণ মাবামাবিটা হলো।" —"এই কাপডটা আমি পবেছিলুম যেদিন মিত্তিবদেব কর্তা-গিন্নিতে বেদম ঝগড়া হযেছিল—গিন্নি বাপেব বাড়ি চলে গিয়েছিলেন চিবদিনেব জন্যে। শেষে মিত্তিবমশাই নিজে গিযে বহু সাধ্য-সাধনা কবে দশ দিনে ফেবৎ আনলেন।"-এরকম কত। কত!

"এই কাপডটা পবা অবস্থায ছোটখোকাব বউযেব প্রথম বাচ্চাটা নষ্ট হবাব খবর পেযেছিলুম।"

"এই কাপড়টা পবা অবস্থায বুলুব ছেলেব ডিভোর্সের খবব শুনলুম", "এটা পবেছিলুম যেদিন রামু ধোপা ট্রাম চাপা পড়েছিল", "এই কাপডটা পবা অবস্থাতেই সেজ ঠাকুবপোর চাকবি যাবার খবব এল।"

"এই কাপডটা পবেছিলুম যখন বেডিওতে ইন্দিবা গান্ধীব মৃত্যুসংবাদ দিলে।"

এমনি, নেহরুব মৃত্যুসংবাদেব শাড়ি, উত্তমকুমাবেব মৃত্যুদিনেব শাড়ি, ভোলাদ্বীপ-উড়িব চবে প্রবল বন্যা হবাব দিনেব শাড়ি. ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনাব শাড়ি, 'কণিষ্ক' প্লেন বিপর্যযেব শাড়ি, বিশুব ঠাকুমাব পা পিছলে পড়ে কোমব ভাঙবাব দিনেব শাড়ি. পাড়ার ভূতো কুকুব চাপা পডবাব দিনেব শাড়ি, দ্বিজুব বাবাকে পুলিশে ধববাব দিনেব শাড়ি. শুভেন্দুর বাড়িওযালাব হুজ্জুতি কবাব দিনেব কাপড, প্রতিমাব ফেল কবাব দিনেব, ফেলুব শ্বশুবেব হার্ট অ্যাটাক হবাব বাত্তিবেব, বেঁটে শিবুব নামে হুলিযা বেরুনোর দিনের, ফুলবাগানের বাড়িতে চুবি হবাব দিনেব. দেওঘবেব বাড়ি বিক্রি হযে যাবাব দিনেব. সবোজেব বউযেব পালিযে যাবাব দিনেব, কুমাবেব বাপেব পক্ষাঘাত হবাব দিনেব। এবকম অজস্র মন্দ দিন-বাতেব স্মৃতিতে ভর্তি মেজকাকিমার অপযা শাড়ির আলমাবিটা। বড-বউদি মাঝে মাঝে পুবনো দুটো-একটা চুপিচুপি বেব কবে বিলিয়ে দেন আমাদেব। আমবাও চুপিচুপি ছাপিযে নিযে পবি। নইলে জাযগায

আঁটবে কেন? অপয়া ঘটনা তো জগৎজুড়ে রোজই ঘটছে! কানপুরে তিনটে কচি কচি মেয়ের গলায় দড়ি দেবার দিনের শাড়িটাও ওতে উঠে গেছে। সক্কালবেলা উঠেই কাগজে ঐ ছবি দেখার পরও সে কাপড় কি আর পরা সম্ভব? যে-কোনো মানুষের পক্ষেই?

(৪) ঝড়-বাদলে আঁধার রাতে

জগতে কিছু কিছু মানুষ রেডিও-অ্যাকটিভ হন। সুবীর যেমন। মেজকাকিমাও খুব রেডিও-অ্যাকটিভ প্রাণী। চব্বিশ ঘণ্টা রেডিও শুনতে ভালবাসেন। চিরটাকাল। গ্রামাফোন? হ্যাঁ, তা মন্দ কি? তবে রেডিওর মতন নয়। ওই রেকর্ড লাগাও রে, পিন লাগাও রে, ওসব পঞ্চাশটা ঝনঝাট নেই রেডিওর। চাবি ঘোরাও আর গান শোনো। শুধুই কি গান? সংবাদ, আবহাওয়ার খবর, ধর্ম আলোচনা, নাটক, যাত্রা, কী নেই! রেডিও একখানা ঘরে থাকলে আর ঘরে মানুষ লাগে না। মেজকাকিমা ঘুমিয়ে থাকলেও রেডিওর চলা চাই। ছ'টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত, অক্লান্ত রেডিও চালক মেজকাকিমা। কখনও 'ক', কখনও 'খ', কখনও 'বিবিধ ভারতী', কখনও 'ঢাকা' চাবি ঘুরিয়ে দিব্যি এদিক-সেদিক শোনেন। প্রায়ই শুনি ইংরিজি ঝিনচাক বাদ্যি বাজছে রেডিওয়, আর মেজকাকিমা তাকিয়া মাথায় ফুরুর ফুরুর নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন, রেডিওটি মাথার কাছে নিয়ে। যখন থেকে ট্রানজিস্টার চালু হয়েছে, গাঁয়ে-গঞ্জের রাখাল বালকরা শুনেছি একটি করে ট্রানজিস্টার হাতে ঝুলিয়ে গরু চরাতে যায়। আর মেজকাকিমাও ট্রানজিস্টারটি সমেত রান্নাঘর, স্নানের ঘর সর্বত্রই বিচরণ করেন। সর্বভূতে আকাশবাণীর সাহচর্য মেজকাকিমার পক্ষে অত্যাবশ্যক। তিনি রেডিওর অত্যাগসহন সঙ্গী এবং রেডিওর মতিবুদ্ধি মতোই তিনি জীবনযাপন করেন।

সেদিন বাড়িতে ঢুকেই দেখি মেজকাকিমা দরজা জানলা বন্ধ করছেন। ভারি সুন্দর একটা হালকা ফুরফুরে মিষ্টি বাতাস বইছিল। এরকম বাতাসকেই বোধহয় 'মলয় পবন' বলে, আমি মেজকাকিমাকে বারণ করি দরজা জানলা বন্ধ করতে। এত সুন্দর হাওয়াটা বন্ধ করে দেবার কোনো মানেই হয় না। গম্ভীর মেজকাকিমা বললেন, "এখন মিষ্টি হলে কি হবে, ও যে প্রচণ্ড লোকসান সঙ্গে নিয়ে আসছে বাবা!"

"মানে?"

"মানে, প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত্যা আসছে। তুমিও বাড়ি চলে যাও। আর এখানে থেকো না।"

"যাব মানে? এই তো এলুম।"

"কিন্তু এত ঝড়-বাদলে বাইবে থাকলে তোমাব শাশুড়ী ভাববেন। তুমি বাড়ি যাও।"

"কোথায় ঝড়-বাদল? শুকনো তো!"

"আসছে। ভয়ঙ্কব ঝড় আসছে।"

"মোটেই আসছে না। বাইবে পবিষ্কাব আকাশ, খটখটে। আমি তো এই এলুম বাইবে থেকে।"

"বেডিওতে বলেছে। সতর্কবাণী দিয়েছে. তুমি জানবে কোত্থেকে? তোমবা তো বেডিও শুনবে না। প্রবল বান ডেকেছে। এখানেও এলো বলে।"

"কোথায় বান? অন্ধ্রে? না বাংলাদেশে?"

এই দুটো দেশকে প্রতিবছব সমুদ্র একবার কবে মাব দিয়ে যায়। শযে শযে পশুপাখি. ঘববাড়ি সমেত মানুষ মবে।

"অন্ধ্র আব চাটগাঁ ছাড়া কি আব দেশ নেই? প্রচণ্ড বন্যা হয়েছে চীনে। চীন তো আমাদেব গাযেব ওপব। চীনে ঝড়-ঝঞ্ঝা মানেই সেটা কলকাতাতে এসে পড়লো বলে!"

মেজকাকিমা দ্রুত হাতে জানলা বন্ধ কবতে থাকেন, চীনেব ঝড় থেকে সাবধান হওয়া দবকার।

বড়বউদি চুপিচুপি বলেন, 'চীন তো ভালো। হনলুলুতে ঝড় হয়েছিল বেডিওতে শুনেই তো মা ছাদ থেকে সমস্ত ভিজে কাপড় তুলে ফেললেন। আব ফ্লোবিডাতে সেই যে একটা সাইক্লোন এসেছিল তাব নাম ওবা দিয়েছিল 'সোনিযা'। তাই থেকে মাব কী ধাবণা হয়েছে কে জানে? বেডিওতে 'সোনিযা' নাম উচ্চাবণ হলেই দৌড়ে গিয়ে জানলা দবজা বন্ধ কবেন।"

টেলিভিসনটাকে মেজকাকিমা এখনও মেনে নিতে পাবেননি। টেলিভিসনেব ঘবে উনি ঢোকেনই না। কেবল 'বামায়ণ' হলে শুধু ওটা দেখতেই ইদানীং যাচ্ছেন। টি. ভি.-কে রেডিওব সতীন বলে মনে কবেন মেজকাকিমা। টি. ভি.-ব ওপবে মনে মনে তাই তাঁব বাগ। টি. ভি. এসে বেডিওব যেন মান-মর্যাদা নষ্ট কবেছে। ছোটকাকুব মতো বড়বউদিও মেজকাকিমাকে স্নেহেব প্রশয দেন। তাঁব সব অযৌক্তিক কাণ্ড-কাবখানাই মেনে নেন। আব হাসেন। আশ্চর্য মানুষ বউদি।

(৫) ত্রিফলা

মেজকাকিমা খুব ভক্তিমতী। মেজকাকিমার ইচ্ছে আমরাও সকলে ভক্তিমতী হই। কিন্তু কাউকেই মানাতে পারেননি। এমনকি ওঁর ওই অদ্বিতীয় স্বেচ্ছাসেবিকা 'ওয়ান উওম্যান ভলান্টিয়ার ফোর্স' বড়বউদিকেও না।

রাত্রে সাড়ে সাতটা আটটার মধ্যে খেয়েদেয়ে খোলা রেডিওর পাশে শুয়ে মেজকাকিমা ঘুমিয়ে পড়েন। আর এগারোটায় রেডিও বন্ধ হলেই উঠে পড়েন। বড়বউদি ততক্ষণে স্কুলের খাতা-টাতা দেখে সবে এসে শুয়েছেন। মেজকাকিমাকে রাত্রে দেখতে হয়, পাশে একজনের না শুলেই নয়। ওঁর বয়স যদিও সত্তর হয়নি, কিন্তু হার্টটা ভালো নয়। দুবার অ্যাটাক হয়ে গেছে। পেসমেকার বসানো আছে। সে আরেক গল্প। ঘুম থেকে উঠেই মেজকাকিমা ঘড়ি দেখেন। তারপর ডাকেন, "ও বউমা? বউমা? ঘুমোলে? বলি ঘুমোলে নাকি? ঘুমোলে?"

বড়বউদি বলেন, "কি মা? কিছু বলছেন?"

"না মা, না। কিচ্ছু বলিনি। বলছি ঘুমোও। ঘুম তোমার দরকার। সারাদিন খেটেখুটে আসো। বাড়িতেও তো বুড়ি শাশুড়ীটাকে নিয়ে তোমার বিশ্রাম নেই। ঘুমোও মা, ঘুমোও। ঘুম না হলে তোমার শরীরে দেবে কেন? এত কাজ মানুষে পারে? ঘরে খাটনি, আবার বাইরে খাটনি। বিশ্রামের সময় বলতে তো এই রাতটুকুনি। তা না ঘুমোলে কি চলে মা? তাই বলছি ঘুমোও। ঘুমিয়ে পড়ো। ঘুম মানুষের দেহে খাদ্য, পথ্য, ওষুধের মতই জরুরী। ওটা তোমার দরকার।"

বড়বউদি চুপ করে শুয়ে থাকেন। উত্তর দেন না।

"অ বউমা! বউমা! বলি সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? অ্যাঁ? এ যে দেখি সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছে! তেষ্টা পেয়েছে, অ বউমা, জল খাবো।"

অকস্মাৎ মেজকাকিমা মরিয়া হয়ে ওঠেন।

বউমা যে ঘুমোননি, তাও প্রমাণ হয়ে যায়। বউদি উঠে পাশের টেবিল থেকে পাথরের গেলাসটি শাশুড়ীর হাতে তুলে দেন। মেজকাকিমার হাতের কাছেই ছিল গেলাস ভর্তি জল। জল খেয়ে তৃপ্ত হয়ে মেজকাকিমা বলেন, "নাও, শুয়ে পড়ো। ঘুম তোমার দরকার।"

বউদি হাসতে হাসতে শুয়ে পড়েন। একসময়ে ঘুমিয়েও পড়েন, মেজকাকিমার মুখে নানান গল্প শুনতে শুনতেই। মেজকাকিমা ঘুমোন না—দাদার ছেলেবেলার গল্প করেন বউদির কাছে। মেজকাকিমার ওই একই ছেলে ছিল। আর একটি মেয়ে আছে। বম্বেতে থাকে। তার ছেলেবেলার গল্পও শুনতে হয় বউদিকে। তারপর ভোর তিনটে বাজতেই ঘড়ি ধরে, "অ বউমা! বউমা! উঠে পড়ো, ওঠো, ওঠো, শীগগির

বাথরুমে যাও। হিসি করে এসো, নইলে শরীর খারাপ হবে যে। এতক্ষণ বাথরুমে না গিয়ে থাকতে হয়? শরীরের বিষ শরীরে বসে যাবে যে? ওঠো? বাথরুমে যাও। কিডনি শেষ হয়ে যাবে। যাও বাথরুমে যাও।"

"আপনি যাবেন মা? চলুন, আমি আলো জ্বেলে দিচ্ছি।"

"আমি তো যাবোই। সে কথা হচ্ছে না। আমি বলছি তুমি যাও। এই যে তোমার একটানা ঘুমুনো, বাথরুমে না গিয়ে, এটা কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয় একটুও। খুব খারাপ অভ্যেস।"

মেজকাকিমার অনুরোধমাফিক বড়বউদির স্বাস্থ্যরক্ষার প্রথম পর্ব শেষ হয়। বউদি ফের ঘুমোতে যান।

চারটে বাজে দেয়াল ঘড়িতে। মেজকাকিমা ডাকেন, "অ বড়বউমা, বড়বউমা। ওঠো মামণি ওঠো, চাট্রে বেজে গেল যে— বড়বাইরে ফিরে আসবে না? এর পর যে অনিয়ম হয়ে যাবে। শরীর শুদ্ধি না করলে কি চলে মা? যাও, বড়বাইরে যাও। চারটে বেজে গেছে।"

মেজকাকিমার একেবারে কড়া নিয়ম। বড়বউদির ইচ্ছে-অনিচ্ছে, বা শারীরিক প্রয়োজন, তাঁর বাথরুম যাবার কোনো ভিত্তিই হতে পারে না। এ ব্যাপারে মেজকাকিমার ঘড়ি দেখাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। এতেও বউদির হাসি মোছে না।

বাথরুম থেকে এসে বউদি আবার শুতে চেষ্টা করেন। মেজকাকিমার নাম হওয়া উচিত ছিল 'কমলি'। উনি 'নেহি ছোড়েগী'। ঠিক পাঁচটার সময়ে মেজকাকিমা উঠে কাপড় ছেড়ে শুদ্ধ বস্ত্র পরে ধূপ জ্বেলে ঘন্টা নেড়ে নেড়ে ধূপ নেড়ে নেড়ে, ঘরময় দেয়াল ভর্তি টাঙানো ক্যালেণ্ডার থেকে বাঁধানো অপূর্ব সব দেবদেবীর ছবিতে একারে আরতি করতে শুরু করেন। হেঁটে হেঁটে ঘরময় ঘুরে ফিরে মন্ত্র পড়তে পড়তে।

"অ বউমা, বউমা। ওঠো। ওঠো। শাঁখটা ধরো। বাজাতে হবে না, কেবল ধরে ধরে এমনি নাড়লেই হবে। যাও, বাসি কাপড়টা আগে ছেড়ে এসো। তারপর শাঁখটা নাড়াও। এই ব্রাহ্মমুহূর্ত বড় জাগ্রত মুহূর্ত। এই সকালে দেবতাদের আরতির সময়ে সবাইকে উপস্থিত থাকতে হয়। ওঁরা সব সশরীরে এসে পুজো নেন। এই সময়টাই স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্যের, দেবতার সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের প্রকৃষ্ট সময়। এই মুহূর্তটা ঘুমিয়ে নষ্ট করতে নেই মা, উঠে পড়ো। দ্যাখো কি সুন্দর সূয্যি উঠবে এবার। ছাদে যাও। ছাদে গিয়ে পূবমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলো 'ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং'—ওঠো বউমা? ও কি? পাশ ফিরছো কেন? অ বউমা? ওঠো?"

পিঠে জোরসে ঠেলা খেয়ে বড় বউদি ঘুমচোখে এইবারে বলেন, "এই যে উঠছি। উঠছি মা। আপনার ত্রিফলাটা ভেজানো আছে, এই আমি উঠেই দিচ্ছি।"

হঠাৎ আশ্চর্য পটপরিবর্তন হয়। নরম সুরে মেজকাকিমা বলেন, "ত্রিফলা? আবার তুমি ত্রিফলা ভিজিয়েছ? কোবরেজ মশাই বুড়ো হয়েছেন, কি বলতে কি বলেছেন—আমি বলেছি, না, আমি ত্রিফলা খাই না, ত্রিফলা খাবো না আমি।"

"না মা, তা হয না। কবিবাজ মশাই রাগ করবেন।"

"তুমি শোও তো ততক্ষণ। চোখে এক ফোঁটা ঘুম নেই মেযেব। ভোব হতে না হতে উঠে পড়ে আমার পেছনে লেগে গেছো? 'মা, ত্রিফলা খাও'। শুধু শুধু এক্ষুনি ওঠবাব কোনো দবকাব নেই। তোমার তো মবনিং ইস্কুল নয, বউমা? তুমি বরং আব একটু বেস্ট নাও। বিশ্রাম কবো। আবেকটু ঘুমোও দিকিনি, বউমা। ঘুমটা খুবই জরুবী। তোমাব শবীবের পক্ষে ঘুমটা খুবই দবকাব।" বলতে বলতে মেজকাকিমা একা একাই ছাদে পালান।

বড বউদি মৃদু হেসে পাশ ফিবে শুযে আবাব ঘুমিযে পড়েন। এখন দু' ঘণ্টা নিশ্চিন্ত। সেই সাতটায সুরবালা আসে। এসে চা তৈবি কবে। চান কবে, পুজো কবে. চা খেযে কাগজ পড়ে একেবাবে তারপবে মেজকাকিমা এসে চাযেব কাপ হাতে আদব কবে বউদিকে তুলবেন. "বউমা। অ বউমা? ওঠো, ওঠো, চা খাও। আব কতক্ষণ ঘুমোবে? তোমাব ইস্কুলেব বেলা হযে গেল যে?" মেজকাকিমাব বেডিওতে তখন লোকসঙ্গীত চলবে। ত্রিফলাব টাইম ওভাব।

মেজদির কেচ্ছা

আমাদেব ভবানীপুবেব পাড়াতে এবাড়ি-ওবাড়িতে খুব যাতাযাত। তোমাদের বালিগঞ্জ নিউ-আলিপুবেব মতন নয বাপু। বিযেবাড়িতে যাচ্ছি, ধবো আমাব তেমন ভাল শাড়ি নেই. তাতে কি? সামনেব বাড়িতে নতুন বউ এসেছে, অনেক ভাল শাড়ি. একটা চেযে নিযে পবে যেতে কোনই বাধা নেই। শাড়ি তো আমি খেযে ফেলব না? ছিঁড়ে খুঁড়ে কিংবা দই-কালিযা মাখিযে নষ্টও কবব না—বযেস হযেছে যথেষ্ট। আমাদেব পাড়ায এসবেব চল আছে। তোমাব বাড়িতে হঠাৎ অতিথি এসে পড়েছে —ঘবে কিছু নেই. আমাব ঘবে যা আছে. চটপট সেই নারকোল নাড়ু নিমকি দিযে তুমি চা দিযে দিলে তোমাব অতিথিকে। ধবো কত্তাগিন্নি সিনেমায যাচ্ছি—শাশুড়িমা বাড়িতে নেই—দেওবেব কাছে গেছেন। আমাব বাচ্চাবা তোমাব বাড়িতে ঘুমিযে বইল। দিব্যি ফেবাব পথে আমবা ওদেব তুলে সঙ্গে কবে নিযে বাড়ি গেলুম। না, ফ্ল্যাট বাড়ি না হলে কী হবে— এবাড়ি-ওবাড়ি ভাব আছে। তোমবা ফ্ল্যাটবাড়িতে একসঙ্গে থাকো। অথচ এ ওব মুখ দেখো না. নাম জানো না। আমাদেব ভবানীপুর, কালীঘাট ঢেব ভাল পাড়া। মানুষেব সঙ্গে মানুষেব দেখাশুনো হয়, কথাবার্তা হয়, সুখে দুঃখে খোঁজখবব নেয় সবাই। পাড়ার লোকেবা দূব-পব নয।

সুবিধে যেমন আছে অসুবিধেও যে নেই একেবারে, তা বলব না। শাশুড়ি

যদি দেওরের বাড়িতেও থাকেন, তবু, সামনের বাড়ির জ্যাঠাইমা তো আছেন? গুরুজনের নজরের বাইরে থাকা চলে না। "বৌমা!" বলে হাঁক পাড়বার কেউ না কেউ আছেনই। আমার যখন নতুন বিয়ে হয়ে এ বাড়িতে আগমন হল, সে অনেককাল আগের কথা, তখন ঠিক সামনের বাড়িতে আমার শাশুড়ির এক "প্রাণের বন্ধু" ছিলেন। শাশুড়িমা তাঁকে 'মেজদি' বলে ডাকতেন। কেন 'মেজদি' তা জানি না। মেজদির বয়েস নাকি শাশুড়িমার চেয়ে বেশি ছিল, কিন্তু মেজদিই অনেক বেশি চটপটে ছিলেন। (তাঁর উকিল স্বামী বেঁচে, এবং জমজমাট পসার ছিল তখনও যদিও তিনি মেজদির চেয়েও বয়েসে অনেক বড়।) আমার বিয়ের কিছু আগেই আমার শ্বশুর পরলোকগমন করেছেন। তাঁকে কখনও চোখে দেখিনি। শাশুড়িমার থান-পরা বিষণ্ণ মূর্তিই আমি প্রথম থেকে দেখছি। এদিকে মেজদির কপালে মস্ত বড় গোল সিঁদুর-টিপ, চওড়াপাড় শাড়ি, বেস্পতিবারে আলতা-পরা পা, একগাল পান, একগাল হাসি, আর সিঁথেভর্তি লম্বা-চওড়া সিঁদুর। মেজদিকে আমরাও মেজদি ডাকতুম। আমার স্বামী তাঁকে ছোটবেলা থেকে 'মেজদি' বলেই ডেকে এসেছেন, আমারও আর মাসিমা-টাসিমা বলা হয়নি। মেজদির নাম আহ্লাদী হলেই বেশি মানাতো। —এক-গা সোনার গয়না, দিনরাত্তির পাড়াসুদ্ধ ঝমঝমিয়ে বেড়াচ্ছেন, ভয়ডর নেই। মেজদির স্বামী, জামাইবাবুর (তাঁকে আমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই 'জামাইবাবু' ডাকতাম) অনেক টাকা রোজগার, তিনি দুঁদে উকিল ছিলেন।

অত বয়েস হয়েছে, তবু মক্কেলের কমতি নেই। বারান্দাতে পর্যন্ত বেঞ্চি পাতা ছিল, মক্কেলদের ঘরের মধ্যে আঁটত না। মেজদির তিন মেয়ে, দুই ছেলে। ছোটছেলে বিলেতে ডাক্তার। বড় ছেলে-বউ এক নাতনি, দুই নাতি সমেত তাঁদের কাছেই থাকত। মেজদির সঙ্গে বউয়ের বিন্দুমাত্র অশান্তি ছিল না। বউই সংসার দেখত, বউই গিন্নি, মেজদি শুধু হাসিমুখে পাড়া বেড়াতেন আর নাতি-নাতনিদের সঙ্গে আড্ডা দিতেন। নাতি-নাতনিদের সঙ্গে মেজদির বয়েসের খুব একটা তফাত আছে বলে মনে হত না। যেমন গলায় গলায় ভাব, তেমনি ঝগড়া বেঁধে যেত মাঝে মাঝে। বউমাকে গিয়ে মেটাতে হত। এমনিতে অবিশ্যি মেজদির পাড়ার ছোটদের সঙ্গে খুব ভাব। মেজদি তো গপ্পো বলতে ওস্তাদ কিনা। বুড়ো-বুড়ির গপ্পো, কানা-কানির গপ্পো, বোবা-বুবির গপ্পো, ন্যাড়া-নেড়ির গপ্পো, চড়াইকত্তা-চড়াইগিন্নির গপ্পো, তোতা-তুতির গপ্পো, পিঠেগাছের গপ্পো। "আশিমণ ময়দার দো-রোট খায়া"—। পাড়ার বাচ্চারা মেজদিকে একবার পেলে, আর ছাড়তে চায় না। আমারও খুব ভাল লাগত মেজদিকে। মেজদি যা-তা কাণ্ডকারখানা করতেন, এবং একেবারেই অনায়াসে। মেজদির বরটি মেজদিকে ভীষণ আহ্লাদ দেন—পাড়ায় এমন একটা কথা চালু ছিল। ছেলে-বউয়ের কাছেও তিনি প্রবল প্রশ্রয় পেতেন, সেটা চোখেই দেখতুম। আহ্লাদী দুলালী বলতে যা বোঝায় মেজদি ছিলেন ঠিক তাই। মেজদির স্বামীর বয়েস তখন নব্বুই বছর। কিন্তু মেজদির মোটে চুয়াত্তর। হাসিখুশি মেজদি মোটেই বুড়ি হননি।

কপালের দু'পাশে কিছু কোঁকড়া কোঁকড়া সাদা চুল ছাড়া, মেজদির মধ্যে বার্ধক্যের কোন লক্ষণই ছিল না। ওই নামেই যা চুয়াত্তর। একপিঠ কালো চুল, ঝলমলে হাসি, চমকিলি চোখ, যুবতীর সমান মেজদি জামাইবাবুকে "আপনি-আজ্ঞে" করতেন। আমাদের বাবা-মাদের মধ্যে কাউকেই এটা করতে দেখিনি, তাই খুব অবাক লাগত। তখন নতুন নতুন বিয়ে হয়েছে আমার। বয়েস নিতান্তই অল্প। কৌতূহলের চোটে একদিন মেজদিকে তো জিজ্ঞেসই করে ফেললুম—"মেজদি, আপনি জামাইবাবুকে আপনি-আজ্ঞে করেন কেন? অসুবিধে হয় না?" শুনে মেজদি প্রথমে খানিকটা হেসে নিলেন। তারপর হাতের রুপোর বাটাটি খুলে একটা জর্দা-পান মুখে গুঁজে, সুগন্ধ ছড়িয়ে ধীরে সুস্থে বললেন—"সে দুঃখের কথা তোকে কী বলব! শুনবি? তবে শোন। বিয়ে তো হল। চাঁদের আলোর মতন ফুটফুটে মেয়ে ছিলুম, তোদের চেয়েও ঢের ছেলেমানুষ—চোদ্দ বছরের মেয়ে তিরিশ বছরের বুড়ো বরের সঙ্গে বিয়ে হল। না, না বুড়োর সেই প্রথম বিয়ে। দোজবরে নই। উকিল হয়ে গুছিয়ে বসে নিয়ে, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রোজগার করতে শুরু করে দেবার পরে, তবে না কত্তার খেয়াল হল, এত টাকা দিয়ে করবটা কী, যদি সংসারই না রইল। তখন দ্যাখ-দ্যাখ শিগগির পাত্রী দ্যাখ। তিরিশ বছরের বরকে কে আর মেয়ে দেবে? বিধবা মায়ের শেষ মেয়েটা ছাড়া, আর কাকেই বা পাবে সে? তবে হ্যাঁ, বুড়োর কপাল ভাল ছিল, বল? বউটা মন্দ পায়নি। অবিশ্যি আমিও বলব বাপু, বুড়ো শিবঠাকুর বরটি আমারও কপালে জুটেছেন ভালই। ওই নন্দীভৃঙ্গী, অর্থাৎ মক্কেল, আর বউ। বউ আর মক্কেল। এই দুটি নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিলেন। মোটেই রাবমুখো নন। বরঞ্চ একটু বেশি ঘরকুনো। কোর্টে বেরুনো ভিন্ন আর কোথাও বেরুবেন না। এক আমার মা যতদিন ছিলেন, শ্বশুরবাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে যেতে খুব ভালবাসতেন। আমার মার মতন রান্নার হাত খুব কম লোকের হয় কিনা। ব্যাস। মাও চলে গেলেন, উনিও আর কোথাও যাবেন না। আমার বড় বড় দিদি সব কত ডাকতো, আদর করে—তার বেলা গা করতেন না। কেবল কাজ। কেবল কাজ। এখন তো আমার এক ছোড়দি ছাড়া কেউ বেঁচে নেই। ছোড়দি নেমন্তন্ন করেও না, তার শরীর মন ভাল না।"

"মেজদি! আপনারও ছোড়দি আছে? আপনি তাহলে মেজবোন নন?"

—"দূর, আমি কেন মেজবোন হব? আমি তো সবার ছোট।"

—"তবে সবাই আমরা আপনাকে মেজদি বলি কেন?"

—"তোরা কেন বলিস আমি তা কেমন করে জানব বল? বরং তোর শাশুড়িকে জিজ্ঞেস কর। তোদের জামাইবাবুটি মেজভাই— আমাকে তো উনি 'মেজবৌ' বলেই ডাকেন, শুনিসনি? তোর শাশুড়ি হঠাৎ নতুন বউ হয়ে এসে আমাকে 'মেজদি' বলে ডাকতে শুরু করে দিলে। সেই ডাক শুনে শুনেই বাকিরা সব্বাই! এমনকি তুই সুদ্ধু। তোর ছেলেও তাই ডাকবে।" ভবিষ্যৎ ছেলের প্রসঙ্গে নতুন বউয়ের

যতটুকু লজ্জা পাওয়া উচিত, তা পেয়ে, আমি আবাব বলি—"কিন্তু আপনি কেন? আপনাব ববকে 'আপনি' বলেন কেন সেটা কিন্তু এখনও বললেন না।"

—"ও, বলিনি বুঝি? তা, যেটুকু বলেছি, তাই থেকেই তুই বুঝে নিতে পাবলি না? তবে কেমন বি-এ পাশ তুই? ইশকুলেব চোদ্দ বছবেব মেয়ে, হঠাৎ একটা ত্রিশ বছবেব কত্তাবেক্তি উকিল মানুষকে তুমি-তুমি কবে কথা কইতে পাবে? পাবে কি? তুই-ই বল। তুই পাবতিস? ববই হোক আব যেই হোক। আমি তো তাকে চিনতুম না। বাড়িব ছোট মেয়ে, হঠাৎ অন্য বাড়িতে গিয়ে অতবড দামড়া অচেনা লোকটাকে গায়ে পড়ে 'ওগো-হ্যাঁগো তুমি কি কচ্চো গো' বলতে পাবে? ফলে এ-জীবনে আমাব আব ওগো-হ্যাঁগো বলাই হল না। 'এই যে', 'শুনুন', 'শুনচেন', বড় জোব 'ও মশাই' পর্যন্ত। ছেলেপুলে বড় হবাব পব এখন 'কত্তামশাই' বলেও ডাকি। তা, তুইই বল। কাজটা কি আমাব ঠিক হয়নি? বলি, দাযটা কাব ছিল? বযেসে যে বড তাব, না আমাব? যাব বাড়িতে আমি নতুন এসেছি, তাব, না আমাব? দাযটা কাব ছিল?"

—"মানে?"

—"মানে? তবে খুলেই বলি শোন। আমাবও কি দুঃখু নেই? উনিই তো আমাকে আদব কবে, চিবুকটি ধবে, কোলে বসিয়ে একদিন কানে কানে বলবেন —'হ্যাঁগো, তোমাব-আমাব যে-সম্পক্ক, তাতে কি অমন দূব-পবেব মতন আপনি বলা মানায? তুমি আব আমাকে অমনি আপনি-আজ্ঞে কোব না তো? এবাব থেকে তুমি বলবে। কেমন?' বল তুই, এটা কি ওঁবই বলা কর্তব্য ছিল না? আমিও ঘাড নেড়ে 'তুমি-তুমি' কত্তুম। উনিই নিজে থেকে যদি আমাকে 'তুমি' বলতে কোন দিনও না বলেন, তবে আমি কেমন কবে সেধে 'তুমি' বলব ওঁকে? ষোলো বছবেব বড়ো গুরুজন মানুষটাকে? ওঁবও তো বসকষ কিছু কিছু থাকতে হয? বউযেব মুখে 'ওগো, হ্যাঁগো, আব দুটি ভাত নেবে গো?' শুনতেও তো সাধ হয? তা নয, ওব প্রাণে কোনই শখ সাধ হল না 'হ্যাঁ কত্তামশাই, আপনি কি আব দুটো ভাত নেবেন' এই শুনেই তাব আনন্দ। বউযেব মুখ থেকে এমন শুকনো-শুকনো কাঠ-কাঠ কথা শুনে কত্তাব নিজেব প্রাণে কোনই দুঃখু নেই। বউ তো নয, যেন বাঁধুনীবামুন কথা কইছে। আমাব তো নিজেব কানেই কেমন কেমন ঠেকত। কিন্তু জীবন কেটে গেল, 'তুমি' বলতে আব উনি বললেনই না। তাই যেই বডবউমা এল ঘবে, আমি ওকে বলে দিলুম—'দ্যাখো বউমা— আমাব শুনে শুনে তুমিও যেন আমাব ছেলেকে আপনি-আজ্ঞে কোব না বাপু! স্বামী-স্ত্রীতে ওবকম ডাক শুনতে বড্ড বিচ্ছিবি শুকনো-শুকনো লাগে।' অবিশ্যি মেজবউমাব বেলা অন্য কথা। তাব শিক্ষাদীক্ষা তাব দেশেব মতন, আমাদেব সঙ্গে ঠিকমতন খাপ খায না। যদিও সে-মেয়েব চেষ্টার অন্ত নেই। তাকে কিছুই শেখাতে পডাতে হযনি। মেম বলে কথা? মেমসাহেবদেব আপনি তুমি নেই—সব সময়ে 'হানি' আব 'ডার্লিং' মুখে

লেগেই আছে—"মেজদি হেসে গড়িয়ে পড়লেন।

—"বউয়ের আদিখ্যেতায় ববং ছেলের গোড়ায গোডায খুব লজ্জা কবত, আমিই বললুম— লজ্জা কিসেব? ওটা হচ্ছে তোদেব ইংবিজিতে 'ওগো-হ্যাগো'—তাই নয়? ছেলেবও এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। দেশে যখন আসে, সেও দেখি ডার্লিং বলছে। ছোটবেলায সত্যি আমার দুঃখু ছিল রে, বরেব সঙ্গে দুটো মিঠে বুলি কানে কানে কে না বলতে চায? তা কপালে থাকলে তো?" মেজদিব চোখ উদাস হযে গেল। এটা বড দেখা যায না। তাই তাডাতাডি বললুম—

"আচ্ছা—যদি জামাইবাবু এখন আপনাকে 'তুমি' বলতে পাবমিশান দেন? আপনি পাববেন?" মেজদিব ফর্সা নাক আস্তে আস্তে লাল হযে উঠল। মেজদি আস্তে আস্তে মাথাটি ডাইনে-বাঁযে হেলিযে তেমনি বাইবেব দিকে চেযে থেকেই বললেন—

"এখন? এখন... নাঃ—পাবলেও, বলব না।"

সেদিন মেজদিব বাডিতে গেছি, হঠাৎ দেখি হুডমুডিযে মেজদি জামাইবাবুব টেবিলে এক বাক্স সন্দেশ নিযে হাজিব—আমাকে ফিসফিস কবে বললেন—"যা তো বুলু, চট কবে এক গেলাস জল গডিযে নিযে আয তোব জামাইবাবুব জন্যে"—বলেই আমাব হাতে জামাইবাবুব বড রুপোব গেলাসটা ধবিযে দিলেন। তাবপব জামাইবাবুর মুখেব কাছে দুটি বড বড হলদে-গোলাপি সন্দেশ ধবে, তেমনিই ফিসফিস কবে বললেন— "এই যে নিন? নিন? দু'চাবখানা এইবেলা মেরে দিন দিকিনি, টপাটপ মুখে ফেলে? খুব ভাল সন্দেশ দিযেছে বাপু আপনাব মক্কেল"—মেজদিব এমন আকস্মিক ফিসফাস ষডযন্ত্রী টাইপেব হাবভাবটি দেখে দুঁদে উকিলও ঘাবডে গেলেন। জামাইবাবুব মুখেব চেহাবা দেখে কষ্ট হল। ভীষণ অবাক হযে গিযে উনিও ফিসফিসিযে মেজদিকে বললেন—"বউমাকে বাক্সটা দাও গে, জলখাবাবেব সঙ্গে তো দেবেই —এত তাডাব কী আছে?" একটি হাত ঘুবিযে, মেজদি ব্যাজাব মুখ কবে বললেন —"আববেঃ? সে তো ভা-গে-ব? তখন গুনে গুনে দুটিমাত্র দেবে কিন্তু, বলে দিচ্চি আব চাইলেই বলবে, 'বাবা, আপনাদেব বযেস হযেছে এখন বেশি মিষ্টি খেতে নেই'—তাব চেযে এইবেলা দুটো এক্সট্রা পাচ্ছেন, খেযে তো নেবেন? কীবকম বে-আক্কেলে মানুষ বে বাবা? এমনি কবে আপনি মামলা চালান? দেখি দেখি হাঁ—? হাঁ দেখি?"...জামাইবাবু হাঁ কবলেন। আমি জল আনতে চলে গেলুম।

আবেকদিন। লোডশেডিং হযেছে। ঘোব অন্ধকারে মেজদি চাবি-গয়না ঝুমঝুমিযে এসে হাজিব। হাতে টর্চ। —"দ্যাখ না? তোদেব জামাইবাবুটাব রসকষ কিছুটি নেই। এত মন খাবাপ লাগছে। একটা শখও যদি মেটাতেন।"

—"কেন, কী হল আবাব?"

—"হবে আব কী? অন্ধকাবে বসে আছেন, আজ কী ভাগ্যি—মক্কেল নেই। বাস্তায় কোনো আলো নেই। বললুম—'এই যে শুনচেন? বলি শত্তুরের মুখে ছাই

দিয়ে আপনারও একানব্বুই, আমারও পঁচাত্তর হয়ে গেল, এ জীবনে একটা দিনও তো হাত ধরাধরি করে পার্কে বেড়ানো হল না। আজকালকার ছেলেমেয়েরা তো সাঁঝবেলাতে হরদম হাত ধরে ঘুরছে দেখতে পাই। এইবেলা বরং রাজ্যি সুদ্ধ ঘুটঘুটে অন্ধকার, কেউ কিচ্ছুটি দেখতে পাবে না. চলুন না মশাই, আমরা দুজনে হাত ধরাধরি করে একটু ওই পার্কে বেড়িয়ে আসি? আপনার মক্কেলরাও দেখতে পাবে না—খোকার ছাত্রছাত্রীরাও দেখতে পাবে না. নাতি-নাতনিদের বন্ধুরাও দেখতে পাবে না—চলুন না বাবা একটু রাস্তায় হাত ধরাধরি করে দুজনে মিলে হেঁটে বেড়িয়ে আসি? আপনার কি প্রাণে একটুও শখসাধ হয় না?' প্রথমে উনি তো হেসেই গড়ালেন—যেন কতই একটা ছেলেমানুষী কথা বলেছি। তারপর বললেন—'মেজবউ, অন্ধকারে বেরুলে আমরাও যে পথে কিছু দেখতে পাব না। এই বয়সে হোঁচট খেয়ে যদি পড়ে যাই, কোমরটি মট করে ভেঙে যাবে, আর এ জীবনে জোড়া লাগবে না। রাস্তাঘাটে কত খানাখন্দ. গর্ত. ইঁটপাটকেল, ঠেলাগাড়ি, রিকশা. কুকুর. অন্ধকারে হাঁটা সোজা নয়। শুধু যে আমাদের কেউ দেখবে না তাইই তো নয়? আমরাও যে হাতিঘোড়া কিচ্ছুটি দেখতে পাব না গো? টর্চ নিলে তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে না, আর টর্চ না নিলে দুজনে মিলে পথে হোঁচট খাব। তার চেয়ে এস, বরং ঘরেই হাত ধরাধরি করে বসে জানলা দিয়ে রাস্তা দেখতে থাকি দুজনে। থাকগে, লণ্ঠনটা জ্বেলে কাজ নেই।' সে কি সম্ভব? বউমা লণ্ঠন নিয়ে এল বলে। 'জ্বালতে হবে না' বলা যায়? ওর যত অসম্ভব কথা। হোঁচট। টর্চ নিয়েও হাত ধরাধরি করা যায়। যায় না? রাগ হয়ে গেল। আমি বললুম 'বয়েই গেছে আমার আপনার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে মক্কেলদের পথ চেয়ে হা-পিত্যেশ করে অন্ধকারে ওঁত পেতে বসে থাকতে। আমি চললুম বুলুদের বাড়িতে'।"

মেজদির জন্যে আমার সত্যি খুব কষ্ট হল। মেজদি ভুল করে সত্তর বছর আগে জন্মেছেন। যেদিন ওদের নিমগাছের ডালে মেজদির নাতনির জন্যে দড়িতে পিঁড়ি বেঁধে দোলনা টাঙিয়ে দেওয়া হল. নাতনিকে কোলে নিয়ে সবার আগে মেজদিই বসে গেলেন দোলনায় দুলতে আর বউমা শাশুড়িকে দোল দিতে লাগল। সে দৃশ্য আমরা সবাই দেখেছি, মেজদিকে চিনি বলে কেউই অবাক হইনি। অথচ বয়েসে অনেক কম আমার শাশুড়িকে ওই দোলনায় বসে দোল খাচ্ছেন এটা কল্পনা করতেও অসুবিধে হয়। মেজদি মেজদিই। তাঁর নিজস্ব একটা ব্যাপার আছে। বছর দুয়েক আগের কথা—চৈত্রমাসের সেল হচ্ছে. মেজদি সেলে সম্বচ্ছরের জন্য ৬ খানা চওড়াপাড় নতুন শাড়ি কিনেছেন—প্রত্যেকটা খুব সুন্দর। পয়লা বৈশাখের আগেই এদিকে বিপর্যয় ঘটল বাড়িতে—জামাইবাবু হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। করোনারি থ্রম্বোসিস। বউমাকে ডেকে মেজদি বললেন—"বউমা। তোমার শ্বশুর তো চললেন এখন। এই যে ৬ খানা নতুন শাড়ি কেনা হল? কবে আর পরা হবে? এ গিন্নিবান্নি বুড়ো বয়েসের শাড়ি তোমাকেও মানাবে না। বরং এবেলা ওবেলা

করে পরেই ফেলি সবগুলো?" বউমা আর কী বলবে—"তাই পরুন"—ছাড়া? বাড়িভর্তি লোকজন, ডাক্তার হাসপাতালের আয়া, মেয়ে জামাইরা সবাই এসে পড়েছে, বিলেত থেকে ডাক্তার ছেলেও এসে পড়ল, পাড়াপড়শীরা সারাদিন ছুটোছুটি করছি, জামাইবাবু অজ্ঞান অচৈতন্য—তাঁকে অক্সিজেনে রাখা হয়েছে, মেজদির নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই—প্রচণ্ড টেনশন—কিন্তু তারই মধ্যে ঠিক মেজদি এবেলা-ওবেলা/ওবেলা-এবেলা করে তিনদিনে ছ'খানা নতুন কোরা শাড়ি ঝটাপট পরে ফেললেন। বলাবাহুল্য খুবই অদ্ভুত দেখাল কাজটা। ইতিমধ্যে ঈশ্বরের দয়ায় জামাইবাবুও আস্তে আস্তে সামলে উঠলেন। মেজদি বললেন—"বউমা? সব নতুন শাড়ি তো ভেঙে ফেলেছি। ১লা বৈশাখে কী পরব? যাও দিকি, আর একখানা কিনে আনো। লালপেড়ে। সম্বচ্ছরের দিনে সধবা মেয়েমানুষকে নতুন কাপড় পরতে হয়। নইলে সংসারে অমঙ্গল।" বউমা ছুটল নতুন কাপড় কিনতে। সেরে ওঠার মাস খানেক মাস দেড়েক পরেই আবার জামাইবাবু চেম্বারে এসে বসলেন।

যেমনি মেজদি, তেমনি জামাইবাবু। অতবড় অসুখের পরও যথেষ্ট বিশ্রাম না নিয়েই কাজে লেগে গেলেন বলে ছ'মাস যেতে না যেতে জামাইবাবু আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ছেলেবউ, মেয়েজামাই, এমনকি মেজদি পর্যন্ত তাঁকে কিছুতেই বিশ্রামে রাখতে পারেননি। এবারে দ্বিতীয় অ্যাটাক—বাড়িতে রাখা চলল না, জামাইবাবুকে এবার নার্সিং-হোমে দিতে হল। ঘর-নার্সিংহোম মেজদি সারাদিন ছুটোছুটি করছেন। বলতে নেই মেজদিরও তো বয়েস খুব কম নয়। স্ট্রেন হচ্ছে বাড়িসুদ্ধ সকলেরই। মেজদির হাবভাবে কিন্তু হতাশার চিহ্ন নেই। শুধু চুলটা একটু রুক্ষসুক্ষু, চোখটা একটু চঞ্চল এই পর্যন্ত। নয় নয় করেও তাঁর বয়েস এখন ঊনআশি হয়েছে, জামাইবাবুর পঁচানব্বুই। দু'জনেই দেহে-মনে সচল আছেন এই যা। মেজদির চুলের শুভ্রতা খানিক বেড়েছে, কয়েকটা কুঞ্চন দেখা দিয়েছে গালে-গলায়, এই পর্যন্ত।

"তোদের জামাইবাবু তো আরাম করে শুয়ে আছেন হাসপাতালে, আর আমারই হয়েছে জ্বালা"—বললেন মেজদি। "নাওয়া-খাওয়া না হয় চুলোয় যাক, তাতে ক্ষতি নেই। পুজো-আচ্চা পর্যন্ত চুলোয় গেছে। অথচ ঠাকুরকেই তো ডাকতে হয় এখন। এই পঁচানব্বই বছরের বুড়ো যদিবা হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফিরে আসে, সে তো ডাক্তারের গুণে নয়, ঠাকুরের আশীর্বাদে। তাই না? তা ঠাকুরঘরে ঢুকতেই রাত ন'টা দশটা বেজে যাচ্ছে। তখন ঠাকুরের ঘুম পেয়ে যায়। কী যে বলি, ঘুমোতে ঘুমোতে গোপাল কিছুই শোনে কিনা কে জানে?"—মেজদির অতি আদুরে এক গোপাল ঠাকুর আছেন, তিনি রুপোর খাটে সোনার ছাতা মাথায় দিয়ে সোনার নাড়ু খান। অর্থাৎ মেজদিদিরও ওপরে আর-এককাঠি। আহ্লাদে নন্দদুলাল। মেজদি তাঁকে ডেকে কী যে বলেন, জানি না। তবে আমাকে ডেকে একদিন বললেন—"শোন বুলু। তোকে একটা জরুরি কথা বলে রাখি। তোদের জামাইবাবু গত হলে আমি কিন্তু আর আমার চওড়াপাড় কাপড়গুলো পরব না। তোর জামাইবাবুর

পুরনো ধুতিগুলোও পরব না। আমার ছটা ফাইন থান চাই। খোকাকে আমি সোজাসুজি বলতে চাই না—ওকে মনে করে তুই বলবি যে, আমি তোকে বলে রেখেছি, চওড়াপেড়ে শাড়ি-পরা বুড়ি বিধবা দেখতে আমার ভালো লাগে না। নরুন পেড়ে ধুতি পরা বিধবাও বিতিকিচ্ছিরি লাগে। বেশি বয়েসে বিধবা হলে বাঙালি মেয়েদের থান-কাপড়েই মানায়। যে বয়েসের যেটা ফ্যাশান। বুঝলি না? মনে করে কিন্তু বলবি খোকাকে যেন কিনে রাখে—তোর জামাইবাবুর এটা তো সেকেণ্ড অ্যাটাক! ছিয়ানব্বই হতে চলল। যদিও বা এবার সেরে ওঠেন, থার্ড অ্যাটাকেই নির্ঘাৎ যাবেন। তখন যদি শোকে তাপে আর গোলমালের মধ্যে কাপড়চোপড়ের মতো তুচ্ছ কথাটা আমার বলতে মনে না থাকে? তাই তোকে আগেভাগেই বলে রাখলুম। আর শোন বউমাকে বলবি আমাকে যেন মাছফাছ ধরায় না অশৌচের পরে। আশি বছর বয়সে বিধবা হলে মাছ-মাংস খাওয়া কেবল লুব্ধিষ্টিপনা ছাড়া কিছু নয়. সারাজীবন ঢের মাছমাংস খেয়েছি। যেসব বুড়ি বিধবার দাঁত নেই অথচ মাংস খায় আমার মনে হয় তারা সারা জীবন খেতে পায়নি। হ্যাঁ অল্পবয়সে বিধবা হতুম যদি, সে এক কথা ছিল। কিন্তু বয়েস তো এখন আশি? সাধ আহ্লাদ বাকি থাকার দিন নেই।"

"আশি তো আপনার হয়নি, মেজদি। আর বিধবাও তো আপনি হননি। দুটোরই দেরি আছে। দেখুন—জামাইবাবু সেরে উঠবেন নিশ্চয়। খুবই ভালো ডাক্তারের হাতে রয়েছেন। আচ্ছা মানুষ তো! আপনাকে আশি বছরে যে বিধবা হতে হবেই—এটা কে বলেছে?" আমি প্রায় ধমকেই ফেলি মেজদিকে। তারপর যোগ করি—"আর সাধ আহ্লাদ? আপনার না থাক, আমাদের আছে, দাঁড়ান না আপনার আশি বছরের বার্থডে করব আমরা, ব্যাণ্ডপার্টি বাজিয়ে, রাস্তায় প্রসেশন করে: ঘাড়ে করে বওয়া আলোর স্ট্যাণ্ড জ্বালিয়ে, আপনাকে আর জামাইবাবুকে হাত-ধরাধরি করিয়ে হাঁটিয়ে পার্কে ঘুরিয়ে নিয়ে আসব—আসুক অঘ্রান মাস—তবে তো আশি হবে? আর বৈধব্য অনেক দূরে, মেজদি, শুধু শুধু অত অলুক্ষণে কথা বলবেন না তো!"

"অলুক্ষণে কথা? বটে?" বলেই মেজদি দুষ্টু হেসে আমার কানেকানে গোপন কিছু বলবার জন্যে মাথা নিচু করে এগিয়ে এলেন। কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন—"কেন এত অলুক্ষণে কথা বলছি বল তো? তবে শোন। ছাতা নিয়ে বেরুলে যেমন বিষ্টি পড়ে না, তেমনি আমার কেমন মনে হয়, গোপালের কানের কাছে অত থান-কাপড়ের গপ্পো করলে, কি জানি, হয়তো আর বিধবা হতে হবে না। বুঝলি বোকা? ঠকাচ্ছি, ঠাকুরকে এমনি মিছিমিছি করে ঠকাচ্ছি রে—" মেজদি হেসে গড়িয়ে পড়লেন।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গোপালঠাকুর মেজদির কথা ঠিকই শুনতে পান। এযাত্রাতেও জামাইবাবু সেরে উঠে নার্সিংহোম থেকে বাড়ি ফিরে এলেন—মেজদি আহ্লাদে হালকা হয়ে যেন ঠিক চাঁদের জমিতে নীল আর্মস্ট্রং—ওজনহীন হয়ে উড়ে বেড়াতে লাগলেন। উড়তে উড়তে একদিন সেই নববর্ষের লাল কস্তাপেড়ে ধনেখালিটা পরেই

ভবসন্ধেবেলায় মেজদি স্নানের ঘরে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়লেন।

অতএব ছখানা ফাইন থান কেনবার জরুরি কথাটা তাঁর ছেলেকে মনে করিয়ে দেবাব দায়িত্ব আমার ঘাড থেকে নেমে গেল!

মেজদি চলে গেলেন কার্তিক মাসে, আব অঘ্রান মাসেব এক বাত্তিবে হিমেব মধ্যে জামাইবাবু একা একা লোডশেডিংযের অন্ধকাবে টর্চ ছাডাই হঠাৎ বাস্তায কী কবতে যে বেরুলেন, কে জানে? মাঝখান থেকে খানাখন্দে পডে গিযে ডান পা খানা ভেঙে ফেললেন। বেচাবি! সেই যে জামাইবাবু নার্সিংহোমে গেলেন, এবাবে আব তাঁকে সেখান থেকে ফিবিযে আনা গেল না।

—বলি, আনবেটা কে? মিছিমিছি থান-কাপডেব গুলগপ্পো শুনিযে গোপালঠাকুবকে ঠকানোর কেউ ছিল না যে!

মেসোমশায়ের কন্যাদায়

ভদ্রমহিলার পাতে মাছটা প্রায দেওযা হযেই গিযেছে, হাঁ হাঁ করে দৌড়ে এসে পড়লেন মেসোমশাই—

—"তুইল্যা ফ্যালাও, তুইল্যা ফ্যালাও!" পাতেব ঠিক এক ইঞ্চি ওপবে তখন রুইমাছেব পেটি ত্রিশঙ্কু—

—"ওনারে জিগাইসিলা?"

—"না তো।"

—"ওই তো দোষ। পবিবেশনেব একটা রুলস আছে না? জিগাইযা লইযা তবে দিতে হয। পয়লা কইতে হয—"আপনি কি মাছ নিবেন?" মহিলা এই সমযে বললেন—"হ্যাঁ।" মেসোমশাই সেটা কানে তুললেন না। আমাকে বললেন—"বল? রুন্টু বল? আপনি কি মাছ নিবেন?" মহিলা পুনরায় স্পষ্ট গলায বললেন—"হাঁ।" আমি আর না পেরে ঝুলন্ত মাছটা ওঁর পাতে দিযে ফেলি। মেসোমশাই যাবপবনাই হতাশ মুখে বললেন—"আইজকালকাব ইযংম্যানদেব মেইন ডিফেক্ট তো এই। ঠিক সেইটা কইলাম তাব অপোজিটটা করলা তো? না জিগাইযাই দিলা। এইভাবেই ওযেইস্টেজ হয। সবকার তো এইটাই মানা কবে। যেমন সৌম্য ডিসওবিডিযেন্ট, তেমনই তাব বন্ধু!" আমি এবাবে আরো বোকার মতো, ভদ্রমহিলাকে প্রশ্ন কবে বসি—

—"আপনি কি মাছ নেবেন?" মহিলা আবার বললেন—"হ্যাঁ।" মেসোমশাই অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়ে ওঠেন।

—"রাইট। জাস্ট লাইক দিস। জিগাইয়া লইয়া তবে সেটা পাতে দিতে হয়। দ্যাও দ্যাও ওনারে আরো দুইখান মাছ দাও দেহি—মনে হয় মাছটা উনি ভালই খান। মাছ যারা ভাল খায়, তারা আবার অনেকেই খাসির মাংসটা তত ভাল খায় না।"

মহিলা বললেন—"আমি কিন্তু মাংস খেতেও ভালোবাসি।"

এবার জিভে একটা অধৈর্য শব্দ করে মেসোমশাই অভয় হস্ত উত্তোলন করেন—

—"আহাঃ আপনার কথা হয় নাই। জেনারেল ডিসকাশান হইতাসে। আপনের লাইগ্যা মাছ-মাংস সবই আছে, ভয় নাই, তাড়াহুড়া কইরা লাভ কি? অল ইন গুড টাইম। মাছটা খাইয়া লন, মাংসও ঠিকই পাইবেন। আরে ও সৌম্য, চিংড়িমাছটা এইধারে আনস নাই?" হাঁকতে হাঁকতে ব্যস্ত হয়ে অন্যদিকে যেতেই পথিমধ্যে মাসিমার সঙ্গে মুখোমুখি। ফুটন্ত কেটলির মতো মাসিমা বললেন—

—"কী বলছিলে তুমি? কী উচ্চারণ করলে এইমাত্র?"

—"কইতাসি যে চিংড়িমাছটা—"

—"চিংড়িমাছ? চিংড়িমাছ হয়নি, তা জানোনা?" মেসোমশায়ের মাথায় হাওড়া ব্রীজ ভেঙে পড়ে।

—"হয় নাই? স্ট্রেইনজ। সেইদিন যে মেনু হইল?"

—"মেনু হলো, খাওয়াও তো হলো। খেলে না সেদিন ইয়া বড় বড় গলদাচিংড়ি? চিনুর পাকাদেখার দিনে? বিয়েতে চিংড়িমাছের কথা কবে হলো?"

"আলবৎ কথা হইসিল।"

—"কক্ষনো হয়নি।"

—"সার্টেনলি হইসিল।"

—"কখনো হয়নি। হয়নি। হয়নি।"

—"ইউ শাট আপ।"

—"কেন, কিসের জন্যে আমি শাট আপ? তুমিই বরং একদম মুখ খুলবে না আজকে। ছি ছি, গুলিখোর-গাঁজাখোরের মত কী বলতে কী যে বলছ। কী লজ্জা কী লজ্জা।"

—"ক্যান? লজ্জার হইলটা কী শুনি? চিংড়িমাছ খাওযাইতে না পারলেই লজ্জা? এইযার মধ্যে লজ্জার আছেটা কী?"

—"লজ্জার এই যে, তোমার বাক্যি শুনে সকলে ভাবলো যে মেনুতে চিংড়ি থাকা সত্ত্বেও আমরা ইচ্ছে করেই এই ব্যাচে ওটা দিলুম না। এটাই ভাবলো সকলে। ছি ছি—"

—"অত ছি-ছি-র কী আছে? মোটেই কেউ তা ভাবে নাই। সকলেই জানে

আমি সার্ভিস কবি, সার্ভিস। বোঝলা? আমি কি বিজনেস কবি. যে হোর্ডিং করুম? হোর্ডিং কবা আমাগো নেচাব না।"

বোধহয় ঐ 'হোর্ডিং কবা' শব্দটাতে মাসিমাব ইংবিজি হোঁচট খায়। তিনি বলেন —"ওসব জানি না বাপু, লোকে যা ভাবাব তাই ভাবলো। বাস। সে তোমাব নেচাব যেমনই হোক।"

—"আবে, ভাবে নাই, ভাবে নাই। আব যদি ভাইবাই থাকে. আমি অহনই যাইয়া অগো কইয়া দিতাসি যে. মশয়, আইজ কিন্তু চিংড়িমাছ্‌ হয় নাই।"

এই সময়ে বুড়োদা এসে মা-বাবাব মধ্যস্থলে দাঁড়ান. বাফাব স্টেট হয়ে। বুড়োদা মধ্যপ্রাচ্যে শাঁসালো চাকবি নিয়ে চলে গেছেন। বছব দুই বাদে এই তাঁব প্রথম ঘবে ফেবা। মাত্র তিন হপ্তাব ছুটিতে. বোনেব বিয়ে উপলক্ষে। প্রচুব সাড়া জেগেছে. আত্মী' 'মহলে ('বুড়াব ঘড়িটা দেখসস?' 'বুড়া কোন-দিকে?') বমবমা পড়ে গেছে। কিন্তু মেসোমশাই কিছুতেই ঠিক মত বুড়োদাকে পাত্তা দিচ্ছেন না। যেন কোনোদিনই বাইবে যায়নি ছেলে. ভাবখানা এমনি। বুড়োদাব সেটা সহ্য হচ্ছে না। তাই চান্স পেলেই তিনি বাবাব কাছে জোব করে ইম্পর্ট্যান্স আদায় কবছেন। বাবা-মায়েব মধ্যবর্তী হয়ে বুড়োদা বললেন:

—"থাক, বাবা, লেট ইট এনড হিয়াব। ডোন্ট ক্রিয়েট আননেসেসাবি কমপ্লিকেশনস।" অবশ্য বুড়োদা বিন্দু-বিসর্গও জানেন না বর্তমান সমস্যাটা কী। অথবা সমস্যা আদৌ আছে কি নেই।

—"বুড়া, তুমি থামো তো দেহি। কমপ্লিকেশন কি আ'ন ক'' ? নেভাব। হেইডা যে কবাব সেই কবসে। তোমাব গর্ভধাবিণী।" মাসিমা চোখ কপালে তুলে বিপুল এক হাঁ কবতেই বুড়োদা তাব কাঁধটা খামচে ধবে সাদবে একটি গুল সার্ভ কবেন —"চলো মা, ওঘবে চলো. চিনু তোমায় খুঁজছিলো।" সাপেব ফণায় মন্ত্রপড়া জল পড়লো। মাসিমা ছটফটিয়ে কনেব কাছে চলে যান।

সৌম্যব বাবা, আমাদেব পড়শী এই মেসোমশাইয়েব দেশ পূর্ববঙ্গে. আব মাসিমা খাস ঘটি। চল্লিশ বছব একটানা কলকাতায় বাস কবাব ফলে মেসোমশাই এখন নির্ভীকভাবে সর্বত্র এক জগাখিচুড়ি বাঙলাভাষা বলেন। কিন্তু তাতে মাসিমাব মুখেব মিঠে শান্তিপুবী বুলিব নড়চড় হয়নি। পাড়ায় যখন ঘটিবাঙালেব ঝগড়া হতো, চিনুদি আব মিতুন নিত্যে ঘটি পক্ষ: ওবা মামাববাড়িব আঁচলধবা মোহনবাগান সাপোর্টাব —কিন্তু বুড়োদা আব সৌম্য বাপ-ঠাকুর্দাব বংশমর্যাদা বক্ষা কবতে, ফবএভাব ইস্টবেঙ্গল। সেই চিনুদিব বিয়ে আজ। সৌম্য বলল—"রুন্টু. তুই বাবাকে আজ একটু চোখে-চোখে বাখিস বে—আমি তো নানাদিকে ব্যস্ত থাকবো, বাবা ওদিকে ফিলড খালি পেলে হেভী কেলেংকাবী কববেন।" এ কাজটা পাড়াশুদ্ধ সকলেবই অভ্যেস আছে। পাড়াতে যখনই কোনো সামাজিক কাজ হয়. কাউকে না কাউকে তখন মেসোমশায়ের দিকে 'চোখ' রাখতে হয়। মেসোমশাই কী কবতে কী কবে বসেন?

আর আজ তো একেবারে চরম সামাজিক মুহূর্ত সমাগত—স্বয়ং মেসোমশায়েরই কন্যাদায়। অথচ মহামান্য কন্যাকর্তা হিসেবে মেসোমশাই নিজের ডিউটিটা সম্বন্ধে কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারছেন না। সম্প্রদান করবেন কনের জ্যাঠা, নিমন্ত্রণ পত্রেও তাঁরই নাম। রান্না-বান্নার 'খাওন-দাওনের' চার্জে আছেন কনের কবিতকর্মা সেজকাকা। কেনাকাটার দিকটা সম্পূর্ণ দেখছেন কনের বড়লোক মামা-মাসীরা, বাড়িভাড়া, বাড়িসাজানো বুড়োদার, বিবাহের আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা কনের ছোটকাকা এবং কাকীদের দেখার কথা। রিসেপশানের দিকে আছেন কনের পিসিরা। উৎসব বাড়িতে মেসোমশাই কিছুতেই একটা নিজস্ব ভূমিকা খুঁজে পাচ্ছেন না। তাই বলে তিনি যে অলস, অক্ষম, অথবা এলিয়েনেটেড, অর্থাৎ কিনা পার্টিসিপেশনে নারাজ—তা একেবারেই না। অতএব চর্কিবাজির মতো সারা বাড়ি ঘুরে তিনি "কন্যাকর্তার যোগ্য" কাজ নিজেই যোগাড় করে নিচ্ছেন এবং এখানেই সকলের উদ্বেগের কারণ।

আপাতত মেসোমশাই বিয়েবাড়ির ঘরে ঘরে ঘুরে ভাঙা চেয়ার, এবং ফরাসপাতানো ইন্সপেকশন করছেন। একটা ঘরের ফরাসের ওপরে গোটাকয়েক বাচ্চা আপনমনে খেলছিল। হেনকালে মেসোমশায়ের আকস্মিক প্রবেশ। ঢুকেই তিনি বাচ্চাদের বললেন—"তোমরা মনু, অই ঘরটায় বস গিয়া। ঐ ঘরে কিনা ফরাস নাই, দেখবা ক্যাবল চেয়ার আর শতরঞ্চ।" তারপর আমার দিকে চেয়ে চোখটা টিপে—

—"অ্যাতগুলো কাসসা বাসসা—দুই-চারিটা প্রসসাব কইরা দিলেই হইল—ব্যাস। সাধের বিয়াবাড়ি ফিনিশ।" এও অপমান? মুহূর্তের মধ্যে বাচ্চারা সব উঠে অন্যত্র পালায়। বছর বারো-তেরোর ধুতি-পাঞ্জাবি—চন্দন কাঠের বোতাম-পরা দুটো পাকা ছেলে কিন্তু বাচ্চাদের সঙ্গে উঠে গেল না। মেসোমশাই তাদের বললেন—"তোমরাও মন উইঠ্যা ঐ ঘরে যাও। এই ঘর ফর এডাল্টস ওনলি।" তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে, "পোলাপানগো কথা। কওন তো যায় না। প্রসসাব কইরা দিতে কতক্ষণ?" গোঁয়ার গোবিন্দ ছেলেগুলি এবারেও উঠে দাঁড়ালো না। একটা সম্মুখ সমরের প্রস্তুতি হব-হব দেখে আমি কেটে পড়তে চাইছি, এমন সময়ে হৈ-হৈ করে দই মিষ্টি এসে পড়লো। সামনেই মেসোমশাই।—"বাবু মিষ্টি কোথায় রাখবো?" মেসোমশাই গম্ভীর হয়ে বললেন—"সো-ও-জা উপরে তিন তলায় লইয়া যাও, স-ব অ্যারেনজমেন্ট করাই আছে। রুন্টু, তুমিও সাথে সাথে যাও।"

সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় উঠে দেখি সেখানে ছাদে প্যাণ্ডেল বাঁধা, ছাঁদনাতলা সাজানো হচ্ছে, মিষ্টি রাখার কোনও ব্যবস্থাই নেই। কিন্তু সেখানে অন্য সমস্যা—ছাঁদনাতলার জন্য কলাগাছ কিনতে ভুল হয়ে গেছে।

মিষ্টির ঝুড়িওলাদের নিয়ে আবার নিচে এলাম, মেসোমশাই সেখানে ভাঙা চেয়ারের ডাঁইয়ের পাশে একটি আস্ত চেয়ারে বসে আছেন। আমাদের মুখ দেখেই বললেন—"জাগাটা পাইলা না বুঝি? যাও তবে ভাড়ারেই লইয়া যাও।"

—"ভাঁড়ারটা কোনদিকে?"

—"সেইটাও আমারেই কইয়া দিতে লাগবো? এই বাড়িটা কি আমি প্ল্যান কইরা বানাইসি? এইখানে তুমিও যেই, আমিও সেই। দুইজনাই আউট-সাইডার। এট্টু কমনসেন্স ইউজ করবা তো রুন্টু? কমনসেন্স লাইফে খুবই দরকার হয়। যাও তোমার মাসিমারে জিগাও গিয়া।" মাসিমা যেন এখানে আউট-সাইডার নন। যদিও প্রত্যেকেই আজ সকালে একইসঙ্গে এ বাড়িতে প্রথম পদক্ষেপ করেছি। মিষ্টিওয়ালাদের নিয়ে আবার ওপরে উঠছি, মেসোমশায় আরেকজনকে ডাকলেন—

—"এই যে লম্বোদর শুইন্যা যাও।" গণেশ সৌম্যর আরেক বন্ধু। —"তুমিও যাও, গিয়া মিঠাইটা গার্ড দাও গা। তুমি তো মিষ্টান্নটা ভালই বোঝ, এই ডিউটি তোমারেই ঠিক স্যুট করবো, ভাড়ারঘরের সামনটায় খাড়াইয়া থাকবা, হাতে একটা ছড়ি লইয়া। কেও যান চুরি কইরা খায়না, কুকুর-বিরাল, কি পোলাপান—বি কেয়ারফুল, বোঝলা? খুব সাবধান। যাও।"

খানিক পরে একটা বাচ্চা ছেলে এসে বলল—"রুন্টুদা, তোমাকে গণেশদা শিগগির ডাকছে।" গিয়ে দেখি ভাঁড়ার ঘরে সারি সারি দই মিষ্টির হাঁড়ি-থালার সামনে করুণ বিষণ্ন গণেশ ছড়ি-হাতে দণ্ডায়মান। যেন জ্বলন্ত জাহাজের ডেকের ওপরে কাসাবিয়াঙ্কা। একবার বাঁ পায়ে ভর দিচ্ছে একবার ডানপায়ে। আমাকে দেখেই বলল —"যা তো রুন্টু, সেজকাকার কাছে, শিগগির একটা তালা নিয়ায়, এটা কি মানুষের কাজ? এতগুলো টাটকা মিষ্টির সামনে...এভাবে...মোস্ট ইনহিউম্যান সাইকিক টরচার।"

গণেশের নাম গণেশ নয়, ধ্যানেশ। বেচারী খেটে-টেতে একটু বেশি ভালবাসে। এই বয়সেই দিব্যি একটি ভুঁড়ি বানিয়ে ফেলেছে বলে মেশোমশাই ওকে আদর করে ডাকেন "গণেশ"। সেটাই পাড়ায় চালু হয়ে গিয়েছে।

সেজকাকা তো শুনে অবাক।—"মিষ্টির সামনে ছড়ি হাতে লোক পাহারা? এ্যাঁ? এটা কি ক্ষেত, না খামার?" তালা মজুতই ছিল হাতে, সেজকাকা নিজে যখন তালা মারার তোড়জোড় করছেন অর্থাৎ টেকনিকালি গণেশের ডিউটি অফ হয়ে গিয়েছে, সেই সূক্ষ্ম কয়েকটি মাত্র সেকেণ্ডের মধ্যেই লুকিয়ে গোটা চারেক সন্দেশ সটাসট সেঁটে ফেলল গণেশ। এত ফাইন এবং ফাস্ট ওয়ার্কার সচরাচর দেখা যায় না, এবং গণেশের মতে, এতে নীতিগত কোনো বিরোধও নেই।

এই সময়ে ওদিকে একটা গোলমাল শুনে ছুটে গেলাম।

—"আঃ হা—কলাগাছ আনে নাই তো হইসেটা কী?" মেসোমশায়ের গলা। —"চাইর চাইর খানা কলা গাছ দিয়া হইবোটা কী? জানবা যে আমাগো ফেমিলিতে ছাঁদনাতলায় কলাগাছ লাগে না, নেভার। আমাগো গুরুর মানা। বোঝলা? কলাগাছের লাইগ্যা বাজারে গিয়া কাম নাই, সিধা ছাদে চইল্যা যাও, চাইর কর্নারে চাইরখান ইটা লাগাইয়া দ্যাও। ব্যাস! ফার্স্ট ক্লাশ"—উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে মেসোমশাই প্রায়

কনভিন্স করিয়ে ফেলেছেন, গণেশ আর আমি ইঁট খুঁজতে যাব, এমন সময়ে সৌম্যব ছোটকাকা হাঁপাতে হাঁপাতে হাজিব, দুই বগলে চারটে কলাগাছ।—"এই যে, খোকন, হে-ই যাইয়া কলাগাছ কিইন্যা আনছস? যেইটাব দবকাব নাই ঠিক সেইটাই' টোটালি আননেসেসারি ওয়েইস্টেজ!" বলতে বলতেই দ্রুত স্থানত্যাগ কবছিলেন মেসোমশাই, কেননা ওদিক থেকে মাসিমাব 'মঞ্চে প্রবেশ' ঘটছে। কিন্তু শেষবক্ষা হলো না। মাসিমা মৃদু ডাক দিলেন—"কই? শুনছো?" আব না শুনে উপায় আছে? মেসোমশাই দাঁড়িযে পড়েন।

—"তুমি নাকি বলেছো ছাঁদনাতলায় কলাগাছ লাগাতে হবে না? তোমাদেব গুরুব বাবণ?"

—"আবে ধুব। কে কইল? আমি তো কইলাম 'ক্যান—কলাগাছে কামডা কী? এইডা কি মা দুর্গাব পুত্রেব বিবাহ, যে কলাগাছ না হইলেই ওযেডিং ক্যানসেল? জামাইবাবাজী কি গণেশ ঠাকুব? নাকি এইডা বৈষ্ণবেব কালীপূজা? অবা পাঠাব বদলি কলাগাছ বলি দেয, থোড দিযা ভোগ বান্না কবে শুনসিলাম। অগো লেইগ্যা কলাগাছ ইনডিসপেনসিবল। কিন্তু আমাগো ঘবে তো চিনুই আছে।" মাসিমা এবাব বললেন—

—"হ্যাঁগা, তোমাব জন্যে কি আমি গলায দডি দেব?" লম্বা জিভ কেটে মেসোমশাই তাডাতাডি বলেন—"তুমি আব ফাঁস দিবা ক্যামনে? তুমি নিজেই তো ফাঁস। আমি তো তোমাবেই গলায পইবা ফাঁসি লাগাইসি। দবিব কি গলায দবি হয? হয় না!" এমন সময়ে একজন ভদ্রলোক মেসোমশাইকে বাইবে ডাকলেন। মেসোমশাযের মুখটি মলিন হযে গেল।—"অহনই আইতাসি,"—বলে উপবে উঠে গেলেন হন্তদন্তভাবে। যাবাব আগে মাসিমাব কান বাঁচিযে আমাকে সিঁডিতে ডেকে এনে বলে গেলেন—"দ্যাখলা তো? মেজো ভাইবা গাডি-ড্রাইভাব ধাব দিসে কিনা, তাই তখন থিক্যা কাজ নাই কাম নাই আমাবে ডাইক্যা ডাইক্যা ক্যাবল ফালতু কথা কইতাসে। য্যান সেই আইজ কন্যাকর্তা। কতবড ভি আই পি লোক। হুঃ। আমি আব যামুই না নিচে!" বলে, সোজা ছাদে পালালেন, যেখানে কলাগাছ লাগানো হচ্ছে। খানিক বাদে আমিই ওপবে গেলাম মেসোমশাইকে ভাত খেতে ডাকতে। সিঁড়ি দিযে নামতে নামতে সৌম্যব বডমামাব সঙ্গে দেখা। পান চিবুতে চিবুতে উঠছেন। মেসোমশাই হঠাৎ ভদ্রতার অবতার হযে হাত জোড কবে বললেন—"খাওনদাওন ঠিকমতো হইসে তো?" সৌম্যর মামা ঢেকুব তুলে বললেন,—"ব্যবস্থা তো চমৎকাব, কেবল ডালে নুনটা একটুখানি বেশি পডে গেছে, ওটা"—

"তাইলে আপনি এট্টু ঠাকুবগো লগে থাকলেই পারতেন? খাইবেন তো আপনারাই! ডাইলে লবণটা আপনেব স্বহস্তে দিযা দিলেই ঠিক হইতো।" হতবাক শ্যালকেব মুখটি কালো কবে দিযে বীবদর্পে মেসোমশাই নেমে আসেন।

কলকাতাব বনেদী বড ঘব সৌম্যব মামার বাডি। উদ্বাস্তু মেসোমশাইকে ভাল

ছাত্র দেখে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন সৌম্যর দাদু। কিন্তু মেসোমশাই নিজের শ্বশুরবাড়িকে দুচক্ষে দেখতে পারেন না। তাদের অপরাধ, তারা একেই ধনী, তায় ঘটি।—"কলকাতার কায়েত তো," প্রায়ই বলেন তিনি মাসিমাকে—

—"তোমাগো প্যাটে প্যাটে প্যাচ। জিলাবীর প্যাচ। বোঝলা? ওইটারে তো ভদ্রতা কয় না, কয় কুটিলতা।" চান্স পেলেই তিনিই শ্বশুরবাড়িকে ডাউন দ্যান। নিচে আসা মাত্র আবার মাসিমার একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেলাম দুজনে। সাক্ষাৎ মাত্রেই প্রেমালাপ। মেসোমশাই এবারে ট্যাকটিকস বদল করেছেন। অফেন্স ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স।

"এই যে, আইলেন। তোমাগো লাইগাই যত না গোলমাল। খালি হই হই। খালি হই হই।"

—"আমি আবার হৈহৈটা কী করলুম শুনি? গোলমালের রাজা তো তুমি? তোমার বাধানো গোলমাল সামলাতে সামলাতেই...কী? কী বলেছো তুমি কৃষ্ণার ভাইকে?"

—"কী আবার কইলাম? কৃষ্ণার ভাইডা আবার কেডা?"

—"জান না? জান না তো অত কথা বলা কেন? কাজের বাড়িতে, একবাড়ি কুটুম-বাটুমের মধ্যে—ছি-ছি-ছি। কী লজ্জা, কী লজ্জা। ঘরে বসেছিল, তাকে তুমি বসতে দাওনি, ঘর থেকে জোর করে তাড়িয়ে দিয়েছ, আবার বলেছ কিনা ফরাসে নাকি হিসি করে দেবে?"

—"কে কইল? আরে—সমস্ত বাজে কথা। কী কইতে কী যে কয়। বাদ দ্যাও বাদ দ্যাও। আমি তুইল্যা দিমু ক্যান? আমি তো ক্যাবল কইলাম কাসসাবাসসা গিশগিশ করতাসে, কওন তো যায় না? প্রসসাব কইরা দিতে কতক্ষণ? ফরাসটা শ্যাষ কইরা দিত কি না, তুমিই কও? অ্যাকসিডেন্টালি, পোলাপানগো কথা কওন তো যায় না?"

"অ্যাকসিডেন্টালি? কৃষ্ণার ভাই ক্লাস এইটে পড়ে। সে অ্যাকসিডেন্টালি ফরাসে হিসি করে দেবে? এটা একটা কথা হলো? বেচারী কৃষ্ণা খুবই দুঃখ পেয়েছে, —তার ভাই তো আর জানে না তুমি কী বস্তু? নতুন কুটুম—ছি-ছি"—কৃষ্ণা সৌম্যর ছোট কাকীমার নাম, কাকার নতুন বিয়ে হয়েছে—এখনও বছর ঘোরেনি। মেসোমশাই সত্যিই এবার লজ্জা পেলেন বলে মনে হলো।

—"আমি কী কইরা জানুম সে ছ্যামরা কুটুমবাড়ির পোলা? সবকয়ডা এগুাগ্যাগুাই তো আসে দেহি তোমার বাপের বাড়ি থিক্যা। আমি তাই—"

—"ও, আমার বাপের বাড়ির লোক ভেবে তুলে দিয়েছিলে? এবারে বোঝা গেল।"

—"না, না, না, ঠিক তাও না—একচুয়ালি—সইত্য বলতে কি—"

এমন সময়ে বুড়োদার আবির্ভাব, তাঁর দীর্ঘদেহ নিয়ে, বাবা-মার ঠিক মধ্যস্থলে।

দুজনেব চাইতেই একমাথা ওপব থেকে বুডোদা বললেন,—"এটা কিন্তু খুবই সেলফ কন্ট্রাডিকটবি কথাবার্তা হচ্ছে বাবা। প্রথমত, আমি স্পষ্ট শুনেছি যে তুমি বলেছিলে—" অমনি মাসিমা ফুঁপিযে ওঠেন—

—"দেখলি তো বুডো, দেখলি তো, তোব বাবা কী কবেন? আমাকে জ্বালিযে পুডিযে মাবলেন চিবটাকাল"। মাযেব কাঁধে হাত বেখে বুডোদা সস্নেহে বলেন, —"যাক গে, বাবাব কথা বাদ দাও মা, চলো, এবাব তুমি খেতে না বসলে—"

খেযেদেযে সবাবই একটু ভাবী ভাবী লাগছে, কিন্তু মেসোমশাই হালকা পাযে লাফিযে বেডাচ্ছেন এ-ঘব ও-ঘব, এ-বাবান্দা সে-বাবান্দা। একবাব আমাকে ডাকলেন —"শোনো, রুণ্টু, এইদিকে শুইন্যা যাও"—কোনো জরুবী কাজ আছে ভেবে যেই কাছে গেছি মেসোমশাই আমাব কানে-কানে ফিসফিস কবলেন—"যে-যাব বউবে! বোঝলা রুণ্টু? যে-যাব বউবে।" আমাব মুখেব বিভ্রান্ত চেহাবা দেখে এইবাব দযাবশে উক্তিটি প্রাঞ্জল কবে দেন—"মেজো-ভাযবাও তার গাডিটা দিসে, আবও একটা গাডি আমি বেইণ্ট কবসি। চিনুব মামাগুলা, সব শালাবা ওই গাড়ি কইবা যে-যার বউবে আনাইতাসে। এভেবিওযান ব্রিংগিং হিজ ঔন ওযাইফ। য্যান ওই জন্যই দ্যাশে কাব-বেণ্টাল-সিস্টেমটা চালু আছে। যত সব সেলফ-সেণ্টাবড ঘটি।"

এমন সমযে সুন্দবী, সুবেশা, মোটাসোটা, এক মধ্যবযসিনী, ঘামতে ঘামতে এসে ধপ কবে চেযারে এলিযে পডে আহ্লাদে-গলায বললেন—"উঃ, বড্ড চা-তেষ্টা পাচ্ছে কিন্তু, জামাইবাবু!" সাধাবণত সুন্দবী শ্যালিকাব প্রতি ভগ্নীপতিব যে মনোভাব থাকাব কথা, এক্ষেত্রে তাব ঘনঘোব ব্যতিক্রম দেখা গেল। মেসোমশাই গম্ভীব স্ববে বললেন—"ঠাকুবগুলিবে আব অহন আপসেট কইবা কাজ নাই, পযসা দিতাসি, এই লও"—বলতে বলতে প্যাণ্টেব পকেট থেকে একটি চকচকে আধুলি বেব কবে অন্তত তিন ছেলেব মা, সম্ভ্রান্ত মহিলাটিব দিকে বাডিযে ধবলেন—"বাস্তা থিক্যা চা খাইযা আস গিযা। বেশিদূবে না। বাইবাইলেই দ্যাখবা ফুটপাতে সাব সাব চাযেব স্টল। সাব সাব। সাব সাব।" মহিলা মুখেব অবর্ণনীয অভিব্যক্তি দেখেই তাডাতাডি স্বযংক্রিযভাবে আমাব হাত এগিযে গিযে আধুলিটা নিযে নেয। নিলে কী হবে? খপ কবে আমাব হাতটি ধবে ফেলেছেন মেসোমশাই।—"রুণ্টু, তুমি নিলা ক্যান? তোমাবে তো দেই নাই? চা-টা খাইতে চায মলিনা। মলিনাব লগে দিসি।" আমি তাডাতাডি ব্যাখ্যা কবি। পযসাটা আমি মেবে দিচ্ছিলাম না, নিচ্ছি ঐ মহিলাব জন্য চা এনে দেব বলেই। উনি কী কবে মিছিমিছি নিজে কষ্ট কবে...ইত্যাদি। মেসোমশাই তৎক্ষণাৎ এক্সট্রীমলি আনন্দিত হযে উঠলেন—"খাডাও, ইউ আব আ গুড বয, রুণ্টু। ভেবি কনসিডাবেট। আবও দশ-পযসা লইযা যাও, দুই খুবি চা নিবা, তোমাগো একটা, অগো একটা। আব আমাব লগেও একটা আইন্যা দিও।" এবাব মলিনা মাসিমা হেসে ফেলেন।

—"আপনাব আব আমাব কি একটা খুবি থেকেই ভাগাভাগি? জামাইবাবু?" লজ্জা পেযে মেসোমশাই বলেন—"ওঃ হো, তিনজনাব তিন খুবি চা! থ্রি কাপস।"

বুড়োদা তখন ওদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন—"কী, চা আনা হচ্ছে নাকি" বলে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপব বেখাদি, তাবপব সৌম্য, তারপর শিবু—শেষকালে একটা বড় কেটলি আর তিন টাকা নিয়ে সৌম্য আব আমি বেরুলাম। ফিবে দেখি অপরাধী-অপবাধী মুখ করে মেসোমশাই বসে বসে চা খাচ্ছেন, সুন্দবী শ্যালিকাকে সঙ্গে নিয়ে। ঠাকুরবাই চা বানিয়ে ট্রে ভবে ভবে পাঠাচ্ছে। মেসোমশাই যাবপবনাই লজ্জিত। কেটলিসমেত আমাদেব দেখে বললেন—"ব্যাইখ্যা দ্যাও বাইখ্যা দাও। কাজে লাগবোই—পবে গরম কইবা খাইলেই হইবো। কি কও, মলিনা?" মলিনা মাসিমা কেবল হাসতে থাকেন। বিয়ে বাড়িতে আব কে কবে মনে কবে তিন টাকাব ফুটপাতে কেনা চা গরম কবে খায়?

ইতিমধ্যে দেশবিখ্যাত রূপচর্চা-বিশাবদ গোপকুমাব এসে গেছেন, শুধু চুল বাঁধতেই যিনি পাঁচশো টাকা নেন—(এই সঙ্গে বাঁধতে বললে কত নিতেন কে জানে) এঁব আসাটা মেসোমশাই পছন্দ করেননি। তাই গলা তুলে বললেন—"আমাগো টাইমে তো মা-মাসিবাই চুল বাঁইধ্যা দিত। কিন্তু চিনুব মা তো তা দিবে না। অলস। তাই ফাইব হানড্রেড রুপিজ জলে ফ্যালাইল।" মাসিমা ধাবে-কাছেই ছিলেন। হৈ-হৈ কবে এসে পড়লেন—"কে বললে আমি চুল বাঁধতে পাবি না? তোমাব ভায়েদেব বৌভাতে কে বৌ সাজিয়েছিল? আমাব ননদদের বিয়েতে কোন ভাড়াটে লোক এসে চুল বেঁধেছে, শুনি? এটা আলাদা। এ হলো চিনুর একটা স্পেশাল শখ। তা, এব খবচাও তো তোমাব নয়, ওটা দিয়েছে আমাব ভাই। তোমার তাতে এত গা জ্বালা কিসেব?"

—"আবে—যে-হালাযই দিক না ক্যান ওটা কোনো কথাই না। কথাটা হইলো ওয়েইস্টেজের। ওই পাঁচশত টাকা দিয়া তোমাব আমাব দুইজনাবই চন্দন কাঠেব চিতা হইতে পাবতো জান?" কোত্থেকে বুড়োদাব উদয়। পুনরায় ব্যাফলওযালেব মতো মাসিমাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বললেন—"খুবই ইললজিকাল কথা বললে কিন্তু বাবা। যদিও সাজসজ্জায় একবাত্রে পাঁচশো টাকা খবচ কবাটা মব্যালি সাপোর্ট কবি না, তবু আমি মনে কবি, একজন জীবিত ব্যক্তির মনস্তুষ্টিব জন্য পাঁচশো টাকা খবচ করাটা অনেক বেশি ওযার্থ হোযাইল এক মৃতদেহেব পিছনে ঐ অর্থ ব্যয কবার চাইতে। তাছাড়া যখন পনেবো টাকাতেই বৈদ্যুতিক চুল্লীতে সিভিলাইজড উপাযে একটা—"

—"পনেবো আব নাই বে বুড়া, হেই দিনকাল নাই। এই বাপেবে পুড়াইতে তোমাব কিন্তু চল্লিশ টাকা লাগবো। আব তোমার মাযেব বেলায় নির্ঘাত আবো বেশি, বাই দেন অন্তত পঞ্চাশ-ষাট তো বটেই"—এবাব মাসিমা খুবই মুষড়ে পড়েন। —"ভালো! বাপব্যাটায মিলে তোমবা আমাব চিতাব হিসেবটাই কবো তাহলে আজকের দিনে"—মেসোমশাই পলকে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করেন—"তোমাগো লেইগ্যাই তো এই কমপ্লিকেশন শুরু। ও গোকুলচন্দ্রবে আনলো কেডা? তোমাগো বড়লোক বাপের

বাড়ি থিক্যাই তো”— বুড়োদা আবার শুধরে দেন—“গোকুলচন্দ্র না বাবা, গোপকুমার।”

—“ওই একই হইল, যিনিই গোকুলচন্দ্র তিনিই হইলেন গোপকুমার, কোনো ডিফারেন্স নাই”—

—“না, ডিফারেন্স তোমার কিছুতেই কি আছে, কেবল আমার বেলায় ভিন্ন। মুড়ি-মিছরি তোমার কাছে একদর—যত যন্ত্রণা সবই কেবল এই একটি জায়গায়” —বেগতিক বুঝে আমি বুড়োদার দাওয়াইটা অ্যাপ্লাই করি।

“মাসিমা, চিনুদি বোধহয় আপনাকে ডাকছিলেন।” কী কুক্ষণেই যে বললাম। বলবামাত্র মাসিমা দৌড়ে ও ঘরে যান এবং ততোধিক দৌড়ে প্রত্যাবর্তন করেন। রণং দেহি মূর্তিতে।

—“তোমাকে কে বলেছিল শত্রুতা করে মেয়েটাকে এক্ষুনি হরলিক্স, আর দই গেলাতে? কেন খাইয়েছ? কেন ওর অতো দামী বেনারসীতে দই ফেলে দিলে তুমি? অত কষ্টের সাজগোজ নষ্ট করে দিয়েছ, কিসের জন্যে? কে বলেছিল তোমাকে? কে?”

চিবুক উঁচু করে প্যান্টের দু' পকেটে দুই হাত গুঁজে, মাস্তান ভঙ্গিতে একটু ব্যাঁকা হয়ে দাঁড়ান মেসোমশাই। চেহারার মধ্যেই ডিফায়্যান্ট ভাবটা সুস্পষ্ট। যেন ফাঁসির মঞ্চে সূর্য সেন।

—“কইবো আর কেডা? আপন গর্ভধারিণী জননী যারে দেখে না, হিউজ নেগলেক্ট করে, তারে দেখবো তো বাপেই।” ব্যাপার কী? না পাঁচশো টাকার সাজসজ্জা কমপ্লিট হয়ে যাবার পরে, সহসা স্নেহ-প্লাবিত হয়ে মেসোমশাই চিনুদিকে জোর করে হরলিক্স আর দই খাইয়ে এসেছেন নিজের হাতে। ফলে সেই সব সমুদ্রপারবর্তী অমূল্য কিসপ্রুফ লিফস্টিক, লিপগ্লস, লিপশাইনার, লিপ-লাইনার ইত্যাদি স্রেফ লেহ্য পেয় হয়ে গিয়ে, কনে সর্বস্বান্ত। ওষ্ঠাধরে এখন প্রধানত যাদবের দই লেগে আছে। হৃদয় হা হা করে উঠলেও বেচারা চিনুদি একঘর কুটুম্বের সামনে বাপের অবাধ্য হতে পারেনি।

—“এই হরলিক্স আর দইটুক এট্টু খাইয়া লও মা জননী, এ হইল গিয়া রোগীর পইথ্য, উপবাসের মধ্যে খাইলে দোষ হয় না। আহা, মাইয়াডার মুকখানি শুকাইয়া এই এত্তোটুক যে!” ফলে চিনুদির মুখ আরো বেশি শুকিয়ে খুবই করুণ হয়ে গেল। কিন্তু পিতার সেন্টিমেন্টাল অ্যাকশনে বাধা দেয়, এমন বুকের পাটা কোনো আত্মীয়ের ছিল না। যদিও প্রত্যেকেই পাঁচশো টাকার প্রসাধন অংশত খেয়ে ফেলা নিয়ে যৎপরোনাস্তি উদ্বেগে ভুগছিলেন। চিনুদির অসীম সহ্য। বুক ফাটলেও চোখ ফাটেনি—কেননা তাতে নয়নের টিয়ার প্রুফ-মাস্কারা এবং কপোলের ফিয়ারপ্রুফ 'ব্লাশার' পেইন্টও ধুয়ে যেতে পারতো, কে জানে? খাওয়াবার সময় এক চামচ দই আবার কনের কোলে পড়ে গিয়েছে। পড়বামাত্র মেসোমশাই সেখানে একমগ জল এনে মুছেছেন। ফলে এখন কনের কোলের কাছে লাল বেনারসীর বেশ খানিকটা

অংশ বং পালটে ঘোরতব খয়েবি এবং জবিটরি ভিজে ভারি হযে উঠেছে। চিনুদি ঠোঁট ফুলিয়ে সেইখানটা অনববত ফুলের মালা দিযে ঢেকে রাখবাব চেষ্টা কবছে। এই অবস্থায আমি কেটে পড়াই ভাল মনে কবি।

সন্ধ্যে হযে গেছে, সৌম্য আব আমি একটা ঘরে ঢুকে সিগাবেট খাচ্ছি। চারদিকে এত ফ্রি সিগাবেট অথচ এমনই গুরুজনদেব ভিড যে না-লুকিযে খাওয়াটা সম্ভবই হচ্ছে না। হঠাৎ সেই ঘবেই মেসোমশাইয়ের প্রবেশ।—"রুন্টু তুমি না ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিযার?" ভাগ্যিস আমাব সিগাবেটটা ততক্ষণে শেষ। "এখনও ফাইন্যাল পবীক্ষা হযনি মেসোমশায।"

—"ঐ হইল গিযা একই কথা। বিযাতো এখনও হয নাই, তবুও তো চিনু অহনই কনেবউ। তুমি হইলা গিযা কনে-এঞ্জিনিযাব। বোঝলা? ইলেকট্রিকাল অ্যাপ্লাযেন্সগুলি তো বুঝ? বেকর্ড প্লেযাবে তুমিই বস গিযা। যাও। যত আনট্রেইনড লে ম্যানগো হাতে পইবা মেশিনটা শ্যাষ হইযা যায আব কি। ঘটিবা মেশিন-টেশিনেব সাবজেক্টটাই বুঝে না,—ব্রেইনটা ডাল তো?" সৌম্যর মামাতো ভাইবোনেরা যে সাবাদিন রেকর্ডপ্লেযাবে শানাই লাগাচ্ছে, এটা এই মাত্র মেসোমশাযেব খেযাল হযেছে। —"আব শুন—বি কেযাব-ফুল, বেকর্ড দুইখান অলটাবনেইটলি লাগাইবা। অলটাবনেইটলি, অর্থাৎ একবাব এইটা, আবেকবাব ওইটা। বোঝলা তো? সৌম্য কই?" —সৌম্য তখন দরজাব পিছনে মেঝেয় ঘষে ঘষে সিগাবেট নেভাতে দারুণ ব্যস্ত। ঘবময ফবাসপাতা অথচ অ্যাশট্রে নেই। ফবাসে ছাই যাতে না পড়ে তাই অতি-সতর্কতা অবলম্বন কবেছি। ঘবেব এককোণে ঢুকে একফালি ফাঁকা মেঝেয ছাই ঝাড়া হচ্ছিল। কিন্তু মেসোমশাইয়ের চোখকে ফাঁকি দেবে কে?—"ঐ ধাবে ধোঁযার মতন দেখতাসি না? ওহানে কেডা? সৌম্য নাকি?" সৌম্য কাশল। —'হুঃ। ঘবময ছাই ঝাবতাসো। অ্যাঁ? চাদবটা মযলা কবতাসো। অ্যাঁ, কামেব বেলায দেখা নাই, ক্যাবলই আকামা কামেব বাজা?" বলতে বলতেই মেসোমশাইযেব সবেগে নিষ্ক্রমণ এবং পবমুহূর্তেই কোত্থেকে একটি স্বাস্থ্যবান নতুন মুড়োঝাঁটা হাতে পুনঃপ্রবেশ।—"ছিঃ ছিঃ, যতত ছাইভস্ম ঝাইবা পবিষ্কাব-ঘবটাকে দিল শ্যাষ কইবা" —গজবাতে গজবাতে তিনি ঝাঁটা বুলিযে বুলিযে ধবধবে ফবাস থেকে কাল্পনিক ছাই ঝাড়তে থাকেন। মেসোমশাযেব নিজের পাযে অবশ্য যথেষ্টই মযলা ছিলো। ফবসা চাদবে সেই মযলা পাযের ছাপ পড়তে লাগলো, অম্লান ববফে ইযেতিব পদচিহ্নেব মতো। আপ্রাণ চেষ্টাতেও ঝাঁট দেওযার পুণ্যকর্ম থেকে মেশোমশাইকে নিবৃত্ত কবতে পাবা গেল না। ফবাসটাকেও পবিচ্ছন্ন বাখা গেল না।

ইতিমধ্যে একসঙ্গে অনেকগুলো গাড়িব হর্ন শোনা গেল, গেটে শাঁখ বেজে উঠলো, হুলুধ্বনি হলো। অমনি, "—দেযার! দি ববযাত্র! দি বরযাত্র ফাইনালি অ্যারাইভড!!!" বলে চীৎকাব কবে উঠে মেসোমশাই ঝাঁটা হাতেই দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন। পেছনে

পেছন আতঙ্কিত সৌম্য আব আমি—"বাবা। ঝাঁটা। ঝাঁটা।" "মেসোমশাই, ঝাঁটা। ঝাঁটা।" বলতে বলতে ছুটি, কিন্তু সমবেত গোলমালে আমাদেব কাতুব আকুতি ডুবে যায। কে কাব কথা শোনে। মুহূর্তেব মধ্যে হাস্যবদন প্রফুল্যকান্তি মেসোমশাই মুড়ো ঝাঁটা হাতে ববযাত্রী অভ্যর্থনায় সদব গেটে বেডি। এই ক্রিটিকাল মোমেন্টে মিতুন, সৌম্যর ছোট বোন ছুটে এসে বাবাব হাত থেকে ঝাঁটা কেড়ে নিযে দূবে ছুঁড়ে ফেলে দিল, এবং মেসোমশাইকে চাপা গলায একটি ধমক লাগালো।

অমনি তাঁব মুখেব হাজাব পাওযাবেব হাসিটি দপ কবে নিভে যায, এবং মুড-মেজাজ খুবই খাবাপ হযে যায। মেসোমশাই এবাব হাত জোড কবে, বিষণ্ণ গম্ভীব মুখে, ঠিক শ্রাদ্ধসভাব কর্মকর্তাব মতো দাঁড়ান। গাড়ি থেকে ববযাত্রীবা নামতে শুরু কবে। মেসোমশাই গম্ভীব। নির্বাক। জোড়হস্ত। শাড়িপবা, সুন্দবী মিতুন আব তাব একটি কিশোবী বান্ধবী বেলফুলেব মালা আব একটি কবে গোলাপ ববযাত্রীদেব উপহাব দিচ্ছে। একটি মিষ্টি হাসি সমেত। স্মিতহাস্য সুদর্শন এক যুবক মিতুনকে নিচুগলায কী যেন বলতেই, লজ্জায লাল হযে মালা না দিযে মিতুন তাকে দুটি গোলাপফুল দিযে ফেলে। তৎক্ষণাৎ মেসোমশাযেব মুখ খুলে যায।

—"দুইটা কইব্যা গোলাপফুল কাবেও দিবা না, মিতুন। সব একটা একটা, ওযান ঈচ। বোঝলা? মালা দ্যাও।"

সপ্রতিভ যুবকটি বলে—"আমিও তো ঠিক তাই বলেছিলাম, মালা দিতেই তো বলছিলাম। উনি কিন্তু দিলেন না—" এবাব মেসোমশাই ছোকবাটিব দিকে ঘুবে দাঁড়ান। ব্যালে ডান্সেব পিরুযেৎ কবাব ভঙ্গিতে। এক মুহূর্ত বক্র জলকবা চাউনি, তাবপব বললেন—"আপনেব এট্টু মিসটেইক হইযা গেসে না? আইজ তো আপনেব মালা পাওনেব ডেইট না? আপনেব ফ্রেইণ্ডেব।" তাবপবে—"মিতুন, অমন যাবে-তাবে মালা দিবানা এই কইযা দিলাম, হউক সে ববযাত্র, যত সব ফাজিল ছ্যামবা।" কুটুম্ব যুবকটি বিড়ম্বিত, মিতুন লজ্জিত, আমবা উদ্বিগ্ন, সৌম্য তাড়াতাড়ি গিযে ছেলেটিব ক্রোধে ফুলন্ত পিঠে সৌভ্রাত্রেব হাত বাখে এবং ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক ভিতবে নিযে যায এবং অচিবেই অকুস্থলে বুড়োদাব অভ্যুদয ঘটে।

—"আবাব তুমি কন্ট্রাডিকটাবি কথাবার্তা বলছো বাবা? এই তুমি নিজেই বললে মালা দাও—মালা দাও, আবাব এই বলছো মালা দিও না—মালা দিও না। মিতুন তা এতে একদম কনফিউজড হযে যাবে।"

মেসোমশাই চোখ তুলে মনুমেন্টেব মতো উঁচু মধ্যপ্রাচ্যপ্রবাসী পুত্রেব মুখেব দিকে তাকান। তাবপব তাব বুকেব গোলাপফুলটিব দিকে। তাবপব বলেন—"মিতুন, তোমাব দাদাব বুকেব থিক্যা ওই গোলাপটা খুইল্যা লও তো দেহি। যত ওযেইস্টেজ।" ইতিমধ্যে বব-ববণ করতে কুলো-ডালা-শ্রী সমেত মাসিমাও গেটে উপস্থিত। চওড়া জবিব দাঁতওয়ালা টুকটুকে লালপাড় দুধে-গবদেব ঘোমটাব নিচে তাঁব গোলগাল ফর্সা মুখখানি আধোখুশিতে, আধো কান্নাতে, উদ্বেগ উত্তেজনায আশ্চর্য বঙীন।

মাসিমার মুখের সেই লালচে আভার দিকে খানিক স্থির চোখে তাকালেন মেসোমশাই। তারপর বললেন—

—"মিতুন, বুড়ার বুকের থিক্যা গোলাপফুলটা খুইল্যা লইয়া তোমার মায়েব খোপায় গুইজ্যা দাও তো দেহি!"

সেই মুহূর্তেই বর নিয়ে ঢুকলেন বরের পিসেমশাই। যিনি মেসোমশায়ের অফিসের ইনকামট্যাক্স অডিটার। চেনামুখটি দেখতে পেয়ে অকূলে কূল পাবাব মতো পরম উল্লসিত মেসোমশাই বরেব দিকে দৃকপাত মাত্র না করে ববের পিসেকে জড়িয়ে ধরে বললেন—"আবে—আসেন স্যার—আসেন, আইজ তো আপনেরই দিন।" উলু এবং শঙ্খধ্বনিতে মেসোমশাযের মহৎ উল্লাস চাপা পড়লো।

বরপক্ষ বড্ড বেশি ধনী। মেসোমশাই সেই কারণে একটু উদ্বিগ্ন। কিন্তু সেটা প্রকাশ কবা চলছে না। কেননা বাড়িব আর সকলেই খুশি। বড়লোক হলেই বা। তাবা লোক খারাপ নয। একেবাবে কিচ্ছু চাযনি। "হ্যাঁ, একটা বিয়েব মতো বিযে কবেছে বটে চিনু। প্রেম তো কত লোকেই করে। বলতে গেলে প্রায প্রত্যেকেই করে। কিন্তু এমন একটা বিযে ক'জনে পায়?"—অতএব বালিগঞ্জে ভাল পাড়ায বিয়েবাড়ি ভাড়া নিয়ে, টুনিবালবেব ঝর্ণাধাবায আব টাটকা ফুলের তৈবি বাজকীয তোরণে বাজীমাৎ কবে বাড়ি সাজানো হযেছে। এই শখ, এবং খবচ সব বুড়োদাব। কিন্তু এই এলাহি ব্যাপারটা মেসোমশাই একদম পছন্দ কবছেন না। তাঁব ইচ্ছে ছিল গড়িযায তাঁর "নিজ বাসভবনে" ছাদে প্যাণ্ডেল বেঁধে যেমনভাবে সেদিনও তাঁর ছোটভাযেব বিযে হলো, তেমনি করেই মেয়ের বিয়ে দেন। "চিনুব বিয়ে" বলতে যে স্বপ্নটা তিনি চিবদিন দেখে এসেছেন তার সঙ্গে এসব কাণ্ডকারখানা ঠিকঠাক কিছুই মিলছে না। আজকের এই বিয়েবাড়ি তাঁব যেন নেহাত অচেনা। এর মধ্যে তাঁব ভূমিকাটা কোথায়? পাত্রও তাঁকে খুঁজতে হযনি, চিনু নিজেই খুঁজে পেয়েছে। পণও নিচ্ছে না তাবা একটি পয়সা, খাটবিছানা, দানসামগ্রী কিছুই নেবে না, বাখবাব জাযগা হবে না নাকি তাদেব। সবই আছে। কেবল নমস্কাবী কাপড তিপ্পান্ন পীস, আর আশীর্বাদে বরেব একসেট হীরের বোতাম হলেই হবে বলেছিল —নইলে নেহাত আত্মীয়দেব কাছে পাত্রেব মুখ থাকে না, তাই। তাই সেই বোতামটা ছেঁটে ফেলে একটা হীবেব আংটিতে বফা করে নিয়েছে চিনুই। (চিনুর মতো কনসিডাবেট মাইয়া ওয়ার্ল্ডে কযজনাব হয?) কিন্তু এতেই মেসোমশায়ের গচ্ছিত প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড উঠে গেছে, বন্ধুদেব কাছে ধার হয়েছে। এখনও মিতুনেব বিযে বাকি, সৌম্যর ডাক্তাবি পড়া শেষ হয়নি। অথচ পাঁচশো টাকার খোঁপা, চাব হাজাবেব ফুল এবং আলো (সে যে-হালায়ই দিউক না ক্যান), মেসোমশাইয়েব মাথার মধ্যে কেবলই এগুলো ঘুবে ঘুরে যাচ্ছে। সুতবাং বরযাত্রীরা যেই সভা-সাজানোর প্রশংসা কবেছে, অমনি মেসোমশাই বলে ওঠেন—"তাইলে শোনেন স্যার, অই যে টুনিবালব

আব ফুলের গেইট, তার দ্বারা কিন্তু বিয়াডা হয় নাই। তার জন্য প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড উঠাইতে হয় নাই। হ্যাঁ, মন্দ কি আর? ফেন্সী ব্যাপার, লাইট, ফ্লাওয়ার, এ সকল তো ভালই! ঐ যে বাইবেলে কয় না, 'লেট হানড্রেড ফ্লাওয়ার্স ব্লুম'—লেট দেয়াব বি লাইট?"—সকলই সইত্য। কিন্তু পার্সে কুলাইলে তবে তো? মাও সে-তুং যে কইসেন না, চাইনিজ পিপলদের লগে—'কাট ইওব কোট একর্ডিং টু ইওব ক্লথ? আমিও তাই কই। খাঁটি কথা।"

ববযাত্রীবা মেসোমশাযেব পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্য শুনে বাকশক্তিরহিত হয়ে পড়েন। আমি কী কবে যে ওঁকে সবিযে নেব, ভেবে পাই না। এর পব মেসোমশাই উদাস দার্শনিককণ্ঠে বলেন—"এইজন্যই তো ঠাকুর কইসেন—সর্বদা সমানে সমানে কাজ কবা উচিত। পূর্ববাংলায় আমাগো এক প্রবচন আছে—উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমেব সাথে, যিনিই মধ্যম তিনি চলেন তফাতে। আমবা হইতাসি গিযা সেই মধ্যম। বোঝলেন?" বরযাত্রীরা গম্ভীব হযে পডলেন। তাঁবা ঠিক বুঝতে পাবলেন না, তাঁদেব উত্তম বলা হচ্ছে, না অধম বলা হচ্ছে। কিন্তু মেসোমশাযের তাতে কোনো উত্তাপ নেই। এবার তিনি—"এক্সকিউজ মী, আমি একটু বিফ্রেশমেন্টের দিকটা দেযখ্যা আসি" বলে উঠে গেলেন।

আসলে বরযাত্রীদেব সঙ্গে কন্যাকর্তাব বাক্যালাপ ব্যাপাবটাব সঘন সামাজিক গাম্ভীর্য বিষযে মেসোমশাই পর্যন্ত সচেতন এবং সেই কারণেই নার্ভাস হযে পডলে কেউ কেউ যেমন তোৎলা হযে যায় মেসোমশাই তেমনি নিজের কথা খুঁজে পান না। কেবলই কোট কবতে থাকেন। কিন্তু কোটেশনেব উৎসগুলো তখন সব গোলমাল হযে যায়। কোনটা প্রবাদ কোনটা মাও সে-তুং কোনটা বাইবেল কোনটা ববীন্দ্রনাথ, সে সমস্তই তখন ইমমেটিরিযাল হযে যায় ওঁর কাছে। এই যেমন বিযেব আগের দিনের দুপুবেলা গডিযাব বাডিতে। বিযেবাড়িব হট্টগোলে বাডিব কুকুরটি ভীষণ ঘাবড়ে গিযে এনতাব তাডা কবেছিল লোকজনকে। তাডা খেযে বাচ্চা চাকব কেঁদে ফেলেছে। মেসোমশাই তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত। উদ্বিগ্ন।

—"কী হইসেটা কী?"

—"কুকুবঅ কামড়াইথিলা।"

—"একচুয়ালি কামড দিসে কি?"

—"না, কিন্তু—"

—"না, তবে কানসিলা ক্যান"?

—"মোব নতুন নুগা ছিডি দিলা।"

—"ঈশশ—।" দুমিনিট—লুঙ্গিব জন্য মৌন শোক। তাবপব—

—"তুই অবে উল্টাইয়া মাবলি না ক্যান?"

—"বাবু আপনি মতে মনা কবিথিলে। কহিথিলে কুকুরকু মাবিলে মোব গোডঅ ভাঙ্গি দিবে—"

—"আরে থো— ! আমি হেইটা কইসিলাম তুই অরে মিছামিছি খ্যাপাইতিস বইল্যা। কিন্তু ফোঁস কবতে তো মানা কবি নাই?"

—"ফোঁস? ফোঁস কঁড় বাবু?"

—"আবে হেইটাও শোনস নাই? লাঠিব ঘায়ে মব মর সাপটারে দেইখ্যা সেই যে গান্ধীজী কইসিলেন—আরে, তোবে কামড় দিতে মানা কবছিলাম, কিন্তু ফোঁস করতে তো মানা কবি নাই? মহাত্মাজীর সব থিক্যা ভেলুয়েবল অ্যাডভাইজ হইল এইটা। সর্বদা স্মরণে বাখবা। বোঝলা?"

তক্ষুনি বুড়োদা বললেন,—"বাবা, ওটা কিন্তু মোটেই গান্ধীজী বলেননি, ওটা তো বামকৃষ্ণেব কথা।" মেসোমশাইও ত্ববিতে জবাব দেন,—"আঃ—কথাটা যে হালায়ই কউক না ক্যান. কইসে তো? গ্রেট মেন থিংক এলাইক।"

বরযাত্রীদেব কাছে ছুটি নিযে মেসোমশাই বললেন,—"চল রুন্টু, ঠাকুরগো কামকাজ একটু ইন্সপেক্ট কইবা আসি?" হালুইকবদেব কাছে উপস্থিত হয়ে যেই কন্যাকর্তাব উপযুক্ত জলদগম্ভীর স্ববে গলা খাঁকাবি দিযে—"মাছ ভাজাটা হইল কেমনি? দ্যাখাও তো দেহি—" বলা, অমনি বামুনেব সাফ জবাব—"এখন ওসব হবে না। ফালতু ঝামেলা কববেন না। হ্যাঁ। শুনলে বাবু কিন্তু রাগ কববেন" রান্না-বান্নার চার্জে আছেন সৌম্যব সেজকাকা। মোটাসোটা, কর্মঠ, ভুঁড়িতে তোযালে বেঁধে উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন, সব চুল সাদা। মেসোমশায়ের একটি চুলেও পাক ধরেনি, নেহাত ছোকরা-চেহাবা, পরনে স্কুলের ইউনিফর্মেব মতো হাতপুরো সাদা শার্ট সাদা জিনের প্যান্টে গুঁজে পরা। উদ্বেগেব চিহ্নমাত্র নেই মুখে। (ধুতি পাঞ্জাবি কন্যাকর্তাকে কিছুতেই পবানো যায়নি। ধুতি খুলে গিয়ে কেলেংকারি হবাব ভয়ে। অবশ্য মুখে বলেন—ধুতি নাকি বিধবা মেয়েদের ড্রেস, পুরুষমানুষের পোশাকই নয় মোটে!) হালুইকব ঠাকুব জানে সব বিয়েবাড়িতে ঢের ফালতু মাস্তান থাকে, তাদের প্রশ্রয় দিতে নেই। সে তো আব মেসোমশাইকে দেখেনি, চেনেও না। মেসোমশাই কিন্তু সত্যি বেগে গেলেন।—"দুলু! দুলু!" সেই কণ্ঠস্ববে সেজকাকা আক্ষরিক অর্থে দৌড়ে এলেন—

—"কী? হইল কী মেজদা?"

—এই বাস্কেলটাবে ক্যান বসাইছস? এ বাস্কেল আমারে বাবু দ্যাখাইতাসে, আবাব কয কিনা ফালতু ঝামেলা কববেন না। আমাগো মাইয়াব বিযা, আব আমারেই কয় কিনা 'ফালতু'? গেট আউট। গেট আউট। অহনই আমি অন্য ঠাকুর ডাইক্যা আনতাসি। আমাগো গড়িযায শয়ে-শয়ে হালুইকর পথে পথে ঘুবতাসে।" ঠাকুবটি অতি চালু পার্টি। মুহূর্তেই বুঝে ফেলেছে ব্যাপাবটার তাৎপর্য—বিশাল এক লুচিভাজা ঝাঁঝরি হাতেই দৌড়ে এল তক্ষুনি, পেছু পেছু দৌড়ালো তার যোগাড়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট, দু' হাতের অঞ্জলিতে কলা পাতায় মুড়ে একডজন মাছভাজাব গরম গরম নৈবেদ্য নিয়ে।—"এবারকাব মতো মাপ কবে দিন বড়বাবু। অপরাধ হয়ে গেছে। আপনারই

মাছের পীস রক্ষা কবছিলাম আমি। বিযেবাড়িতে কত ফালতু লোকও তো থাকে" —আবার সেই শব্দ—ফালতু? মেসোমশাযের রাগ কমল না। মাছ ছুঁলেন না। স্তব্ধ। আস্তে করে দুলুবাবু ঠাকুবদেব প্রম্পট কবলেন—"আবেকবার!" এবাব দুই ঠাকুব গলা মিলিযে কোবাসে বাববাব আকুল হযে মাপ চাইতে লাগলো এবং মেসোমশাইকে মাছভাজা খাওযার জন্য কাকুতি মিনতি কবতে লাগলো। তখন ওদের ক্ষমা কবে দিযে মেসোমশাই নিজে দযা কবে খানছযেক খেলেন, আমাকেও গুনে গুনে ছ্খানাই খাওযালেন এবং—"দুলুবে, অ দুলু! শোনো, তুমিও অহনই খাইযা লইও খানকয় মাছভাজা, ভাল পীস আব কিন্তু পবে পাইবা না। বলে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে চলে যেতে যেতে বলেন—"হাঃ, আমাব মাছেব পীস বক্ষা কবে কে? না হালুইকব ঠাকুব। যেই না poaecher সেই হইল গিযা gamekeeper. হাঃ!" তাবপবেই মনে পড়ে গেল—"আহা, চিনুব মা-ডাবেও দুইখান গবম মাছভাজা খাওয়াইলে হইতো!" যেমনি মনে পড়া অমনি কাজ—"কুন্টু, শোনো, বান্নাঘবে আমি যামু না, তুমিই যাও।" দুলুব থিক্যা দু'খান মাছভাজা চাইযা লও, নিয়া তোমাব মাসিমাবে খাওযাও গা যাও। কইবা, আমি পাঠাইসি। বোঝলা? না খাওয়াইযা আসবা না কিন্তু! ঠিক যেইড়া আমি দেখি না হেই দিকেব টোটাল কনফিউশন। আরে, চিনুর মায়েরে যে মোটেই মাঝভাজা খাওয়ানো হয নাই, হেইটাই বা দ্যাখে কে? যাও, যাও—" বলতে বলতে উনি দ্রুত লোক-খাওয়ানোব দিকটায চলে গেলেন। আমি ছুটি মাসিমার জন্য মাছ-ভাজাব ব্যবস্থা করতে। মাসিমা তো প্রথমে হাসলেন, তারপর এক ধমক দিলেন, মোটেই মাছভাজা খেলেন না। সেই ব্যর্থ দৌত্যেব পবে পুনরায় মেসোমশায়ের খোঁজে খাবার জায়গায় এসে দেখি চপ দেওয়া হচ্ছে। ববযাত্রীরা খেতে বসেছে। মেসোমশাই সৌম্যকে বলছেন—"বড়দেব দুইটা কইবা, ছোটদেব একটা। না চাইলে একদম বিপিট কইরো না। ওয়েইস্ট য্যান হয না। বোঝলা?" এসব সৎশিক্ষা বান্নাঘব থেকেই পই-পই কবে বুঝিযে দেওযা হযেছে প্রত্যেকটি পবিবেশককে। কিন্তু মেসোমশাইকে চুপ কবানোব প্রয়াস বৃথা। কানে কানে শেষটা ("এটা কিন্তু ববযাত্রীদেব ব্যাচ, মেসোমশাই") বলে দিতেও তিনি ঘাবড়ালেন না।

—"আরেঃ, তয় হইসেডা কী? হউক না বরযাত্র, ওনাবা তো আব পব না? আমাব চিনুবই ঘরেব মানুষজন—ওনাবা শোনলেই বা দোষটা কোথায়? ওযেইস্টিং ফুড ইজ আ ক্রাইম ইন ইনডিযা—কী কন বেহাইমশায?" বলে, যে শুক্লকেশ শুভ্রবাস কাঁধে মুগাব চাদব ভদ্রলোকের দিকে সপ্রেম দৃষ্টিক্ষেপ কবেন মেসোমশাই —তাঁকে দৃশ্যত যে-কোনো বিবাহেই ববকর্তাব ভূমিকায় মানাতো বটে কিন্তু আজ এখানে তিনি মোটে বরযাত্রীই নন, চিনুদির কলেজের প্রফেসর। 'বেহাই'— এই অনর্জিত প্রিয়সম্বোধনে বিব্রত প্রফেসব গুপ্ত হ্যাঁ-না দুইই হয়, এমন একটি হাসি দিলেন। ফলে, যথেষ্ট কুটুম্ব-কর্তব্য হযেছে মনে কবে, হৃষ্টচিত্তে মেসোমশাই ববযাত্রীদেব সঙ্গ পবিত্যাগ করে নিচে নেমে আসেন।

নেমেই অফিসের এক সহকর্মী বন্ধুর সঙ্গে মুখোমুখি। আর অমনি –'খুলিল হৃদয়দ্বার খুলিল!'

–"বাঃ। সুধীরচন্দ্র যে আইস্যা পড়সো তাইলে? শেষমেষ পৌসাইলা? যাক্। তা-রপব? নিউজ কী? আইজ অফিসে গেসিলা? আমি তো এক্কেরে প্রিজনাব হইয়া আছি। মাইয়ার বিবাহ কি য্যামন ত্যামন ব্যাপাব? ওহ্।" বলতে বলতে বেশ মৌজ করে মেসোমশাই বরযাত্রীদের ছেড়ে-যাওয়া একটা গদি আঁটা সোফায় জমিযে বসে হাঁক পাড়েন –"কই পানসিগ্রেটের ট্রেটা গেল কই?" ট্রেসহ একটি ছেলে এগিয়ে আসতেই, আবার–"কোকাকোলার চাবিটা কার কাছে?" এবার চাবিসহ আবেকজন সবিনয়ে উপস্থিত হয। "একটার বেশি কারেও দিবা না। আর তাও ক্যাবল ববযাত্র। ভেরি এক্সপেনসিভ হইযা গেসে। ওনলি ওয়ান ঈচ! তুমি নিজে কয়টা বোতল খাইলা, মনু? ওনলি ওয়ান তো? বা, বা, বেশ, বেশ। এইবার এইদিকে দুইটা বোতল আনোতো দেহি! ঠাণ্ডা দেইখ্যা"–বন্ধুকে কোকাকোলা দিয়ে বললেন. "আইজ লনডন নোটবুকটা পড়সিলা? কী কাণ্ড কও তো দেহি? কোথায় ছিল জেমস কাউলি, আর কোত্থিক্যা আইসে এই চান্দে, আর ঈ-তে। হেঃ।" তারপর নিজের বোতলে একচুমুক দিয়ে বেশ রিল্যাক্স করে বসে ভুরু পাকিয়ে বেদম উদ্বিগ্ন মুখে কন্যাকর্তা বললেন তাঁর নিমন্ত্রিতকে–"বোঝলা সুধীর, ইংলণ্ডের প্রেজেন্ট পলিটিক্যাল সিচুয়েশনটা সত্যই ভেরি ক্রিটিকাল। অগো ইমিগ্রেশন পলিসিটা লইয়া আমাগো চিন্তার ঢের কারণ আছে–থাউজ্যাণ্ডস অব কালার্ড পিপলের ফিউচার–"

সেই মুহূর্তে ছাদের ওপরে চিনুদির ফিউচার নির্ধারিত হচ্ছে–জ্যাঠামশাই কন্যাসম্প্রদানে বসেছেন। শাঁখের শব্দ মেসোমশাইয়ের বিশ্বমানবিক উদ্বেগকে বিপর্যস্ত করতে পারলো না।

সীতা থেকে শুরু

ভণিতা

এই বইযেব গল্পগুলি সবই মেযেদেব নিযে। 'সীতা থেকে শুরু' নামেব কিঞ্চিৎ ভণিতা দবকাব। মহাকাব্য পডতে পডতে আমাব কেবলই মনে হতো, এই বীর্য-বাহুবলসর্বস্ব পুরুষমানুষেব যুদ্ধকাব্যেব জগতে নাবীব ঠাঁই বড করুণ। সে লক্ষ্মীই হোক আব অলক্ষ্মীই। সীতাই হোক বা দ্রৌপদীই, তাডকাই হোক বা শূর্পনখা, যেন দুঃখ পেতেই তাদেব জন্ম। তাদেব দুঃখেব মূল্যেই মহাকাব্যেব নাযকদেব বীবোচিত গুণাবলী প্রমাণিত হয। এভাবেই কযেকটি গল্প লেখা হযে গিযেছিল (আবো হযতো হবে) মহাকাব্যেব মেযেদেব ঘিবে। ধ্রুপদী কাহিনীর অন্তর্গত কোন বদবদল হয়নি, কেবল কিছু কল্পিত ঘটনা যুক্ত হযেছে। আবাব কাহিনীর নিজগুণেই তা বিযুক্ত হযে গেছে। নতুবা মহাকাব্যেব কাহিনীব গতিপ্রকৃতি বদলে যেতে পাবতো। গল্পগুলি শুধু পাঠকেব মনে এক-একটা বিকল্প সম্ভাবনাব বং ধবিয়ে দেয মাত্র। এ বইযেব প্রথম পর্ব 'পৌবাণিকী'তে এবকম ছ'টি কাহিনী আছে। যা হলেও হতে পাবতো।

তৃতীয় পর্ব 'আধুনিকী'। এতে বয়েছে আজকেব শহুবে মেযেদেব জটিল বন্ধুব জীবনের যাত্রাপথ নিযে পাঁচটি কাহিনী। এতে ঘটনাব চেযে ভাবনাব অংশই হযতো বেশি। নারীহৃদয়েব অনুভূতিব দিকটিই বোধহয নারীজীবনেব সিংহভাগ দখল কবে থাকে।

আব এই দুই পর্বেব মধ্যে সেতুবন্ধেব মতো রযেছে মধ্যবর্তী দ্বিতীযপর্ব, 'মাতৃয়ার্কি'। 'মাতৃ+ইযার্কি' অথবা 'ম্যাট্রিযার্কি' দুটোই ধবতে পাবেন। এক প্রবল প্রতাপান্বিতা কিন্তু শয্যাশাযিতা বিধবা মা, তাঁব বিবাহবিচ্ছিন্না চাকুবে মেযে, আব দুটি ইস্কুল কলেজ পড়ুযা নাতনি—তিন প্রজন্মেব নারীব এক মাতৃতান্ত্রিক সংসাব। পুরুষবিহীন একক নাবীব ঘরসংসাব মাত্রেই যে বিবর্ণ, মলিন, 'সুখহীন নিশিদিন' হয না, উজ্জ্বল, মননশীল, ব্যস্ত, মাযাবী, হাসি-ঝলমলেও হতে পারে, তাবই ছোট্ট ছোট্ট বাবোটি চিত্র এখানে বইল। আমাব মা গল্পগুলি পডে বাগ করতে পাবেননি, যদিও তাঁকে নিযেই সব ইযার্কি, কেননা এতে একটি চিত্রও কাল্পনিক নয। প্রথম ও তৃতীযপর্বে যেমন সবই কাল্পনিক পবিস্থিতি।

গল্পগুলি রচনাব অথবা প্রকাশেব ক্রম অনুসাবে সাজানো হযনি। আমি যে-কোনো লেখাই লিখে ফেলে বাখি, অনেক কাটাকুটিব পর হযতো ছাপতে দিই,

মূল-রামায়ণ

"সেই সত্য, যা রচিবে তুমি।
ঘটে যা, তা সব সত্য নহে।"

সুগ্রীব বললেন, "সার্থক তুমি হবেই। তোমার গতি জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সর্ব বিঘ্ন অতিক্রম করবে। তুমি নীতিজ্ঞ, বলবুদ্ধিবীর্য, কোনোটাতেই তোমার তুলনীয় কেউ আমাদের মধ্যে নেই। হে বানবকুলশ্রেষ্ঠ, আমি নিশ্চিত, তুমি পূজনীয়া সীতাদেবীর সংবাদ নিয়ে ফিরবেই, চাইকি তাঁকে উদ্ধারও করে আনতে পারো।"

হনুমান বিনীত হেসে বললেন, "মহারাজ! এ আপনার অতিরঞ্জন মাত্র। যাই হোক, আমি শ্রীরামচন্দ্রের মনে শান্তি বিধানের নিমিত্ত এই মুহূর্তেই সীতা অন্বেষণে বেরুচ্ছি, কিন্তু আমার একটা পরিচয়পত্র চাই তো? সীতাদেবীর কাছে আমার লোকাস স্ট্যানডাইটা আমি প্রমাণ করবো কেমন করে? একটা আইডেনটিটি কার্ড জাতীয় কিছু—যদি অযোধ্যাধিপতি দিতে পারেন। কিষ্কিন্ধ্যার আই. ডি. কার্ডে সীতাদেবীর কাছে কাজ হবে কি?"

শ্রীরামচন্দ্র এতক্ষণ মন খারাপ করে চুপচাপ বানরদের আলোচনা শুনছিলেন। লক্ষ্মণ তো অতি কষ্টে প্রবল গালমন্দ করে সুগ্রীবকে টেনে এনেছেন রানীদের মহল থেকে। সময় বয়ে যাচ্ছে। সীতা-উদ্ধারে বেরুনোই হলো না। হনুমানের কথা শুনে রামচন্দ্র নিঃশব্দে মধ্যমা থেকে রাম-নামাঙ্কিত, সূর্যবংশের চিহ্ন-সংবলিত, বহু-মূল্য রত্নখচিত অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়টি খুলে নিয়ে পবনপুত্রের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। "এই অঙ্গুরীয় সীতার অতি পরিচিত। এটি নিয়েই বিবাহের পর তিনি আংটি-খেলা খেলেছিলেন বাসরঘরে।"

হনুমান আংটি মাথায় ছুঁইয়ে বিরাট এক সেলাম করে বললেন, "তবে আজ্ঞা করুন, রওনা হই?"

রামচন্দ্র ও সুগ্রীব একসঙ্গে বললেন, "শুভমস্তু, সফল হয়ে এসো মহাবীর!"

সুগ্রীবের রাজসভা থেকে একলম্ফে হনুমান বনমধ্যে উপস্থিত হলেন। অঙ্গদ সেখানে বানর সেনাপতিদের লম্ফনের মাপ নিচ্ছিলেন।

সম্পাতি বলেছেন সীতা আছেন শতযোজন দূরে সমুদ্রপারে লঙ্কাদ্বীপে দক্ষিণ সমুদ্রের মাঝখানে। রাবণরাজা তাঁকে হরণ করে নিজ রাজ্যে নিয়ে গেছেন। নীল,

মৈদ, সুহোত্র, জাম্ববান—প্রত্যেকেরই লংজাম্পের স্প্যান কত, অঙ্গদ জানতে চাইলেন —শতযোজন লাফিয়ে পাবাপার দুবাব কবতে কে পারবেন? দেখা গেল কেউ দশ-বিশ, কেউ আশি-নব্বুই—শতযোজন আব কেউই পারেন না। তখন মহাবীব হনুমানকেই ভয়ে ভয়ে অনুবোধ কবা হলো। তিনি পবনপুত্র। সহস্র যোজনও তাঁব কাছে তুশ্চু। হনুমান সঙ্গে সঙ্গে বাজী। অঙ্গদকে দেখালেন অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় নিযে তিনি প্রস্তুত হযেই এসেছেন। জাম্ববান বযস্ক, জ্ঞানী, তিনি বললেন. "দেখবেন, অভিজ্ঞান অঙ্গুবীয যেন মাছেব পেটে চলে যায় না!"

হনুমান মৃদু হাস্যপূর্বক উত্তব দিলেন, "আমি কি বিবহবিধুবা, অন্যমনা. গর্ভবতী আশ্রমবালিকা, জাম্ববান, যে আংটি তিমি-তিমিঙ্গিলে গিলে ফেলবে?"

বযোবৃদ্ধ বানবদেব নমস্কাব কবে, আকাশেব সূর্যচন্দ্র, পবনদেব, অগ্নি. বরুণ. ধরিত্রী, সমুদ্র ও শ্রীবামচন্দ্রকে প্রণাম কবে হনুমান তো বেড়ি হতে লাগলেন। বেড়ি হওযা মানে সমুদ্র লঙ্ঘনেব যোগ্য আকৃতি ধারণ করতে হবে তো। তিনি শ্বাসরুদ্ধ কবে যোগবলে ফুলতে শুরু কবলেন। ফুলতে ফুলতে তাঁর আকৃতি হলো ঠিক রকেটের মতো, তখন তিনি "জয় বামচন্দ্র" বলে শূন্যে ঝাঁপ দিযে পড়লেন।

কিন্তু মহেন্দ্র পর্বত তো কেপ কেনেডি নয যে বকেটেব টেক-অফ কবা সহ্য কবতে পারবে! সেই প্রবল ইমপ্যাক্টে চড়চড় কবে মহেন্দ্র পর্বতেব বৃক্ষরাজি সমূলে উৎপাটিত হয়ে হনুমানেব পিছু পিছু শূন্যে ধাবিত হলো। পাথব ফেটে উষ্ণস্রোত উচ্ছ্রিত হলো, শিলাখণ্ড উৎক্ষিপ্ত হলো শূন্যে, "হেঁইও" বলে তো হনুমান শূন্যে ভেসে গেলেন। সেই সুমহান দৃশ্য দেখে দেব-দানব-গন্ধর্ব-কিন্নব-মুনি-ঋষি সকলে "কেয়াবাৎ। কেয়াবাৎ।" বলে হাততালি দিয়ে পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন। অঙ্গদ ও অন্যান্য বানববৃন্দ তখন মহানন্দে ফুল কুড়োতে শুরু করলেন। আকাশ থেকে বর্ষিত সেই ফুলের নাম আকাশকুসুম।

হনুমান তখন অনুকূল পবনেব আশ্রয়ে (অর্থাৎ স্নেহময পিতৃক্রোড়ে) নিশ্চিন্ত নির্ভার উড়ে গিয়ে হু-শ কবে সোজা লঙ্কাদ্বীপের উপকূলে নামলেন। পাসপোর্ট ভিসাব ব্যাপার তখনও ছিল. কিন্তু নামটা আলাদা। লঙ্কার দ্বাররক্ষা করতেন শ্রীমতী লঙ্কাদেবী। তিনিই লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং লঙ্কাব রক্ষয়িত্রী। তাঁব সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী না হয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করা অসাধ্য। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে তিনিই লঙ্কাব ইমিগ্রেশন অফিসার।

বিবাশী সিক্কাব এক হনুমানী থাপ্পড়ে লঙ্কাদেবীকে মুহূর্তমধ্যে ভূলুণ্ঠিতা করে হনুমান শিস দিতে দিতে লঙ্কায ঢুকলেন। গালে হাত বুলুতে বুলুতে লঙ্কাদেবী টের পেলেন এবার লঙ্কাব শেষের দিন সমাগত। কিন্তু তিনি কাউকে সতর্ক করতে পারলেন না, কেননা তাঁর ওয়াকিটকি ছিল না। ক্যাসাবিয়াংকাব মতো, তিনি নিজের স্টেশনেই ফিক্সড হয়ে রইলেন।

স্বর্ণলঙ্কায় ঢুকে হনুমান বিস্মযে হতবাক, রুদ্ধশ্বাস। শিস পর্যন্ত বন্ধ হয়ে মুখ হাঁ হয়ে গেল। কিষ্কিন্ধ্যা নগবীর ধনদৌলত কম নয়, কিন্তু স্বর্ণলঙ্কার সঙ্গে তুলনীয়

একমাত্র ইন্দ্রসভা, আর ময়দানব নির্মিত পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদ। তার কোনোটাই হনুমান দেখেননি। তিনি তো রাজবাড়ি দেখার আগে, রাস্তাঘাট, পার্ক আর মালটিস্টোরিড 'বিমান'গুলি দেখেই পরমাশ্চর্য। সোনার তৈরি ঘরবাড়ি—কী তার এলিভেশন, কী তার আর্কিটেকচারাল একসেলেন্স। হনুমান ভুলেই গেলেন তিনি কেন এসেছেন। নিজেকে টুরিস্ট মনে করে তিনি হালকা মেজাজে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এমন সময় রাজপ্রাসাদের সামনে এসে, তিনি একলাফে পাঁচিল ডিঙিয়ে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হলেন। এবং সীতার খোঁজ শুরু করলেন।

রাবণের প্রাসাদ দেখে স্বর্গবাসী দেবতাদেরই মাথা ঘুরে যায়। তো বনবাসী হনুমান। কী উদ্যান, কী ফোয়ারা, কী কুঞ্জবন, কী নাচঘর, কী দীর্ঘ ডাইনিং হল, কী উজ্জ্বল সভাকক্ষ, কী স্বপ্নমদির শয়নমন্দির। আর কী সব পরমা রূপবতী সঙ্গিনী পরিবৃত হয়ে মহাবল মহাগুম্ফধারী দশমুণ্ড রাবণরাজা, তাঁর বিশটি উদয়সূর্যনিভ বিশাল গোলাকার মদমত্ত রক্তচক্ষু অর্ধনিমীলিত করে গভীর নিদ্রামগ্ন। স্বপ্নেও তাঁর চক্ষুতারকা ডাইনে-বামে ছুটোছুটি করছে না—তিনি এতই অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। তাঁর বিশটি হাত বিশটি নিদ্রিত সুন্দরীর গলায় মালার মতো জড়ানো। হনুমান মুগ্ধনয়নে দেখছেন। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হলো অকৃতদার সচ্চরিত্র বানরদের পক্ষে ঘুমন্ত নারীদেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করা অনৈতিক, তবু তিনি বিস্ময়ে দেখলেন, স্বর্ণপুত্তলী রূপসী যন্ত্রমানবীরা বিশাল সব রত্নখচিত মুক্তার ঝালরযুক্ত পাখা নিয়ে সারারাত্রি সারি সারি অগুন্তি রানীদের বীজন করে চলেছে রাবণরাজা সমেত। যদিও চতুর্দিকে উন্মুক্ত বাতায়নপথে মলয়বাতাস বয়ে আসছে পুষ্পচন্দনের গন্ধ মেখে বাগান থেকে।

আরে, রাবণরাজার ঠিক বাঁপাশে ঐ সোনার খাটে ও কে ঘুমিয়ে? ওই তো সীতাদেবী। কী তাঁর স্বর্ণবর্ণ, কী তাঁর শ্রাবণমেঘের মতো কুঞ্চিত কেশভার রত্নজালে শোভিত, কী তাঁর অঙ্গের গঠন, কী পেলব তাঁর আঙুলগুলি, প্রতিটি আঙুলে রত্নাঙ্গুরীয় ঝলসে উঠছে, দেহের সর্বত্র উপযুক্ত রত্নালঙ্কারের শোভা, বেশবাস একটু অবিন্যস্ত হয়ে পড়েছে, কেননা বোঝাই যাচ্ছে তিনি প্রমত্তা অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েছেন, ঘরময় সোনার পানপাত্র ছড়িয়ে আছে, তাঁর টুকটুকে লাল ওষ্ঠাধর অল্প ফাঁক হয়ে আছে, মুক্তোর মতো দাঁত দেখা যাচ্ছে দু'চারটি। মুগ্ধনয়নে দেখতে দেখতে হনুমান ভাবলেন বেশ তো আছেন সীতা এখানে। তিনি কি আর বনে-বাদাড়ে ফলমূল ভোজন আর কুশাসনে শয়ন করবার জন্যে ফিরতে চাইবেন? মহারানী রুমাদেবী বা তারাদেবী হলে নিশ্চয় থেকেই যেতেন। কে জানে অযোধ্যা কেমন? যতই ভালোমানুষ হোন, যতই নারায়ণের অংশে তাঁর জন্ম হোক, রামচন্দ্র তো এক জটাজুটবাঁধা চীরবসনপরা গৃহী, সন্নিসিটাইপের রাজ্যহীন রাজা—রাবণরাজার মতো জম্পেশ চেহারা তাঁর নয়। মাত্র একটাই মাথা। দু'খানা মাত্র হাত। রাবণের ব্যক্তিত্ব কী। আহ। ঘুমন্ত অবস্থাতেও দৃপ্ত পৌরুষ যেন ফেটে বেরুচ্ছে। জ্যোতির মতো অহংকার নিঃসৃত হচ্ছে তার নিদ্রিত ভ্রূভঙ্গে, দাম্ভিক ওষ্ঠের ঈষৎ বঙ্কিম রেখায়, উদ্ধত চিবুকে, পরিপাটি গোঁফে,

জুলপিতে। রাম তো কেঁদেই ভাসাচ্ছেন—হা সীতা। যো সীতা। করে। নেহাতই হনুমান রামভক্ত এবং সৎ লোক, তাই রাবণভক্ত হয়ে পড়লেন না, কিন্তু মনে মনে ভাবলেন, সীতা কি আর ফিরবেন। তারপর মনে পড়লো, অবশ্যই রাবণ লোক ভালো নয়। পরের বউকে চুরি করে আনে যে, সে চোর এবং বদমায়েস। সীতাদেবীকে তো সবাই বলে সতীলক্ষ্মী, ইচ্ছে করেই শ্বশুরগৃহের বিলাসব্যসন ত্যাগ করে সেধেই স্বামীর সঙ্গে বনে এসেছিলেন। তবে কি কোথাও হিসেবে ভুল হচ্ছে হনুমানের? লক্ষ্য করে দেখলেন, যে-নারীকে তিনি সীতাদেবী মনে করছেন তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে বেশ কটি সন্তানের মা হয়েছেন—চিবুকে, নাকের পাশে, চোখের কোণে বিলাসী জীবনের ও বয়সের ছাপ ধরতে শুরু করেছে, যদিও রূপযৌবনে ভাঁটা পড়েনি। কিন্তু সীতাদেবী তো বেশ ক'বছর বনে বনে ব্রহ্মচর্য পালন্ করে বেড়াচ্ছেন, তৃণশয্যায়, ফলমূলে জীবনধারণ করছেন। তাঁর রূপে মেদবাহুল্য থাকবে না ববং কৃশাঙ্গী হওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া তিনি এখনও সন্তানধারণ করেননি। তাছাড়া সীতা যদি গহনা এতই ভালোবাসবেন তবে তিনি বনময় সব অলঙ্কার ছুঁড়তে ছুঁড়তে এসেছিলেন কেন, পথনির্দেশ দিতে? নাঃ, মানুষের নীতিবোধ অন্য, সীতাদেবী হয়তো রুমাদেবী তারাদেবীর মতো না হতেও পারেন। হঠাৎ মদ্যপান করে রত্নালংকারভূষিতা হয়ে নর্মলীলা করতে রাবণের পাশে শুয়ে পড়বেন দশরথের পুত্রবধূ, জনকদুহিতা সীতা, এটা ঠিক নয়। মানুষদের সমাজে মেয়েদের সতীত্ব নিয়ে বড্ডো কড়াকড়ি, ইচ্ছে করলেও চট করে সাহস পাবে না মেয়েরা পরপুরুষ গমন করতে।

অনেক ভেবেচিন্তে হনুমানের মনে হলো—নাঃ, এই রূপবতী আর কেউ হবেন হয়তো, সীতাদেবী নন। এঁর মুখে শোকতাপ উদ্বেগ দুর্ভাবনার ছাপ নেই, শুধুই পরিতৃপ্তি! ইনি হযতো পাটরানী মন্দোদরীই হবেন।

তখন হনুমান প্রাসাদ ত্যাগ করে বেরুলেন। ভাবলেন, যাই, একটু বনে-উপবনে ঘুরে ফলমূল ভোজন করে আসি, ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে বেশ। লম্পঝম্প তো কম করিনি। শত যোজন বলে কথা! এই বলে তিনি ফলের বাগানে ঢুকে মনের সুখে ফলপাকুড় পাড়ছেন আর খাচ্ছেন। পাড়ছেন আর খাচ্ছেন। ইচ্ছেমতো এদিক ওদিক খোসা ফেলছেন, বীচি ফেলছেন, আঁটি ফেলছেন, ডাল ভাঙছেন, পাতা ছিঁড়ছেন। যথাসাধ্য নোংরা করছেন, নষ্ট করছেন রাবণরাজার সাজানো বাগান।

হঠাৎ দেখেন একটু দূরে লাল ফুলে ফুলে রাঙা হয়ে রয়েছে এক অপূর্ব অশোকবন। হনুমান এক লম্ফে অশোকবনে উপস্থিত হলেন। খাবার জন্যে নয়, বাঁদরামির জন্যে। গোছা গোছা ফুলপাতা ছিঁড়ে অশোকবন ধ্বংস করতে লাগলেন। সীতা মিলুক না মিলুক রাবণের বনসম্পদ তো নষ্ট হোক!

হঠাৎ দেখেন অশোকগাছের ছায়ায় চীরবাসপরা এলোচুলে এক দেবীমূর্তি। কিন্তু তাঁর পা মাটি ছুঁয়ে আছে এবং তিনি অঝোরে অশ্রুবিমোচন করছেন। দেখে দেখে হনুমানের চোখ ফেরে না। কী জ্যোতির্ময়ী রূপ তাঁর! উপবাসে কৃশাঙ্গী, চুলে তেল

নেই, রুক্ষ কেশ। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলে লাল, অঙ্গে গহনা নেই। আবে! ওই তো দেবীমূর্তির একপাযে নূপুর। অন্য নূপুরটি হনুমান বামেব কাছে দেখেছেন।

আহ্লাদে হনুমান কিচিরমিচিব কবে উঠলেন। এবং মহোল্লাসে অশোকগাছেব ডাল থেকে ধপাধপ লাফ দিয়ে দিয়ে মাটিতে পডতে লাগলেন বারংবাব। সেই হুপ হুপ শব্দ সীতা তো কান্না বন্ধ করে অবাক চোখ তুলে তাকালেন। অমনি হনুমানে একলাফে তাঁব সামনে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কবে বললেন, "মা জননী। আমি আপনাব স্বামী শ্রীরামচন্দ্রের সেবক হনুমান। আপনাকে পতিগৃহে ফিবিযে নিযে যেতে এসেছি। দযা করে আপনি আমাব স্কন্ধে আবোহণ করুন। আমি এক লহমায শত যোজন অতিক্রম কবে রাবণের পুষ্পকবথেব চেযে ঢেব দ্রুতবেগে আপনাকে শ্রীবামচন্দ্রেব পদতলে উপস্থিত কবে দেবো।"

সীতা তো হনুমানের কথাবার্তা শুনে হাঁ। বলে কি বাঁদবটা? ক্ষ্যাপা বাঁদব নাকি? কামড়ে দিলেই ধনুষ্টঙ্কার, জলাতঙ্ক. আবো কী কী হবে কে জানে? ওবে বাবা। এক তো ছিল ক্ষ্যাপা রাক্ষসের অত্যাচাব। তায আবাব ক্ষ্যাপা বাঁদব? নাকি এ বাবণ ব্যাটাবই নতুন কারসাজি? যেমন সাধু সেজে এসেছিল সেবাবে। অমনি চোখ মুছে ভুরু কুঁচকে ভীষণ রেগে সীতা বললেন, "হ্যাট। হ্যাট। যাঃ! ভাগ। পাজী বাক্ষস। আবাব জ্বালাতে এসেছিস। ও মাগো। এবাবে বাঁদব সেজে এসেছিস? তোব মাযাতে আমি আব ভুলি? হায় পতি শ্রীবামচন্দ্র! হায দেবর লক্ষ্মণ। তোমবা কোথায?"

তখন হনুমান মৃদু হেসে বললেন, "হে দেবি। বৃথা বিভ্রান্ত হবেন না। আমি যথার্থই বানরী অঞ্জনাব গর্ভজাত, পবনপুত্র শ্রীহনুমান। এই দেখুন, এই অঙ্গুবীযটি আপনি চিনতে পাবেন?"

আংটি হাতে কবে সীতা আহ্লাদে হাপুস নয়নে কাঁদতে বসলেন। এব নাম আনন্দাশ্রু। হনুমানও সৌজন্যবশত তাতে যোগ দিলেন। খানিক আনন্দাশ্রুপাতেব পব সীতা বাম-লক্ষ্মণেব কুশল প্রশ্ন কবলেন।

সৌজন্যবিনিময সাঙ্গ হলে হনুমান বললেন. "মা জননী! আব বিলম্ব নয। চেড়ীদের নিদ্রাভঙ্গ হলে বৃথা যুদ্ধে কালক্ষেপ কবতে হবে। ভয নেই. আমাব ঘাড়টি ধবে শক্ত হযে পিঠে বসুন। শ্রীবামচন্দ্র বড়ই অস্থিব হযে বযেছেন। আপনাব জন্য উদ্বেগে তাঁব স্নানাহাব নেই, নিদ্রা-বিশ্রাম নেই—শুধু একবাব কবে লক্ষ্মণকে ধমকাচ্ছেন আর একবাব কবে হাহাকাব কবছেন। বেশি দেবি কবলে তাঁব মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটাও অসম্ভব নয।"

সীতাদেবী তাই শুনে কালবিলম্ব না করে গাছকোমব বেঁধে. "তবে চলো, বৎস হনুমান" বলে উঠে বসলেন। হনুমানও যোগবলে পুনবায় বকেটাকৃতি হযে, "হেঁইওঃ" বলে টেক-অফ করলেন।

হনুমানের সেই অমানুষিক উল্লম্ফনে যে প্রচণ্ড বাযবীয সংঘর্ষ হলো আকাশে

বাতাসে, সেই এলোমেলো বাযুচাপেব ফলে স্বর্ণলঙ্কায অকস্মাৎ আগুন ধবে গেল, অশোকবৃক্ষগুলি উৎপাটিত হযে শূন্যে ছুটলো, ভিত্তিপ্রস্তব নড়ে গিযে সাততলা বিমান বিলডিংগুলি শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হলো, লঙ্কানগবীতে হাহাকাব পড়ে গেল। কেউ বুঝতেই পারলে না কী হযেছে। কেউ বলে ভূমিকম্প, কেউ বলে উল্কাপতন, কেউ বলে সুপ্ত আগ্নেয়গিবি জাগ্রত হযেছে, নাকি কোনো অস্ত্রকাবখানায বিস্ফোবণ ঘটেছে? লঙ্কায তো অন্তর্ঘাতমূলক কাজকম্মো হয না, সেখানে সবাই সুখী। বাবণ বাজত্বে কারুব দৈন্য-দাবিদ্র্য-দুঃখ-তাপ নেই। যা কিছু অন্যায অত্যাচাব সব অন্যদেব বাজত্বে গিযে কবে আসেন প্রজাপালক বাজা বাবণ।

এদিকে হনুমান তো নিজেব চাবিপাশে মাযাময বাষ্পজাল বুনে নিযেছেন যাতে মা-জননী সীতাদেবী দৃশ্যমানা না হন। তাবপব মুহূর্তমধ্যে সমুদ্র পাব হযে তিনি এসে মহেন্দ্র পর্বতে অবতবণ কবলেন। শত যোজন তাঁব অকল্পনীয বেগেব কাছে কিছুই নয। মহেন্দ্র পর্বতের চূড়ায় তাঁকে বিদায দিযে মহাবল বানবগণ তখনও ফিবে যাননি। তাঁবা এবই মধ্যে হনুমানকে প্রত্যাবর্তন কবতে দেখে আহ্লাদে আটখানা হযে কিলকিলা রব শুরু কবে দিলেন। অত্যুজ্জ্বল বাষ্পজালে আচ্ছাদিতা সীতাদেবীকে দেখা যেতে তো তাঁদের উল্লাস শতগুণ বৃদ্ধি পেলো এবং তাঁদেব চীৎকাবে মহেন্দ্র পর্বতেব সব পক্ষিকুল বন ছেড়ে উড়ে গেল, ছোটো ছোটো জীবজন্তুবা ভয় পেযে ইতস্তত ছুটোছুটি কবতে লাগলো এবং বৃহৎ জন্তুরা গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হলো। বানরবা পবস্পবেব দীর্ঘ লাঙ্গুল চুম্বনপূর্বক নৃত্যগীতে মেতে উঠলেন। আকাশপথে আবাব দেব-দানব-গন্ধর্ব-কিন্নব ইত্যাদি ইত্যাদি আবির্ভূত হযে পুষ্পবৃষ্টি কবলেন। যুববাজ অঙ্গদ তখন বানবদের ধমকে বললেন, "চন্দনকাঠেব পালকি বানাও!" সেই পালকি কবে সীতাকে নিযে বানববা শোভাযাত্রা করে সুগ্রীবেব সভায শ্রীবামচন্দ্রেব সন্নিকটে চললেন। অহো! সে কী মধুব মিলনদৃশ্য। বাল্মীকি তা লিখে বাখেননি বলে জগজ্জন সেই স্বর্গীয শোভাব বর্ণনা থেকে চিববঞ্চিত থেকে গেছে।

বাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে ঘিবে বানবগণ তখন প্রচণ্ড আনন্দ উৎসবে মত্ত—তাঁবা ইতিমধ্যে মধুবন ধ্বংস কবে মধুপান কবে সকলেই পানোন্মত্ত হযে এসেছেন এবং বামচন্দ্র সে অপরাধ ক্ষমাও কবে দিযেছেন—নিজের গলাব বহুমূল্য বত্নমাল্যটি রামচন্দ্র হনুমানেব কণ্ঠে পবিযে দিযেছেন এবং বলেছেন, "হে বানবকুলশ্রেষ্ঠ! আজ থেকে আপনি অমব হলেন।" তাবপব সীতাকে বাম অঙ্কে তুলে বসিযে, তাঁব কপাল থেকে রুক্ষ চূর্ণ অলক যত্নে সবিযে দিযে, তাঁব গোলাপ-পাপড়িব মতো কর্ণকুহরে মাঝে মাঝে কী সব অশ্রুত মৃদু গুঞ্জন কবছেন, যা শ্রবণের ফলে সীতা আহ্লাদে শিহবিত হচ্ছেন এবং তাঁব গল গণ্ড সবই বক্তিম হযে উঠছে—

লক্ষ্মণ অবিশ্যি এসব কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না, কেননা তিনি তো সীতাব পা'দুটি ছাড়া কিছুই দেখেন না। তিনি অন্য নূপুরটি যথাস্থানে পরিযে দিচ্ছেন—

হেনকালে, সেই মধুময় মুহূর্তকে দীর্ণ বিদীর্ণ করে একটি বল্মীকের স্তূপ সহসা নড়ে উঠলো। এবং তদভ্যন্তর থেকে ক্রোধোন্মত্ত বাল্মীকিমুনি নির্গত হয়ে যৎপরোনাস্তি রোষকষায়িত রক্তলোচনে কটুভাষণে শ্রীরামচন্দ্রকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। বাল্মীকি বললেন—"ধিক ধিক দাশরথি, রাজীবলোচন, রামরূপী লক্ষ্মীপতি শ্রীনারায়ণ। এই কি আপনার উচিত কাজ হচ্ছে? মনুষ্য অবতার হয়ে জন্মেছেন বলেই কি মানুষী সংস্কার আপনার দৈবচরিত্রের এতই গভীরে প্রবেশ করেছে যে আপনি বিস্মৃতই হয়েছেন, আপনার মনুষ্যজন্ম নেবার উদ্দেশ্যটা কী ছিল? রাবণের দ্বারা সীতাহরণ করানোরই বা উদ্দেশ্যটা কী ছিল? কেঁদে কেটে একশা হয়ে শেষকালে কিনা একটা বাঁদরকে দিয়ে সীতা উদ্ধার করিয়ে এনে আহ্লাদে আটখানা হয়ে সাত তাড়াতাড়ি প্রেমকূজন শুরু করেছেন? বলি, এবারে রামরাবণের যুদ্ধ তবে হবে কেমন করে শুনি। সেই কৃত যুগ, ত্রেতা যুগ দুই যুগ ধরে যে-মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি চলেছে স্বর্গে-মর্ত্যে-পাতালে, যার জন্যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে দশ মাথা (চার প্লাস এক প্লাস পাঁচ) এক করে প্ল্যান করতে হয়েছে, সেই যুদ্ধটারই তো মূলে হা-ভাত করে ছেড়ে দিয়েছে এই ব্যাটা অতিপক্ক, ওভারস্মার্ট বাঁদর। ধরিত্রী যে রাবণের পাপে ডুবুডুবু। এখন ধর্ম সংস্থাপনই বা হবে কেমন করে, আমিই বা রামায়ণ লিখব কী নিয়ে?"

রাম লজ্জায় অধোবদন দেখে মুনি এবার সীতাকে নিয়ে পড়লেন—"আর আপনাকেও সত্যি বলিহারি যাই মা সীতাদেবী। সুলক্ষণা রাজকন্যা রাজবধূ হয়ে, একটা সামান্য মুখপোড়া হনুমানের গলা ধরে ঝুলে পড়তে আপনার লজ্জা-ঘেন্না হলো না? পরপুরুষের স্পর্শে আপনার কি পাপের ভয়ও করলো না? নাকি সে-সব রাক্ষসের খপ্পরে পড়ে—"

সীতাদেবী তো রামচন্দ্রের মতো ভালোমানুষ নন—তিনি আগুনের মতো ফোঁস করে উঠলেন—

"মুখ সামলে কথা বলবেন ঋষিমশাই। জানোয়ারের আবার পরপুরুষ কী? বাঁদর কি মানুষ? পিতৃগৃহে কত অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণ করেছি কেবলমাত্র ব্যায়ামের উদ্দেশ্যে, তাতে পাপ হয়নি—শ্বশুরগৃহে কত হস্তিপৃষ্ঠে ভ্রমণ করেছি বায়ুসেবনের উদ্দেশ্যে, তাতেও পাপ হয়নি, আজ আমি বানরপৃষ্ঠে শত্রুগৃহ থেকে পলায়ন করেছি, এবং স্বামীর কাছে প্রত্যাগমন করেছি—তাতেই পাপ হয়ে গেছে? কেন? আমি বল্মীকের মধ্যে চাপা পড়িনি বলেই কি আমি নীতিজ্ঞা নই? অযোনিজা কন্যাকে সামান্যা রমণী ভাববেন না মুনিবর। একটু সাবধানে বাগবিস্তার করবেন, মনে রাখবেন আমারও জন্ম লক্ষ্মীর অংশে। আজ যে-হনুমানের কাঁধে আমি চড়েছি তিনি আমার পুত্রবৎ। আমাকে জননী সম্বোধন করেন। হায় সংস্কার। আজ উইপোকার কল্যাণে আপনি মুনিঋষি বনে গেলে কি হবে, ছিলেন তো সেই চোর-ডাকাতই—মনের মালিন্য আপনার কাটেনি মুনিবর। অঙ্গার শতধৌতেন ইত্যাদি।"

সীতার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধমক খেয়ে বাল্মীকি কী বলবেন ভেবে পেলেন না, রাগে তাঁর বাগরোধ হয়ে গেল। তিনি তোতলাতে শুরু করলেন। রামচন্দ্র দেখলেন সর্বনাশ। মহাকবি যদি তোতলা হয়ে যান, তবে তো আদিকাব্য রচনাই হবে না। তিনি তাড়াতাড়ি ব্যাকুলস্বরে বলে উঠলেন—"থাক থাক ওসব কথা! তাহলে, সীতা, বলো তো দেখি, এখন কী করি? সত্যিই তো আমারই কথা ছিল তোমাকে উদ্ধার করতে গিয়ে রাবণকে সবংশে নিধন করে স্বর্গে মর্ত্যে পাতালে সনাতন ধর্ম পুনঃসংস্থাপন করার। রাবণের পাপে সৃষ্টি ডুবুডুবু। এখন কী হবে? কসমিক অরডার নষ্ট হতে চলেছে —সব যে ভণ্ডুল হয়ে গেল।"

ধনুকের মতো ভুরু দুটিকে খড়গের মতো বক্র করে সীতা বললেন—"ভণ্ডুলের কী আছে আর্যদেব? ওই উইপোকামুনির কথা ছাড়ুন তো আপনি নাথ। সব ঠিক করে দিচ্ছি—একটু ভুল না হয় হয়েই গেছে, তা বলে সেটা সংশোধন করা যাবে না কেন? মহেন্দ্র পর্বত আর অশোকবন তো এইখান থেকে এইখানে। উঠলুম আর নারলুম। চোখের পলকে পৌঁছে যাবো। চলো তো বৎস হনুমান। আরেকবারটি তোমার পিঠে চড়ে বসি। আলসে চেড়িগুলো নিশ্চয়ই এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি। তাড়াতাড়ি যাবেন কিন্তু প্রভু। অকারণ দেরি কোরো না যেন দেবর লক্ষ্মণ। চলো বৎস ফিরে যাই। হুঁঃ।" বলে সীতা বাল্মীকির দিকে অবজ্ঞার চাউনি দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

"যথা আজ্ঞা মা-জননি। জয় হোক শ্রীরামচন্দ্রের।" বলে সর্বশক্তি সংহত করে আরো একবার যোগ-বলে স্পেসরকেটাকৃতি হয়ে হনুমানজী আকাশে উড্ডীন হলেন। এবার শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্য উপস্থিতির কারণে গাছপাথর সবকিছু স্বস্থানেই রইলো। বানরগণ উড্ডীয়মান হনুমানের দিকে সাদা রুমাল নেড়ে বলতে লাগলেন, "শুভ হোক যাত্রাপথ।"

বাল্মীকি দাঁতে দাঁত চেপে সব দেখলেন। আর মনে মনে বললেন—"বড্ডো তেজী মেয়েমানুষ, না? আচ্ছাঃ, আমিও মহাকবি বাল্মীকি। দেখে নেবো। স্বামীর কোলে বসে বসে মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনা? হবে। হবে।—তোমার কী হাল করি, তুমি দেখো। একেবারে আমার সেই ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চীর অবস্থা করে ছেড়ে দেবো। কলম যার হাতে, ভবিষ্যৎ তার হাতে।"

তারপর তো সবাই জানি সীতার কী কী হয়েছিলো।

রাজকুমারী কামবল্লী

সীতা স্নানে গিয়েছিলেন। লক্ষ্মণ ফল-পাকুড় তুলে এনে ধুয়ে কেটে পদ্মপাতায় বেড়ে রাখবেন—সীতা এলেই তাঁরা দুপুরবেলা খেতে বসবেন। রামচন্দ্র তাঁর নীলকমলের মতো চোখদুটিকে আকাশছোঁয়া ঘন বৃক্ষরাজির মাঝে মাঝে ঝলসে-ওঠা সূর্যের দিকে নিবদ্ধ করে বেলা কত বোঝবার চেষ্টা করছিলেন। স্নানে গেলে সীতার সময়ের জ্ঞান থাকে না, তিনি জলে ভেসে বেড়ানো হাঁসদের সঙ্গে সাঁতার কাটেন। জলের তলায় খেলে বেড়ানো মাছেদের সঙ্গে ঠাট্টাতামাশা করেন. বনের জীবজন্তু গাছগাছালি. মাছ, ব্যাঙ সকলের সঙ্গেই তাঁর ভাব কিনা? "আমিও ধরিত্রী মাতা'র সন্তান. ওরাও।" সীতা ওদের ভাষা বুঝতে পারেন। গাছের ভাষা, ফুলের ভাষা. পাখির ভাষা, মাছের ভাষা। কিন্তু রাম তো সভ্য সুন্দর রাজপুরুষ। তিনি জানেন রাজসভার ভাষা। বনের ভাষা তিনি জানেন না, তাঁর ভাই লক্ষ্মণও জানেন না। সীতা না এলে খাওয়া হবে না, এদিকে দুই ভাইয়েরই জঠরাগ্নি জাগ্রত হয়েছে। লক্ষ্মণের বদ অভ্যেস, দাদা বৌদিকে আগে খেতে দিয়ে, তারপরে নিজে খাবেন। অথচ এটা যদি বন না হয়ে অযোধ্যা হতো? তাহলে রাম-লক্ষ্মণকে বেড়ে দিয়ে, সীতা খেতেন সবার শেষে। কিন্তু বনের নিয়ম আলাদা। এখানে রাজধানীর নিয়ম চলে না। রামচন্দ্র এখানে বানপ্রস্থে আছেন. তাঁরা না-গৃহস্থ. না-সন্ন্যাসী। তরুণ তপস্বীর পোশাক তাঁদের, কিন্তু তেমন ঘোর তপস্যা কিছু করছেন না. সত্যি বলতে কি. মৃগয়া-টিগয়াও করেন। হাতে ধনুর্বাণ আছে। রাক্ষস খোক্কসদের তাড়াতেও ধনুর্বাণ দরকার, বাঘসিংগির হাত থেকে রক্ষা পেতেও ধনুর্বাণ চাই. মাঝেমধ্যে মাংস খাবার ইচ্ছে হলেও তো তীর-ধনুক লাগে। দণ্ডক অরণ্য জায়গাটি বড় চমৎকার। ছায়া-ময়. মায়াময় সবুজ। ফুলে ভরা লতাকুঞ্জে ছাওয়া. পদ্মভরা হ্রদ আছে কত। গাছের মৌমাছির চাক থেকে মধু ঝরে ঝরে পড়ে. পাতায় করে ধরে নেওয়ার অপেক্ষা। বনবাসী রামচন্দ্রের খাওয়াদাওয়া মন্দ হচ্ছে না। ফলও ফলে আছে বটে হরেক রকমের। যেমন স্বাদ, তেমন গন্ধ. তেমনি সুদৃশ্য। অযোধ্যার জীবনের চেয়ে এখানটা অনেক শান্তিপূর্ণ. অনেক নিশ্চিন্ত। রাজসভার কুটিলতা জটিলতা নেই, নগরের হট্টগোল নেই। লক্ষ্মণ, সীতা. রামচন্দ্র. সুখেই আছেন। রাজ্যলোভ তাঁদের কারুরই ছিল না. লক্ষ্মণ একটু অধৈর্য, একটু রগচটা, মাঝে মাঝে রাক্ষস-টাক্ষস. দত্যি-দানবদের সঙ্গে ঝগড়া করে বসেন। তাছাড়া—বলতে নেই. কৈকেয়ীমাতার ইচ্ছেয় তাঁরা ভালোই —হঠাৎ রামচন্দ্রের চিন্তার স্রোতে ধাক্কা লাগলো। তাঁর সামনে এক অপরূপা সুন্দরী নারী এসে দাঁড়িয়েছেন। কোথা থেকে এমন চকিতে উদয় হলেন ইনি? কই. একে তো আসতে দেখিনি? কোন পথে এলেন? নাকি আমি এতই অন্যমনস্ক ছিলাম যে নজর করিনি? তেরো বছর পার হয়ে গেছে, আর একটা বছর বাকি। তাই

বামচন্দ্র অতীত ভবিষ্যৎ ভাবছিলেন। কিন্তু এই নারীর রূপের দিব্য বিভা যে-কোনো ভাবনাব বাবোটা বাজিযে দিতে পাবে। এ নিশ্চয় কোনো অপ্সবা, স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে. বাম-লক্ষ্মণেব তপস্যাভঙ্গ কবতে। ভাবি তো তপস্যা। তাব আবাব ভাঙাভাঙিব কী আছে? ইন্দ্রেব সবতাতেই বাড়াবাড়ি। তিনি কি জানেন না যে বামচন্দ্র বিষ্ণুব অবতাব. তাঁব ইন্দ্রেব সিংহাসনে ডিমোটেড হযে যাবাব কোনোই বাসনা নেই? অকস্মাৎ স্বর্গ থেকে হুবী পবী অপ্সবী পাঠিযে দিলেই হলো? একটা সময অসময নেই? এই ঠিক দুপুববেলা খালি পেটে সীতার জন্য অপেক্ষা কবছি এমন সমযে হঠাৎ সুপথ থেকে চ্যুত কবে কুপথে ফুসলিযে নিযে যাবাব জন্য —হঠাৎ সেই সুন্দবী বললেন. "হে শ্যামল শোভন মহীরূহেব মতো সতেজ, বসন্ত ঋতুব মতো উজ্জ্বল মুখশ্রী, বজ্রেব মতো শক্তিমান পুণ্য দেহেব অধিকারী শ্রীবামচন্দ্র। হে বাজীবলোচন. দীর্ঘবাহু. যেহেতু মাটিতে আপনার ছায়া পড়ছে, আপনি যেহেতু মেঝে স্পর্শ কবে বসে আছেন. সেহেতুই শুধু বোঝা যাচ্ছে যে আপনি দেবতা নন, মবমানব মাত্র। কিন্তু আপনাব এই দেবদুর্লভ রূপেব তুলনা পৃথিবীতে আপনি কেবল একা আমারই মধ্যে পাবেন। আপনাব সঙ্গে মিলন পবিকল্পনা কবেই আমাব জন্ম দেওয়া হয়েছিলো। তাই আপনাকে দর্শনমাত্র আমি স্বামী রূপে গ্রহণ কবেছি, হে বাম, আপনার প্রেমে আমি জবজব। আমাকে গ্রহণ করে দয়া করে ধন্য করুন। আমি অনন্যপূর্বা, কুমাবী কন্যা!"

রামচন্দ্র দেখলেন। যেন আকাশ থেকে খসে পড়া স্থিব বিদ্যুৎলতাব মতো স্বর্ণবর্ণা একটি তন্বী তরুণী, তাব পদ্মফুলেব মতো আনন থেকে সরলতা এবং মাধুবীব দিব্য বিভা বিচ্ছুবিত হচ্ছে চন্দ্রকিবণেব মতো—ময়নাপাখিব চোখেব মতো টানা টানা দুটি চোখে তাব শাণিত তরবাবিব মতো ধাব, ময়ূবেব মতো গর্বিত ভঙ্গীতে সে দাঁড়িয়ে আছে, তাব কথা থেকে যেন মধু ঝবে পড়ছে আব সুবভি ছড়িযে পড়ছে। উজ্জ্বল—ঠিক যেন স্বর্গেব আলোকলতাব মতো। কল্পতরুব মতো পুরুষেব ইচ্ছাপূবণেব আধার তার সর্বশবীব। বনবাসী শ্রীরামচন্দ্রেব দেহে গোপন বোমাঞ্চ হলো। তিনি সহসা কাম-শিহবিত হলেন। এত রূপ, এত আকর্ষণ. এ কী নশ্বব শরীবে সম্ভব? বামচন্দ্র বললেন—"হে কন্যা, তুমি কে? তোমার নাম কী? তোমাকে দেবলোকবাসিনী বলে মনে হয। তোমার পরিচয় কী? এই ঘোব অবণ্যে তোমাব মতো রূপবতী তরুণী একা একা কেমন কবে এসে পড়তে পাবে?"

তরুণী উত্তর দিলেন—"আমি কামবল্লী, ব্রহ্মার প্রপৌত্রী, বিশ্রবার কন্যা, লঙ্কাপতি বাবণ, ধনপতি কুবেব, মহাবলী কুম্ভকর্ণ, মহাজ্ঞানী বিভীষণ এঁবা সবাই আমার দাদা হন। আমি প্রভাবশালিনী, স্বচ্ছন্দগামিনী, আত্মপ্রতিষ্ঠ, স্বাধীনা। আমার দীর্ঘ তপস্যালব্ধ বলের ফলে আমি যেমন চিরযৌবনা, আমি তেমনিই অজেযা। আমি সর্বত্রই একাকিনী বিচরণ করতে পাবি, কেননা স্বেচ্ছায় দুর্বল না হলে দেব দানব যক্ষ রক্ষ মানুষ বা পশু কেউই আমার বল হরণ করতে পারে না। কায়মনোবাক্যেই আমি কুমারী,

সেখানেই আমার শক্তির মূল।" কামবল্লীর মধুর বাক্য ও মধুরতর রূপে বিমুগ্ধ রাম বললেন—"কিন্তু রাক্ষসীরা রূপহীনা হয়। তুমি রাক্ষসী হয়ে এত রূপ কী করে পেলে? তাছাড়া স্ত্রীলোকের দেহে তো বল এবং রূপ একত্রে থাকে না? বলবতী হলে সে করালদর্শনা হবে। নতুবা মোহিনী।" কামবল্লী জলস্থলে রোমাঞ্চ তুলে মৃদু হেসে বললেন—"হে দিব্যকান্তি, মহাবল রামচন্দ্র, আমার তপস্যার ফলেই আমার এই দিব্যশ্রী এবং এই অলৌকিক বলপ্রাপ্তি ঘটেছে। শুধু আপনাকে লাভ করার আশাতেই আমার তপস্যা। স্বামী, এতদিনে আপনি এসেছেন। আমার বিলম্ব আর মোটে সইছে না প্রভু, আপনার দীর্ঘবাহুতে আমাকে গ্রহণ করে ঐ বলিষ্ঠ উরুতে আমাকে বসিয়ে ধন্য করুন। তীব্র কামজ্বরে আমি পীড়িতা।" শুনে একটু বিচলিত স্বরে শ্রীরামচন্দ্র বললেন—"হে কন্যা আমি তো মানুষ মাত্র। তুমি দেবতাদের আকাঙ্ক্ষিতা। কিন্তু তোমাকে আমি গ্রহণ করি কী উপায়ে? আমি সচ্চরিত্র পুরুষ বিবাহ না করে কোনো নারীকে যে আমি অঙ্কশায়িনী করতে পারি না।" কামবল্লী বললেন—"ওঃ এই? আমিও তো সতী নারী, আমিও কি আপনাকে বিয়ে না করে জার রূপে চেয়েছি? এই যে শতযোজনগন্ধা পারিজাত কুসুমের মাল্যদুটি আমার হাতে কেন আছে? গান্ধর্ব বিবাহ করে আমরা এখানেই মিলিত হবো।"

রামচন্দ্র মালাবদল করে বিয়ের কথাটা দু'মিনিট চিন্তা করে বললেন—"কিন্তু তা কী করে হয়? তুমি ব্রহ্মার নাতনি ব্রাহ্মণী। আমি সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় পুরুষ। স্ত্রীরত্ন দুষ্কুলাদপি বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণী বিবাহ ঠিক নয়। ক্ষত্রিয় হয়ে এ-কর্ম আমি পারি না।"

আকুলস্বরে তরুণী জবাব দেন—"কিন্তু আমার জননী তো রাজকন্যা এবং ভাইরা তো ক্ষাত্রধর্ম পালন করেন, তাঁরাও রাজা। এক্ষেত্রে আপনার বাধা কিসের? আমি তো নিজেকে ব্রাহ্মণী বলে জানি না। আমি তো মৃগয়া করি, আমি ক্ষত্রিয়াই। আসুন, যুবরাজ।"

শ্রীরামচন্দ্র তরুণী রাক্ষসীর বাকচাতুর্যে আরও মোহিত হয়ে পড়লেন। তার সাহচর্য শ্রীরামকে বনের মধ্যে যেন রাজসভার নাগরিক আবহাওয়া স্মরণ করিয়ে দিলো। কিন্তু সংযম পালনে অভ্যস্ত, চতুর এবং চতুর্বর্গজ্ঞানী শ্রীরামচন্দ্র বললেন —"কিন্তু রাক্ষসদের সঙ্গে আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, হাবভাব, রুচিটুচি কিছুই তো মেলে না। রাক্ষসরা নরমাংসভুক, তারা চণ্ডস্বভাব"—শূর্পণখা তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন— "কিন্তু আমি তো বহুকালই তাদের আশ্রয় ত্যাগ করেছি, তাদের সাহচর্য এড়িয়ে চলেছি। তবেই তো তপস্যা করা সম্ভব হয়েছে। এই রূপ এই জ্যোতি কি অমনি অমনি লাভ করেছি? কেবল বিভীষণের মতো ধর্মপ্রাণ শুচিস্বভাব রাক্ষসদের সঙ্গেই আমার যোগাযোগ। হে রামচন্দ্র, বৃথা ভাবনা করে সময় নষ্ট করবেন না। আমাকে কোলে নিন, শীগগির।" অগত্যা রামচন্দ্র বললেন—"নশ্বর মানুষ হয়ে আমি কোন সাহসে নরভুক রাক্ষসীকে বিয়ে করি? রাগ হলে, দাম্পত্য-কলহ হলে তুমি তো

আমাকে চিবিয়ে খেয়েই ফেলবে ঘাড় মটকে?" তখন তাঁর মুক্তোর মালার মতো দাঁতে বিদ্যুতের মতো হাসির ঝিলিক দিয়ে সুন্দরী শূর্পণখা বললেন—"এই দন্তরুচিকৌমুদী কি কাঁচামাংস চিবুনোর উপযুক্ত বলে মনে হচ্ছে? এই পেলব পদ্মমৃণালের মতো বাহু কি আপনার ঘাড় মটকাতে পারে?" রামচন্দ্র মাথা নেড়ে বললেন—"কী জানি বাবা. তোমরা রাক্ষসী, ইচ্ছারূপিনী। ইচ্ছা করলেই মূলোর মতো দাঁত, কুলোর মতো নখ, আগুনের মতো চোখ বের করে, সিংহের মতো গর্জন করে আমাকে মুহূর্তেই মাংসপিণ্ডে পরিণত করতে পারো। আমি নশ্বর মানুষ, বনবাসী ব্রহ্মচারী, আমি কি তোমার দৈববলের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবো? তারপর ধরো যদি বিয়ের খবর পেয়ে তোমার মহাবলী রাক্ষসদাদারা তেড়ে আসেন? ওরে বাবা।" অস্থির কামবল্লী বললেন—"হে রামচন্দ্র! 'ওরে বাবা' বাক্যাংশ আপনার মুখে মানায় না। তাছাড়া ওইজন্যই তো তাড়া দিচ্ছি। চটপট বিয়েটা সেরে ফেললে আর ভয় নেই। দাদারা চাইবেন না তাঁদের বোন বিধবা হোক।" শ্রীরামচন্দ্র বললেন—"তার চেয়ে বরং তাঁদেরই ডেকে আনো। তাঁরা তোমাকে আমার হাতে ধর্মমতে সম্প্রদান করুন।" কামবল্লী বললেন—"হায় রাম! হায় রাম! আপনি কেন বুঝতে পারছেন না আমার দাদারা কদাচ স্বেচ্ছায় আমাকে আপনার হাতে সম্প্রদান করবেন না? কিন্তু একবার বিবাহ হয়ে গেলে আমার জীবনে তাঁরা কোনো অনিষ্টও ঘটাবেন না। এ-বিবাহে আপনি রাক্ষসকুলের জামাই হয়ে নিশ্চিন্তে রাজত্ব করতে পারবেন। রাবণের ভয়ে স্বর্গের দেবতারাও কাঁপেন। তাঁরাই আমার দাদার প্রাসাদ ঝাঁটপাট দেন, বাগান করেন, পাকশালে রান্না করে দেন। রাবণের দাসদাসী দেবতারাই। হে রাম, আসুন পুণ্যকর্মটা সেরে ফেলি।" রাম বললেন, "কিন্তু কেউ সম্প্রদান না করলে—এভাবে গান্ধর্বমতে—এটা কি ঠিক গ্রাহ্য হবে অযোধ্যানগরীতে?" তখন কামবল্লী বললেন—"হে রামচন্দ্র, আমি তো অবলা, পুরুষশাসিতা. তুচ্ছ মানুষী নই। আমি সবলা, স্বাধীনা. মুক্ত রমণী। অন্যে আমাকে সম্প্রদান করবে কেন? আমি নিজেই নিজের অধিকারিণী। আসুন. এই পারিজাত কুসুম আমার দাদা কুবেরের বাগানে ছাড়া ফোটে না. এর সুগন্ধ তিন ভুবনে ছড়িয়ে পড়ে। এই দিব্যমালা আমাকে পরিয়ে দিন। আপনার এত দ্বিধা আমি বুঝতে পারছি না। কবিতা ও বণিতা স্বয়মাগতা হলে সুখদা হয়, এ কি আপনি জানেন না?"—এই বলে সোনার নূপুর ঝমঝমিয়ে দিব্যমালা হাতে কামপীড়িতা কামবল্লী নয়নের ধনুকে জ্যা-রোপণ করে মদনবাণ ছুঁড়লেন ও রামের দিকে ধেয়ে গেলেন।—"এসো, প্রভু এসো, আমার আর বিলম্ব সইছে না।"

রামচন্দ্র মদনবাণে আহত হয়েও আত্মরক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছেন। হায়! শ্রীরামচন্দ্র যদি অর্জুন হতেন, তাহলে তাঁকে এই সমস্যায় জর্জরিত হতে হতো না। কিন্তু তিনি রাম অবতার। সীতা ভিন্ন আর দ্বিতীয় নারীকে তাঁর জীবনে ঠাঁই দেবার উপায় নেই। অথচ কামশরে তিনিও কি কিঞ্চিৎ উৎপীড়িত নন? স্বেদবিন্দু

কি তাঁর শ্যামল শরীরেও কণ্টকের মতো ফুটছে না? শরীরের সব লোম কি খাড়া হয়ে ওঠেনি? রোম-হর্ষণ কি একেই বলে না? এই ঘোর অরণ্যে সময় যেন কাটতে চায় না। এই অতিরূপসী কন্যাটির সহজ সপ্রতিভতায়, সারল্যে এবং মানুষীদের মধ্যে অদৃষ্টপূর্ব দুঃসাহসে রাম বিমোহিত হয়ে পড়েছেন। কামবল্লীর সঙ্গে কথা বলতে তাঁর খুব ভালো লাগছে। ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে সময়টা দিব্যি কাটছে। সীতা স্নান থেকে ফেরেননি। লক্ষ্মণের ফল কোটা শেষ হয়নি। লক্ষ্মণ তাঁর নিজের কুটিরের দাওয়ায় বসে পেছনে ফিরে, নিজের মনে ফলমূল ছাড়াচ্ছেন, পদ্মপাতায় সাজাচ্ছেন। তিনি কামবল্লীকে দেখতেও পাননি, রামচন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্তাও শুনতে পাননি। এসব কাণ্ডকারখানার কিছুই তিনি জানেন না। তাঁর গৌরবর্ণ পেশীবহুল পিঠ, সিংহের মতো সরু কোমর আর কোঁকড়া চুলে ভরা বলিষ্ঠ ঘাড় দেখা যাচ্ছে।

এমন সময়ে সীতা স্নান সেরে ফিরলেন কলসীতে জল নিয়ে। এটাও লক্ষ্মণই আনেন সাধারণত। সীতার পেছু পেছু হেলতে দুলতে এলো ময়ূরকণ্ঠী একঝাঁক হাঁস, তাদের ন্যাড়া ছানাদের সারি সঙ্গে নিয়ে। সীতাও হংসগামিনী। হাঁসেরাও তাই। সীতা খেয়ে উঠে তাদের ফলমূলের কুচি দেবেন তাই তারা এসেছে।

কামবল্লী শূর্পণখা সীতার কথা জানতেন না। তাঁকে দেখেই বুঝলেন ইনি রামের স্ত্রী এবং রামের সকল দ্বিধার কারণ। অনেক তপস্যা করে শূর্পণখা যে দিব্য রূপলাবণ্য অর্জন করেছেন, সীতা জন্মসূত্রেই সেই সৌন্দর্যের অধিকারিণী। শূর্পণখা বুদ্ধিমতী, তিনি বুঝতে পারলেন, সীতা স্বাভাবিক নিয়মেই সেইসব গুণেও মণ্ডিতা, যা শূর্পণখাকে তপস্যা করে পেতে হয়েছে। শূর্পণখার প্রচণ্ড ঈর্ষা হয়ে গেলো। সিক্ত বল্কলে, সদ্যোস্নাত সীতার পূর্ণযৌবন ষোলোকলায় প্রস্ফুটিত। রাম যে এতক্ষণ তাঁর সঙ্গে রঙ্গরসিকতা করছিলেন মাত্র, শূর্পণখাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার কোন ইচ্ছাই যে তাঁর ছিল না, সেকথা বুঝতে আর দেরি হলো না রাজকুমারী কামবল্লীর। তিনি তখন কামপীড়িতা এবং প্রণয়ে কাতর, রামের এহেন প্রবঞ্চনায় তাঁর যন্ত্রণা দ্বিগুণ বর্ধিত হলো। অরণ্যমধ্যেও এত সুন্দরী স্ত্রী যাঁর, তিনি শূর্পণখাকে নিয়ে তাহলে এতক্ষণ তামাশা করছিলেন? শূর্পণখার হৃদয় কেঁপে উঠলো। প্রথমে তাঁর ইচ্ছে করলো এক ঢোকে সীতাকে গিলে ফেলতে। কিন্তু সীতার চোখে যে সারল্য এবং বিস্ময় বিস্ফারিত—শূর্পণখা তার স্বরূপ চিনতে পারলেন। তিনি বুঝলেন, শুধু শূর্পণখাকেই নয়, সীতাকেও প্রতারিত করেছেন শ্রীরামচন্দ্র, এতক্ষণের রহস্যালাপে কালযাপনের সঙ্গিনী হিসেবে শূর্পণখাকে ব্যবহার করে।

সীতা শূর্পণখাকে দেখে খুবই অবাক এবং রামের চোখমুখের ভাব দেখে তাঁর বুঝতে বাকি রইলো না যে রাম রীতিমতোই বিমুগ্ধ হয়েছেন। সীতা যদিও শূর্পণখাকে রাক্ষসী বলে চিনতে পারেননি, তাঁর সঙ্গী হাঁসের ঝাঁক কিন্তু ঠিকই চিনেছে। তারা রাক্ষসী দেখে ভয়ে কেঁপে প্যাঁক-প্যাঁক করে চেঁচিয়ে ঠেলাঠেলি করে হু-হুশ করে পালিয়ে গেলো। কিন্তু বাচ্চাগুলো উড়তে শেখেনি, তারা প্রাণভয়ে সীতার কাছেই

আশ্রয় চাইলো। তারা সীতাকে বললো—"ঐ রাক্ষসীর কাছ থেকে তুমিই মায়ের মতো আমাদের রক্ষে করো।" সীতা তখন বুঝতে পারলেন, এই রূপসীটি আসলে রাক্ষসী। তিনি হাঁসের ছানাদের বুকে তুলে নিলেন বটে, কিন্তু নিজেই ভয়ে অজ্ঞান হবার যোগাড়। সীতার ভয় দেখে রাম শূর্পণখার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করা ছেড়ে, সীতাকে জড়িয়ে ধরে কুটিরে নিয়ে গেলেন। আর রামচন্দ্র সীতাকে জড়িয়ে ধরেছেন দেখে শূর্পণখার মনে তীব্র মাৎসর্য-যন্ত্রণা হলো। তিনি দৃশ্যটা সইতে পারলেন না। দৌড়ে পাশের কুটিরে লক্ষ্মণের কাছে ধেয়ে গেলেন। তক্ষুনি, ঠিক তক্ষুনি অমনিই একটি কঠিন বাহুর কোমল আলিঙ্গনের জন্য শূর্পণখার দেহমন দুই-ই তৃষিত হয়ে উঠলো। তিনি করজোড়ে লক্ষ্মণকে অনুনয় করলেন—"হে রূপবান রাজপুত্র, আমার দিকে একবার চেয়ে দেখো। দেখো আমি সুন্দরী, সুলক্ষণা ও তরুণী। রাজকুলনারী কামবল্লী আমার নাম। আমি তোমার প্রেম প্রার্থনা করি।" ততক্ষণে লক্ষ্মণের ফল কোটা হয়ে গিয়েছিলো। তিনি পেছন ফিরে শূর্পণখার চোখ-ঝলসানো রূপ দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। শূর্পণখাও তা টের পেলেন। কিন্তু লক্ষ্মণও রাজস্বভাব মানুষ, রামেরই মতো। তাঁরা অনেক সাজানো-গোছানো সভাসুন্দর আলাপ শুনতে অভ্যস্ত। এমন সোজাসুজি আসল কথায় চলে আসতে কাউকেই দেখেননি।

শূর্পণখা আবার বললেন—"তোমার দাদার না হয় বৌ রয়েছে। তুমি তো একা, সঙ্গিনী রহিত। আমি অভিজাতবংশীয়, কুমারী কামবল্লী আমরা নাম। ব্রহ্মার নাতনী, বিশ্রবার কন্যা লঙ্কাধিপতি রাবণ, ধনপতি কুবের, নিদ্রাবীর কুম্ভকর্ণ, ধর্মবীর বিভীষণ, এঁরা সকলেই আমার দাদা। আমিও তাঁদের মতোই মহাবলী। আমার যে এই রূপ যৌবন—এ চিরন্তন, অনশ্বর। কেননা আমি কঠিন তপস্যাবলে এই বর অর্জন করেছি। আমি কোনদিন জরতী হব না। হে পরম রূপবান রাজপুত্র, তুমি দয়া করে আমাকে গ্রহণ কর।" কিন্তু লক্ষ্মণ তখনও হাতে ছুরি নিয়ে কাটা ফলের পাতার সামনে প্রস্তরমূর্তির মতো 'থ' হয়ে রইলেন। এই মহিলা অপ্সরী, না দেবী, না রক্ষিনী, যক্ষিনী, ভূতনী, প্রেতিনী, টের না পাওয়া পর্যন্ত তিনি স্বাভাবিক হতে পারছিলেন না। এবার বুঝলেন রাক্ষসদের বোন যখন, তখন রাক্ষসীই। কিন্তু তিনি কিছু বলার আগেই শূর্পণখা অধীর হয়ে আবার বললেন—"আমি একাই এক অক্ষৌহিণী সৈন্যের সঙ্গে যুঝতে পারি। তোমাদের সকল যুদ্ধবিগ্রহে আমি সহায় হতে পারবো। কেন-না আমি অস্ত্রবিদ্যাতে পারদর্শিনী। তোমার আমি সুযোগ্যা সহধর্মিণী হবো। তোমার দাদার ললিত লবঙ্গলতা বউটির মতো আমি ভয়ে অচেতন হয়ে পড়বো না কখনও। আমি অমিতবিক্রমা, এবং নির্ভীক, কিন্তু স্বভাবগুণে আমি প্রণয়কুশলীও বটে। যদিও আমি এখনও অনন্যাপূর্বা, কুমারী। হে রাজপুত্র, তুমি শুধু চোখ তুলে একবার চেয়ে দেখো আমার এই হরিণের মতো চোখদুটি, আমার এই পূর্ণকলসস্তনযুগল, আমার গভীর রহস্যময় নাভিকুণ্ড, আমার এই মসৃণ উরুর ভাঁজ—"

লক্ষ্মণের অনেকক্ষণ খুব খিদে পেয়ে গেছে। আর বেশিরভাগ পুরুষ মানুষের

মতো, লক্ষ্মণেরও খিদে পেলে আর মাথার ঠিক থাকে না. কিঞ্চিৎ কাণ্ডজ্ঞানের অভাব ঘটে। তায় আজ দুপুরে ফলাহার, মাছমাংস নেই। ফলমূল শাকসবজী রাম-সীতার অত পছন্দ হলে কি হবে, লক্ষ্মণের পছন্দ অন্যরকম. তিনি ভালবাসেন ভাতপাতে একটু হরিণের মাংসের ঝোল, একটু পাখির মাংসের পাতুরী. কি দুটো টাটকা মাছ ভাজা। লক্ষ্মণের স্বভাবটাও যেমন ক্ষত্রিয়োচিতো. রাগী রাগী. খেতেও ভালবাসেন তেমনি রাজসিক আহার।

শূর্পণখা যদি খাওয়া দাওয়া মিটে যাবার পরে এসে লক্ষ্মণের কাছে তাঁর আবেদন পেশ করতেন. তাহলে কী হতো কে জানে। কিন্তু আপাতত, এর চেয়ে মন্দ সময় আর তিনি বাছতে পারতেন না। লক্ষ্মণ এবার ফেটে পড়লেন। একে তো সীতা আজ স্নানে খুবই দেরি করেছেন। তায় রাম আজ নিজেও শিকারে যাননি লক্ষ্মণকেও যেতে দেননি। তাঁর আলস্যবোধ হচ্ছিল. দুই ভাইয়ে বসে পাশা খেলেছেন। এবং লক্ষ্মণ হেরেছেন। একেই সেজন্য মেজাজ খারাপ। তায় পেটে খিদে। এবং দুপুরের খাওয়াটা মনের মতন নয়। তারমধ্যে এ আবার কী উটকো বিপদ? এক বেহায়া রাক্ষসী রাজকন্যে এসে জ্বালাতন শুরু করেছে। লক্ষ্মণের মাথা চড়াং করে গরম হয়ে গেল। এবং তাঁর মুখে মধুর ভাষণ এল না। আবাল্য লক্ষ্মণ তাঁর কটুবাক্যের জন্য সুপরিচিত। তিনি বল্লেন—"হে অজ্ঞাতকুলশীলা রমণী. আপনি যা বললেন আমি শুনলাম। আপনি খুবই সুন্দরী ও বাকপটিয়সী। এই দণ্ডকারণ্যে প্রায় ১৩ বছর আছি আমি কিন্তু আপনার মতো কোন রূপসী যুবতীকে এখানে একাকিনী বিচরণ করতে দেখিনি। বিশ্রবাটি কে. আমি জানি না. কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই মানবী নন। এতই যখন যুদ্ধপটিয়সী. তখন ভূত প্রেত রক্ষ যক্ষ কিছু একটা হবেন। সে আপনি যে-ই হোন. রামচন্দ্রের. সীতাদেবীর এবং আমার. কারুরই আপনাকে দিয়ে কোন দরকার নেই। এখনই আমরা মধ্যাহ্ন ভোজনে বসবো। আপনি বরং ভালয় ভালয় চলে যান। বেশি ঝামেলি করবেন না. ভাল্লাগছে না।"—কামপীড়িতা তরুণী রাক্ষসীর রাম-লক্ষ্মণের রূপদর্শনে তখন করুণ অবস্থা. তিনি বললেন—"হে লক্ষ্মণ. আপনি সক্ষম. সমর্থ. যুবক। আপনি পুরুষ। আপনি আমার অভিলাষ চরিতার্থ করুন। আমি কামপীড়িতা. রতিচঞ্চলা হয়ে আপনার কাছে এসেছি। দয়া করে আমাকে প্রত্যাখ্যান করবেন না। রতিপ্রার্থিনীকে প্রত্যাখ্যান করা পাপ। জানেন না?" ক্ষুধার্ত লক্ষ্মণ এ-কথায় হঠাৎ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন।—"তবে রে টেটিয়া স্ত্রীলোক। এই খিদের মুখে রতিপ্রার্থিনী? আপনার স্বভাবটা তো বড্ডই খারাপ দেখছি। এইসব অসভ্য কথা আমাকে বলতে আপনার লজ্জাও করছে না? ছি ছি ছি ছি, এসব কথা কদাচ কোন রমণী কি কোনো পুরুষকে সেধে সেধে বলে? অ. আপনি নিশ্চয় রাক্ষসকুলের বারাঙ্গনা হবেন—। না. না, আমাদের কাছে অর্থ নেই। আপনি ভাগুন. কেটে পড়ুন—চলে যান"—শূর্পণখা কানে আঙুল দিয়ে বললেন—"ছিঃ ছিঃ লক্ষ্মণ। আমি ধনলিপ্সু কামব্যবসায়ী নই। আমি রাজঐশ্বর্য্যবতী, স্বাধীনা। যদিও মুনিকন্যা.

কিন্তু আমি যে রাজকুমারীও বটে। বৃথা আমাকে এভাবে অপমান করবেন না।" শুনে লক্ষ্মণ মুখ ভেংচে বললেন—"মুনিকন্যা! হ্যাঁঃ! রাজকুমারী!! বললেই হলো? তবে আপনার আচার ব্যবহার এত নিকৃষ্ট কেন? সাধারণী সামান্যা নারীর সহজাত আত্মসম্ভ্রম, লজ্জা শরম, আত্মসংযম, এসব কিছুই তো আপনার নেই। অভিজাত কন্যার যোগ্য আচরণ দূরে থাক। সেধে সেধে অপরিচিত পুরুষকে প্রণয় নিবেদন করতে সঙ্কোচ হলো না? অযোধ্যায় আছেন আমার ধর্মপত্নী উর্মিলা, আপনার চেয়ে তিনি অজস্রগুণ রূপসী ও সুশীলা। আপনার চক্ষুলজ্জাও নেই।" মরীয়া শূর্পণখা বললেন—"প্রণয়ে যখন ধমনীর রক্ত গরম কটাহে তেলের মতো টগবগ করে ফুটছে, তখন লোকলজ্জার প্রশ্নই ওঠে না রাজপুত্র! আর প্রণয় নিবেদনের মধ্যে আত্মসম্ভ্রম বিসর্জন দেবার কথা আসে কেন? রাজপুত্রেরা তো রাজকন্যাদের হামেশাই প্রণয় নিবেদন করছেন। তাঁরা তাতে লজ্জাও পান না, অসম্মানিতও হন না, লোকচক্ষুর ভয়ও করেন না? আমিও তো রাজকন্যা।" অবাক হয়ে লক্ষ্মণ বললেন—"আরে রে? এর যে দেখি গোড়ায় গলদ। রাজপুত্রে আর রাজকন্যায় গুলিয়ে ফেলছে! রাজপুত্র তো আরও অনেক কিছুই করতে পারে। আপনি তো নারী। আপনি—"

—"নারী তো কী হয়েছে? আমি একাই এক অক্ষৌহিণী সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করে জিততে পারি। আমি কি আপনাদের ওই মিনমিনে মানুষী? পৃথিবীর উচ্চতম রাক্ষসবংশে আমার জন্ম, আমি স্ববলে স্বাধীনা, স্বচ্ছন্দগামিনী, প্রবল প্রতিপত্তিশালিনী। যথেচ্ছারূপিণী। ইচ্ছে করলেই এক্ষুনি সিংহ হয়ে আপনাকে খেয়ে ফেলতে পারি, কালসর্প হয়ে দংশন করতে পারি। কিন্তু এসব কিছুই না করে, পদ্মগন্ধ দেবদুর্লভা, জ্যোতির্ময়ী নারী হয়ে আপনার প্রেম প্রার্থনা করছি। আপনি রাজী হচ্ছেন না কেন? আপনার সেই সুশীলা স্ত্রীটি তো এখানে নেই, তিনি সেই অযোধ্যায়। তিনি জানতেও পারবেন না। আসুন, আসুন গান্ধর্বমতে আমরা বিয়ে করি। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না, প্রচণ্ড কামজ্বরের তাড়নায় আমার সর্বদেহ স্বেদসিক্ত ও কম্পিত হচ্ছে, জ্বলে যাচ্ছি, জ্বলে যাচ্ছি—আপনার সুশীতল আলিঙ্গনে আমাকে অবিলম্বে শান্ত করুন। কী বলিষ্ঠ আপনার বাহুদ্বয়, কী উদার আপনার কপাটবক্ষ, সিংহের মতো সরু আপনার কোমর, কী সুন্দর ঘন কালো আপনার কোঁকড়া চুলের ঝুঁটি, আর আপনার শঙ্খের মতো কণ্ঠ"—

"থাম, থাম, রাক্ষুসী, ঢের হয়েছে বেহায়াপনা। য্যা য্যাঃ—ভাগ। যদি সত্যি কুমারী হোস, তবে বাপঠাকুর্দার যথেষ্ট লজ্জার কারণ হয়েছিস, এবার ঘরে ফিরে যা, বাপ-দাদাদের গিয়ে তোর কামজ্বরের কথা শোনা, তারা হাকিম ডাকবে। আর যদি বিবাহিতা হোস, তাহলে এক্ষুনি স্বামীর কাছে গিয়ে তোর প্রণয়পীড়ার খবর বলগে যা। হুঁঃ। কামজ্বর। স্ত্রীলোকের আবার কামজ্বর। ওটা কেবল পুরুষের অস্বাচ্ছন্দ্য বুঝলি, পৌরুষজনিত ব্যাধি। ঠিক ব্যাধিও বলবো না, বংশবৃদ্ধির জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া। নারীর আবার ওসব কী? তোর দিব্যি গতর আছে, যা গিয়ে

আমসত্ত্ব দে, বড়ি দে, আচাব পাঁপড় তৈরি কব, কামজ্বব সেরে যাবে। আব যুদ্ধ কৌশল জানিস, তবে যা না বালিকাবিদ্যালযে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দে, যোগব্যায়াম শিক্ষা দে, আত্মবক্ষার কৌশলাবলি শিক্ষা দে—জীবনটাকে কাজে লাগা। তা নয এসেছিস খিদেব সময় বাগড়া দিতে। প্রণয কবতে এসেছেন। ঈশ। আহ্লাদ কত। দূব হ বেটি বাক্কুসী কোথাকাব—"

শূর্পণখা অপমানে চোখে অন্ধকাব দেখলেন। বাক্ষসবংশীযা হলেও তিনি প্রকৃতই সুন্দবী, এবং অমিত তেজস্বিনী, তায বাজকুমাবী। একে তো প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হযেছেনই তায এত অপ্রার্থিত জ্ঞানেব কথা? শূর্পণখা ক্ষেপে গেলেন। ক্ষিপ্ত হযে তিনি আকাশ পাতাল প্রমাণ হাঁ কবে, লক্ষ্মণকে নয, বাম-সীতাকে কপাৎ কবে গিলে ফেললেন, তাঁদেব কুটিব-টুটিব শুদ্ধ। গিলে ফেলে বললেন, "দেখলি তো আমাব ক্ষমতা? আব এবাব তোকে কুচি কুচি কবে কেটে নুন দিযে চেখে চেখে খাই।" তাঁব সেই হিমালযপ্রমাণ বাক্ষসী শবীব দর্শন কবে লক্ষ্মণ সত্যি সত্যি ঘাবড়ে গেলেন। এ কিবে বাবা? বাম-সীতা সত্যি সত্যি এই বাক্কুসীব পেটে চলে গেলেন যে? এখন তো একে হত্যা কবাও সমস্যা। এব যে পেটেব মধ্যে বামসীতা। মাবতে গেলে তাঁদেব যদি ক্ষতি হয? লক্ষ্মণ তখন মাথা ঠাণ্ডা কবে বাক্ষসীব হাঁটুতে হাত বুলিযে, অতি মিষ্টস্ববে তাঁকে তুষ্ট কবে বললেন—"হে প্রিযতমা, সুন্দবীতমা, তুমি আমাব উজ্জ্বল উদ্ধাব। তুমি যা চাও, তাইই হবে। শুধু তোমাব এই ভযাল, কবাল রূপ আমি সহ্য কবতে পাবছি না। প্রেযসী, এই ক্রোধ সংববণ কবো—দযা কবো। দযা কবে ফিবিযে আনো তোমাব সেই দিব্যকান্তি, সেই দেবীদুর্লভ রূপ। একটু আগে আমি যা কিছু তোমাকে বলেছিলাম সবই খিদেব মুখে প্রলাপ বাক্যস্বব, ভুল। হে কন্যা, তুমি সত্যিই অলোকসামান্যা—কিন্তু আমাব দাদাবৌদিদেব তোমাব পেট থেকে আগে উগবে না দিলে, আমি কী কবে এখন তোমবা সঙ্গে প্রেম কববো? ওঁবা দু'জন তোমাব পেটে বসে থাকলে তো আমাব ওঁদেব সঙ্গেও অতি গর্হিত সম্পর্ক স্থাপিত হযে যাবে।—ওঁদেব ববং তুমি আগে বেব কবে ফ্যালো। তাবপব তোমাব পূর্বরূপ ধাবণ কবে আমাব কুটিবে পাযেব ধুলো দাও।" বলেই লক্ষ্মণ এক দৌড়ে নিজেব কুটিরে পালিযে গেলেন। শূর্পণখাব কুলোব মতো নখে তখন ছুবিব মত শাণ ঝলসাচ্ছে, যেন এক একটা বিশাল ইস্পাতেব কোদাল—ঘূর্ণমান অগ্নিগোলকেব মতো চোখ থেকে অগ্নিবাণ বিচ্ছুবিত হচ্ছে। আব নিশ্বাস থেকে আসছে একবকম মাবণ গ্যাসেব সঙ্গে প্রেতপুবীব পচা দুর্গন্ধ। সেখানে একমুহূর্তও টেঁকা মাবাত্মক। পালিযে গিযে তাঁব পর্ণকুটিবেব ঘাসেব দেযালেব ফাঁক দিযে লক্ষ্মণ দেখলেন, শূর্পণখা যেমন কপাৎ কবে বামসীতাকে গিলে ফেলেছিলেন, ঠিক তেমনই কপাৎ কবে তাঁদেব অনাযাসেই উগবে দিলেন। বামসীতা মাদুবে বসে হেসে হেসে কাটাকুটি খেলছেন। যেন কিছুই টেব পাননি। "পাবেনও বাবা দাদাবৌদি।" লক্ষ্মণ ঠোঁট উলটে বলে ফেললেন। তাবপব কুটিব থেকে নির্গত হলেন। কামবল্লীব অঙ্গ থেকে তখন আবার পদ্মের সৌবভ ছড়িযে পড়ছে, দুই চোখে মদিবাব স্বাদ, চন্দ্রানন

থেকে শুক্লাচতুর্দশীর জ্যোৎস্না উৎসারিত হয়ে দ্বিপ্রহরের বনভূমিকে সন্ধ্যার মতো মাদকতাময় করে তুলেছে। প্রেমের তীব্র উন্মাদনায় এবং আশাপূরণের আশ্বাসে তাঁকে আগের চেয়েও ঢের সুন্দরী দেখাচ্ছে। লক্ষ্মণ এই দুর্দান্ত রূপের দিকে যেন চেয়ে থাকতে পারছিলেন না। তবু, কোনপ্রকারে কম্পিত হাতে তিনি কামবল্লীকে কোলে তুলে নিলেন।

কিন্তু কোলে ওঠার পূর্বে মোহিনী কামবল্লী লক্ষ্মণের কাছা-কোঁচা ঝেড়ে ঝুড়ে 'সুরক্ষা-যাচাই' করে নিলেন, কোথাও কোন অস্ত্র গোপন করা আছে কি না? লক্ষ্মণের কোমরে তরবারি ছিল।—"প্রণয়ে তো এ অস্ত্রের প্রয়োজন নেই রাজকুমার। সে যুদ্ধের অস্ত্র অন্যজাতের।" বলে, এক মাদকতাময় হাসিতে কামবল্লী মাত্র দুটি আঙুলে লক্ষ্মণের তরবারিটি শতটুকরো করে ফেললেন এবং হাতের পারিজাত পুষ্পের মালার একটি লক্ষ্মণের গলায় পরিয়ে দিলেন। অন্যটি তুলে দিলেন তাঁর হাতে। তারপরে লক্ষ্মণের অঙ্কশায়িনী হয়ে তাঁর ঠোঁটের দিকে নিজের তৃষিত ওষ্ঠাধর তুলে ধরলেন। তাঁর হরিণ নয়নদুটি পরম বিশ্বাসে বুজে এলো। বিমোহিত লক্ষ্মণ শূর্পণখাকে চুম্বন না করে পারলেন না। কিন্তু চুম্বনরত অবস্থায়, তাঁর মাথা হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল। লক্ষ্মণ স্পষ্ট বুঝলেন, 'প্রাণ' যায় যাবে, মুক্তির এই শেষ সুযোগ। "দাদাগো" —বলে চেঁচিয়ে উঠেই মরিয়া লক্ষ্মণ হঠাৎ ক্যাঁচাৎ করে শূর্পণখার তিলফুলের মতো নাকটি দাঁতে করে কামড়ে ছিঁড়ে নিলেন। হায় রে! কে যে রাক্ষস, আর কে যে মানুষ।

কিন্তু দাদাকে ডাকার দরকার ছিল না।

শূর্পণখা তাঁর তপস্যালব্ধ দৈববলের ফলেই অজেয়া ছিলেন। দৈববলের নিয়ম স্বেচ্ছায় দুর্বল না-হলে, তাঁর বল কেউই হরণ করতে পারে না। কিন্তু তিনি লক্ষ্মণের প্রেমে দুর্বল হয়ে স্বেচ্ছায় রাক্ষসী শরীর ত্যাগ করে সামান্য নারীদেহ ধারণ করেছিলেন। ওই মালাদানের মুহূর্তে, ওই চুম্বন ভিক্ষার লগ্নে, তাঁর দেহে রাক্ষসীর দুর্মদ শক্তি ছিল না। সেই দুর্লভ সুযোগেই লক্ষ্মণ তাঁর তিলফুলের মতো নাকটি এক কামড়ে কেটে নিয়ে থু-থু করে ফেলে দিলেন। শূর্পণখা যন্ত্রণায় রক্তাক্ত হয়ে কেঁদে উঠলেন।—"হায় লক্ষ্মণ! প্রেমিক হয়ে আজ তুমি আমার এ-কি সর্বনাশ করলে? আমি যে এই জন্মের মতো প্রেমবঞ্চিতা হয়ে গেলাম! হায় বোধহীন যুবক, আমি এই জীবনে আর কখনও প্রেম করতে সাহস পাবো না। কোনো পুরুষকে কি বিশ্বাস করা যাবে না? এমন কী যখন তুমি তার অঙ্কশায়িনী, তখনও নয়? আমি তোমার কী ক্ষতি করেছিলাম লক্ষ্মণ, যে তুমি আমাকে চিরদিনের মতো প্রেমহীনা, বলহীনা, দীনপ্রাণা করে দিলে?"

শূর্পণখার আকুল কান্নায় অস্থির হয়ে সীতা দৌড়ে এলেন। বল্কলের আঁচল ছিঁড়ে তাঁর ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার চেষ্টা করলেন। এবং দেবর লক্ষ্মণকে যারপরনাই কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করতে লাগলেন।—"প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, এ তো এই নারী-

জীবনের অঙ্গ, ভগ্নী কামবল্লী. এতে ভেঙে পড়তে নেই।" বলে তাকে সান্ত্বনাও দেবার চেষ্টা করলেন।—সীতা ধরিত্রীকন্যা, বনের ওষধি চিনতেন। ছুটে গিয়ে কী এক উদ্ভিদ তুলে এনে, শূর্পণখার ক্ষতে লাগালেন। যন্ত্রণা কমলো এবং রক্ত বন্ধ হলো। শূর্পণখা তখন সীতাকে বললেন—"এই স্বামী, এই দেবরটি. এরা কিন্তু তোমার লোক মোটেই ভালো নয়. সীতা। এরা কেউ তোমার উপযুক্ত নয়। তোমার স্বামী আমার রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, আমার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করেছিলেন, যখন তুমি স্নানে গিয়েছিলে। একবারও তোমার কথা আমাকে জানাননি। তিনি আমাকেও যেমন প্রতারণা করছিলেন, তোমাকেও তো তেমনি প্রবঞ্চনা করছিলেন। আর লক্ষ্মণ কীরকম নীচতা করতে পারেন তুমি স্বচক্ষেই দেখলে। ভগ্নী. চলো. তোমাকে লঙ্কায় নিয়ে যাই। স্বর্ণলঙ্কায় মেয়েরা অনেক বেশি স্বস্তিতে আছে, আমাকে দেখেই বুঝতে পারছো, আমরা কত স্বাধীন। প্রকৃতির কত কাছাকাছি। তুমিও প্রকৃতির কন্যা। অযোধ্যানগরী তোমার জায়গা নয়। অরণ্য বনানীই তোমার ভালো। চলো তুমি আমার সঙ্গে, যে-কোনো রাক্ষসভাইকে বিয়ে করে অনেক সুখী হবে।" সীতা দুই কানে হাত চাপা দিয়ে শিউরে উঠে বললেন—"পাগলী, তোমার ক্ষতস্থানের তীব্র যন্ত্রণায় মাথা খারাপ হয়ে গেছে—আমি তো রাক্ষসী নই, আমার এ-জীবনে আর দ্বিতীয় স্বামী সম্ভব নয়।—তুমি যাও, তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে যাও, এরা তোমার আরও কিছু ক্ষতি করে দেবার আগে, পালিয়ে যাও, কামবল্লী।" কিন্তু সীতার হাতটি নিজের হাতে ধরে কামবল্লী চুপ করে তাঁর মুখপানে চেয়ে রইলেন। তাঁর চোখে কি জল? সীতা অপ্রস্তুত স্বরে তাড়াতাড়ি বললেন—"আবার যেন রাগ করে বিপুলমূর্তি ধরে আমার দেওরকে খেয়ে ফেলো না ভাই। দেবর লক্ষ্মণ তোমার অশেষ ক্ষতি করেছেন ঠিকই, কিন্তু আমি তার হয়ে তোমার চরণ স্পর্শ করে মার্জনা ভিক্ষা করছি। মানুষের সব চেয়ে বড় গুণ ক্ষমা। তুমি ওকে ক্ষমা করে দাও।" অশ্রুপূর্ণ চোখে অদ্ভুত এক হাসি ফুটিয়ে তাঁর রক্তাক্ত বিক্ষত মুখ বিকৃত করে শূর্পণখা বল্লেন—"ক্ষমা? আমি তো মানুষী নই? ক্ষমা আমার দ্বারা হবে না। ভয় নেই সীতা. নিজের দোষেই আমি দৈবশক্তি হারিয়ে ফেলেছি। তপস্যালব্ধ অমিত বিক্রম থেকে প্রেমের দুর্বল মুহূর্তে আমি বিচ্যুত হয়েছিলাম স্বইচ্ছায়। এখন আমি সামান্য রাক্ষসী রাজকন্যা —স্বাধীন ইচ্ছারূপিনী, স্বচ্ছন্দগামিনী, কিন্তু দৈববলে বলবতী নই। তুমি আমার মতো ভুল কোরো না, মুগ্ধ হয়োনা. ভগ্নী সীতা। এই স্বামী, এই দেবর, এরা কেউই নির্ভরযোগ্য নয়। এরা তোমাকে তোমার দুঃসময়ে পরিত্যাগ করবে। মহাবীর লক্ষ্মণ তাঁর অঙ্কশায়িতা, আত্মসমর্পিতা, কামমুগ্ধা এক নারীর অঙ্গহানি করলেন বিনাদোষে। কিন্তু রামচন্দ্র তো ভাইকে ভর্ৎসনা করলেন না? অর্থাৎ তিনিও এইরকমই তঞ্চকতা করার স্বাভাবিক ক্ষমতা রাখেন। তোমার সঙ্গেও তিনি একদিন এমনই কিছু আচরণ করলে, অবাক হোয়ো না।"

রামমুগ্ধ সীতা, বেচারী মানুষী সীতা, দূরদর্শিনী রাক্ষসীর কথা হেসেই উড়িয়ে

দিলেন। বল্লেন—“ভগ্নী, তুমি অসুস্থ। তাই প্রলাপ বকছো, তোমার এখন বাড়ি গিয়ে অবিলম্বে নাকের ক্ষতের কবিরাজী চিকিৎসার প্রয়োজন।”—“শল্য চিকিৎসায় এক্ষুনি নতুন নাক লাগিয়ে দিতে পারবেন লঙ্কার নিপুণ চিকিৎসকেরা। তুচ্ছ নাকটার থাকা-না-থাকা কোনো কথাই নয়।” শূর্পণখা অবজ্ঞার সঙ্গে সীতাকে বললেন, “এতক্ষণ তুমি আমার পরিচর্যা করলে, শুশ্রূষা করলে, আমিও তাই তোমাকে যথার্থ শুভবুদ্ধি দিয়ে যাচ্ছি। ভগ্নীর প্রতি ভগ্নীর যা কর্তব্য। জীবনে যদি সুযোগ আসে, এই প্রতারক রামচন্দ্রকে পরিত্যাগ করতে দ্বিধা কোরো না। নতুবা নিজেই ঠকবে।”—বলতে বলতে শূর্পণখা রূপ বদল করে একটি ঝলমলে কিন্তু নাকভাঙা মাছরাঙা পাখি হয়ে রঙিন ডানা মেলে উড়ে গেলেন লঙ্কাদ্বীপের অভিমুখে।

সীতা মৃদু হেসে একটুক্ষণ তাঁর যাত্রাপথের দিকে চেয়ে থেকে কুটিরে ফিরলেন। সেখানে তখন লক্ষ্মণ কলাপাতায় ফলার বেড়ে দিচ্ছেন, আর বৌদির শ্রবণের অন্তরালে দাদার সঙ্গে যুবকোচিত হাস্যপরিহাস করছেন, সদ্য অঙ্গহীনা রাক্ষসীর যৌবনযন্ত্রণা এবং তার চিকিৎসা বিষয়ে। বাইরে থেকে দুই রাজপুত্রের রঙ্গরসিকতায় প্রাকৃতরুচির পরিচয় পেয়ে সীতার কর্ণমূল লাল হয়ে উঠলো। মর্মাহত সীতা কুটিরদ্বারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর ওষ্ঠাধর ঈষৎ ফাঁক হলো এবং কম্পিত হতে লাগলো, ভ্রূ কুঞ্চিত হতে লাগলো। সহসা অসহায় বোধ করে সীতা কামবল্লীর শেষ কথাগুলি স্মরণ করতে চেষ্টা করলেন।

অমরত্বের ফাঁদে

সীতা অশোকবনে বসে সরমার সঙ্গে কড়ি খেলছিলেন। ওদিকে রাম-রাবণে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলেছে। সীতার মুখে নিরুদ্বেগ শান্তি, তিনি জানেন শ্রীরামচন্দ্রের জয় অনিবার্য। রাবণরাজার সবংশে নিধন অবশ্যম্ভাবী, এই আশায় তাঁর দুই চক্ষু উজ্জ্বল। হর্ষোৎফুল্ল বদনে সীতা সরমার কাছে রামের গুণগান করছিলেন। অকস্মাৎ প্রবল কোলাহল করতে করতে একদল ভয়ঙ্করী চেড়ী সেখানে উপস্থিত হলো। একজন বললে—“এই জানকী। খেলচিস কি? ওঠ, ওঠ, তোর জন্যে পুষ্পকরথ আসচে, তাতে চড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যা। ওঃ! সেখানে যা একখানা দারুণ দৃশ্য দেখতে পাবি না... ফাস্ট ক্লাস”—আরেকজন বললে—“বড্ড যে স্বামীর গর্বে মটমট করছিলে? এইবার? এবারে কে তোমাকে রাবণরাজার দাসী হওয়া থেকে বাঁচায় দেখি। স্বামী, দেওর, দুটো লোকই তো পটল তুলেচে। এত করে যখন রানী হতে বললুম তখন তো রাজি হলে

না, এইবার ঠেলা বুঝবে।"

সীতা নির্ভয়ে বললেন—"তোমরা খলস্বভাবা চেড়ী—মিথ্যা ভাষণই তোমাদের চরিত্র। রামচন্দ্রকে পরাজিত করতে পারে এহেন শক্তি ইহজগতে কারোরই নেই।" বলে কড়ির চাল দিলেন।

চেড়ীরা রেগে গিয়ে বললে—"হাঃ, যুবরাজ ইন্দ্রজিৎ স্বর্গের ইন্দ্রকেও হারিয়ে ভূত করে দিয়েছে, ভুলে গেছিস? তার ক' মিনিটই বা লেগেছে রোগাপটকা রাম-লক্ষ্মণকে আচ্ছা করে নাগপাশের প্যাঁচ কষতে? দ্যাখ গে যা দু'ভাই কেমন অক্কা পেয়েছে। চিৎপটাং হয়ে পড়ে আছে, যেন মায়ের কোলে ঘুমোচ্ছে।"

সীতা গ্রাহ্য না করে বললেন—"তোমাদের দুর্বাক্য শ্রবণেও মহাপাপ; আমি তোমাদের কুকথায় মোটেই বিশ্বাস করি না। শত ইন্দ্রজিৎও মহাবলী মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের কাছে বালুকণাবৎ।"

শুনে চেড়ীরা বললে—"যা না বাপু, স্বচক্ষে দেখেই আয় না। কী সুন্দর জিব বের করে কাৎ হয়ে পড়ে রয়েছে দু'ভাই—মড়া সেজে ওদের দারুণ মানিয়েছে কিন্তু, এটা বলতেই হবে কি বল?" বলেই মন্দচরিত্রা চেড়ীরা খলখল হাসা জুড়ে দিলে। তখন সরমার হাতটি ধরে জানকী সত্যি-সত্যিই মূর্ছা গেলেন। কিন্তু নাকে লঙ্কাপোড়া দিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই চেড়ীরা তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনলে। এবং "হায়, হায়, পতি গরবে গরবিনী সীতারানী এবার যে তোকে আমরা চপ কাটলেট করে খাবো।"—"যদি না রাবণ তোকে আগে খায়"—"যদি না রাবণরাজার সৈন্যসামন্তরা তোকে নিয়ে লোফালুফি খেলে—" "যদি না তোর হাত পাগুলো ভাগাভাগি করে রাবণরাজার নাতি-নাতনিদের চুষতে দেয়" ইত্যাদি বলে খ্যাপাতে লাগলো।

সীতা আবার জ্ঞান হারালেন। ধমকে-ধামকে দুষ্টু চেড়ীদের থামিয়ে সীতার সম্বিৎ ফিরিয়ে এনে সরমা তখন বললেন—"হে জানকী, আপনি একবার স্বচক্ষে দেখেই আসুন না কেন ব্যাপারটা কী? মহাবীর রাম-লক্ষ্মণ কি এত সহজে প্রাণ হারাতে পারেন? আপনি বৃথা ভয় পাবেন না, আমি যাচ্ছি যথার্থ সংবাদ আনতে।" উদ্বিগ্নপদে সরমা চলে গেলেন। ত্রিজটা তখন এসে সীতার হাত ধরলেন, বললেন—"কথাটা মন্দ নয়, পুষ্পক যখন এসেছে, তখন একবার রণস্থলে উপস্থিত হওয়াই তো ভালো।" অতঃপর সীতা আর ত্রিজটা রাক্ষসী পুষ্পকরথে আরোহণ করে আকাশে অদৃশ্য হলেন। পুষ্পকরথ মনোরৎ বেগবান—মুহূর্তেই সীতা চমকে উঠলেন—কোথায় অশোকবনের সেই নিভৃত শান্তি? এ যে রণভূমি। কিন্তু কই, এখানে তো যুদ্ধ হচ্ছে না। একদিকে রাক্ষস শিবিরে রাবণসৈন্যরা মহাউল্লাসে জয়োৎসবে মত্ত। গীত-বাদ্য, পান-ভোজনে লিপ্ত। আর একদিকে বানরসৈনারা ছিন্নভিন্ন, বিনষ্ট। সীতা দেখলেন, রাম-লক্ষ্মণ চেতনাহীন, প্রাণলক্ষণহীন, রক্তাক্ত শরীরে, বর্মশূন্য হয়ে, সর্বাঙ্গে শরবিদ্ধ অবস্থায় ধূলিতে পতিত। তাঁদের তূণীর দূরে নিক্ষিপ্ত, ধনুও হাতে নেই। তাঁদের সর্বশরীর যেন ঘন চোরকাঁটায় ভরা মাঠের মতো তীরে তীরে আচ্ছন্ন এবং তাঁদের দু'জনকে

মোটা-মোটা বিষাক্ত সাপ দিয়ে দড়িব মতোই আঁটসাঁট শক্ত করে বেঁধে ফেলা হয়েছে। হায় হায়, তাঁদের দু'জনকেই যে যথার্থ শবতুল্য দেখাচ্ছে—জানকী একেবারে ভেঙে পড়লেন. বৃদ্ধা ত্রিজটা বাক্ষসীব কাঁধে মাথা বেখে কাঁদতে কাঁদতে সীতা বলতে লাগলেন—"হায় হায়। দশরথাত্মজ! এই কি তোমাদেব উচিত হলো? এখন আমাকে কে বক্ষা কববে? এই হতভাগ্য বাক্ষসেব দেশেই আমাব নবীন যৌবন বৃথা ব্যয় হবে? তবে যে জ্যোতিষীবা বলেছিলেন, আমি বাজবানী হবো? বাজগণক যা যা গণনা কবেছিলেন তিনি কি মিথ্যা গণেছিলেন? হায় বাম। হায় লক্ষ্মণ। কুলস্ত্রীব যে-লক্ষণ থাকলে তাব স্বামী বাজাধিবাজ হয়. তাব বংশ যজ্ঞশীল উত্তবপুরুষে ধন্য হয়. আমাব দেহে যে সেই সকল লক্ষণই বিদ্যমান। সামুদ্রিকশাস্ত্রে বলেছে মেযেদেব কবচবণে পদ্মচিহ্ন থাকলে তাব ফল বৃথা হতে পাবে না. সে-মেযে বাজসিংহাসনে স্বামীসহ অভিষিক্ত হবেই—আমাব তো হাতে পাযে দিব্যি পদ্মচিহ্ন বযেছে। হে ত্রিজটা, সে কি তবে মিথ্যে হলো? বাম, তুমি মৃত্যুবরণ কবে যে সব শাস্ত্রকেই মিথ্যা কবে দিলে?"

ত্রিজটা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—"আহা, জানকী. অত উতলা হচ্ছেন কেন, বাম-লক্ষ্মণের দেহ যতই শরবিদ্ধ থাক, মুখ দু'খানিতে জীবনের সব লক্ষণই স্পষ্ট। আমার মনে হয়. ওঁবা মবেননি।"

সীতা বললেন—"ত্রিজটা. তোমাব কথাই যেন সত্যি হয! কিন্তু—বাম-লক্ষ্মণ দু'জনেই যে মৃতবৎ ধূলি-লুণ্ঠিত হয়ে আছেন? বানবগণ প্রস্তববৎ স্থির, অবনত মস্তক. এবা যে শোকেই নির্বাক. স্তব্ধ? হায় হায়, মা কৌশল্যাব কী হবে, মা সুমিত্রাব কী হবে? ঊর্মিলা ভগ্নীবই বা কী হবে? তবে কি জ্যোতিষশাস্ত্রে পাবদর্শী গণৎকারেবা মিথ্যা বলেছেন—? যেহেতু আমাব চুলগুলি সূক্ষ্ম ঘন নীল এবং সমান; ভুরুদুটি জোড়া; এবং জঙ্ঘা বোমশূন্য ও সুগোল; দাঁত সঘন ও সমান; যেহেতু আমাব ললাট ঈষদুচ্চ: হাত পা চোখ নাক সব যথাযথ মাপমতন: আমি নিম্ননাভি এবং নিবিড়স্তনী, এবং যেহেতু আমাব গাযেব লোম যৎসামান্য এবং নবম. আমাব হাসি মৃদুমন্দ—এইসব লক্ষণ দেখেই স্ত্রী-লক্ষণ বিশেষজ্ঞেবা আমাকে মহাসুলক্ষণা, লক্ষ্মীস্বরূপিনী, বাজবাজেশ্বরী, পুত্রবতী এবং অবিধবা হবো বলেছেন, হে রাম, তুমি যে মাবা গিয়ে তাঁদেব সে-সকল বাক্যই মিথ্যা প্রমাণিত কবলে। আমি জানি শ্রীবামচন্দ্র আমার চেয়ে বেশি কাউকেই ভালোবাসেন না, আমি জানি আমিই তাঁব নযনেব মণি, তাঁব ধমনীর শোণিত, তাঁব ফুসফুসেব বায়ু। সেই রামই যখন মৃত, তখন আমি আব মুহূর্তমাত্রও জীবিত থাকতে চাই না—এই রূপ-যৌবনই আমাব কাল হলো—", বলে সীতা পুষ্পকবথ থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে গেলেন। ত্রিজটা রাক্ষসী তাঁকে জাপটে ধরে বললেন—"আহাহা ও কি, জানকী? এত বিচলিত হলে চলবে কেন? ধৈর্য ধরুন, আমি বাক্ষসী, আমি প্রাণহীন শব আর জীবিত প্রাণীর তফাত বুঝতে খুব পারি। রাম-লক্ষ্মণ অস্ত্রাঘাতে অচৈতন্য মাত্র, মৃত নন।

তাদের মৃত্যু ঘটলে বানরদল এভাবে শান্ত থাকতো না, তারা শোকার্ত হাহাকার করে ভয়ে ছুটোছুটি করতো। রণক্ষেত্রের রূপই অন্য হতো। আমি বলছি, মহাবলী রাবণ আপনাকে মিথ্যা সংবাদ দিয়েছেন, আপনি অবিধবা। ওই দেখুন, ওই তো রামচন্দ্র ঘনঘন শ্বাস ফেলছেন, ওই তো চোখ মেললেন—"

ঠিক তখনই রামচন্দ্র সত্যি-সত্যিই পদ্মপলাশনেত্র মেলে চাইলেন। যদিও তাঁর সর্ব অঙ্গ ঘোর নাগপাশে আবদ্ধ এবং শত শত তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ, তবু মহাবলী শ্রীরামচন্দ্র চোখ মেলে লক্ষ্মণকে মৃতবৎ শয়ান দেখেই উঠে বসলেন এবং অশ্রুপাতপূর্বক করুণ স্বরে বিলাপ করতে লাগলেন। রাম বললেন—

"হায়, হায়, ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ। এ যে তুচ্ছ লাভের আশায় সুমহৎ ক্ষতি হয়ে গেল। আজ যদি তোমাকেই হারালুম তবে আমার সীতাকে নিয়ে কী হবে? প্রাণে বেঁচেই বা কী হবে? আমি কোন মুখে মা সুমিত্রার সামনে দাঁড়াবো? হায় হায়। সীতা গেছে যাক গে, অমন কত সীতাই আমার হবে, যদি কপালে বউ থাকে: কিন্তু লক্ষ্মণ ভাইটি তো আর হবে না? পিতা মহারাজ দশরথ যে কবেই মৃত। মা সুমিত্রা নিশ্চয়ই আমাকে অভিসম্পাত দেবেন, আমার জন্যই আজ তিনি পুত্রহীনা। ঊর্মিলাও আমাকে অভিশাপ দেবেন, আমার জন্যই তিনি পতিহারা। হায় জানকী, তোমার জন্যই আজ আমাদের পরিবারের এই দুরবস্থা। তুমি বাইরের মেয়ে, পর। তোমাকে বাঁচাতে গিয়ে আজ আমি ঘরের ছেলেকে হারালাম। বউ গেলে নতুন বউ হয়, এটা কোনো ব্যাপারই নয়, কিন্তু পিতার স্বর্গলাভের পর কনিষ্ঠ ভ্রাতা গেলে নতুন ভ্রাতা তো আর পাওয়া যায় না। হায় জেদি জানকী, তুমি কেন ঊর্মিলার মতো লক্ষ্মী বাধ্য মেয়ে হয়ে ঘরে রইলে না? বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করবার ভয়ে আমার সঙ্গে বনে পালিয়ে এলে, এসে অবধিই এই দেবর লক্ষ্মণের অক্লান্ত সেবা পেয়েছ, পায়ের ওপর পা-টি তুলে বসে থেকেছ। ফলমূল আনা, রান্নাবান্না করা, সবই যে করেছে, সেই লক্ষ্মণ ভ্রাতাই আজ নেই। তুমি তো সীতা নিষ্কর্মা সুন্দরী, হায় রে তোমায় নিয়ে আমার কী লাভ? কেন আমি তোমাকে উদ্ধারের অপচেষ্টা করতে গেলুম? তোমার জন্যেই আজ আমি ভ্রাতৃহারা দুর্ভাগা—হা রাম। তুমি নীচ। তুমি কুকর্ম করেছ। ধিক তোমাকে, শত ধিক। তুচ্ছ নারীর মোহে পড়ে তুমি ভাইকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছ। নিবিড়স্তনী, নিম্ননাভি, কোমলরোমা, উচ্চ ললাট, নীল্ কেশরাজি এবং সুগোল জঙ্ঘাবতী জানকী তাঁর মৃদ-মন্দ হাস্যে আমাকে এতই মোহিত বিহ্বল করেছিলেন যে, তাঁর ছলনায় ভুলে আমি তাঁকে সুলক্ষণা ও জগতে দুর্লভা মনে করতুম—হায়। আজকে ঠিক বুঝেছি, তাঁর মতো দুর্লক্ষণা এই শ্রীলঙ্কার কোনো রাক্ষসীও নয়—হায় লক্ষ্মণ ভাইটি, একবার চোখ মেলে চাও—আমি সীতা-উদ্ধার ত্যাগ করে তোমাকেই কোলে নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করবো। চতুর্দশ বর্ষের বেশি আর দেরি নেই—ছলাকলাময়ী সীতা চুলোয় যাক, ভাইটি আমার একবার চোখ মেলুক—হে ঈশ্বর।"

—এতদূব শোনবার পবে শ্রবণে অসহ্য হতে ত্রিজটা বললেন—"জানকী—চলুন, আমরা এবার চলে যাই। সব তো শুনলেন? স্বকর্ণে এই বাক্যগুলি শ্রবণেব পবেও কি আপনি রামচন্দ্রের সংসাবে ফিবতে চান? তার চেয়ে রাবণেবই পত্নীত্ব গ্রহণ করুন—তিনি এবকম দুর্বল চবিত্র পুরুষ নন।" উত্তর না পেয়ে ত্রিজটা দেখলেন, সীতা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। তিনি আরো দেখলেন, গরুড় তাঁব বিশাল ডানা মেলে উড়ে আসছেন—ফলে আকাশে ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, প্রবল বেগে বাতাস বইছে, সমুদ্র বিক্ষুব্ধ এবং অবণ্য আন্দোলিত, এমন কী পর্বত পর্যন্ত প্রকম্পিত হচ্ছে—ত্রিজটা তাড়াতাড়ি পুষ্পক নিয়ে অশোকবনে ফিবে এলেন।

সীতা চোখ মেলে বললেন—"হায় বামচন্দ্র!" ত্রিজটা এবং সবমা তাব দু'পাশে ব্যজন কবছিলেন। সীতা বললেন—"আমি কোথায়?"

সবমা বললেন—"আপনি এখনও অশোকবনেই, জানকী।"

ত্রিজটা বললেন—"চলুন, এবার ববং আপনাকে আমবা বাবণসভায় নিয়ে যাই। অথবা. দাঁড়ান, ববং বাবণেব বথই আসুক, সাজসজ্জা, বত্নভূষণ. চুয়াচন্দন নিয়ে। আপনার যথার্থ প্রেমিক যে কে, তা আজ আমবাও জেনেছি, আপনিও চিনে গেছেন। একজন আপনাকে লাভের আশায সবংশে নিধন হতেও পশ্চাদপদ নন। ভ্রাতা কেন, পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রদেব মৃত্যুও তাঁকে আপনাব প্রতি বিমুখ কবে না। আরেকজন? আরো দুই ভ্রাতা বিদ্যমান থাকতেও মাত্র একটি ভাইয়ের জন্য তিনি আপনাকে স্বেচ্ছায়. সানন্দে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। হে সীতা, এব পবেও কি আপনি সেই প্রেমহীন বিবাহবন্ধনে ফিরে যেতে চান?"

সীতা দুই কানে হাত চেপে বললেন—"ত্রিজটা, তুমি স্তব্ধ হও। তোমাব বাক্য আমার হৃদয অগ্নিশলাকাব ন্যায দগ্ধ কবছে। আমি এসব কথা সহ্য কবতে পাবছি না। বণক্ষেত্রেব বাম কদাচ আমাব স্বামী নন।"

ত্রিজটা অবাক হযে বললেন—"অর্থাৎ? তিনি তবে কে?"

সীতা বললেন—"বাবণবাজা নিশ্চয মায়া দ্বারা কোনো মিথ্যা বামচন্দ্র সৃষ্টি কবে তাঁব মুখ দিযে ওইসব কুবাক্য বলিযেছে যাতে আমি বিক্ষুব্ধ হযে রাবণেব পত্নী হই। আমাব বামচন্দ্রেব প্রিয বাক্যগুলি, তাঁব মৃদু-মধুব হাস্য, তাঁব প্রেমমদিব দৃষ্টি, সবই যে আমাব স্মৃতিকে নিত্য অলংকৃত বেখেছে! ওই কর্কশভাষী, কটুবাক. অশ্রুকাতর, কাপুরুষ, অপ্রেমী. বক্তাক্ত, পাশবদ্ধ ভূলুণ্ঠিত ব্যক্তিটি মোটেই আমাব স্বামী নন। তোমবা আমাকে এক মাযাদৃশ্য দর্শন কবিযেছ। শুনেছি রামকে মায়া-সীতা দেখিয়েছিলে. এবাব সীতাকেও মাযা-বাম দেখানো হলো।" বলতে বলতে সীতার চোখ প্রেমময হলো, সীতা সাশ্রুনেত্রে বললেন—"হে প্রিয়! মুহূর্তের জন্যও আমি যে তোমাকে সন্দেহ কবেছিলাম. তোমাব প্রেমে বিশ্বাস হাবিযে ক্রুদ্ধ হযে ব্যথিত হয়ে জ্ঞান হারিযে ফেলেছিলাম, সেই অপবাধের জন্য আমাকে তুমি ক্ষমা করো। আমি জানি তুমি লক্ষ্মণ-টক্ষ্মণ সক্কলেব চেয়ে সীতাকেই বেশি ভালোবাসো। কতবার

'প্রাণাধিকে' বলে সম্বোধন করেছো। তুমি তো অনৃতবাক সামান্যজন নও। বৃদ্ধা ত্রিজটা, তুমি আমাকে বিভ্রান্ত কোরো না—এ সবই ক্রূর রাবণরাজার ছলাকলা. আমি বুঝেছি।"

শুনে ত্রিজটা আর সরমা চোখোচোখি করলেন। তাঁদের চক্ষু বিষাদপূর্ণ অশ্রুতে আচ্ছন্ন হলো। ত্রিজটা বললেন—"হায়, জানকী, নিয়তিকে বাধা দেবে, কার সাধ্য? প্রেমহীন, তৃপ্তিহীন. শান্তিহীন. রাজসম্মানহীন, রিক্ত, ব্যর্থ জীবনেই তোমার যখন এত আসক্তি, কে তোমায় রক্ষা করবে? তোমার গণৎকারেরা যা বলেছেন সবই মিলে যেতো, যদি তুমি প্রেমশূন্য রামচন্দ্রের বদলে প্রেমিক রাবণকেই তোমার স্বামিত্বে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিতে। কিন্তু তুমি মোহমুগ্ধা। তুমি স্বকর্ণে শুনেও বিশ্বাস করতে পারছো না যে. স্বামী জীবনে তোমার চেয়েও আর কারুকে বেশি ভালোবাসেন। এই অহং-ই তোমার পতন. এই অহং-ই তোমাকে অনেক দুঃখ দেবে।"

ক্রুদ্ধা. রক্তনয়না সীতা ত্রিজটাকে তৎক্ষণাৎ তিরস্কার করে উঠলেন—"দেয় তো দেবে। তোমার তাতে কী? আমার স্বামী আমাকে ভালোবাসেন কি না, সেটা আমি বুঝবো। প্রগলভা রাক্ষসী. তুমি আমার দাসী. দাসীর মতোই থাকবে। গুরুজনের মতো উপদেশ দিতে এসো না।"

সীতার কটুবাক্য শুনে ত্রিজটা অশ্রুমোচন করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। সরমা কিন্তু সীতাকে ভর্ৎসনা না করে পারলেন না।

—"ছিঃ সখী। এই নিতান্ত প্রাকৃতজনের মতো বাক্য আপনাকে মানাচ্ছে না। বর্ষিয়সী ত্রিজটা আপনারই শুভার্থিনী। এটুকুও শুভাশুভের বোধ কি আপনার বাকি নেই?"

এই কথায় সম্বিত এবং লজ্জা পেয়ে সীতা বললেন—"শোকে দুঃখে আমি কী বলতে কী বলেছি, তোমরা আমাকে মার্জনা করো সখি সরমা। কিন্তু ওই রাম-লক্ষ্মণ যে ইন্দ্রজালে নির্মিত মায়ামূর্তি ছিলেন না তার প্রমাণ কী? ইতিপূর্বেও বিদ্যুজ্জিহ্ব আমাকে রামচন্দ্রের কাটামুণ্ড এবং কোদণ্ড দেখিয়ে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করেনি কি? তাতে বিফল হয়ে এটা নির্ঘাৎ কুবুদ্ধি রাবণের কোনো নতুন কৌশল।"

এবার সরমা আর অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। জানকীকে বক্ষে ধারণ করে সরমা সাশ্রুবচনে বলতে লাগলেন—"হায় সখি জানকী। এই কথা বলতে আমারই হৃদয় দীর্ণ-বিদীর্ণ হচ্ছে—আজ আপনি রণক্ষেত্রে যা প্রত্যক্ষ করেছেন. এবং যা আপনার শ্রুতিগোচর হয়েছে, তা নিতান্তই নির্মম বাস্তব। রাক্ষসের মায়াজাল নয়। হে সরলা সীতা, কঠোর বাস্তব অনেক সময়েই মায়ার চেয়েও অবিশ্বাস্য। এই নরজীবনে প্রতি মুহূর্তেই আমরা নূতন শিক্ষালাভ করি। আপনি মন শক্ত করুন।"

সরমা যে মিথ্যা বলেন না, সীতা তা জানতেন। সরমার কথা শুনে সীতা মৃতবৎ স্তব্ধ হয়ে ভূমিতে পড়ে রইলেন। যেন মাতা বসুমতীর কাছে সহনশক্তি প্রার্থনা করলেন। বুঝি মর্মর প্রতিমা। নয়নে অশ্রু নেই। চেড়ীরা পর্যন্ত সেই

দৃশ্যে ভীত স্তব্ধ নিঃশব্দ হয়ে গেল।

এইভাবে যে কতক্ষণ কেটে গেলো কে জানে? এক-একটি মুহূর্ত যেন এক-এক যুগেব মতো দীর্ঘ।

বহু, বহুক্ষণ পবে জানকী উঠে বসলেন। অস্তসূর্যেব ন্যায় বক্তবর্ণ তাঁব মুখ। সীতা বললেন—"ত্রিজটা, অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত কবো। আমি প্রবেশ করি। জ্যোতিঃশাস্ত্র মিথ্যা। প্রেম মিথ্যা। সতীত্ব সাধনা মিথ্যা। এই পুরুষশাসিত সমাজে নাবী ক্রীড়নক মাত্র। তাব হৃদযেব কোনো মূল্য নেই। এই পৃথিবীব জীবন আব আমার কাম্য নয।" বলে সীতা নিজেই পর্যাপ্ত কাঠকুটো সংগ্রহ কবে অগ্নিসংযোগ কবলেন। ত্রিজটা এবং সবমা নির্বাক দ্রষ্টা, তাঁবা যেন স্থাণুবৎ। বাধা দেবাবও শক্তি নেই। সীতা সৃষ্টিকর্তাকে প্রণাম জানিযে যেই না অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে যাবেন, অমনি স্বর্গ থেকে হুশ কবে একটি ঢেঁকি নেমে এলো, তাতে নাবদমুনি।

নাবদ সবলে সীতাকে বাধা দিয়ে, মধুব বাক্যে বললেন—"হে দেবি! নিবস্ত হোন। এখনই মববেন কেন? শ্রীরামচন্দ্রেব কোনো দোষ নেই। দোষ সবই কবি বাল্মীকিব। কাব্যেব খাতিবে তিনিই বামচন্দ্রকে দিযে ওই সকল কুবাক্য উচ্চাবণ কবিয়েছেন। ওগুলি আপনাব শ্রবণেব উদ্দেশ্যে উচ্চাবিত হযনি। পুরুষমানুষ মাত্রেই পত্নীব আড়ালে-আবডালে অমন কত কথাই বলে থাকে। সে সবই যদি আজ জগতের পত্নীদেব শ্রুতিগোচব হতো তবে সংসারে একটিও দম্পতি একত্রে বসবাস করতো না। আপনি ওসবে কর্ণপাতও কববেন না। তাছাড়া, শোকেব বশে তো মানুষ কতই ভুল বকে। প্রলাপবাক্যে কান দিতে নেই। শোকেব মুখে যাই বলুন, বামচন্দ্র অবিলম্বেই আপনাকে উদ্ধাব করতে আসছেন। রাবণবধেব বিলম্ব নেই। দেবি! যমজপুত্রেব জননী যদি হতে চান, তবে ধৈর্য ধরুন। অযোধ্যাব বাজমহিষী যদি হতে চান, তবে ধৈর্য ধরুন। ভাবতভূমিব পবিত্র আদিকাব্যের মহানাযিকা হযে চিবজীবী যদি হতে চান, তবে ধৈর্য ধরুন। শুধু মনে বাখবেন, যে সয সে বয।"—এই বলে নাবদ মৃদু-মধুব হাস্য কবলেন। নাবদমুনিব চতুব স্তোকবাক্যে প্রলুব্ধা হযে পুনবায মোহমুগ্ধা সীতা অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ কবাব ইচ্ছা থেকে নিবৃত্ত হলেন এবং নিজেব অজ্ঞাতসারেই দীর্ঘতব এক দহনজ্বালাব মধ্যে প্রবিষ্ট হলেন।

আগুন নিবিযে সীতা আবাব সবমার সঙ্গে কড়ি খেলতে বসলেন।

বণক্ষেত্রে তখন গরুড়েব কৃপায় বাম-লক্ষ্মণ পরিপূর্ণ তেজে দীপ্যমান। "সীতাব উদ্ধাব কিংবা আত্মাব সংহার" বলে জ্বালাময়ী স্লোগান দিতে-দিতে রামচন্দ্র দ্বিগুণ উদ্যমে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

সেদিকে চেযে স্বস্তিব নিশ্বাস ফেলে বাল্মীকি নারদকে বললেন—"ধন্যবাদ মুনিবব, আরেকটু হলেই রামায়ণ লেখা ঘুচে যাচ্ছিল আর কী! উঃ, কী কঠিন মেয়েদেব চবিত্র! অতি জটিল!" মুচকি হেসে নাবদ বললেন—"জটিল আর কোথায়? নারীব

জীবন কত নিবানন্দ, কত ফাঁপা, তা জেনেও তো সে অমবত্বেব ফাঁদে পা দেয়—! নাবীও পুরুষেব মতোই নিজেকে ছলনা কবে—কিংবা পুরুষেব চেয়েও বেশি। বাম তাঁকে ভালোবাসেন না, তা জেনেও তো সীতা মহাকাব্যের নায়িকা হবাব লোভ সংববণ করতে পাবলেন না? জীবনে কঠিন দুঃখেব মূল্যেও তিনি শিল্পেব অমবত্ব ক্রয় কবতে বাজি।"

নাবদেব উত্তবে ধবধবে সাদা দাড়ি জটা চুলকে বাল্মীকি মহাকবি বললেন —"মুনিবব, মবজগতে যশোলাভই যে প্রবলতম বিপু—এ আমিও হাড়ে-হাড়ে টেব পাই। সীতাব আব দোষ কি। সে তরুণীমাত্র।"

সীতার পাতাল প্রবেশ

কলাপাতাতে আবেকটু পায়েস ঢেলে দিতে দিতে খবর শুনে চোখ কপালে উঠলো, খোঁপা থেকে বল্কলেব আঁচল খসে পড়লো। সীতা বললেন—"বাছাবা, তোমবা সর্বনাশ কবেছো। কাদেব যজ্ঞেব ঘোড়া ধবেছো? এক্ষুনি সৈন্যসামন্ত নিয়ে তেড়ে আসবে। বাল্মীকি আশ্রমে নেই, কী হবে?"

লবকুশ অবজ্ঞায় ঠোঁট উলটে বললে—"হবে আবাব কী? অশ্বমেধেব ঘোড়া ধবলেই যুদ্ধ হবে। এ আব না জানবাব কী আছে? তা বলে সে ঘোড়া আশ্রমেব গাছপালা খেয়ে ফেলবে?" দু'জনেবই ঠোঁটেব ওপব স্নিগ্ধ শ্যামল গোঁফেব বেখা, নিয়মিত শ্রমে পুষ্ট পেশি, কাকপক্ষ কেশ আশ্রমবালকেব চূড়ায় বাঁধা। দুটি চোখ তো চোখ নয়, যেন নীল পদ্মফুল। দীর্ঘ, সতেজ, বর্ষার কচি দেবদারু গাছেব মতো চেহাবা। সীতা মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখলেন ঠিক এইবকমই দূর্বাদলশ্যাম একটি কিশোব অনায়াসে হবধনু ভেঙে ফেলেছিলেন জনকরাজাব সভাগৃহে। এদেব চবিত্রে যুদ্ধবিগ্রহকে ভয়ডব নেই।

তবু সীতা তাদেব বোঝাতে বসলেন—"যুদ্ধ ভালো নয় বাছাবা। তোমবা আশ্রমিক। তোমাদেব যুদ্ধে কী কাজ? ও ঘোড়া তোমবা ছেড়ে দাও। ওতে অশান্তি আসবে।"

বড় বড় চোখ আবো বড় কবে লব বললো—"ব্যাটা ঘোড়াব এত সাহস। বাল্মীকিমুনিব অত প্রিয় পাবিজাত গাছটা আবেকটু হলেই খেয়ে ফেলেছিল। পনস তো খেয়েইছে। নাঃ, মুনিবর আমাদেব ওপর আশ্রমরক্ষার ভার দিয়ে গেছেন, ওকে আমরা ছাড়বো না। থাকুক ও শাল্মলী গাছে বাঁধা। দেখি, পৃথিবীর কোন রাজা এসে ওকে ছাড়াতে পারে।"

কুশ বললো—"তুমি ভেবো না মা, ও ঘোড়াব জন্য ভাববার কিছু নেই, আমরা ওকে ঠিক খাবার-দাবার দেবো। কিন্তু ছাড়বো না।"

সীতা জানেন এরা ইক্ষ্বাকুবংশের ছেলে। কারুর কোনো সদুপদেশ শোনা এদেব স্বভাব নয়। বদ উপদেশ বরং শুনতে পাবে। সীতার অনেক কথা মনে পড়ে যেতে লাগলো। তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে আশ্রমেব কর্মে মন দিলেন। লবকুশ ভোজনান্তে নদীব ধাবে খেলতে চলে গেল। লবকুশের খেলা মানেই তো অস্ত্র অভ্যাস। সীতার ভালো লাগে না। কেন এত যুদ্ধ! কেন এত অস্ত্র! তিনি মাতা ধরিত্রীর সন্তান, যুদ্ধবিগ্রহে তাঁব চিবদিনেব বিরাগ। ঘোর বিতৃষ্ণা। শস্যাবোপণ. বীজবপন, হলকর্ষণ এসব হলো মানুষকে বাঁচিযে বাখাব দিক। জীবনের শিল্প। আব অস্ত্রসজ্জা. অস্ত্রশিক্ষা. অস্ত্র তৈবি কবা, এবং যুদ্ধ—এ হলো ঠিক তাব বিপবীত। মৃত্যুব শিল্প। যুদ্ধে সীতাব ঘেন্না ধবে গেছে। লবকুশেব এই নিত্যনৈমিত্তিক যুদ্ধু-যুদ্ধু খেলাও তাঁব একদম ভালো লাগে না। কী আশ্চর্য এই বক্তকণিকাস্থ অদৃশ্য শক্তিব চবিত্র গঠনেব ইন্দ্রজাল। যতই তাদেব আশ্রমে বেখে আজন্ম মুনিঋষির সৎসঙ্গে মানুষ কবা হোক না কেন, যতই শাস্ত্রপাঠ করুক না কেন, বীণা বাজিযে কাব্যগীতি গাইতে শিখুক না কেন—সেই তারা নিজে নিজেই অস্ত্র বানিয়ে ফেলেছে, অস্ত্রচালনা শিখেও ফেলেছে নিজেবা নিজেরা খেলতে খেলতে। অলস অবসব সময়েব বিনোদন হিসেবে মারাত্মক সব অস্ত্র আবিষ্কাব কবে বসে আছে দুই বালক। সীতাব দৃঢ বিশ্বাস যুদ্ধবিলাসী নশ্বর মানুষের মৃত্যুযন্ত্রণা দেখে আমোদপ্রমোদ কবতে অভ্যস্ত অমব দেবতারা ওদেব গোপনেও কিছু অস্ত্রশস্ত্র দিযেছেন। কুশ না হয বেড়া-বাণটা আবিষ্কার কবেছে, কিন্তু লবেব মহাবিষ্ণু বাণ? ও তো অমনি অমনি আসেনি? লবকুশ অস্ত্রগুলি বাডিতে আনে না। নদীব তীরে গাছের কোটবে লুকিয়ে বেখে আসে। বেড়ালেব মাছ খেযে গোঁফ মুছে আসাব মতো। কিন্তু সীতা সবই জানেন. দিনে বাতে দু'ভাইয়ের অনেক মুগ্ধ গল্প তাঁর কানে যায। সব গল্পই অস্ত্রবিষযক, শাস্ত্রবিষযক তো নয। সীতা বোঝেন. ক্ষত্রিয়-রক্ত তার আপন কাজ করে চলেছে। সীতাব খুব খাবাপ লাগে। রত্নাকর বাল্মীকি যদি ডাকাতি ছেড়ে মহামুনি হতে পাবেন স্বেচ্ছায়, এ-ছেলেবা আশ্রমে জন্ম নিযে আজন্ম সাত্ত্বিক জীবন যাপন করেও স্বভাবচরিত্রে সাত্ত্বিক হলো না, হলো সেই মহাক্ষত্রিয়. রাজসিক? সীতা মনেপ্রাণে যুদ্ধবিবোধী। যুদ্ধে তাঁব পবম ঘৃণা। সীমাহীন মৃত্যু, তলহীন নীচতা দেখেছেন তিনি শ্রীলঙ্কায়। ছেলেরা একদিন স্নানটান করে এসে খেতে বসেছে, লব বললো—"আজ যা মজা হযেছে না মা. এক ব্যাটা রাজা এসেছিল ঘোড়া ছাড়িযে নিতে। তাকে আচ্ছা শাস্তি দিয়েছে কুশ। দুই অক্ষৌহিণী সৈন্য সমেত সে ভো-কাট্টা!" সীতাব হাত কেঁপে খানিক অন্ন মাটিতে পড়ে গেল। সীতা লবকুশকে কোনো প্রশ্ন করলেন না। কযেকদিন বাদে খেতে বসে ছেলেরা হেসে গড়াচ্ছে দেখে সীতা জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? লবকুশ জানালো আরো দু'জন রাজা এসেছিল সেই অশ্বমেধেব ঘোড়াটা ফেরত নিতে, সব্বাই

খতম। চিৎপটাং হয়ে পড়ে আছে। "যেমন আশ্রমেব শান্তি বিঘ্নিত কবা। এবাব চাব অক্ষৌহিণী সৈন্যসমেত সবাইকে জবাই কবেছি।"

সীতাব চোখেব একফোঁটা নোনা জল মিষ্টান্নেব পাত্রে মিশে গেল। সীতা বললেন —"তোমবা তাহলে কেবল এইই কবছ? কেবল মাবামাবি। দাঙ্গাহাঙ্গামা? শাস্ত্রপড়া, বামায়ণ গান এসব কোথায় গেল? পূজো-আচ্চা?"

—"সে-সব তো ভোববেলায় কবি, ব্রাহ্মমুহূর্তে। বোদ ওঠাব পব অন্য খেলা।"

সীতা ভেবেছিলেন বাঘেব বাচ্চা বুঝি নিবামিষাশী হবে। তা কি হয়?

—"মা। মা। দেখবে এসো, তোমাব জন্য কী ধবে এনেছি।" পুত্রদেব সমবেত চিৎকাবে সীতা হাতেব কাজ ফেলে বেখে ব্যাকুল হয়ে ছুটে এলেন। অদূবেই বীভৎস যুদ্ধ হচ্ছে, তিনি তা জানেন। আকাশ ছেয়ে গেছে বাণে বাণে। হুংকাব টংকাব আব মবণোন্মুখ জন্তু আব মানুষেব শেষ চিৎকাবে আশ্রমেব শান্ত বাতাস নাবকীয়। সীতা জানেন বলে লাভ নেই। ছেলেবা দু'দিন বাড়ি ফেবেনি। খেতে আসেনি, শুতে আসেনি। সীতা ঈশ্ববেব কাছে প্রার্থনা কবেছেন ওদেব মঙ্গলেব জন্য। তিনি জানেন তাঁব পুত্রেবা দীর্ঘায়ু হবে। তাদেব প্রাণভয়ে তিনি ভীত নন। তাঁব ভীতি পুত্রদেব এই যুদ্ধপ্রীতিতে। যুদ্ধশেষে স্নান কবে বস্ত্র ধুয়ে ছেলেবা বাড়ি এসেছে, এবাবে খেতে বসবে। মা ছুটে এলেন জল নিয়ে, গামছা নিয়ে, কণ্ঠস্ববে বোঝাই যাচ্ছে এবাবও তাবাই বিজয়ী। ঘোড়া ছাড়েনি। কী জেদ। কী জেদ। এতটুকু-টুকু ছেলেব। কিন্তু কাব ছেলে দেখতে হবে তো?

বাইবে আসামাত্র তাঁব চক্ষু স্থিব হয়ে গেল। নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেল, চবণ অচল, এবং হৃৎপিণ্ডও নিস্তব্ধ হয়েছে বলে তাঁব নিজেব মনে হলো। সীতাব মনে হলো তিনি পড়ে যাবেন।

"এই দ্যাখো মা, একটা ভাল্লুক আব একটা হনুমান ধবে এনেছি তোমাব জন্যে। কী প্রাণ ব্যাটাদেব মা। সব্বাই মবে গেল, এবা কিন্তু মবেনি। মূর্চ্ছা গেছে মাত্র। মূর্ছাভঙ্গ হোক, তাবপব এদেব আমবা পুষবো। ভাবি মজাব ভাল্লুক আব হনুমান এবা মা—প্রায় মানুষেব মতোই।" সীতা একদৃষ্টে চেয়ে বইলেন পুত্রদেব পদতলে পতিত মহাবীব হনুমান আব মহাবল জাম্ববানেব দিকে। তাবপব কেঁদে ফেলে বললেন, "ওবে, এ তোবা কাদেব বেঁধে এনেছিস? ইনি হনুমান, আমাব প্রথম পুত্র। তোদেব বড় দাদা। আব ইনি জাম্ববান। অযোধ্যাধিপতি বামচন্দ্রেব এঁবা চিব অনুগত ঘনিষ্ঠ সহচব। এ কী অবস্থা কবেছিস এঁদেব? তাড়াতাড়ি জল আন, পাখা আন"— সীতা হনুমানেব মাথাটি কোলে নিয়ে সন্তানস্নেহে জল ঢালতে শুরু কবলেন।

খানিক পরে হনুমান চোখ মেলেই তো তাঁর চক্ষুস্থিব। লম্ফ দিয়ে উঠে পড়ে সোজা মাটিতে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। "সীতা'মা। কতদিন পবে: এ তোমার কেমন চেহাবা

হয়েছে মা?'' আনন্দাশ্রুর বান ডাকলো। জাম্বুবানও উঠে বসেছেন। প্রণামান্তে দুজনই বললেন—''চলুন, দেখি, ছেলেদুটি রামচন্দ্রের কী অবস্থা করেছে।'' সীতা যেন নিজেই এবার মূর্ছা যাবেন। রামচন্দ্র?

কোথায় তিনি? ''কই পুত্রগণ, তোমরা তো আমাকে বলোনি রামচন্দ্র রাজার কথা—তিনি যে স্বয়ং এসেছেন—'', সীতার অনুযোগ শুনে তাচ্ছিল্যভরে ছেলেরা বললে—''নিজে এসেই বা কোন লাভটা হলো? ঘোড়া কি নিতে পেরেছে? উল্টে নিজেই মূর্ছা গেছে। এই দ্যাখো না মা, সেই রাজার কেয়ূর-কুণ্ডল, তার ধনুর্বাণ তার বজ্রমুকুট—সব খুলে নিয়েছি।'' একটি একটি অতি পরিচিত বস্তু দেখেন আর সীতা আর্তনাদ করে ওঠেন। ''ওরে ও বাছারা, তোরা কি সর্বনাশ করেছিস—শিগগির ফিরিয়ে দে—''।

বলতে বলতেই ছুটলেন যুদ্ধবিধ্বস্ত আশ্রম প্রাঙ্গণে। হনুমানও ছুটছিলেন, জাম্বুবান তাঁর লেজ ধরে টেনে আটকে রাখলেন।

''যাচ্চলে। এ তো বেড়ে মজা। মা এদের সব্বাইকে যে চেনেন? দেখিগে ব্যাপারখানা'', বলতে বলতে লবকুশও মার সঙ্গে চলল।

অচৈতন্য রামের তো দেহে প্রাণ ছিলই। সীতা তাড়াতাড়ি বাল্মীকিকে টেলিপ্যাথিতে ডেকে পাঠালেন চিত্রকূট থেকে। এই ব্যবস্থা করাই ছিল। তখনকার দিনে টেলিফোন টেলিগ্রাফ টেলিপ্রিন্টার না থাকলেও টেলিপ্যাথির চল ছিল খুবই। কিন্তু চিত্রকূট বহুদূর—মনোরথে উড়ে আসার রাস্তা নয়। দিনদুয়েক লেগে যাবেই আসতে। রামনাম জপতে জপতে সীতা চললেন যুদ্ধক্ষেত্রে। না জানি কী দৃশ্য তাঁর দৃষ্টিগোচর হবে।

অনেকদিন যাবৎ সীতা আশ্রমবাসিনী। এখানে বসবাস করতে করতে তাঁর কতগুলো অন্তর্দৃষ্টি খুলে গিয়েছে। চিরকালই লাজুক, স্বল্পভাষিণী, সীতার সব আলাপ-আলোচনা নিজেরই সঙ্গে। মনে মনে। শ্রীলঙ্কায় অশোকবনে যেমন সখী সরমা ছিলেন, এখানে ঠিক তেমন কেউ নেই, বন্ধু শুধু বাল্মীকি। বৃদ্ধ হলেও সীতার সঙ্গে কিছুটা নিয়মিত সময় ব্যয় করেন তিনি। তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করতে করতে সীতার বদ্ধ ধারণা হয়েছে, প্রথম থেকেই রক্ষণশীল অযোধ্যাবাসীরা কোনকালেই তাঁকে সহজভাবে গ্রহণ করেনি—কেননা সীতার জন্মের ঠিক নেই। লক্ষ্মণপত্নী ঊর্মিলার জন্ম রাজা জনকের অন্তঃপুরে। রেশমের শয্যায়। কিন্তু 'সীতা' প্রকৃতির সন্তান। জন্মমুহূর্তে মাথার ওপরে আকাশ ছিল তাঁর, পিঠের নিচে মৃত্তিকা। লোকে বলে হলকর্ষণের ফলে জন্ম সীতার। এ তো সহজ কথা। নারীমাত্রেই ক্ষেত্র। আর যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার নামই কর্ষণ। পুরুষ নারীকে কর্ষণ করে বীজ বপণ করে তার গর্ভে। উৎপন্ন ফসলের নাম সন্তান। সীতা ক্ষেত্রজা—ক্ষেত্রে তাঁর জন্ম। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে, সত্যি কথাটা কেউ জানে না, একমাত্র জনকরাজা ছাড়া। সত্যি সত্যি তো ক্ষেত্রে মানুষ ফলে না। সত্যি সীতা বহুদিন বনে বনেই খেলেছেন, ফলমূল

আহারেই তাঁর রুচি বেশি। জীবনে কটা দিনই বা তাঁর রাজকুমারের সঙ্গে রাজভোগ খেয়ে প্রাসাদে কেটেছে? সীতা ভাবেন দেবী বসুমতী সহসা কেনই বা জনকরাজার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক গড়তে যাবেন? তিনি অপ্সরা নন, কিন্নরীদের মতো চপলস্বভাবা নন। সীতা আজকাল তাঁর জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে মাঝে মাঝেই গভীরভাবে চিন্তা করেন। ক্ষেত্রে কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েটিকে জনকরাজা হঠাৎ এত মূল্য দিলেন কেন? সীতা জনকদুহিতা জানকী এতে কোনো সন্দেহ নেই তাঁর—জনকরাজার চুল যে অকালে একটি দীর্ঘ তেরছা রেখার মতো একইঞ্চি চওড়া অংশে পাক ধরেছিল, এখন সীতার চুলের ঠিক সেই অংশটিই অবিকল জনকরাজার মতো করেই পেকে উঠেছে। বাল্মীকি বলেছেন এটা নাকি বংশানুক্রমিক ব্যাপার। কিন্তু সীতার মা বসুমতী দেবী কে? নিশ্চয় এমন কেউ, যাঁর সৌন্দর্য জনককে পাগল করেছিল? কিন্তু যাঁর নিম্নবর্ণ তাঁকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যেতে দেয়নি। শূদ্রাণী, চণ্ডালিনী, যে-কোনো কিছুই হওয়া সম্ভব। ঊর্মিলার মতো নিশ্চিত নয় সীতার জন্ম। পিতা বিবাহের সময়ে ঊর্মিলাকে —"আমার দ্বিতীয় কন্যা" আর সীতাকে—"এঁকে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা বলে পরিচয় দিয়ে থাকি"—বলে সভাতে উপস্থিত করেছিলেন, সীতা তখন বালিকা হলেও তফাৎটা তাঁর কানে লেগেছিল। এজন্যেই কি রামচন্দ্র সীতা সর্বসমক্ষে অগ্নিপরীক্ষায় সফল হবার পরেও নিন্দুকের কথায় কান দিয়ে পাঁচমাস গর্ভবতী পত্নীকে বিনাদোষে বনবাসে দিলেন, এবং জীবনে কখনও খোঁজ নিলেন না গর্ভস্থ শিশুর জন্ম হলো কিনা? ইক্ষ্বাকু বংশের আসন্ন সন্তান ধরাধামে অবতীর্ণ হলো কিনা? তবে কি শ্রীরাম চাননি যে সীতার গর্ভে ইক্ষ্বাকুবংশের ধারা বক্ষিত হোক? সীতা নিজে যে কোন গর্ভে জাতা, তারই যখন ঠিক নেই। একাকিনী বনে বসে বসে সীতার আজকাল এইসব কথা মনে হয়। অযোধ্যা থেকে চলে এসে ভালোই হয়েছে। বসুমতীর কন্যা, মানে পৃথিবীর সন্তান, প্রকৃতির কন্যা। প্রকৃতির সন্তান তিনি, প্রকৃতিতেই ফিরেছেন। দশরথ কিংবা জনকের মর্মরমণ্ডিত স্বর্ণখচিত রাজপ্রাসাদ তাঁর নয়। এই তরুচ্ছায়া, এই পুষ্পবন, এই নদীতট, এখানেই সীতার প্রকৃত ঠাঁই।

—"এই যে, মা, ঐ দ্যাখো রাজার অবস্থা। ধুঁকছে।"

সীতা চেয়ে দেখলেন।

সীতা চেয়ে রইলেন।

রক্তাক্ত মূর্ছিত প্রৌঢ় রামচন্দ্র লতাগুল্মের মাঝখানে পড়ে আছেন। বর্মহীন, মুকুটহীন, অস্ত্রহীন, মদিতচক্ষু, অসহায়। ব্যাকুল হয়ে সীতা বললেন, "যাও যাও লবকুশ, কলসী ভরে জল আনো, এক্ষুনি এঁর শুশ্রূষা করা দরকার। ইনিই অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র।" বলতে বলতে সীতা অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। তাঁর মনে পড়ে গেল সেই রমণীয় উদ্যান। চন্দন অগুরু মধূক পারিজাত লোধ্র কদম্ব কী না ছিল সেখানে। যেন জগতের সব ফুল, সব ফল, সকল ভ্রমর গুঞ্জন আর বিহঙ্গকাকলিতে উজ্জ্বল বিমুগ্ধ সেই উদ্যানের দীঘিটির জল ছিল কাজলকৃষ্ণ। তারই

মণিময় সোপানে তরুণী সীতা একদা যুবক রামের অঙ্কশায়িনী হয়েছিলেন। অদূরে কুসুমাস্তীর্ণ তৃণভূমিতে হরিণ-হরিণী ক্রীড়ারত ছিল। এই ভূমিতলে মূর্ছিত অর্ধবৃদ্ধ রাজপুরুষটি তখন তরুণ প্রেমিক। ইন্দ্র যেমন শচীর ওষ্ঠে সোমরস তুলে দেন, রামচন্দ্রও সীতার হাত ধরে তেমনি যত্নে মৈরেয় মদ্য পান করিয়েছিলেন। পানোন্মত্তা কিন্নরীরা অপ্সরীরা নৃত্যগীতাদির দ্বারা তাঁদের নন্দিত করেছিল। তার পরেই সীতার গর্ভলক্ষণ ধরা পড়ে। সেই আনন্দ চূড়ান্ত। সেই আনন্দ শেষ। সীতা বল্কলে চক্ষু মার্জনা করলেন। রামের দেওয়া চন্দ্রকান্তমণির হার দিয়ে তিনি স্নেহভরে হনুমানকে আশীর্বাদ করেছিলেন স্বামীর অনুমতি নিয়ে। সীতা দেখেছেন, অচৈতন্য হনুমানের কণ্ঠে আজও সেই মণিমালাটি শোভা পাচ্ছে। স্বামী শ্রীরাম সীতাকে বিস্মৃত হয়েছেন, কিন্তু সন্তান হনুমান তাঁকে মনে রেখেছে। সেও যে প্রকৃতির সন্তান, পবন আর অঞ্জনার প্রণয়ের ফসল। সে তো সামাজিক মনুষ্য নয় রামের মতন। আর হনুমানও, মহাবল, মহাবীর হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধবিগ্রহে আনন্দ পান না। তিনি নিজেই অনায়াসে সীতাকে উদ্ধার করে এনে রামরাবণের যুদ্ধটা প্রায় বন্ধই করে ফেলেছিলেন। কাব্যের ইতিহাস উলটে যাচ্ছিল আরেকটু হলেই। ফলমূলভোজী হনুমানকে সীতা সত্যি সন্তানস্নেহ করেন। তিনি জানেন বীর হনুমান মৃত্যুহীন, জাম্বুবানও তাই। তাই তাঁদের অচৈতন্য দেখেও সীতা ততটা বিচলিত হননি। তিনি এও শুনেছেন বাল্মীকির মুখে যে স্বীয় পুত্রের কাছে রামের পরাজয় বিধির লিখন। সেই লিখনই ফলেছে আজ। স্বামী নির্ঘাত চিনে নিয়েছেন লবকুশ তাঁরই ঔরসজাত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কেউ নেই যে রামচন্দ্রের চৈতন্যহরণ করতে পারে। এসব জানেন বলে সীতা এদিকে নিশ্চিন্ত, তবু হিন্দুপত্নীর কর্তব্যবিধি অনুযায়ী তিনি উদ্বিগ্ন ইত্যাদি হচ্ছেন। আজ বহুবৎসর পরে তাঁর অভ্যন্তরে যেন গুড়গুড় শব্দ করে একটি যুগযুগান্তের সুপ্ত আগ্নেয়গিরি ক্রমশ জেগে উঠছে। মনে মনে সীতা অনুভব করতে পারছেন আসন্ন ভূমিকম্প।

না, লবকুশ নয়। জাম্বুবান আর হনুমান বিশাল জলভাণ্ড বয়ে আনলেন। লবকুশ তাঁদের পিছনে পিছনে হাসাহাসি করতে করতে আসছেন। তপস্বিনী সীতাকে রামচন্দ্রের শিয়রে দেখে জাম্বুবান, হনুমান পুনরায় আভূমি প্রণিপাত করলেন। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁরা বললেন—"মা, তোমাকে এবার ঘরে ফিরতেই হবে।" অনেক অশ্রুপাতের মধ্যে, অনেক অনুনয়ের মধ্যে রামের অঙ্গে জলসিঞ্চনের কর্মটি সযত্নে চলতে লাগলো। যথাকালে রামচন্দ্র উঠে বসে লবকুশকে দেখে বললেন—"আমি কোথায়?" উত্তরে শুনলেন—"আপনি মহামুনি বাল্মীকির আশ্রমে বন্দী।" রাম এবার স্পষ্ট নেত্রে চেয়ে দেখলেন বীর্যবান নবদূর্বাদলশ্যাম কিশোরদুটির দিকে। যমজ ভাই দুটি, বালক রামের হুবহু প্রতিমূর্তি। রাম সবই বুঝলেন। আরামের দীর্ঘশ্বাস পড়লো তাঁর। আঃ। যাক। যজ্ঞাশ্ব তাহলে ঠিক মানুষের কাছেই এসে পৌঁছেছে। অশ্বমেধ যজ্ঞে বাধার প্রশ্ন নেই, ইক্ষ্বাকুবংশের রাজকুমারের হাতেই অশ্ব ধরা পড়েছে। রাম বললেন—"বাছারা, তোমাদের বীরত্বে আমি মুগ্ধ। তোমরা আশ্রমবাসী বালক কিশোরমাত্র, দুজনে মিলে

ক'দিনের মধ্যে শেষ করেছো ছিয়াত্তর অক্ষৌহিণী সৈন্য—কোটি কোটি হস্তী অশ্বরথ —এবং ইক্ষ্বাকুবংশেব চাবজন রাজা আজ তোমাদেব সঙ্গে যুদ্ধে পবাস্ত। তিনজন নিহত। তোমাদেব ভাগ্যবান পিতাব নামটি আমি শুনতে চাই।" সীতা ইতিমধ্যে কখন সবে গিয়েছেন বৃক্ষবাজিব অন্তবালে।

হেসে লবকুশ বললেন—"আমাদেব পিতাব নামে আপনাব কাজ নেই. ববং নিজেব ইষ্টদেবেব নাম করুন. আপনাকে আজ কেউ বক্ষা কবতে পাবতো না। কেবলমাত্র মাতৃবাক্য অনতিক্রম্য. তাই মাযেব আদেশে আমবা আপনাব প্রাণ ফিবিযে এনেছি। এবং আপনাব সাগবেদদেবও ছেড়ে দিযেছি। যত বাজ্যেব জাম্বুবান-হনুমানদেব নিয়ে আপনাব সেনাদল. এমন তো বাবা জন্মে দেখিনি. কেবল বামাযণ গানেই যা শুনেছি। হায় হায. এই নাকি ইক্ষ্বাকুবংশেব বীবত্ব? ঘোড়া ছাড়াতে যেই আসছে. সেই হেবে যাচ্ছে? আমবা বীব নই। আপনাবাই অক্ষম।"—বামচন্দ্র অবাক হয়ে পুত্রদেব কথা শুনছিলেন। ঠিক যেন কিশোব বযসেব ভবত শত্রুঘ্নদেব কণ্ঠ। নির্বাসিতা অপাপবিদ্ধা সীতাব জন্য তাঁব প্রচণ্ড মন কেমন কবে উঠল। বাজ্যশাসন কী প্রচণ্ড কঠোব কর্ম। জেনেশুনে পাঁচমাসেব অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে তিনি পবিত্যাগ কবেছেন. মুখ ফুটে বিদাযটুকু পর্যন্ত নেননি। দেননি কোন কৈফিযৎ। অবিকল স্বর্ণসীতা গড়ে দিযেছেন বন্ধুবব বিশ্বকর্মা (একটা কথা বামকে ভাবায—বিশ্বকর্মা কেমন কবে যে জানলেন সীতাব বামবক্ষেব তিলটিব কথাও. তা বাম আজও বোঝেন না।।) তাবই দিকে চেয়ে-চেয়ে এতবছব তো কেটে গেল। দ্বিতীযা বমণী তাঁব জীবনে আসতে দেননি। তবু, বাম এত বৎসবেব অদর্শনে সীতাব জন্য আকুল হযে পড়লেন। হনুমান জাম্বুবান ইতিমধ্যে পুনবায জল আনতে গিযেছিলেন. ফিরে এসে শ্রীবামচন্দ্রকে উজ্জীবিত দেখে উল্লাসে আত্মহাবা হয়ে বৃক্ষশাখায উঠে তা থেকে পুনঃ পুনঃ লাফ দিযে মাটিতে পড়তে লাগলেন হনুমান। আব জাম্বুবান আনন্দেব বেগে আশ্রমেব একটি মৌচাক ভেঙে মধুপান কবে ফেললেন। মৌমাছিবা ক্ষিপ্ত হযে চতুর্দিকে ছুটলো। তাবা সম্মুখবর্তী বামকেই আক্রমণ কবতে দলবদ্ধ হযে উড়ে আসছে দেখে সীতা আব লুকিযে থাকতে পাবলেন না। ছুটে এসে তিনি মিষ্ট-কঠোব ভাষায মৌমাছিদেব শাসন কবলেন। মৌমাছিবা আশ্রমবাসিনী সীতাব পোষ্য। তাবা ফিবে গেল। শ্রীরামচন্দ্র চমকে উঠলেন। দেখলেন মধ্য সূর্যেব মতো পূর্ণ দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হযেছে সীতাব যৌবন। বাম সীতাব জন্য অন্তবে অন্তবে কামনা অনুভব কবলেন। তাঁব চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হলো। তিনি দৃষ্টি আনত কবলেন। সীতাই এগিযে এসে প্রণাম কবে বললেন—

—"প্রভু, একটু ভালো বোধ কবছেন তো?" মবীযা হযে জাম্বুবান-হনুমান সমস্ববে বলতে লাগলেন—"প্রভু! আব নয, ঢেব হযেছে। পবেব কথায কান দেবেন না. এবাব সীতা মা জননীকে ঘবে নিয়ে চলুন। আপনাব এই দুই অমিতবিক্রম পুত্র, ইক্ষ্বাকুবংশের সর্বোত্তম দুটি সন্তানকে নিযে তিনি আব কতকাল আশ্রমবাসিনী হযে থাকবেন বল্কল পরিধান কবে. ফলমূল ভোজন কবে? প্রভু, বথ, অশ্ব সবই

তো গেছে। বরং আমরা গিয়ে অযোধ্যানগরী থেকে নতুন সুসজ্জিত রথ, অশ্ব আনছি, আপনারা সপরিবারে ফিরে চলুন। আপনি আমাদের কারো সঙ্গে পরামর্শ না করেই তো এমন মহান বিভ্রান্তির মধ্যে চলে গিয়েছিলেন, এবারে বন্ধুদের সৎবাক্যে কর্ণপাত করুন প্রভু। নিন্দুকের মন্দবাক্যে নয়। সীতামায়ের জন্যই আমরা সবাই আজ এত তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়েছি. সীতামায়ের করুণার কথা কে না জানে। বনের মৌমাছি পর্যন্ত তাঁর বশ। কেবল আপনিই কেন যে—"

চকিতেই সচেতন হয়ে রাম বললেন—"তোমরা কি পাগল হয়েছো? ভরত, শত্রুঘ্ন, লক্ষ্মণ আজ মৃত। আমি একা ফিরবো অযোধ্যাপুরীতে? তাও সীতা এবং আপন পুত্রদের নিয়ে? দেখে মনে হবে কী? না না। আমি ওসব পারবো না। আমি এখনই অদূরে সরযূনদীতে প্রাণ বিসর্জন দেবো। তোমরা বরং সীতার পুত্রদের নিয়ে যাবে তো নিয়ে যাও। আমার আপত্তি নেই। তবে হ্যাঁ, অযোধ্যার মূল সিংহাসনে বসিও না যেন। ভরত, শত্রুঘ্ন. লক্ষ্মণ সকলেরই তো দুটি করে পুত্র আছে, ভরতই যুবরাজ। ভরতের পুত্ররা অযোধ্যায় বসুক। এদের অন্য কোথাও, কোশল-টোশলে—"

সীতা এই সময়ে ধীর শীতল কণ্ঠে বললেন—"থাক. মহারাজ। আমার পুত্ররা এখনও আশ্রমের পাঠই শেষ করেনি। তারা এখনই রাজ্যপাটে বসবে না। আপনি, হনুমান ও জাম্বুবান স্নান করে আসুন, অন্ন মিষ্টাদি ভোজন করে বিশ্রাম করুন। তারপর যদি সতী হই. তাহলে আমার এই স্পর্শেই দেবর লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, ভরত সসৈন্যে পুনর্জীবিত হবেন। আপনার শোকের কারণ নেই। তবে ততক্ষণে বাল্মীকিকে এসে পড়তে দিন. একসঙ্গে এত অক্ষৌহিণী সেনা জীবিত হলে কী হবে, সেটা আশ্রমাধিপতি স্বয়ং না এলে ঠিক করা যাবে না।" বলে ধীরপদে সীতা চলে গেলেন। রামচন্দ্র নিঃশব্দে সেই হংসগামিনীর গমনপথের দিকে চেয়ে রইলেন। স্বর্ণসীতা যে কত মিথ্যা সান্ত্বনা, তাঁর কাছে সে সত্য প্রকট হয়ে উঠলো। তিনি আরো টের পেলেন. এ সীতা সোনার নয়. লোহার। সীতা আর মাটির মানবী নেই।

বাল্মীকি বললেন "রামচন্দ্র, আপনার সেনাপতিরা এবং ভ্রাতা শত্রুঘ্ন তো সৈন্য সামন্ত রথ অশ্ব সমেত অযোধ্যা রওনা হলেন কিন্তু লক্ষ্মণদেব যে সীতাকে না নিয়ে আশ্রম ছেড়ে যেতে রাজী নন? তিনি সীতার পদতলে মূর্ছিত হয়ে 'মা. মা' বলে অশ্রুবিসর্জন করছেন।"

রামচন্দ্র বললেন "বেশ. তবে আপনিই বলুন. সীতাকে কি নিয়ে যাবো? লক্ষ্মণ তো চিরকালই একগুঁয়ে। এতদিন বনবাস করার পর. সীতাকে ফের রাজপুরীতে নিয়ে গেলে সেই তো আবার প্রজারা গণ্ডগোল করবে। আপনি মশাই সবই তো বোঝেন স্যার। নইলে আমার কি ভালো লাগে নিঃসঙ্গ রাজপ্রাসাদে একাকী স্বর্ণসীতাটি নিরীক্ষণ করে দিবারজনী নির্বাহ করতে। সীতাকে কি আমি স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়েছিলাম? সেই সমস্যা তো আজও আছে।"

বাল্মীকি বললেন—"হনুমান, জাম্বুবানও সীতাব পদতলের ভূমিতে সলাঙ্গুল প্রলম্বি হয়ে ওই একই আবজি পেশ কবছেন।" রাম বললেন—"কি আশ্চর্য। আমাবই পার্ষদবৃন্দ আমাকে একবাব অনুমতিপ্রার্থনা কবলে না?" বাল্মীকি বললেন—"কিন্তু ভবত? তিনিও যে অনড হয়ে বৃক্ষতলে বসে আছেন. লবকুশকে কোলে নিযে। সীতাকে না নিযে তিনিও অযোধ্যায যাবেন না। এখন আমি কী কবি? সামান্য কবি মাত্র. আমি বাজা-বাজডাব কী ব্যবস্থা কবতে পারি? আপনিই ববং চলুন, আপনি বামবাজ্যেব প্রতিষ্ঠাতা, আপনাব বাজ্যে কেউ বিধবা হয না, কেউ সন্তানহাবা হয না, আপনাব ক্ষমতাই আলাদা। দেখুন কী কববেন। সতীত্বতেজে সীতাই আপনাব হস্তীঅশ্বসৈন্যসামন্ত প্রত্যেকের এবং তিন ভ্রাতাব প্রাণ ফিবিযে দিয়েছেন। অযোধ্যাপুবীব মানুষ সেটা মানবে বৈকি। কৃতজ্ঞতা নেই?" শ্রীবামচন্দ্র দীর্ঘকাল চিন্তা কবলেন। তাবপব উঠে ধীব পায়ে সীতাব সমীপে উপস্থিত হযে গম্ভীব গলায বললেন —"সীতা. তবে চলো। লবকুশকে নিযে তোমাব স্বস্থানে ফিবে চলো। তুমি বাজকন্যা. বাজবধূ, বাজবানী। এই আশ্রম তোমাব স্থান নয। ইক্ষ্বাকুবংশধবদের যোগ্য স্থানেই তাবা এবাব মানুষ হোক। চলো সীতা, স্বগৃহে চলো।"—

তড়াক কবে লাফিযে উঠলেন হনুমান, জাম্বুবান। ভবত বৃক্ষতলে নড়ে বসলেন। লক্ষ্মণ সীতাব পদতল ছাডলেন না। সীতা স্তব্ধ হযে বইলেন। নতমুখে পাযের নখ দিযে মাটিতে আঁচড কাটতে লাগলেন। তাবপব বললেন—"পিতা বাল্মীকি। মহাবাজ বামচন্দ্রেব উদাব আহ্বানেব জন্য আমি কৃতার্থ। কিন্তু আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন। এখন আপনাব কিঞ্চিৎ সেবাশুশ্রূষাব প্রযোজন। এতদিন আমাকে কন্যাবৎ প্রতিপালন কবলেন, আমাব সন্তান জন্ম, সন্তান পালন সবই আপনাব কৃপায় সম্ভব হযেছে। এখন আপনাকে পরিত্যাগ কবে বাজভোগেব আশায আমি চলে যাবো না। মহারাজ বামচন্দ্রকে বলুন—তিনি ববং লবকুশকে নিয়ে যান। এই আশ্রম সত্যিই তাদেব মতো ক্ষত্রিযশিশুর স্থান নয। তারা বড় অস্ত্র ভালোবাসে।"

বাল্মীকি বলে উঠলেন—"সেকি কথা, সীতা মা? স্বামীগৃহে যাবে, সেটাই তো স্ত্রীব ধর্ম? বৃদ্ধ পিতাকে সকল কন্যাই ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হয। ও নিযে ভেবো না. আমাব বাবোশো শিষ্যই আমাকে দেখবে। তুমি বামেব সঙ্গে যাও। আমাব তাই ইচ্ছা।"

কিছুক্ষণ চুপ কবে থেকে সীতা বললেন—"পিতা। স্বামী আমাকে ভালোবেসে তো ফিবিযে নিতে আসেননি। তিনি যাঁদেব সত্যি ভালোবাসেন, তাঁদের চাপে পড়ে এই কথা বলছেন। আপনি আমাকে ওঁব সঙ্গে যেতে বলবেন না। ভবত, লক্ষ্মণ, হনুমানদের ইচ্ছার কাছে হাব মেনে ওর এই আমন্ত্রণ. তাও কি আপনি টেব পাচ্ছেন না? এতে ওঁর নিজস্ব সায় নেই।"

বাল্মীকি বললেন—"কারণ যাই হোক, মুখে যখন বলেছেন তখন সেইটাই সব। তুমি মা, স্বামীর সঙ্গে যাও। এখনও তোমার উজ্জ্বল মধ্যযৌবন, জীবন অনেক

বাকি। কেন মা বৃথা এখানে কৃচ্ছ্রসাধনে কাটাবে, তুমি রাজাব দুলালী!"

সীতাব চক্ষে একঝলক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বললো। সঙ্গে সঙ্গে মুক্তাফলের মতো চকচকে গালে একবিন্দু অশ্রুও গড়িযে পড়লো। তিনি বললেন—"রাজাব দুলালীরা কি তপ্তকেব ঘব কবে? পিতা, আমাব স্বামী প্রবঞ্চনা কবে আমাকে গৃহহাবা করেছিলেন! অন্তঃসত্ত্বা পত্নীকে মালঞ্চেব মধুর মলযে (পিতা, এই বাক্যটি ক্ষমা করবেন) সপ্রণযে কোলে বসিয়ে তিনি প্রশ্ন কবেছিলেন, 'সীতে, তোমাব কী খেতে ইচ্ছে কবে?' আমি বলেছিলাম—'আমাব এখানকাব কোন কিছু খাদ্যেরই অভিলাষ নেই। সেইসব বনবাসেব দিনেব জন্য আমাব মন কেমন কবে। ছাযাঘন শান্ত কুটিব, সেই মুনিপত্নীদেব স্নেহ, সেই সুমিষ্ট ফলমূল, শীতল নির্ঝবিণীব অমৃতজল—আশ্রমেব দিনগুলিকে আবেকবাব স্পর্শ কবতে ইচ্ছে কবে'।—স্বামী সস্নেহে বলেছিলেন, 'তাই হবে।' সেই সাধেব সুযোগ নিযে পবদিন সুমন্ত্র আব দেবব লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিযে আমাব স্বামী আমাকে একবস্ত্রে বনবাসে পাঠালেন। নিজে সঙ্গে তো এলেনই না বাজকার্যেব দোহাই দিযে, বাজসভাব ব্যাঘাত হবে এই দোহাই দিযে আমাকে বিদায পর্যন্ত নিতে দিলেন না। বাজ্যেব নিন্দুকদেব সভায ডেকে এনে দিনেব পব দিন আপন ধর্মপত্নীব নামে মিথ্যানিন্দা যিনি সোৎসাহে শ্রবণ কবেন, এবং সেই মতে জনপ্রিযতাব লোভে নির্দোষেব শাস্তি বিধান কবেন, সেই স্বামীব ঘব কবতে আপনি আমাকে বলবেন না।

"জনপ্রিযতাব লালসায শ্রীবামচন্দ্রের ধর্মাধর্মজ্ঞান ছিল না। তিনি বিনা অপবাধে আমাকে প্রবঞ্চনাপূর্বক অযোধ্যাপুবী থেকে নির্বাসন দিযেছিলেন। আমাব গর্ভে তাঁব সন্তান ছিল, সেকথা জেনেশুনেই। এমন স্বামীব ঘব কবতে আপনি আমাকে বলবেন না। অগ্নিপবীক্ষায উত্তীর্ণ পত্নীকে যিনি স্বমহিমায় জনসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত কবতে পারেন না, ববং ভীরুব ন্যায নির্বাসন দিযে মন্দজনেব নিন্দাবাক্যকেই জযী কবেন, সেই দুর্বল, প্রবঞ্চক, অসাধু প্রেমিকেব অন্নবস্ত্র আশ্রয আমাব আব আকাঙ্ক্ষিত নয। পিতা, আমাকে আপনি মার্জনা করুন। লবকুশ যাক, নিজেবা পুত্রেব অধিকাব বুঝে নিক। আমি আশীর্বাদ কবছি ইক্ষ্বাকুবংশ চিবজীবী হোক। ভ্রাতা ভবত, লক্ষ্মণ, পুত্র হনুমান, জাম্বুবান, আমাকে তোমবা ক্ষমা কবো। বাজপ্রাসাদ নয, আশ্রমেব এই সাত্ত্বিক জীবনই আমাব পছন্দ। আমি বসুমতীব সন্তান, এই আকাশ-বাতাস, তৃণভূমি-তরুমূলেই আমাব জন্ম, এই সীতাব স্বস্থান।"

সীতা বামচন্দ্রেব সঙ্গে একটিও বাক্যবিনিময কবলেন না।

অযোধ্যাপুবীতে পৌঁছেও বামচন্দ্রেব কান অপমানে বক্তবর্ণ হযে বইল। মাকে ছেড়ে লবকুশও আসেনি। তবে বাল্মীকি কথা দিযেছেন, অশ্বমেধেব যজ্ঞ যখন হবে, তখন সপুত্রক সীতাকে নিশ্চয আনবেন। বামচন্দ্র বুঝলেন ঘরে তাঁব স্বর্ণসীতা, আব আশ্রমে আছেন এক মর্মব সীতা, যাঁকে নিজস্ব সিদ্ধান্ত থেকে একচুল নড়ানো যাবে না।

প্রবঞ্চক, তঞ্চক, জনপ্রিয়তা-লোলুপ, অধার্মিক, দুর্বল চরিত্র, নির্দয়, কী না বলেছেন সীতা সেদিন রামচন্দ্রকে। এক রাবণ ভিন্ন রামচন্দ্র জীবনে কারো কাছে সমাদর ভিন্ন গালি পাননি। সেই রাবণকে তিনি হত্যা করেছিলেন। সবংশে নিধন করেছিলেন। সীতার জন্য নয়, সূর্যবংশের নামরক্ষার জন্য। প্রেম যখন প্রতিহিংসায় পরিণত হয় তখন তার চেহারা অতি বীভৎস। অপমানিত হয়ে রামচন্দ্র রুদ্ধদ্বার কক্ষে দু'তিনজন ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টার সঙ্গে গোপনতম আলোচনায় বসলেন। লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন পর্যন্ত ঘৃণাক্ষরে টের পেলেন না।

যজ্ঞকাল উপস্থিত। দেশসুদ্ধ মুনিঋষির সঙ্গে বাল্মীকিও এলেন, সঙ্গে সীতাদেবী নেই। দুপাশে বীণাযন্ত্র হাতে লবকুশ। রামচন্দ্র বললেন—"কই, সীতাকে তো আনলেন না।" বাল্মীকি বললেন—"সীতা এসেছেন, তিনি সভাস্থলে আসেননি। প্রয়োজনমতো যজ্ঞস্থলীতে উপস্থিত হবেন। স্বর্ণসীতা নয়, এবার সত্য সীতাকে নিয়েই আপনার যজ্ঞকর্ম সম্ভব হবে। কিন্তু যজ্ঞান্তে তিনি আমার সঙ্গে ফিরে যাবেন, লবকুশকে আপনার কাছে রেখে। এই শর্তেই তাঁকে আসতে রাজি করিয়েছি।"

রামচন্দ্র বললেন—"সীতাকে একবারটি সভায় আনবেন না? এই যে আমার পাশের স্বর্ণসিংহাসন চিরকালই শূন্য রইল, সীতা একবার তাতে উপবেশন করে অযোধ্যার রাজসভা উজ্জ্বল করবেন না? লবকুশ যখন রামায়ণ গাইবে, অন্তত তখন সীতা রবং সভায় এসে বসুন।" বাল্মীকি সম্মত হলেন।

সীতা সভায় প্রবেশ করলেন, যেন রাজগৃহে অকস্মাৎ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হলো। সভার আলো শতগুণ দীপ্ত হয়ে উঠলো। উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ দাঁড়িয়ে উঠে আপনিই সীতার বন্দনাগান গাইতে শুরু করলেন। অন্তঃপুরিকারা ছুটে বেরিয়ে এলেন সীতাসন্দর্শনে। কৈকেয়ীর চোখে দরবিগলিত অশ্রুধারা। রামচন্দ্র স্বয়ং উঠে দাঁড়িয়ে ইন্দ্র যেমন শচীর হাত ধরে স্বর্গের সিংহাসনে বসান, তেমনি সীতাকে তাঁর পাশে সোনার সিংহাসনে বসালেন। সীতার পরনে রাজবেশ নয়—আশ্রমবাসিনীর পট্টবস্ত্র। মুখে সৌম্য স্মিত হাসি, চোখে অসীম করুণা। যেন জগত্তারিণী। লবকুশ সাতদিন ধরে রামায়ণ গান করলেন, প্রতিদিন সীতা এসে রামচন্দ্রের পাশে নিঃশব্দে বসলেন। শেষদিনে বেশ সহজ সুরে রামচন্দ্র বললেন—"সীতে, আমার প্রজারা বলছে যজ্ঞের পুণ্যকর্মে তোমাকে গ্রহণ করবার আগে দয়া করে যদি আর একবার অগ্নিপরীক্ষাটা দিয়ে নাও—এতবছর তুমি একা একা বনের মধ্যে ছিলে"—এই ভীষণ বাক্য শ্রবণে অন্তঃপুর থেকে ছুটে এলেন কৌশল্যা সুমিত্রা কৈকেয়ী—"পুত্র। তুমি কি উন্মাদ হয়েছ?"

ছুটে এলেন ইক্ষ্বাকুকুলের বধূরা, কন্যারা, সখীরা, দাসীরা—

রাজমাতা কৌশল্যা গম্ভীর স্বরে বললেন—"এ অপমান অসম্ভব। এ পরীক্ষার প্রশ্ন ওঠে না। এতে বাল্মীকি মুনিরও অপমান। তিনি কন্যা-স্নেহে সীতাকে রক্ষা

করেছেন। প্রমাণস্বরূপ রামের হুবহু প্রতিমূর্তি দুই পুত্রও যদি যথেষ্ট না হয়-অত অশ্বহস্তী সৈন্যসামন্ত এবং সর্বোপরি ভরত শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ যে পুনর্জীবন লাভ করে আজ অযোধ্যাপুরীতে ফিরেছে, তাও কি প্রমাণ নয়? পুত্র রামচন্দ্র, তুমি কি আজ সহজ যুক্তিও বিস্মৃত হয়েছ? ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্ম এসকল জ্ঞানে তোমার তুল্য কেউ নেই—তুমি স্থির হয়ে চিন্তা করো, কী ভয়ানক কথা এইমাত্র উচ্চারণ করলে।"

রামচন্দ্র অধীর কণ্ঠে বলেন—"মাতা, আপনি অন্তঃপুরে যান। যা বোঝেন না তা নিয়ে বৃথা বাক্যব্যয় করবেন না। এ হলো রাজকার্য, এর রাজনীতির কূটচাল, জননী, আপনার বোধগম্য হবে না। আমার অনুরোধ, আপনি কিছু বলবেন না রাজকার্য পরিচালনা বিষয়ে। আমাকে মার্জনা করুন।"

জটিল করুণ হাস্যসহকারে কৌশল্যা বললেন—"পুত্র, আমি দেখতে পাচ্ছি অযোধ্যার অস্তকাল সমাগত। যে দেশে স্ত্রীর আদর নেই, সে দেশকে দেবতারা অনাদর করেন। এ শাস্ত্রবাক্য তোমারও জানা।" সীতা ক্রোধে অপমানে কাঁপছিলেন—আকুলকণ্ঠে তিনি বললেন—"পিতা বাল্মীকি, আমাকে আশ্রমে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন—এক মুহূর্তও আমি এই সভাগৃহে থাকবো না—যে অযোধ্যার মানুষ আমাকে এত অবমাননা করেছে, আমি অভিসম্পাত দিচ্ছি সেই অযোধ্যা শ্মশান হয়ে যাবে—যে জনপ্রিয়তার জন্য আজ রাম তাঁর ধর্মপত্নীকে অবমাননা করলেন, সেই জনতা ইঁদুরের মতো সরযূর জলে ঝাঁপিয়ে মরবে। রামরাজ্য শেষ হয়ে যাবে অযোধ্যাপুরী জনশূন্য হবে—আমি যদি প্রকৃতিমায়ের সন্তান হই, যদি সতী হই—হে মা বসুন্ধরা"—সীতার বাক্য শেষ হলো না।

রামচন্দ্রের বাঁদিকে একটি ক্ষুদ্র বোতাম ছিল। বিশ্বকর্মার অপূর্ব সৃষ্টি। তিনি বোতামটি টিপে দিলেন, স্বর্ণসিংহাসন সমেত সীতা রসাতলে নেমে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে উপরের মর্মরবেদী আবার যেমন-কে-তেমন জুড়ে গেল। সভাস্থ সকলে একবাক্যে চীৎকার করে উঠলো—"জয় সতীলক্ষ্মী সীতামায়ের জয়। জয় ইক্ষ্বাকুবংশের জয়।"

রাম মৃদু হাসলেন দু'জন পার্ষদের দিকে তাকিয়ে। তারপরেই বুক চাপড়ে কেঁদে উঠলেন—"দে, দে, বসুধা, আমার সীতাকে ফিরিয়ে দে, নইলে তোর চারভাগই আমি জল করে ফেলবো—একভাগ স্থল আর রাখতে দেব না—", সভায় বিষম হট্টগোল। কান্নার রোল শুরু হয়ে গেল। ওদিকে স্বর্ণসিংহাসন সমেত সীতাদেবী কিছু টের পাবার আগেই প্রাসাদনিম্নস্থ সুড়ঙ্গ দিয়ে সরযূর তীব্র ঘূর্ণ্যমান স্রোতে মিশে গেলেন।

অম্বোপাখ্যান

"না, অম্বা, আমাকে মার্জনা কবো। আব আমি তোমাকে গ্রহণ কবতে পাবি না। তুমি ভীষ্মেব কাছেই ফিবে যাও। ভীষ্ম যখন সবলে তোমাদেব হবণ কবে নিযে গেলেন, কই, তখন তো তোমাব কণ্ঠস্বব শুনিনি। দিব্যি তিনবোনে হাত ধবাধবি কবে জনাকীর্ণ স্বযংববসভা পবিত্যাগ কবে ভীষ্মেব বথে আবোহণ কবেছিলে। অম্বা, তখন কি আমাব অস্থিব হৃদয তোমার মনে পড়েনি? আমাব চোখেব সামনেই তুমি ভীষ্মের সঙ্গে চলে গিযেছিলে, অম্বা। কই, সেই সভাস্থলে তো প্রতিবাদ জানাওনি।" শাল্ববাজ অস্থিব আঙুলে হাতেব স্বর্ণাভ সহস্রদল পদ্মটি ছিন্ন কবতে কবতে রুদ্ধকণ্ঠে বলতে লাগলেন : —"তখন তো বলোনি, 'ভীষ্ম—আমাকে ছেড়ে দাও, আমি শাল্ববাজাব বাগদত্তা বধূ?' বলোনি, কেননা তখন বুঝতে পাবোনি যে বিযেটা ভীষ্ম নিজে কবছেন না, বিযে দিচ্ছেন তাঁব অপ্রাপ্তযৌবন ছোটভাই, বিচিত্রবীর্যেব সঙ্গে। বীর্যশুল্কা হতে খুব শখ হযেছিলো বোধহয? গাযের জোবে, সাহস ফলিযে, একশো বাজার মাঝখান থেকে একসঙ্গে তিন কন্যাকে যিনি হবণ কবে আনতে পারেন সেই মহান দেবব্রতব অঙ্গ স্পর্শ কবতে পেযে ধন্য হযে গিযেছিলে। অম্বা, তোমাব কি স্মবণে নেই, যে আমিই একমাত্র বাজা, স্বযংববসভা থেকে ভীষ্মের রথেব পশ্চাদ্ধাবন কবেছিলাম, সগর্জনে 'থামো, ভীষ্ম থামো', বলে হুঙ্কার কবতে করতে যুদ্ধ দিয়েছিলাম, কিন্তু ভীষ্মেব বাণে আমাব হতভাগ্য সাবথি, আমাব তেজী অশ্বগুলি সবই বিনষ্ট হলো। ভীষ্ম সেদিন কোনো রাজাকেই প্রাণে মাবেননি। আমাকেও না। কিন্তু রথহাবা নিরুপায আমি মধ্যপথে থেমে যেতে বাধ্য হই—অম্বা, সেই সংকট মুহূর্তে তুমি কি ভীষ্মকে স্পষ্ট জানাতে পাবতে না, 'দেবব্রত, আমাকে মুক্তি দিন। ঐ শাল্ববাজ আমাব প্রণযী।' তুমি তা বলোনি অম্বা। তোমাব দৃষ্টি তখন ভীষ্মেব ক্ষাত্রতেজে অন্ধ হযে গিযেছিল। হতভাগ্য শাল্বব কথা তোমাব মনেও পড়েনি। আমি নিশ্চিত জানি, অম্বা, সেই মুহূর্তে তোমাব হৃদয় মন প্রাণ, এই যৌবনমদমত্ত শবীব, সর্বস্ব ভীষ্মেব প্রতি ধাবিত হযেছিল। নতুবা স্বয়ংববসভাতেই তো তুমি বাধা দিতে পাবতে, আপত্তি জানাতে পাবতে। তা তো নয, বাধা দিযেছো কখন? না বিবাহসভায। যখন পাত্রকে দেখলে দুর্বল বিচিত্রবীর্য, তখন শাল্বকে মনে পড়লো। তখন পুরাতন প্রেম পুনর্জাগ্রত হলো। কিশোব বিচিত্রবীর্যের পত্নীত্ব না চেযে তুমি বললে, 'হে ভীষ্ম, আমাকে মুক্তি দাও, আমি শাল্বব কাছে যাই'—উঁহু, অত সোজা নয, অম্বা, শাল্ববাজ বালকেব হাতেব মোদক নন যে যখন যেমনভাবে তাঁকে চাইবে, তখুনি পাবে।"

এখন অম্বা কিছু বলতে চাইলেন। কিন্তু শাল্ব বললেন, "তাছাড়া লোকেই বা বলবে কি? অন্যপূর্বা কন্যা তুমি, অপবে চুবি কবে নিযে গেছে যাকে, তাকে কোনো

ভদ্রলোক কুলবধূ করে নিয়ে আসে? আমাদের রাজবংশের একটা মানসম্মান নেই?"

"কিন্তু, শাল্ব এসব তুমি কী বলছো? আমরা তো ঈশ্বরের চোখে বিবাহিত. আমি তো গোপনে তোমার সঙ্গে মাল্যবদল করেছি। রাবণ ধরে নিয়ে যাবার পরেও রামচন্দ্র কি সীতাকে নিয়ে ঘর করেননি? শুধু আমরা এখনও সংসারই পাতিনি, এই যা। এখনও আমার পিতা কিছুই জানেন না।--তাছাড়া মহান ভীষ্ম যে মিথ্যাভাষী নন, একথা সকলেই মানেন। তুমি তাঁকেই বরং জিজ্ঞেস করো। আমাদের তিন ভগ্নীকেই তিনি কন্যার মতো আচরণে স্নিগ্ধ করেছেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে বিবাহ দেবেন বলে প্রথম থেকেই তাঁর আচরণ পিতৃসুলভ. কামশূন্য ও স্নেহপূর্ণ ছিল। শাল্ব. তুমি খুব ভুল করছো. আমি তোমার ছিলাম. তোমারই।"

অম্বাকে থামিয়ে দিয়ে শাল্ব বললেন,—"সুন্দরী. এ আমি বিশ্বাস করি না। বৃদ্ধ হলেও যুবাপুরুষের চেয়েও যৌবনতেজে দৃপ্ত ভীষ্ম যখন তোমাদের তিন ভগ্নীকে বলপূর্বক হরণ করেছিলেন. তাঁর স্পর্শে পুরুষের স্বাভাবিক কামনা ছিল না? এ কখনও সম্ভব? চির কৌমার্যের ব্রত এক জিনিস, আর কামনা বাসনা থেকে চিরমুক্ত হওয়া আর এক। তিনি তো বায়ুভুক, বনবাসী, কৃশতনু তপস্বী নন, ক্ষত্রিয়পুরুষই।"

"কিন্তু বিশ্বাস করো শাল্ব," অম্বা অস্থির হয়ে বলেন—"আমি তোমারই আছি. তোমারই আছি। আমি নারী, সভামধ্যে রাজাদের সেই তুমুল কলহে আমার ভয় করেছিলো। ভীষ্ম যখন বলপ্রয়োগে আমাদের হরণ করেন তখন ভয়ে আমাদের মতিস্থির ছিলো না। পরে শান্ত অবস্থায় প্রথম সুযোগেই আমি ভীষ্মের কাছে সবিনয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছি। তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি। উদার হৃদয় ভীষ্ম তো আমার ইচ্ছার উপর বলপ্রয়োগ করেননি? শ্রবণমাত্রই আমাকে সযত্নে তোমার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।"

শাল্ব কুটিল হাস্য করলেন।

"সেই যত্নটার কথাই তো বলছি।"

"ছিঃ. শাল্ব," অম্বার ক্রুদ্ধ স্বর ফেটে পড়লো—

"নীচব্যক্তির ন্যায় বাক্য বোলো না। ভীষ্ম আমাদের প্রতি নির্লোভ ছিলেন। বলপূর্বক হরণ করতে হলে যেটুকু বাধ্যকারী অঙ্গস্পর্শ করা একান্ত আবশ্যক তার অধিক কিছুই তিনি করেননি। আমাকে বিশ্বাস করো. শাল্ব।"

শাল্ব বললেন, "তোমাকে বিশ্বাস করা আমার সাধ্য নয়; তুমি যাও. অম্বা।"

এবারে অস্থির হয়ে অম্বা বলেন. "শাল্ব, প্রেমিক আমার, স্বামী আমার, এখন আমাকে পরিত্যাগ করলে ত্রিভুবনে কোথায় আমার স্থান হবে? পিতা কাশীরাজও আমাকে নেবেন না। আমি তবে আজই. এখনই, ওই নদীজলেই আত্মহত্যা করবো. তোমার সম্মুখে"—

হাহা করে হেসে শাল্ব রথে উঠলেন। রথের মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে

বললেন : "তাই যাও, মরো। মরার অধিক অবমাননা তো তোমার হয়েইছে। বীর্যশুল্কা হবার শখ হয়েছিলো, কেবল হিশেবে মেলেনি। তাই এসেছো। বিচিত্রবীর্যকে শাল্বের চেয়ে বীর্যবান, উন্নততর পুরুষ বলে মনে ধরেনি। মাত্র এই তো? যদি দেবব্রত নিজেই আজ তোমাকে গ্রহণ করতেন, তবে তুমি আমার কাছে ফিরতে না.—অম্বা। তোমার চোখে আমি স্পষ্ট দেবব্রতর প্রতিচ্ছায়া দেখতে পাচ্ছি। তোমার সর্বাঙ্গে কুমার দেবব্রতর প্রতি মোহান্ধতা পাতলা ওড়নার মতো জড়িয়ে আছে। সেই মোহ আমার কাছ থেকে তোমাকে জন্মের মতো বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। তোমার দেহে মনে চিরদিনের মতোই দেবব্রতর বাহুবল, তার ঔদার্য, তার স্নেহমমতা, তার পৌরুষ, এক অমোঘ কুয়াশার মতো, জলজ উদ্ভিদের মতো লেপ্টে থাকবে। আর কোনোদিনই এই শাল্ব তোমার চোখে জগতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ হয়ে প্রতিভাত হবে না। জগতের একমাত্র কাম্য পুরুষ তো হবেই না। এমন অবস্থায় আমি তোমাকে আর গ্রহণ করতে পারি না, অম্বা। তোমাকে বলপূর্বক স্পর্শ করে, তোমাকে হরণ করে, তোমার শরীরের কৌমার্য যদিও ভীষ্ম নষ্ট করেননি কিন্তু তোমার মনের সেই একনিষ্ঠতা বিনষ্ট করে দিয়েছেন—এতে আমার সংশয় নেই। অম্বা, তুমি আমার নয়নের সামনে থেকে দূর হও। তোমাকে দেখলেই আমার প্রতিটি রোমকূপে অপমান আর অভিমান দাবাগ্নির মতো প্রজ্জ্বলিত হয়ে আমাকে দগ্ধ করছে। আমার পৌরুষ, আমার প্রেম, সবকিছুকে মিথ্যা করে দিয়েছে দেবব্রতর স্পর্শ—তুমি তা কোনোদিনই ভুলতে পারবে না। তুমি চিরকাল আমাদের দুজনকে তুলনা করবে, আর মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে ভীষ্ম কেন তোমাকে গ্রহণ করলেন না, এই ভেবে।—সেই জীবন আমার পক্ষে দুঃসহ—তুমি যাও, তুমি এক্ষুনি চলে যাও, আমি তোমাকে সহ্য করতে পারছি না। তুমি রামচন্দ্রের কথা তুলেছিলে, তিনিই তো সীতাকে বলেছিলেন না— 'নেত্ররোগীর সম্মুখে দীপশিখার মতো তুমি আমার তীব্র নেত্রপীড়ার কারণ হচ্ছো'—আমিও তোমাকে তাই বলছি, অম্বা। বিদায় হও, আর কদাচ আমার ধারেকাছে এসো না, বাঁচো কিম্বা মরো। আমার কাছে তুমি মৃতই—যেদিন ভীষ্ম তোমাকে অপহরণ করেছেন সেইদিন থেকেই আমি জানি অম্বার মরণ হয়েছে। হীন প্রেতাত্মা হয়ে তুমি আমার ওপরে আর উপদ্রব কোরো না"—বলতে বলতে শাল্ব তাঁর রথ ছুটিয়ে দিলেন।

অম্বা আর অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না—দ্রুত ছুটে গেলেন নদীতীরে। ঝাঁপ দেবার জন্য দুহাত আকাশে তুলে, স্বচ্ছ জলে নিজের ছায়া দেখতে পেলেন। অনিন্দ্যসুন্দরী অম্বা নিজের অভিমানিনী রূপদর্শনে নিজেই বিমোহিতা হলেন। আত্মহননে তাঁর মায়া হলো। এত রূপ, এত যৌবন, এই প্রাণ—শাল্বর মতো নিষ্ঠুর, ভীরু, প্রেমহীন, ঈর্ষুক, অবিশ্বাসী, আত্মবিশ্বাসশূন্য পুরুষের জন্য কেন তিনি বিসর্জন দিতে যাবেন? অম্বা নদীতীরের বৃক্ষছায়ায় বসলেন। একটু শান্ত হয়ে ভাবা দরকার।

সদ্য বৃষ্টি হয়ে গেছে। সজীব শ্যামল বনানীর বর্ষণসিক্ত গন্ধটি অম্বার নাকে এলো।

চারিদিকে কচি সবুজের মেলা, ভিজে মাটির স্পর্শেও জননী পৃথিবীর মমতার ছোঁয়া। ভরা নদী টলটল করছে কূলেকূলে, যেন যৌবনগর্বিতা নারী। অম্বার আবার নিজের কথা মনে পড়লো। না, কক্ষনো না। শাল্বর জন্য আত্মহননের প্রশ্ন নেই। কিন্তু এখন কোথায় যাওয়া? কী করা? বর্ষার বনের একটা নেশা আছে, চারদিক থেকে প্রকৃতি যেন জীবনের ফাঁদ পেতেছে আজ অম্বাকেই ধরবার জন্যে। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়েছে, আকাশে মেঘ-ছেঁড়া চাঁদ উঁকি দিয়েছে। অম্বা বসেই থাকেন।

ভাবতে ভাবতে রাত্রি গহন হলো। এই সময়ে সেখানে কয়েকজন যক্ষ যক্ষিণী জলকেলি করতে এলেন। তাঁদের উচ্ছল জলকেলি, তাঁদের লজ্জাহীন প্রণয়লীলা দেখে অম্বার মনের দুঃখ দ্বিগুণিত হলো। তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললেন।

কান্নার শব্দ শুনে বিচলিত হয়ে যক্ষ ও যক্ষিণীরা লীলা বন্ধ করে তীরে উঠে এসে খুঁজে দেখলেন। দেখেন এক পরমাসুন্দরী কন্যা একাকিনী বৃক্ষতলে বসে বসে অঝোরে রোদন করছেন। যক্ষিণীরা তাঁকে স্নেহভরে সান্ত্বনা দিতে এলে, অম্বা অকপটে তাঁদের সব কথা খুলে বললেন। যক্ষিণীরা মন দিয়ে শুনে বললেন, "অম্বা, এখন নিবিষ্ট মনে, শান্ত হয়ে ভেবে দ্যাখো তো সত্যি সত্যিই তুমি কাকে চাও? শাল্বর প্রতি তুমি এখনও কি অনুরক্ত, নাকি ভীষ্মকেই চাও? যদি শাল্বকে চাও, তাহলে কিন্তু আমরা মায়া প্রয়োগে তার মন বদল করে দিতে পারি। দেবো কি? ভেবে বলো।"

অম্বা তখন কঠোরভাবে চিন্তা করতে শুরু করলেন। শাল্বর কঠিন বাক্যগুলি, যা তাঁকে বিষাক্ত তীরের মতো বিদ্ধ করেছিলো, অম্বার মনে মনে প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো। অম্বা মনকে শুদ্ধ করে, শান্ত করে, নিরপেক্ষ করে চিন্তা করলেন, কাকে তিনি চান।

যে-শাল্বকে তিনি একদা একান্তে কায়মনোবাক্যে ভালোবেসেছিলেন এবং আত্মসম্প্রদান করেছিলেন যাঁর কাছে পিতা কাশীরাজের অজ্ঞাতসারে, সেই অখণ্ড আত্মনিবেদনের মনোভাব কি তাঁর এখনও আছে? এত তীব্র অবমাননার পরেও? এই নির্দয় অমানুষিক প্রত্যাখ্যানের পরেও? যে-হরণে অম্বার কোনো অংশই ছিল না, যে-হরণকে বাধা দিতে পারেননি স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত মহাবল রাজন্যবৃন্দও, সেই হরণের জন্য শাল্ব অম্বাকেই দোষী করছেন। ভীষ্মর কাছে সত্য কথা বলে, তাঁর কাছ থেকে মুক্তি চেয়ে নিয়ে অম্বা যে ছুটে ফিরে এসেছেন শাল্বর কাছে, সেই গভীর প্রণয়ের সত্যকে শাল্ব বিশ্বাসই করলেন না। ভীষ্মের প্রতি তাঁর তীব্র অসূয়া—ভীষ্মের তুল্য শৌর্য শাল্বর নেই, নাইবা থাকলো, শৌর্যবীর্য দেখেই কি শাল্বকে ভালোবেসেছিলেন অম্বা? কিন্তু শাল্ব তাঁর প্রেমের সম্মান দিলেন না। এই দুর্বলচিত্ত, যে প্রেয়সী নারীকে অপমান করে, অর্থাৎ আত্মাবমাননাকারী, আত্মবিশ্বাসহীন, পৌরুষহীন, প্রেমহীন, বিশ্বাসহীন রিক্ত মানুষটিকে অম্বা আগে কোনোদিনই দেখেননি।

এই শাল্বকে তিনি চেনেন না। একে ভালোবাসাও সম্ভব নয়, সম্মান করাও না, এর সঙ্গে ঘর-সংসার পাতা অসম্ভব। না, অম্বা আর শাল্বকে ফিরে চান না।

অম্বা জানুর ওপরে চিবুক রেখে ভাবতে ভাবতে রাত্রি প্রভাত করে ফেলেন। উষাকালে যক্ষ-যক্ষিণীরা বলে গেলেন,—"আবার দেখা হবে, সখি, আজ পূর্ণিমারাত্রি। পুনরায় নৈশ জলকেলি হবে। অম্বা, আজই তুমি কিন্তু মনস্থির করে ফেলো।" যক্ষেরা বললেন, "কেঁদো না, সুন্দরী, তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে।" বলে যক্ষ-যক্ষিণীরা অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সেই রাত্রে নিঃসঙ্গ, নিরন্ন, নিরস্ত্র, বিনিদ্র, অম্বা বৃক্ষতলে বসে বসেই শাল্বর কথা ভাবা বন্ধ করলেন। না, শাল্ব নয়। আর শাল্বকে চাই না অম্বার, এই যুবকের তাঁর হৃদয়েশ্বর হবার যোগ্যতা নেই। কখনও যে ছিল—সেটা ভেবেই অম্বার আশ্চর্য লাগে। এই পুরুষই তাঁর প্রাণাধিক ছিল? একেই তিনি স্বামিত্বে বরণ করেছিলেন? এরই জন্য তিনি প্রাণত্যাগেও প্রস্তুত ছিলেন? কুলত্যাগ তো সামান্য কথা। অম্বা অবাক হয়ে যান। মানুষ মানুষকে এত অল্প চেনে? অম্বাকেও যেমন শাল্ব বিন্দুমাত্র চিনতে পারেননি এতকাল বিভ্রান্ত হয়ে অবিচার করেছেন—অম্বাও তো তেমনি শাল্বকে বিন্দুমাত্র চিনতে পারেননি, এতকাল? বিভ্রান্ত হয়ে আত্মনিবেদন করেছেন। মনস্থির করে ফেলে অম্বা আঁচল সামলে উঠে বসলেন। নদীকূলের শীতল বাতাসে বুকভরে নিশ্বাস নিলেন, জলে নেমে অঞ্জলি ভরে জলপান করলেন, স্নান সারলেন, বনে ইতস্তত বিচরণ করে মিষ্ট ফল আহরণ করে ক্ষুধা নিবারণ করলেন। ঈশ্বর চতুর্দিকে তাঁর সৃষ্ট জীবদের জন্য কত সুব্যবস্থা করে রেখেছেন, আর অম্বার একটা ব্যবস্থা হবে না? ঈশ্বর করুণাময়। অম্বা যদি শাল্বর প্রতি অবিশ্বস্ত না হয়ে থাকেন, তাহলে জীবনও তাঁকে নিশ্চয় সুবিচার দেবে। মনের চরম দুর্যোগ মিলিয়ে এল, শান্তি পেলেন অম্বা।

এবার ভাবতে বসলেন, কর্তব্য কী? রাত্রে যক্ষ যক্ষিণীগণ এলে তাঁদের বলবেন, "না। শাল্বকে চাই না।" কিন্তু ভীষ্ম? ভীষ্মকে কি তাঁর চাই? যক্ষ যক্ষিণীরা সেই বিষয়ে কিছুই বলেননি কিন্তু। অম্বা ভীষ্মর শান্ত মুখচ্ছবি, তাঁর উদার বিশাল বক্ষপট, দীর্ঘবাহু দুটির বলিষ্ঠতা স্মরণ করছেন, এমন সময়ে সহসা তাঁর অঙ্গে গাঢ় রোমাঞ্চ হলো। অম্বা গোপনে লজ্জা পেলেন। এবং বুঝলেন, প্রণয়ী শাল্ব হয়তো ভুল বলেননি, সত্যিই মনের গহনে ভীষ্মের প্রতি তাঁর কোনো দুর্বলতা জন্ম নিয়েছে। ভীষ্মের তুল্য বীর তিনি সত্যিই দেখেননি। কিন্তু ভীষ্মের তুল্য নির্লোভ, নিষ্কাম, প্রায়-সন্ন্যাসী পুরুষও তাঁর এই অদীর্ঘ জীবনকালে চোখে পড়েনি। তিন বোনকে বলপূর্বক হরণ করলেও তাঁর করস্পর্শে কামগন্ধ ছিল না। চোখে লোভ ছিল না, বাক্যে নিষ্ঠুরতা ছিল না। তাঁর আচরণে স্নিগ্ধ মমতার সঙ্গে রাজন্যসুলভ মর্যাদা আর পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর নারীত্বকে তিনি সম্মান করেছেন, কিন্তু কামনা করেননি। কনিষ্ঠ ভ্রাতার বধূদের প্রতি জ্যেষ্ঠের যেমন আচরণ করা কর্তব্য সেইমতো আচরণই তিনি করেছেন,

আব যেই মুহূর্তে অম্বা তাঁকে শাল্বর কথা প্রকাশ কবে বলেছেন, সেই মুহূর্তেই ভীষ্ম সস্নেহ হাস্যে বলেছেন—"বাজকন্যা, তুমি মুক্ত, তোমাব কাঙ্ক্ষিত পতির সঙ্গে মিলিত হযে সুখী জীবন যাপন কবো।" ভীষ্মই স্বযং তাকে বথ দিযে শাল্বেব বাজপ্রাসাদে পৌঁছে দিযেছেন, যাতে পথে কোনো বিপদ-আপদ না ঘটে তাঁব।

ভীষ্মেব আচবণে প্রণয ছিল না, নাবীপুরুষেব মধ্যে যে বিশেষ এক ধবনেব অদৃশ্য টানাপোড়েন তৈবি হয চোখে-চোখে, কথায-কথায, লঘু স্পর্শে, স্নাযুতে, শিবাতে, ত্বকে, প্রকৃতি আপনাআপনি যে একটা অদৃশ্য সূত্র বুনতে থাকে—ভীষ্মেব সঙ্গে তাও ঘটেনি। ভীষ্ম ছিলেন একেবাবেই জিতেন্দ্রিয। বাসনাশূন্য। অম্বাব জন্য তাঁব হৃৎপিণ্ডেব গতি দ্রুততব হযনি। অম্বাব দেবীতুল্য রূপও তাঁকে স্পর্শ কবেনি। ভাবতে ভাবতে অম্বাব মনে মনে অভিমান জমতে শুরু কবে। অম্বাব অভিমান ক্রমশ গোপন কামনায পবিণত হয। তাব শবীবেব শিবা ধমনীতে ছড়িযে পড়ে দপ-দপ কবে জ্বলতে থাকে। অম্বা বুঝতে পাবেন যুবতী নাবী হিসেবেই তিনি পুরুষ ভীষ্মেব বিশেষ মনোযোগ কামনা কবেন, তাঁব স্পর্শদ্বাবা চিহ্নিত হতে চান। এই ব্রহ্মচাবীর দাম্ভিক ব্রহ্মচর্য না মোচন কবলে যেন অম্বাবই নারীত্বেব চবম অপমান। ভীষ্মের উদাসীনতা অম্বাব উত্তাল যৌবনেব উদ্ধত অসম্মান। অম্বার মনে হলো ভীষ্মেব কামমোহিত দৃষ্টি না পেলে তাঁব এই দুর্লভ সৌন্দর্য ব্যর্থ। যে কোনো উপাযে ভীষ্মকে জয কবতে তিনি মবীযা হযে উঠলেন। বুদ্ধিমতী অম্বা স্পষ্ট বুঝতে পাবলেন তাঁব দেহমন আব শাল্বরাজেব প্রতি নিবেদিত নয। ভীষ্মকেই তিনি চান। দেহে, মনে, আত্মায তিনি এখন ভীষ্মেব সঙ্গে মিলনে ব্যাকুল। এ জীবন, এ যৌবন তাঁব অর্থহীন, মিথ্যা হযে যাবে, যদি তিনি ভীষ্মকে প্রেমিক হিসেবে না পান।

ভীষ্মেব রূপবান, বীর্যবান, শান্তিদীপ্ত মহৎ বাজমূর্তি তাব চোখে ভাসতে লাগলো। সভামধ্যে তিন ভগ্নীকে হবণ কবাব মুহূর্তেব সেই তীব্র দৃপ্ত চেহাবা, আব অম্বাকে প্রত্যর্পণ করাব সমযেব স্নিগ্ধ, মাযাময রূপ, দুইই তাঁকে সমানভাবে প্রলুব্ধ কবতে লাগলো।

অম্বা ভীষ্মের প্রণযকামনায অস্থিব হযে পড়লেন। সন্ধ্যা হলো। পূর্ণচন্দ্র উদযেব সঙ্গে সঙ্গে যক্ষ যক্ষিণীবা জলে নামলেন। অম্বা করজোড়ে সকাতবে তাঁদেব কাছে জানালেন : "—শাল্ব নয, আমি ভীষ্মেবই প্রণয়কাঙ্ক্ষিণী। হে অমব বন্ধুবৃন্দ, আপনাবা দয়া কবে ভীষ্মকে বাজী কবান।"

এক মুহূর্তেব জন্য কি চন্দ্র তাঁব জ্যোৎস্না সংবরণ কবলেন? ভরা নদীও কি তাঁব স্রোত স্তব্ধ কবলেন? যক্ষ যক্ষিণীব প্রণয়কলরোল স্থগিত হলো। একমুহূর্ত মাত্র। তারপবেই যক্ষ স্থূণাকর্ণ বলে উঠলেন, "—ভাবিনী, আমাদের ক্ষমা করো। তোমার এই অনুবোধ বক্ষা কবা আমাদেব ক্ষমতার বাইরে। গঙ্গাপুত্র দেবব্রত এক ভীষণ ব্রহ্মচর্যেব ব্রতধারী—তাঁকে কোনো অপ্সবা, কোনো দেবীও টলাতে পাববেন না, তুমি তো মানবীমাত্র। মহাত্মা ভীষ্মের প্রণয শুধু সত্যের সঙ্গে। তাঁব পিতাব

জন্য তিনি এক বিষম ব্রহ্মচর্যেব শপথে স্বেচ্ছাবন্দী। তাঁব জীবনে কোনো নাবীব স্থান হবে না। তুমি অন্য যে-কোনো পুরুষকে প্রার্থনা কবো। বলো অম্বা, তুমি কাকে চাও। যাকে চাইবে, তাকেই আমবা এনে দেবো. কেননা জগতে কেউই মানুষী দুর্বলতাব বাইবে নন। শুধু ভীষ্মই মুক্ত। ভীষ্মকে প্রার্থনা কোবো না।"

অম্বা দুই হাতে দুই কান চেপে ধবে চেঁচিযে উঠলেন, "আপনাবা দযা কবে স্তব্ধ হোন, আমি আব কাউকেই চাই না—শুধু ভীষ্ম, আমি চাই ভীষ্মেবই প্রণয—আপনাবা যদি না পাবেন. আমি নিজেই যাবো তাঁব কাছে। তাঁব পাযে ধবে প্রণযভিক্ষা কববো—তিনি ভিখাবিনীকে তো বিমুখ কবতে পাববেন না।"

স্থূণাকর্ণ শান্তস্বরে আবাব বললেন—"মানিনী. মান কোবো না। আমবা তোমাব সুহৃদ. তোমাব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাতেই এই কথা বলছি—যদি ভবিষ্যতে কোনোদিন প্রযোজন বোধ কবো, এই বৃক্ষেব নিচে এসে 'স্থূণাকর্ণ' বলে আমাকে ডেকো,—আহ্বান কবলেই আমি তোমাকে সাহায্য কবতে আসবো। কিন্তু ভীষ্মেব প্রতিজ্ঞাভঙ্গ আমাদেব সাধ্য নয, তোমাবও সাধ্য হবে না। বৃথা চেষ্টা না কবে তুমি ববং আমাদেব কথা শোনো। ভাবতে এত বথী মহাবথী আছেন. যে-কোনো একজনকে প্রার্থনা কবো. আমবা এনে দিচ্ছি।"

অম্বা রুষ্ট হযে বললেন, "—থাক। আমি নিজে যাবো বলেছি, নিজেই যাচ্ছি।" বলে তিনি দ্রুত হাঁটিতে শুরু কবলেন। অবণ্যেব বৃক্ষবাজিব পাতায পাতায দীর্ঘশ্বাস বেজে উঠলো। অম্বাব কানে তা পৌঁছোল না। অরণ্য তাঁব পাযে লতাগুল্ম জডিযে দিযে অম্বাব পথ আটকাতে চেষ্টা কবলো, অম্বা সে-সঙ্কেত বুঝতে পাবলেন না। অবণ্য তখন নিষ্ঠুবভাবে অম্বাব পাযে কাঁটা বিঁধিযে দিযে তাঁকে থামাতে চাইলো. যাতে মনোকষ্ট থেকে তাঁকে বাঁচানো যায. যাতে জন্মজন্মান্তবেব যন্ত্রণা থেকে তাঁকে বক্ষা কবা যায। কিন্তু অম্বা বক্তাক্ত পাযেই ছুটে চললেন। যে স্বেচ্ছায দুঃখেব পথ বেছে নেয তাকে কি যক্ষবক্ষ অবণ্যপ্রকৃতি কেউ বক্ষা কবতে পাবে? অম্বা নিজেব দুর্ভাগ্য নিজেব হাতে গডে নিলেন।

.

বাত্রি গহন। সব কাজ সেবে. প্রাসাদেব মুক্ত অঙ্গনে বৃদ্ধ অশ্বত্থেব বেদীমূলে ভীষ্ম আহ্নিকেব জন্য সবে বসেছেন. এইবাব শয্যাগ্রহণেব প্রস্তুতি। এমন সমযে অম্বা ছুটে এলেন। পূর্ণচন্দ্র তাঁব চন্দ্রাননে উদ্ভাসিত, বেণীমুক্ত দীর্ঘ কেশবাশি এবং আকুল উতল স্বর্ণাঞ্চল বাত্রিব বাতাসে উডছে. বাসি স্থলপদ্মেব মতো গোলাপী তাঁব গাল. অশোকপুষ্পেব মতো বক্তিম ওষ্ঠাধব অল্প বিস্ফাবিত, তাঁব দুই চক্ষু ভীষ্মেব দিকে, যেন দুটি মধুপানবত স্থিব ভ্রমব। সেই জ্যোৎস্নাবিধুব অঙ্গনে, দক্ষিণী বাতাসে. একটি ভাসমান ভোরের স্বপ্নের মতো, অলৌকিক দৈবদৃশ্যেব মতো. প্রণযব্যাকুল অম্বা এসে ভীষ্মেব পদস্পর্শ কবে চবণপ্রান্তে লুটিযে পডলেন। তাঁব চোখ নিবদ্ধ বইলো ভীষ্মেব চোখেব দিকে।

মহাবল ভীষ্মের বুকের মধ্যে উষ্ণ শোণিত ছলাৎ করে আছড়ে পড়লো, বিশাল সিন্ধুতীরে যেমন লবণাক্ত ফেনিল কল্লোল। এক পলকের জন্য বুঝি তাঁর নাড়ীর গতি রুদ্ধ হলো, তাঁর কানে সহস্র ভ্রমরের গুঞ্জন ঝিমঝিম করে উঠলো, কানে, চোখে, গালে, এক গূঢ় অভূতপূর্ব উষ্ণতা অনুভূত হলো, যেন জ্বরতপ্ত বোধ করে ভীষ্ম আহ্নিকের চেষ্টা বন্ধ করলেন।

আকাশ থেকে গ্রহনক্ষত্রেরাই কেবল দেখলেন, কেমনভাবে ভীষ্ম অম্বার মুখের দিকে চেয়ে আছেন।

দুজনের স্থির চোখে বুঝি কয়েকটি জন্ম কেটে গেল। কেউ কোনো কথা বললেন না। অম্বাই শেষে রুদ্ধকণ্ঠে ডাকলেন—"প্রভু?"

ভীষ্ম নীরব।

"প্রভু, আমাকে গ্রহণ করে ধন্য করুন।"

ভীষ্ম নির্বাক।

"প্রভু, জন্মজন্মান্তরেও আমি আর অন্য কারুরই হবো না, আপনি কৃপা করে আমাকে গ্রহণ করে দীনাকে কৃতকৃতার্থ করুন, প্রভু।"

ভীষ্ম নিঃশব্দ।

"প্রভু? অন্তত মাত্র একটিবারের জন্যও আমাকে গ্রহণ করে আমার নারীজন্ম সার্থক করুন প্রভু। মাত্র একবার?"

এবার ভীষ্মের অধরোষ্ঠ কেঁপে উঠলো। সবলে নিজেকে সংবৃত করে তিনি বললেন—"ওঠো নারী, যা অসম্ভব তা প্রার্থনা কোরো না। শাল্বকে পরিত্যাগ করে আমার কাছে কেন এলে?"*

"কেননা আমি আর শাল্বর প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে পারিনি। তিনি অসূয়াপরবশ হয়ে আমার প্রতি মিথ্যা সন্দেহ প্রকাশ করে আমায় প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাঁর বিশ্বাস আপনিই আমার কাম্য পুরুষ।"

"তার সে বিশ্বাস তো ভুল নয়। তুমি যা বলছো তাতেই তো শাল্বের সন্দেহ প্রমাণিত। হে মুগ্ধা নারী, তুমি শাল্বকে মিথ্যা অভিযুক্ত করছো, তিনি সত্য বাক্যই বলেছেন। তুমি তাঁর প্রতি যথার্থ অনুরক্ত হলে আমার কাছে এভাবে আসতে না।"

"আমি প্রথমে শাল্বের দ্বারা রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছি। অপমানিত হবার পরেই ছুটে এসেছি প্রভু। তার আগে, কাল সারারাত, আজকে সারাদিন বসে বসে শুধু ভেবেছি, আমি কাকে চাই। শাল্ব যে ব্যবহার করলেন তার পরেও তাঁকে আর তো প্রার্থনা করা যায় না। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে পারিনি। প্রভু, অন্তরাত্মায় এখন আপনিই আমার একমাত্র আশ্রয়। আমাকে বিমুখ করবেন না। আপনি ফেরালে আমি কোথায় যাবো?"

"কেন? তোমার তো গৃহ রয়েছে অম্বা—চলো, তোমার দুই প্রিয় ভগ্নীর সঙ্গে তুমিও বিচিত্রবীর্যের রানী হবে। যদিও শাল্বর মনোনীত পত্নীর সঙ্গে বিচিত্রবীর্যের

বিবাহ দেওয়া আমার অনুচিত—তবু এখন তোমার অরক্ষণীয়া দশা ঘোচাতে সেটাও করতে আমার আপত্তি নেই।"

—"ওঃ, করুণা? থাক"—ক্রোধে, অভিমানে অম্বার মুখভাব পরিবর্তিত হলো। কঠোরস্বরে অম্বা বললেন,—"প্রভু? আপনার চোখে কি তবে আমি ভুল দেখেছি? ওই আয়ত দুই চোখ কি ক্ষণেকপূর্বেই আমাকে প্রার্থনা করেনি? আপনি ঈশ্বরের নাম নিয়ে আমাকে বলুন—'না, অম্বা, তোমাকে আমি একমুহূর্তের জন্যও কামনা করিনি।' বলুন?"

ভীষ্ম মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপরে ধীরে ধীরে বললেন,—"আমার পিতার সুখের জন্য আমি চির কৌমার্যের ব্রতে অঙ্গীকৃত আছি। অম্বা, আমাকে তুমি মার্জনা করো। কোনো নারীকেই গ্রহণ করার অধিকার আমার নেই। তুমি সুন্দরী, তুমি মোহময়ী, ক্রোধ ও ক্ষোভ তোমাকে আরো রূপবতী করেছে, হে যুবতী, তোমাকে অবমাননা করা মোটেই আমার ঈপ্সিত নয়, কিন্তু যা দেওয়া আমার অসাধ্য তা আমি কেমন করে দিতে পারি?"

এবারে অম্বা মৃদু বঙ্কিম হাস্য করে কিঞ্চিৎ বিকৃত, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে বললেন: "জীবন যখন ভিক্ষা দিতে পারলেন না প্রভু, মরণটা তবে আমিই ছিনিয়ে নেবো। কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না। জন্ম জন্ম ধরেও আমি কঠোর, কঠোরতম তপস্যা করবো। আমাদের মিলন হবেই, প্রেমে না হোক ঘৃণাতে, জীবনে না হোক, মরণে"—

ভীষ্ম এবারে এক মধুর, গভীর, বিষণ্ণ হাসি হাসলেন। দক্ষিণহস্ত অম্বার দিকে সস্নেহে প্রসারিত করে দিয়ে প্রশান্ত স্বরে বললেন,—"তথাস্তু। তাই হোক, অম্বা। তোমার কথাই সত্য হোক। শুভাননা, শোনো, তোমাকে সন্তান দেওয়া আমার সাধ্য নয়, কিন্তু মিলনের ইচ্ছা তোমার পূর্ণ হবে। প্রণয়ে যা সম্ভব হলো না, শত্রুতায় সেটাই সম্ভব। প্রেমিক হিসেবে তোমার কাছে আজ আত্মনিবেদনে আমি অসমর্থ, অম্বা, কিন্তু শত্রু হিসেবে একদিন আমি তোমার কাছেই আত্মসমর্পণ করবো। জীবনে না পেলেও মরণে তুমি আমাকে তোমার স্ববশে আনতে পারবে। একমাত্র তুমিই, অম্বা।"

অম্বা মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইলেন। পরিচ্ছন্ন, রজতশুভ্র দৈববাণীর মতো ভীষ্মের মধুর গম্ভীর স্বর ধ্বনিত হলো সেই শীতল নৈশ বাতাসে : —"অম্বা, আমার জীবনে আর কোনো নারী নেই, শুধু তুমি। শুধু তুমিই আমৃত্যু আমার জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে থাকবে। এমন কী মৃত্যুর সহস্র বৎসর পরেও অম্বার নাম ভীষ্মের নামের সঙ্গে একত্রে উচ্চারিত হবে। তুমি আমার উত্তরপুরুষদের মুখে মুখে ঘুরবে। অম্বা, তুমি ভীষ্মকে জয় করতে চেয়েছিলে, তুমি ভীষ্মকে জয় করবে। আমি তোমার হবো।"

সেই শান্ত স্নিগ্ধ নিশাকাশ বিদীর্ণ করে অম্বা হঠাৎ কেঁদে উঠলেন—"এ কী হলো প্রভু? এ আমি কী বললাম? এ আমি কী চাইলাম? আমি চেয়েছিলাম আপনার

প্রণয, চেযেছিলাম আপনাব সন্তান, আব চেযে নিলাম ধ্বংস! বিনষ্টি! মৃত্যু। আমাব কি মস্তিষ্ক বিকৃতি হযেছে প্রভু? পুনঃপুনঃ প্রত্যাখ্যানের অপমানে আমি কি দানবী হযে গেছি?'' অম্বা এক ছুটে অবণ্যে ফিবে এসে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। কিন্তু ঝাঁপ দিলেই কি আব মৃত্যু আসে?—ঐ সমযেই যক্ষ স্থূণাকর্ণ তাঁব যক্ষিণীকে নিযে চন্দ্রালোকে নদীকূলে বিচবণ কবছিলেন। অম্বাকে জল থেকে তুলে আনলেন দুজনে। জল থেকে উঠে এসে বোরুদ্যমানা অম্বা বললেন—"আমি আব এ জীবন বাখতে চাই না বন্ধু, আমি একটা ভযঙ্কব কথা আজ উচ্চাবণ কবে ফেলেছি। আব মহামতি ভীষ্ম স্নেহভবে আমাব সেই কুকথাতেই সম্মত হযে বব দিযে ফেলেছেন। এখন আমিই তাঁব মৃত্যুব কাবণ হবো। তাঁব আগেই আমি তাই মৃত্যুববণ কবতে চাই।''

স্থূণাকর্ণ হেসে বললেন—"মৃত্যু তো চাইলেই আসে না, অম্বা। কেবল ভীষ্মেব বেলাতেই মৃত্যুও ইচ্ছাব দাস। ভীষ্মেব ইচ্ছামৃত্যু বব আছে। তাঁকে হনন করা তোমাব সাধ্য নয, যদি না তিনি নিজের ইচ্ছায মৃত্যুববণ কবেন। তুমি এ নিযে বৃথা দুশ্চিন্তা কোবো না। ভীষ্ম দীর্ঘাযু হবেন, তিনি স্বেচ্ছামৃত্যু ববণ কববেন। তাঁকে হত্যা কবা নশ্বব-অনশ্বব কারুবই সাধ্য নয়।"—

"কিন্তু ভীষ্মেব কথা কি ব্যর্থ হবে?"

যক্ষ স্থূণাকর্ণ তখন মুহূর্তেব অন্তর্ধানে ভবিষ্যৎ দেখে নিলেন। তারপব বললেন, —"অম্বা, ভীষ্মেব কথা মিথ্যা হবে না। তাঁব স্বেচ্ছামৃত্যুতে তুমি হবে নিমিত্তমাত্র। দায তোমাব নয। পবজন্মে তুমি হবে দ্রুপদবাজাব কন্যা, কিন্তু কিছুকাল পবেই তুমি পুত্রে পবিণত হবে, এবং কুরুক্ষেত্রেব যুদ্ধে ভীষ্মেব নিজস্ব মৃত্যুকামনায় সহাযতা কববে। ঘটনা সবই নিযন্ত্রণ কববেন ভীষ্ম স্বযং। শত্রু নয, অম্বা, তুমিই হবে ভীষ্মেব শেষ বন্ধু, তিনি যখন মৃত্যুকে পেতে চাইবেন, একমাত্র তোমাব সাহায্যেই তাঁব পক্ষে তা পাওযা সম্ভব হবে। তুমিই হবে তাঁব মুক্তি। তাঁব শান্তি!"

"আব মৃত্যুব পবে? আমবা মিলিত হবো তো? স্বর্গে হোক অথবা নবকে?"

স্থূণাকর্ণ হাসলেন—"নবক? ভীষ্মেব প্রাপ্য আছে অক্ষয স্বর্গবাস। আব ধর্মযুদ্ধে অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু তোমাকেও স্বর্গে নিযে যাবে। তোমাদেব মিলন নির্ধাবিত আছে অমবাবতীতে, মর্ত্যধামে নয।"

এইবাবে স্থূণাকর্ণেব মুখেব স্মিত হাসিটি অম্বার মুখেও প্রতিফলিত হলো। যক্ষ-যক্ষিণী দুজনে আকাশে মিলিযে যাবার পবেই তিনি ভবাবর্ষার প্রফুল্ল নদীজলে ঝাঁপ দিযে পড়ে এই জন্মটিব অন্ত ঘটালেন পবজন্মকে দ্রুততর করার আকাঙ্ক্ষায।

•

স্থান, কুরুক্ষেত্র। যুদ্ধেব দশম দিন। অর্জুনেব বথ তীব্রগতিতে ধাবিত হচ্ছে ভীষ্মেব বথেব দিকে, দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডী ধনুর্বাণ হস্তে অর্জুনেব ঠিক সামনে। পিতামহ ভীষ্ম এবং অর্জুন দ্বৈবথে পবস্পরেব সম্মুখীন। বৃদ্ধ ভীষ্মেব সঙ্গে তরুণ শিখণ্ডীর দৃষ্টিব

মিলন হলো। ভীষ্ম মৃদু হাস্য করলেন। শিখণ্ডীর চোখে কি অশ্রু? অর্জুন দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধনুকে শরসংযোজন করলেন। শিখণ্ডী পরপর নয়টি বাণ ছুঁড়লেন ভীষ্মের বক্ষ লক্ষ করে। নয়টিই বিদ্ধ হলো।

অর্জুনের শরাঘাতে রথ থেকে পতিত হতে হতে ভীষ্ম তাঁর অস্ত্রহীন দক্ষিণহস্ত বরাভয়মুদ্রায় শূন্যে অল্প তুললেন। মুখে প্রশান্ত স্মিতহাসি।

আঃ স্বস্তি। আঃ মুক্তি। স্বজনহননের চরম যন্ত্রণার শান্তি। সুদীর্ঘ দায়বহনের পরিসমাপ্তি।

রাত্রি গভীর হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্ম শরশয্যায় একাকী শয়ান। তাঁর তপ্ত ললাটে শীতল করস্পর্শ করে মৃদুস্বরে কেউ ডাকলেন,—"প্রভু?"

ভীষ্ম বললেন, "এসেছো? এসো।"

"আর কত দেরি, প্রভু?"

'শুধু সূর্যের উত্তরায়ণের অপেক্ষা।"

আগন্তুক নিঃশব্দে ভীষ্মের হাতটি নিজের হাতে তুলে নিলেন। চমকে উঠলেন ভীষ্ম।

"এ কী? তুমি আর পুরুষ নও?"

"না প্রভু। বন্ধু স্থূণাকর্ণ তাঁর ঋণ দেওয়া পৌরুষ ফেরৎ নিয়েছেন। কিন্তু আমি সেকথা গোপন রেখেছি প্রভু, শিবিরেও কেউ তা জানে না। এই যুদ্ধে যে আমাকে অস্ত্রাঘাতে প্রাণ বিসর্জন দিতেই হবে, তবেই না অমরাবতীতে স্থান পাবো আপনার কাছাকাছি।"

ভীষ্ম অম্বার কোমল হাতে মৃদু চাপ দিলেন। নক্ষত্রের আলোয় তাঁর অধরের তৃপ্ত হাসিটি অম্বার মুগ্ধ চোখ এড়ালো না। সেই দৃশ্য দেখে স্বর্গের দেবতারা স্মিত-মধুর হাস্য করলেন। মহাশূন্যে গ্রহনক্ষত্রবৃন্দ আলোকবৃষ্টি করে আনন্দ প্রকাশ করলেন।

আর অন্ধকারের অন্তরালে সূর্যদেব উত্তরায়ণে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হলেন।

অভিজ্ঞানদুষ্মন্তম্

দুষ্মন্ত বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। চাঁদের আলোয় যেন ধুয়ে যাচ্ছে দিকবিদিক। আকাশ মাটি মিশে একাকার। চমৎকার। 'উদাসী-বিদেশী-স্বগৃহে আবাসী' জাতীয় মুখ করে মহারাজ বারান্দার রেলিং-এ ভর দিলেন। চোখ ছড়িয়ে দিলেন দিগন্তে। এই ক্ষুদ্র

ঝরোকাটি সবচেয়ে উপরের মহলে। এই মহলে কোনো স্ত্রীলোক থাকে না। দুষ্মন্তের বয়স্য বিদূষকের মহল এটা। ঝরোকা থেকে অন্তত হংসপদিকার গানটা শোনা যাবে না। উঃ। প্রাণ খালি করে ছেড়ে দিলে? কী এনার্জি, কী গলার রেনজ।—যেখানেই দাঁড়ান না কেন, হংসপদিকার প্যানপ্যানানি থেকে রেহাই নেই। ঠিক শুনতে পাবেন।

একা কি হংসপদিকাটি? দুষ্মন্তের একটিই মাত্র দোষ। একটু বেশি বেশি প্রেমে পড়েন। বড্ড রোম্যান্টিক স্বভাব। আর রূপের প্রতি শিল্পীসুলভ মোহ। দুষ্মন্তের প্রাসাদে আর কোনো মহল বাকি নেই, কোনো মহলে আর কোনো কামরা বাকি নেই, যা তাঁর একজন না একজন পরিত্যক্ত পত্নীতে ভরা নয়। এই কারণেই সেবারে বিদূষক পরামর্শ দিয়েছেন, "এবার থেকে মহারাজের যা করবার বাড়ির বাইরেই করবেন, বাইরেই রেখে আসবেন। বাড়িতে স্থানসঙ্কুলান হচ্ছে না। আরেকটি প্রাসাদ প্রস্তুত করা দরকার। ততদিন অলমিতি বিস্তরেণ।" তাই, যখন কণ্বমুনির আশ্রমে সেই নির্বোধ মাতৃপিতৃপরিচয়হীন রূপসী কন্যাটির সঙ্গে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেললেন, বিদূষক শক্ত হাতে তাঁকে পথপ্রদর্শন করে বাড়ি ফিরিয়ে এনেছিলেন। সেই কন্যা ছাড়াই তিনি প্রাসাদে ফিরে এসেছেন। এসেই প্রচার করেছেন তাঁর পাঞ্জছাপের অঙ্গুরীয়টি মৃগয়ায় গিয়ে হারিয়েছে। কেউ খুঁজে পেলে শতমুদ্রা পুরস্কার। ঘোষণা শুনে কেবল মহারানী চন্দ্রাবতী ঠোঁট টিপে একটু হেসেছিলেন। চন্দ্রাবতী তাঁর বড়রানী, পাটরানী, প্রথমা পত্নী।

দশবৎসরকাল চন্দ্রাবতী একলা থাকেন। কেননা, রাজা অপুত্রক বলে, প্রায়ই বিবাহ করেন। নিত্য নবীন শয্যাসঙ্গিনীর খোঁজে তাঁর প্রাণে শান্তি নেই, হৃদয়জ্বালাও আর মেটে না। চন্দ্রাবতীর এতেই আপত্তি। সেবার কণ্বমুনির আশ্রমে কী ঝামেলাটাই না বেধেছিল। কে ভেবেছিল কণ্বমুনির স্বভাব এত আধুনিক? বালিকার গর্ভসঞ্চার যদি হয়েও থাকে, তার ফলে তাকে আত্মহত্যায় উদ্বুদ্ধ না করে, অথবা বনেই আশু বানপ্রস্থ গ্রহণের সুপরামর্শ না দিয়ে, তিনি যে দুই ছোকরাকে সঙ্গে দিয়ে তাকে রাজসভায় পাঠিয়ে দেবেন, তা কে কল্পনা করতে পেরেছিল? রাজসভায় এসে আসন্নপ্রসবা গাভীর মতো নির্ভরশীল দুই চোখ মেলে সেই মেয়ে তাঁর দিকে তাকাচ্ছিল। স্ফীতোদরা, শীর্ণ, নীরক্ত হাত-পা, বনবালাদের অনভ্যস্ত হাতের গ্রাম্য প্রসাধনের ফলে রাজসভায় তাকে দেখাচ্ছিল হাস্যকর। অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করে ধমক দিয়ে তাদের রাজসভা থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছিলেন সেদিন দুষ্মন্ত, চিনতে-না-পারার ভান করে। মেয়েটা জংলী, সরলভাবে ভাবল অঙ্গুরীয় হারিয়ে ফেলেছে বলেই তাকে রাজা চিনতে পারছেন না। কোনো অভিযোগ না করেই ফিরে গেল।

সবাই অবিশ্যি অমন হয় না। সেই যে মৎসজীবীদের মেয়েটি তেড়ে এসেছিল তার পাড়ার সবকটা ষণ্ডাগুণ্ডা ছেলেকে নিয়ে—তাকে তো ঘরে রেখে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন রাজা দুষ্মন্ত। সে মেয়েও এখন হংসপদিকার মতো গান করে, আর

মাছ ধরার জাল বোনে। পর পর দুটি মৃত শিশুর জন্ম দিয়ে তার কিঞ্চিৎ মাথার গোলমাল হয়েছে। বাঁচা গেছে।

দুষ্মন্তের এখন মন খারাপ। মন খারাপ রাজনটী রূপবতী লোলাপাঙ্গীর জন্য। লোলাপাঙ্গীর মা অতি চতুরা। সে কিছুতেই মেয়েকে রাজার খপ্পরে পড়তে দিচ্ছে না। মেয়ে আবার খুব মাতৃভক্ত। দুষ্মন্তের মনে লোলাপাঙ্গীর প্রতি আনলিমিটেড প্রেমের সঞ্চার হয়েছে। যুবতীটি যেমন রূপে, তেমনি গুণেও তুলনাহীনা। ভালো নাচে, ভালো গায়, ভালো বীণা বাজায়, শাস্ত্র নিয়ে তর্ক করতে পারে, কাব্য নিয়ে আলোচনা করতে পারে. আর এইসব নারীরাই তো শোনা যায় বাৎস্যায়নের শাস্ত্রেও সুদক্ষা হয়ে থাকে। কিন্তু হায়, সেই বিষয়টাই আর দুষ্মন্তের জানা হচ্ছে না. লোলাপাঙ্গীর মায়ের চতুর বিঘ্নসঞ্চারের ফলে। এই চরাচরবিস্তৃত রজতচন্দ্রালোকে দুষ্মন্তের প্রাণে লোলাপাঙ্গী-বিরহ প্রবল হয়ে উঠল, তিনি প্রাসাদশিখর থেকে নেমে চললেন সারথি অশ্বমেধের খোঁজে। পথেই দেখা বিদূষকের সঙ্গে। এ মহলটা তাঁরই। বিদূষক বললেন —"লোলাপাঙ্গীর ভাবনা ত্যাগ করুন মহারাজ। ওর মা ওকে বিবাহের জন্য প্রস্তুত করছে, অতি চতুর মহিলা, আপনি ওদের জানেন না। নটীদের জাতটাই আলাদা।" দুষ্মন্তের অহঙ্কারে আরেকটু ঘা লাগলো। কী? আমি ওদের জানি না? কেন, ওরা আমার প্রজা নয়? তাঁর জেদ চড়ে গেল।

একদিন লোলাপাঙ্গী দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর বাতায়নে, দেখলেন একটি পরমাসুন্দরী আশ্রমবালিকা ক্লান্তচরণে দুটি তরুণ সূর্যের মতো সুদর্শন আশ্রমিক যুবার সঙ্গে অশ্রুমোচন করতে করতে পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। মেয়েটি আসন্নপ্রসবা। লোলাপাঙ্গী তাদের তাড়াতাড়ি ডেকে এনে ঘরে বসালেন। ফল-মিষ্টান্ন দিয়ে শীতল জলপান করতে দিলেন। পাখার হাওয়া দিয়ে তাদের পথশ্রম মোচন করতে বললেন দাসীদের। তারপর শুনলেন মেয়েটির নাম শকুন্তলা, সে কণ্বমুনির মানুষ করা মেয়ে। প্রকৃতপক্ষে অপ্সরী মেনকাদেবীর কন্যা। লোলাপাঙ্গীর মা শলভা নিজেও এই মেনকারই কন্যা —শকুন্তলা যেমন ঋষি ও অপ্সরীর মিলনের ফলে জাত, লোলাপাঙ্গীর মা তেমনি উজ্জয়িনীর মহারাজ এবং মেনকার সঙ্গমজাত কন্যা। শলভা শকুন্তলার সহোদরা ভগিনী —অর্থাৎ শকুন্তলা লোলাপাঙ্গীর ছোটমাসি। এই পরিচয় আবিষ্কার করে, এবং সরলা আশ্রমবালা শকুন্তলার দুরবস্থা দেখে নাগরিকা শলভার মনে যেমন মায়া-মমতা হলো, তেমনি রাগও হলো রাজার ওপরে। শলভা বললেন—"বোন, তুমি কিছুকাল অপেক্ষা করো। অ্যায়সা দিন নেহী রহেগা। তোমার স্বামীগৃহে তোমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত না করতে পারলে আমার নাম শলভা নয়। কুছ ফিকর মত করো।" এই বলে শকুন্তলাকে নিজের কাছে রেখে লোলাপাঙ্গীর মা শারদ্বত শার্ঙ্গরবকে আশ্রমে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। শকুন্তলা যথাসময়ে পরম সুলক্ষণযুক্ত পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন শলভার গৃহে। তারপর তিনি পুত্রসমেত শকুন্তলাকে গহন বনের মধ্যে ঋষিদের কাছে এক

উদ্ধার-আশ্রমে জমা করে দিযে এলেন। শিশুর পিতার নাম রেজিস্ট্রি খাতায লিখিয়ে এলেন মহারাজা দুষ্মন্ত। মাঝে মাঝে খবর নিতে যান। শকুন্তলা কেবলই বলেন —"কই দিদি, মহারাজ তো এখনও এলেন না?" প্রত্যেকবার রাজনটীর মা মাথা ঝাঁকিযে ঝাপ্টা-ঝুমকো-সিঁথি-সাতনরীতে ঝমঝমাঝম শব্দ তুলে গেয়ে ওঠেন— "আয়েগা, আযেগা, আযেগা আনেওলা। ইতনা জলদি কিঁউ? বহিন, তুম ঘাবড়াও মৎ—হম তেরা সঙ্গ হ্যায। বে-ফিকর হো যাও।"

বসন্তকাল। পিক-কূজনে দুষ্মন্ত মদনজ্বালায অস্থির হয়ে পড়েছেন। এমনই এক ঘোর-লাগা বসন্ত প্রভাতে মর্নিং ওযাকে বেরিয়ে মহারাজ নটী লোলাপাঙ্গীকে পুষ্পশোভিত উপবনে তৃণশয্যায লীলায়িত ভঙ্গিতে চিঠি লিখতে দেখলেন। রাজা উপস্থিত হয়ে তৎক্ষণাৎ তার কাছে হৃদয নিবেদন করলেন। কী ভাগ্যি, মা শলভা কাছাকাছি ছিলেন না বলেই বোধহয়, লোলাপাঙ্গীও রাজার প্রণযবাক্য গ্রহণ করলেন। মহারাজার আহ্লাদ দেখে কে? তিনি সাবধানে আরো খানিকক্ষণ নিরীহ প্রণযলীলা চালিয়ে তাড়াতাড়ি আসল কথাটা পাড়লেন—"সুন্দরি। নিশাকালে আমি তোমার দর্শন প্রার্থনা করি।" মোহিনী লোলাপাঙ্গীর আজ হয়েছে কী? বসন্তের মধুর বাতাসে তিনিও কি ভুললেন? তিনি যে এ প্রস্তাবেও রাজি। সময ঠিক হলো, মধ্যযাম। রাজা একা, ছদ্মবেশ ধারণ করে যাবেন, লোলাপাঙ্গীর বাতাযনে টোকা দেবেন, তিনবার। লোলাপাঙ্গী নিজের শিরোমণিটি রাজার হাতে সমর্পণ করলেন। দাসীর হাতে ওটি দিলেই দাসী দরোজা খুলে দেবে। এবারে শূন্যে মধুর বিদায-চুম্বন ছুঁড়ে দিলেন দুষ্মন্তকে লোলাপাঙ্গী —এক যবন শ্রেষ্ঠীর কাছে এই রাযবীয প্রকাশটি শিক্ষা করেছেন। দুষ্মন্ত মুগ্ধ নয়নে রাজনটীর দিকে চেয়ে কযেক পা পিছু হটে, অগত্যা প্রাসাদে ফিরে গেলেন আনন্দের ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে।

আগ্রহ তাঁর অধীর অতি।

রজনী মধ্যযামিনী। মহারাজকে ছদ্মবেশ ধারণ করতেই হবে। কেননা পাড়াটা ভালো নয। রাজনটী হলেও থাকেন তো তিনি নটীদের পল্লীতেই—সেখানে রাতভোর হৈচৈ, আলো। মত্ত নাগরিকের ভিড, বিদেশী সৈনিক আর শ্রেষ্ঠীদের আনাগোনা, এমন কী ক্ষমতাসীন অমাত্য, রাজপুরুষদেরও অনবরতই সে পাড়ায যাতাযাত। দুষ্মন্তকে সবাই চিনে ফেলুক এটা কাম্য নয। বিদূষকের সাহায্য নিযে দুষ্মন্ত অতি যত্নে নিজেকে এক যবন শ্রেষ্ঠীর মতো করে সাজালেন—দর্পণে দাঁড়িযে "চমৎকার" বলে পিঠ চাপড়ালেন নিজেরই। বিদূষক বললেন—"সত্যিই মহারাজ, চেনা যাচ্ছে না। এখন লোলাপাঙ্গী নিজে চিনতে পারবে তো?" মহারাজ বললেন—"বিদূষক, বযস হয়ে তোমার সাধারণ জ্ঞান কি লুপ্ত হয়েছে? লোলাপাঙ্গীর দাসী আমাকে দরজা খুলে দেবে, এবং তার চেনা নির্ভর করবে আমার চেহারার ওপর নয—অভিজ্ঞানের ওপর।

এই সেই অভিজ্ঞান।" বলে, মহারাজ তাঁর বয়স্যকে একটি শিরোমণি দেখালেন. বৈদূর্যের. তৈরি, জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে।

মাঝরাতে লোলাপাঙ্গীর বাতায়নে টোকা মারতে গিয়ে মহারাজ দুষ্মন্ত দেখলেন আগেই বাতায়ন খুলে উঁকি মারছে দেহাতী একটি কিশোরী দাসী। অধৈর্য প্রেমিক বললেন—"দোর খোলো গো, দোর খোলো। আমি এসেছি।" দাসী রাজাকে বললে —"তু কৌন রে?" উত্তরে মহারাজ মুঠো খুলে লোলাপাঙ্গীর অভিজ্ঞান শিরোমণিটি দেখালেন। সঙ্গে সঙ্গে কী যেন ঘটে গেল। "—ডাকু। ডাকু।। পাকড়ো। পাকড়ো।।" বলে চীৎকার করেই দাসী ঠাশ করে পাল্লা বন্ধ করে দিয়েছে—আর অমনি অন্ধকার থেকে দুটো ষণ্ডাগুণ্ডা. গুঁফো, নেংটিপরা পহেলবান বেরিয়ে এসে মহারাজকে "হেঁইও" বলে মাটিতে ঠেশে ধরেছে—। শুধু কি তাই?—"মার শালাকো। মার শালাকো।" বলে চেঁচিয়ে পাড়া ফাটিয়ে ফেলেছে। একজন তাঁর হাত মুচড়ে বৈদূর্যমণিটি কেড়ে নিয়েছে, এবং চেঁচাচ্ছে "মিল গিয়া মিল গিয়া একঠো চোরাই মাল মিল গিয়া।" অন্যজন ততক্ষণে রাজামশাইয়ের বুকে উঠে বসেছে এবং তাঁর দাড়ি টানতে টানতে পরিষ্কার যবন ভাষায় বলছে—"কী হে বাছাধন। বের করো এবারে বাকি মালকড়ি সব? নিকালো যো কুছ লিয়া. আভি নিকালো।" বলতে বলতে জামার ভেতরে হাত গলিয়ে বাইরে টেনে এনেছে মহারাজের রাজচক্রবর্তী রত্ন উপবীত, যার কোণে তাঁর অভিজ্ঞান-রাজ-অঙ্গুরীয়টি সযত্নে গ্রন্থিবদ্ধ করা রয়েছে। হাজার হোক বারাঙ্গনাপল্লী তো. ওটি আঙুলে পরিধান করে প্রকাশ্যে সেখানে যাওয়াটা মহারাজ শোভন মনে করেননি। ততক্ষণে রাজকীয় পিঠে বেশ কয়েকটি কিল ঘুষি পড়েছে আর কর্ণকুহরে যা মধুবর্ষণ হচ্ছে তা বলার নয়. চতুর্দিকে কৌতূহলী জনতার ভিড়. রাজা দুষ্মন্ত চোখ বুজে মনে মনে সীতার মতো বলছেন,—"হে ধরণী. দ্বিধা হও।" এমন সময়ে লোলাপাঙ্গীর মা পালোয়ানদের ধমকে উঠলেন—"ওরে বুড়বক। করিস কি, করিস কি, থোড়াবহুৎ গড়বড় তো হো গিয়া কুছ—জরুর। যবনের বুকে কেউ কখনো যজ্ঞোপবীত দেখেছিস? আর এ তো রাজ-উপবীত? ইনি নিশ্চয় কোনো ছদ্মবেশী রাজা-রাজড়া হবেন—ছি ছি। ক্যা শরম-কি বাত—ছোড় দো, ছোড় দো. আভি ছোড় দো উনকো"—বলতে বলতে যেই শলভা দুষ্মন্তের যবনসাজটি টেনে খুলে ফেলেছেন. সঙ্গে সঙ্গেই রাজার পদতলে পড়ে ক্ষমাও চাইতে শুরু করেছেন —"হে রাম। তৌবা তৌবা। গুড গড। একসকিউজ মি। অপরাধ নেবেন না মহারাজ। দাসীটি বালিকামাত্র—এবং দেহাতী, মহামহিমান্বিত মহারাজকে সে চিনতে পারেনি। আমাদের অসীম সৌভাগ্য আজ আপনি এসেছেন। দুর্ভাগ্যবশত আজই আমার ঘরে এক চোরও এসেছিল. এবং সে আমার রত্ন পেটিকাটি নিয়ে গেছে। যেহেতু লোলাপাঙ্গীর আর আমার বৈদূর্যমণি দুটি জোড়ামানিক. তাই দাসী ভুল করেছে —ভেবেছে এটাই বুঝি আমার—" এই সময়ে হন্তদন্ত হয়ে লোলাপাঙ্গী এসে পড়লেন —"চলুন মহারাজ, গৃহমধ্যে বিশ্রাম নেবেন। ছি ছি. আমি যারপরনাই লজ্জিত এবং

মর্মাহত। আপনি পবিশ্রান্ত, বিপর্যস্ত, আপনাব শুশ্রূষাব প্রয়োজন আছে। এই দাসদাসীদেব বুদ্ধিহীনতাকে আপনি আমাব মুখ চেয়ে মার্জনা করুন। ওদেব কঠোব শাস্তি দেবেন না যেন প্রভু। ওদেব ভুল হয়েছিল।”

আব শাস্তি কে কাকে দেয়। চোবেব দায়ে ধবা পড়ে দুষ্মন্ত তখন চোখে সবষে-ক্ষেত দেখছেন। ষণ্ডাগুণ্ডা লোকদুটি মুহূর্তেই আশপাশেব ভিড় হটিয়ে বাস্তা ফাঁকা কবে দিয়েছে যদিও, তবু মহাবাজ লজ্জা বাখবাব জায়গা পাচ্ছেন না। হাঁটতে গিয়ে দেখলেন সোজা কবে পা-ও ফেলতে পাবছেন না। দেহেব চাইতেও মনেই চোটটা লেগেছে বেশি। বাজা লোকজনেব মাঝখানে এত অপমানিত জীবনে কখনো হননি। শলভাব এবং লোলাপাঙ্গীব সেবায় তিনি সকালেব আগেই সুস্থ হয়ে উঠলেন. এবং শলভা নিজেব বথে সাবথিকে দিয়ে মহাবাজকে প্রাসাদে পাঠিয়ে দিলেন সূর্যোদয়েব আগেই।

দুষ্মন্ত স্নান কবতে গিয়ে সভয়ে আবিষ্কাব কবলেন, অভিজ্ঞান অঙ্গুবীয়টি উপবীতে বাঁধা নেই! সর্বনাশ কবেছে। এখন উপায় কী? তাড়াতাড়ি বিদূষককে পাঠালেন শলভাব গৃহে। দুই থলি স্বর্ণমুদ্রা সমেত। শলভা খুব যত্ন কবেই অতিথি সৎকার কবলেন, তাবপব আলবোলাব ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—“কেয়া আফসোসকি বাত। লেকিন, ইসমে, বিদূষকবাবু, ম্যায় তো লাচাব হুঁ! হ্যাঁ, আংটি একটা আমি কুড়িয়ে পেয়েছি বটে. ঠিকই, কিন্তু ও দিয়ে আমি কীই বা কববো, তাই আমাব ছোট্টো নানহেমুনহে বোনপোটিকে উপহাব দিয়ে দিয়েছি। সে খেলা কববে বলে। আপনি ওব কাছ থেকে চেয়ে নিন। আংটিটা যে এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ও তো ম্যাঁ সচমুচ নহী সমঝা।”

শুনে বিদূষকেব তো মাথায় হাত। শলভাব কাছ থেকে উদ্ধার-আশ্রমেব ঠিকানা নিয়ে বিদূষক প্রাসাদে ফিবলেন। বাজাব সাবথিকে প্রথমে বললেন বথ প্রস্তুত কবতে। তাবপব দুষ্মন্তকে গিয়ে বললেন,—“এ আমাব একাব কর্ম নয়। আংটি উদ্ধাব কবতে হলে.—মহাবাজ, আপনি নিজেও চলুন। এসব মুনিঋষিবা লোক সুবিধের হয় না। যদি না দিতে চায়?”

বাজা কয়েক থলি স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে বিদূষকেব সঙ্গে আশ্রমেব খোঁজে বের হলেন। বথ বনের গভীবে প্রবিষ্ট হলো। অভিজ্ঞান অঙ্গুবীয় অচিবেই ফেবৎ না পেলে বাজ্যেব যাবতীয় বাজকার্য স্থগিত থাকবে।

আশ্রমেব ঠিকানায় পৌঁছে বিদূষক দেখেন পবমাসুন্দবী এক আশ্রমকন্যা বৃক্ষমূলে বসে আছেন, কোলে একটি বাজচক্রবর্তী শিশু। তারই ক্ষুদ্র মুঠির মধ্যে দুষ্মন্তেব অভিজ্ঞান অঙ্গুবীয় শোভা পাচ্ছে। পদশব্দ পেয়ে কন্যা মুখ তুললেন। বিদূষক দেখলেন, শকুন্তলা।

বাজাকে দেখে শকুন্তলা অবাক হলেন না, তিনি বাজাব আশাতেই বসেছিলেন।

কিন্তু আকস্মিক শকুন্তলাকে দেখে বাজা যাবপবনাই বিস্মিত। তাঁকে চিনতে একটুও দেবি হলো না। এত সুন্দবও মানুষে হয়? আব এই মেয়েকেই কিনা তিনি পবিত্যাগ কবেছিলেন? তাঁকে কি ভূতে ধবেছিল? শকুন্তলা উঠে মহাবাজকে প্রণাম কবলেন। গলাটা ঝেড়ে নিয়ে দুষ্মন্ত শর্টে আশীর্বাদ সেবে বললেন—"থাক-থাক। তা, ইয়ে, কি বলে, হ্যাঁ, শকুন্তলা, তুমি আমাব অঙ্গুবীযটি পেযেছিলে তো?"

শকুন্তলাব বিশাল দুটি সবল চোখ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লো—"আপনি কোন অঙ্গুবীযেব কথা বলছেন, মহাবাজ?"

"কেন, যেটি আমি শলভাব হাতে বাজপুত্রেব জন্য পাঠালাম?"

"এটাও তবে আপনাবই দেওয়া? আমি ভাবলাম দিদিই বুঝি—"

"বোকা মেয়ে।" দুষ্মন্ত শকুন্তলাব মাথাটি নেড়ে দিয়ে পবিত্র হেসে বলেন —"তোমার দিদি এটি পাবেন কেমন কবে? আমি নিজে না-দিলে? বাজবংশেব শিলমোহব বলে কথা। ও কি যে-সে আংটি? নাও, ছেলেকে নাও, আংটিটা নাও, বথে ওঠো—ব্যস। আর কিছু নিতে হবে না"—শকুন্তলা সলজ্জভাবে বললেন— "ঋষিমশাইকে প্রণাম কবে, অনুমতিটা নিযে আসি?" বিদূষক বলে ওঠেন—

"সাবধান কিন্তু মা-জননী, অঙ্গুবীযটি যেন আবার রাজকুমাব না গিলে ফ্যালেন। পেট কেটে তো আর বের কবা যাবে না। ওদিকে আমাদেব মহারাজ আবাব একটু ভুলো আছেন,—জানেনই তো।"

দুষ্মন্তেব শাশুড়ি মেনকা তখন আকাশপথে যাচ্ছিলেন, ইন্দ্রের আদেশে আবেক মুনিব তপোভঙ্গ কবতে। শলভা আব শকুন্তলার কাণ্ড দেখে মৃদু হাসলেন।

মাতৃয়ার্কি

[অর্থাৎ বন্দে মাতরম!]

মেয়েরা দু'জাতের। একদল মাতৃতান্ত্রিক বাই নেচার, এঁরা সংখ্যালঘু কিন্তু শক্তিতে লঘু নন মোটেই। বাকিরা পিতৃতান্ত্রিক, অবলা। এঁদের কল্যাণেই জগতে পুংশাসিত সমাজে নারীর আজ এই দুরবস্থা। প্রথম জাতের মেয়েতে জগৎ পরিপূর্ণ থাকলে 'উইমেন্স লিব্ মুভমেণ্ট'-এর প্রয়োজন হত না। কেননা তাঁরা বাল্যে পিতাকে, যৌবনে পতিকে এবং বার্ধক্যে পুত্রকে অনায়াস-অঙ্গুলি সঞ্চালনে পদানত রাখেন। শুধু পুরুষজাতি কেন তাবৎ মনুষ্যসমাজ তথা সসাগরা বসুন্ধরা তাঁদের অবিসংবাদিত প্রভুত্ব মেনে নেয়। এঁরা এঁদের জীবনের সব কিছুকেই অনায়াস স্বায়ত্ব-শাসনে রাখেন। দ্বিতীয় কোনো শক্তির তোয়াক্কা করেন না। বধূবেশে রাজায়ে কিঙ্কিনী বাসরঘরে প্রবেশ করলেও মুকুট মাথায় রাজদণ্ড হাতে সিংহাসনারূঢ় হয়ে সেখান থেকে আবির্ভূত হন সম্রাজ্ঞীর বেশে। সুলতানা রিজিয়া, কি ঝাঁসীর লক্ষ্মীবাঈ, রানী রাসমণি, কি রানী ভবানী, বা আমার গর্ভধারিণী, এঁরা সব এই জাতের। আমাদের চেয়ে একেবারে অন্য মেটিরিয়ালে তৈরি। মা প্রায় কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করেন না। সমাজ, অথবা সরকার তাঁর কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। এমন কি চন্দ্রসূর্যও না। সৌর নিয়ন্ত্রিত চব্বিশটি ঘণ্টার বাঁধা ছককে মা এখন আর গ্রাহ্য করেন না। যখন খুশি ঘুমোন যখন খুশি জাগ্রত থাকেন, কোন্ বই পড়ছেন, সেটা কতটা ইণ্টারেস্টিং তারই উপর নির্ভর করছে অন্যান্য যাবতীয় জাগতিক প্রয়োজন। ঘড়ির কাঁটাকে মা থোড়াই কেয়ার করেন।

"আমি কি ঘড়িটা কিনেছি, না ঘড়িটা আমাকে কিনে নিয়েছে? কে কার মালিক?"

সুতরাং ঘড়ি ওঁর ক্রীতদাস।

মহাকাল ওঁর ক্রীতদাস। সজ্ঞানে তার ইচ্ছানুসারে উনি চলতে রাজি নন।

ভারতবর্ষে নাকি গণতন্ত্র চালু। এ বাড়িতে ঘোর রানীতন্ত্র। আগে একজন রাজামশাই ছিলেন, তিনিই ছিলেন মহারানীর মুখ্য প্রজা। আর গৌণ প্রজা ছিলাম আমি। এখন রাজামশাই নেই, মহারানী আছেন, আর আছেন তাঁর দুই সখী, দুটি খুদে রাজকন্যে। ট্রেনিং পিরিয়ড চলছে তাঁদের, আপাতত অ্যাপ্রেন্টিস আছেন। এঁরা রাজদণ্ড হাতে নিয়েই জন্মেছেন, তাই এঁদের ন্যাচারাল ওয়ানডার বলা যায়। তিনজনের কিন্তু মোট প্রজা মাত্র একটিই। আমি। গৌণ বলতেও আমি, মুখ্য বলতেও আমি।

আমি আবার প্রজা বাই নেচার। প্রজা বাই বার্থ। বশংবদ, প্রভুভক্ত।

স্কেচ : এক

নামেও রানী, কাজেও বানী। শুধু কি চন্দ্র-সূর্য? মৃত্যুকেও কি কেযাব কবেন তিনি? ওঃ নো। কাল ব্যাপারটাকেই তুড়ি মেবে উড়িয়ে দিয়েছেন। জীবনমৃত্যু পাযেব ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন। এটা বোঝা গেল এবাবকাব বড়ো অসুখে। যখন নাকে অক্সিজেনেব নল আব হাতেব শিবায গ্লুকোজেব ছুঁচ গোঁজা, পাশে দাঁড়িযে খটখটে সাদা টুপি মাথায় নার্স, আব জোব করে হাসি-হাসি মুখে হৃৎকম্পমান আমি—ডাক্তাববাবু সেইবাত্রেব চতুর্থ ইঞ্জেকশনটি সদ্য দিযে উঠছেন,—একটা মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল। চোখ যদিও বন্ধ, মা গুনগুন কবে ক্ষীণ স্ববে কী যেন বলছেন। বাগবিস্তাবেব ক্ষমতা মাব মোটেই ছিল না তিনদিন। তাই সব্বাই আগ্রহেব সঙ্গে মুখেব কাছে কান নিযে ঝুঁকে পড়লুম,—কী বলছেন? মা বলছিলেন, বেশ ভাব দিযেই, "আমি পবাণেব সাথে খেলিব আজিকে মবণ খেলা, নিশীথবেলা। সঘনবরষা গগন আঁধাব, হেব বাবিধাবে কাঁদে চাবিধাব—ভীষণবঙ্গে ভবতরঙ্গে ভাসাই ভেলা।" আমাদেব ডাক্তাববাবুটিও আজকেব মানুষ নন, মাবই বযসী—সেকালেব গোল্ডমেডালিস্ট বলে কথা। তিনিও কান পেতে শুনলেন, এবং একগাল হেসে বললেন—"উহুঁ। ওসব বললে শুনবো কেন? আমবা তবে আছি কি কর্তে? এমাবজেন্সী ডিক্লেযাব কবেছি, বাস্তায আর্মি নামিযে দিযেছি। ওসব মবণখেলাধুলো একেবাবে বন্ধ। এখন জীবনখেলা। এখনো ভাঙেনি, ভাঙেনি মেলা, নদীব তীবের মেলা। এ শুধু আষাঢ মেঘেব আঁধাব, এখনো বযেছে বেলা। বুঝলেন?"—মৃদু হাসির রেখা ফুটলো ঠোঁটে, চোখ একটু খুললো।

"'ক্ষণিকা' তো? কিন্তু এই কবিতাটা 'ক্ষণিকা'র তুলনায তেমন ভালো নয।" মিনমিন কবে, হাঁপাতে হাঁপাতে মন্তব্য কবেন যাই-কি-না-যাই রুগী।

—আপনি এই অবস্থায এত বকবক কববেন না তো"—নার্সটি হঠাৎ চঞ্চল হযে উঠে বাধা দেন।

ঠোঁটেব হাসি মুছে যায। রুগী ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানান : —"কাব্য-আলোচনাকে যে-অর্বাচীন বলে বকবক কবা, সে শুশ্রূষাব কী জানে? ডাক্তাববাবু, একে সবিযে নিযে যান।"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ। ওকে তো নিযে যাবোই, আপনি আগে সেবে উঠুন—তাবপব।"

—"আব সেবে ওঠা। এই ঘুম চেযেছিলো বুঝি—"

—"থামুন তো আপনি? ও কবিতা এখন নয।"

—"কেন নয? কি জানেন ডাক্তাববাবু, মর্মে মর্মে টেব পেযেছি, অর্থ নয, কীর্তি নয, সচ্ছলতা নয, আবো এক বিপন্ন বিস্ময় আমাদেব অন্তর্গত—"

—"থাক থাক এখন জীবনানন্দ নয। ববীন্দ্রনাথ, ববীন্দ্রনাথ। বুঝলেন?" ডাক্তাববাবু বাধা দেন।

—"যা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ, আব গীতা। আব জীবনানন্দ। এই কি জীবনে যথেষ্ট নয়? বলুন ডাক্তারবাবু?"

—"ব্যস। ব্যস। চমৎকার। কেবল এব সঙ্গে একটু অক্সিজেন, একটু গ্লুকোজ, আব একটু অ্যান্টি-বায়োটিকস। জীবনানন্দটা ববং এখন থাক। সেবে উঠে হবে. কেমন? কাল সকালে আবাব আসবো।"

মা নার্সেব দিকে মৃদু অঙ্গুলি সঞ্চালন কবে বলেন—"এঁকে সঙ্গে নিযে যান।"

কপালগুণে নার্সটি বুদ্ধিমতী। মানুষও ভালো। বেগতিক বুঝে বলে উঠলেন—"স্যরি মাসিমা। আমাব খুব ভুল হয়েছে। বকবক নয়. কাব্য-আলোচনা। আব এমনটি হবে না। আমরা কাঠখোট্টা মানুষ, অত কি জানি?"

রুগী সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা কবে দেন নার্সকে—ক্ষীণ গলায়, থেমে থেমে বলেন—"এই তোমাদেব মতন আজকালকাব ছেলেমেযেবা—কেবল লেখাপড়াই শিখছে—নামকাওয়াস্তে। শিক্ষিত তো হচ্ছে না। এই যে আমাদেব ডাক্তারবাবু, উনি হলেন—প্রকৃত শিক্ষিত—কত কবিতাই যে ওঁর মুখস্থ। বলো দিকিনি, বন্দে-মাতবম—মানে কী?"

—"মানে? মানেটা ঠিক—স্যান্সক্রিট বোধহয—ঐ স্লোগান আব কি... জয় হিন্দ যেমন—মানে দেশের জয় হোক।"

—"তোমার মাথা। লিটারাল মীনিং মাযেব বন্দনা করি। বল দিকি গানটা কার লেখা।"

—"রবিঠাকুর?"

—"হল না"—মা অক্সিজেনের নলসুদ্ধু মাথা নাড়াতে যাচ্ছেন দেখে নার্স তাড়াতাড়ি মাথাটা চেপে ধবে বলে—"আমি ঠিক জানি না মাসিমা, আপনিই বলে দিন, কিন্তু আব কথা বলবেন না—এতে খুব স্ট্রেন হচ্ছে আপনাব—এই শেষ—"

—"আনন্দমঠ পড়েছ?"

—"হ্যাঁ-অ্যাঁ।"

—"কার লেখা?"

—"বঙ্কিম।"

—"পড়নি। ওতেই আছে। জগদীশ ভট্টাচার্যেব বইটা দেখো, গানটাব সব খবব পাবে।"

তিনমাস বাদে, মাকে সুস্থ কবে, চলে যাবাব সময়ে নার্সটি বলে গেলেন। পঁচিশবছবেব নার্স-জীবনে এমন আজব রুগী আব তিনি পাননি। যে চামচে দিযে তবল দ্রব্য ছাড়া কিছু খেতে পাবছে না, ফাউলার্স বেড়ে হাতল ঘুবিযে খাটশুদ্ধু উঠিযে বসিয়ে না দিলে উঠে বসাব পর্যন্ত ক্ষমতা নেই, অক্সিজেন, গ্লুকোজ আর ইঞ্জেকশনেব ফাঁকে ফাঁকে সে আপনমনে খালি কবিতা আওড়ায, আর নার্সেব পড়া ধরে। তাজ্জব কাণ্ড!

স্কেচ : দুই

ফোন বাজলো।

—হ্যালো, হ্যাঁ নবনীতা বলছি। কে? মল্লিকমশাই?

—শুটিং হপ্তাখানেক বাদে শুরু? হ্যাঁ তা পারব বোধহয়। পরশু ভোরবেলা আমাদের একটা একসকারশনে কলকাতার বাইরে বেরুতে হচ্ছে, তিনদিন বাদেই ফিরব, তারপরে তো?

ওঃ না, মাকে এখনো কিছু বলা হয়নি, খুব অসুস্থ ছিলেন তো, তার মধ্যে আজই বলব।—নাচতে নাচতে মার কাছে যাই।

—দারুণ একটা চান্স পেয়েছি মা—

—কিসের?

—ওয়ার্ল্ড ফেমাস হবার। বিখ্যাত চিত্র পরিচালক মল্লিকমশাই তাঁর নেক্সট ফিল্মে আমাকে নিয়েছেন। তোমার তখন খুব বাড়াবাড়ি অসুখ, তাই বলা হয়নি।

—নায়িকা?

—না না, এমনি একটা ছোট সাইডরোলে, কিন্তু খুব সুন্দর রোলটা।

—পার্শ্বচরিত্রে? আমার মত নেই।

—ও আবার কী কথা?

(চিন্তিত স্বরে) ফিল্ম লাইনটা—এখনও টালমাটাল। আর্টের স্বর্গে পৌঁছুবে—না —পণ্যের সাম্রাজ্য মেলবে বোঝা যাচ্ছে না। ওটা লাইন—তায় পার্শ্বচরিত্রে এখনও বাণিজ্যেরই বাহন মনে হয়। না, না ও হবে না।

—এত আধুনিক হয়েও তুমি এরকম বলছ মা? এটা আমি আশা করিনি—

মা একটু থেমে থেকে, আবার প্রশ্ন শুরু করেন—কিসের রোল? চরিত্রটা কেমন?

—মৃত্যুপথযাত্রিণী শয্যাশায়ী একটি বউয়ের। আমাকে বিছানা ছেড়ে উঠতেই হবে না—শুয়ে শুয়ে সে খুব বইপত্র পড়ে। আর মানুষজন ভালোবাসে। মল্লিকমশাই চমৎকার ডেসক্রাইব করেছেন মা—বেশ ম্যাচিওর কিন্তু সেনসিটিভ ফেস—চেহারা হবে বেশ রুগ্ন রুগ্ন, অথচ তারই মধ্যে প্রচুর ওয়ার্মথ আর ভাইভ্যাসিটি লেগে থাকা চাই, আর থাকবে একটা অদ্ভুত সেলফ কনফিডেন্স, মৃত্যুকে পরোয়া না করার।

—এই সমস্ত কি তোমার মধ্যে আছে?

—হ্যাঁ, স-ব। মল্লিকমশাই বলেছেন, আমার মধ্যে সব আছে। মুখে মৃত্যুর ছায়া পড়েছে অথচ চোখে হাসিটি লেগেই আছে।

—মুখে মৃত্যুর ছায়া? আমার মেয়ের?

—সত্যিতে না। অভিনয় তো।

—তুমি অভিনয় পারো?

—আমি তো ওঁকে বল্লুম : কী করে হবে বলুন, একে কখনো অভিনয় করিনি, তার ওপরে আমার বাঁদিকের ভোকাল কর্ড খারাপ হয়ে গেছে আট বছর হলো, ওয়েসটা ঠিক নেই, তার প্রচণ্ড হাঁপানি, যখন তখন টান উঠে যায়—

—শুনে তিনি কী বললেন?

—শুনে? মল্লিকমশাই শুনে টুনে খুব খুশি হয়ে বললেন আমার নাকি এগুলো সবই প্লাস পয়েন্ট। ধরো যদি শুটিংয়ের সময়ে হঠাৎ গলাটা বসে যায়, কিম্বা কাশির দমক ওঠে, কি হাঁপ ধরে, তবে তো খুবই ভাল, বেশ ন্যাচারাল হবে—আমাকে একদম অভিনয় করতেই হবে না—

—ন্যাচারাল হবে? তারপর ন্যাচারাল ডেথটা দ্যাখাতে পারলে তো আরো ভালো? সেটা বলেনি? আহাহা মুখে মৃত্যুর ছায়া।—আমার এই রোগারুগ্ন মেয়েটাকে, উঃ। আচ্ছা, ওদের কি মনে মায়া মমতা নেই রে? যত অলুক্ষুণে কাণ্ড!

—তাতে কী হয়েছে মা? এতো শুধু অভিনয়—

—বেশ, অভিনয়ই যদি হবে তবে রুগীকে ধরে এনে রুগীর ভূমিকায় নামানো কেন? তাহলে তো বর-কনে ধরে এনে বর-কনের ভূমিকায়, খুনী ধরে এনে খুনীর ভূমিকায় নামাতে হয়। অভিনয় শিল্পটা তবে আছে কী করতে? ভাল ভাল অভিনেত্রীর ছড়াছড়ি টালিগঞ্জে—

—সে কথা আমিও বলেছিলাম, মা। উনি বললেন, কিন্তু অভিনেত্রীদের চেহারায় যে আবার লাবণ্য-টাবন্য আছে। ওঁর দরকার মোটামুটি কাঠকাঠ চেহারা —লাবণ্যহীন—

—কী? আমার মেয়ের চেহারা লাবণ্যহীন? কাঠকাঠ? রোগে ভুগে ভুগে নাহয় একটু শুকিয়েই গেছে মুখখানা। তাবলে তাকে কিনা লাবণ্যহীন বলা? বাবা থুক্‌, —শোনো যা বলি। লোভ করতে নেই মা। ওপথে পা বাড়িও না। শুধু শুধু কেন সেধে সেধে নিন্দে কুড়োবে মা? অভিনয় তো তুমি পারো না। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহ—

এইবারে খেয়াল হলো। মল্লিকমশাইয়ের চমৎকার অফারটি পেয়ে অবধি চোখ বুজলেই মানসনেত্রে দেখছিলুম কাগজে ছবি—শ্রেষ্ঠ পার্শ্বভূমিকাভিনেত্রীর পুরস্কার নিচ্ছেন নবনীতা দেবসেন—সিনেমার পত্রিকাগুলোতে মৃত্যুপথযাত্রিণী আমার রঙীন স্টিল ফোটো, বাসেট্রামে লোকমুখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা—

—থার্টি সিক্সে জেনিফার কাপুরের পরে এই নবনীতা সেন দেখালো বটে অভিনয় কাকে বলে। এসব কিছু না হয়ে, ঠিক উল্টোটাও তো হতে পারে। —এদিকটা মোটে স্ট্রাইকই করেনি। বাসে ট্রামে শোনা যাবে—আচ্ছা নবনীতা সেনের কাণ্ডটা একবার দেখলি? কী লোকটাই না হাসালে বল তো? কেন যে মানুষের হঠাৎ

হঠাৎ এমন ভীমরতি হয়, পুরো বইখানা ঝুলে গেছে ওর জন্যে—

মা বললেন—পাঁচজনের পাঁচকথায় কান দিতে নেই বাবা। ওতে ক্ষতি হয়। একমনে নিজের কাজটি করে যাও। ওই ভদ্রলোককে টেলিফোন করে আজই বলে দাও—মা তোমাকে পারমিশন দেন নি—

—গেল। শেষ হয়ে গেল আমার নক্ষত্রভাবনা। গুটিগুটি কোণের দিকে এগুচ্ছি, মা বললেন : —খুকু, তোমার নাড়ীছেঁড়া ধনেরা গেলেন কোথায়? এ বিষয়ে মতামত দিতে এলেন না যে বড়ো? সব ব্যাপারেই তো তাঁরা আগে বক্তব্য রাখেন—

—তারা ইশকুলে চলে গেছে।

—টিফিন কী দিলে?

—স্যানড্উইচ বোধহয়—লক্ষ্মী দিয়েছে।

—বোধহয়? কেন. বোধ হবে কেন? নিশ্চিত জান না কেন? এমন কিছু দুর্বোধ্য ব্যাপার? ফিল্মে নামার নামেই এই? তবেই বুঝে দ্যাখো নামলে কী অবস্থা হবে তোমার।

হল না। ওয়ার্লড ফেমাস হওয়া হল না। আমার কান, বার্লিন, ম্যানিলা সবগুলো ফেসটিভাল হাতের মুঠো থেকে ফসকে গেল। রানীমার এক হুকুমে। আমি ঠিক জানি মল্লিকমশায়ের ঐ ছবি ওয়ার্ল্ড হিট হবেই। অমন গল্প। অমন চরিত্র। বেশ। হোক হিট। তখন মার মনে আফশোস হবে। ঠিক হবে। বেশ হবে।

স্কেচ : তিন

ফর্সা মুখের চারিধার ঘিরে জ্যোতির্মণ্ডলের মতো ধবধবে চুল একমাথা ফুলে ফেঁপে আছে. গোলাপী ঠোঁট. বলিরেখাটেখা পড়েনি কুত্রাপি, দূরে দেখবার বেশি পাওয়ারের চশমার ফাঁকে বুদ্ধি ঝকঝকে চোখ—এখনো চালশে টালশে লাগে না, বিনা চশমায় বই পড়তে পারেন, (ওসব আমাদের পক্ষেই যা অপরিহার্য পরনির্ভরতা) পরনে ফর্সা সিল্কের নাইট গাউন. পায়ের ওপর গরদের চাদর চাপা দেওয়া, হয় ইজিচেয়ারে বসে বই পড়ছেন নয় খাটে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। পায়ের কাছে শাদা কটকী চটি। যদিও নড়াচড়ার শক্তি অতি সামান্য। গতবারের অসুখের ধাক্কায় পায়ের টালমাটাল অবস্থা। রানীমা ইজিচেয়ারে বসে মনোযোগ সহকারে বিশাল এক পেতলের ফুলদানীতে লেবু ঘষছেন। নাইট গাউনে সেই নোংরা রস পড়ছে. দাগ হচ্ছে খেয়াল নেই। এমন সময়ে কাপের মধ্যে ঘটাঘট চামচ নাড়তে নাড়তে ছোটকনো. অর্থাৎ ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের প্রবেশ।

—দিম-দিম, এই নাও তোমার মহান শক্তিদাতা, শিগগির খেয়ে ফ্যালো. অলরেডি ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। পেছু পেছু ওষুধের ছোট্ট রেকাব নিয়ে জলসমেত মাদার টেরেসা অথবা মেয়ে-পুলিশ (বড়কন্যে এই দুটোর একটা হবেন, ডাকাত ধরবেন চম্বলে

গিয়ে, অথবা—) এসে পড়েন। এসেই পুলিশী ধমক—

—দিম্মা! তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। এদিকে তো স্টেরয়েড আর ভ্যাসোডায়লেটর-এর ওপর ভরসা, তাইতে এত গায়ে জোর হয়েছে, যে ওই ধুম্সো ফুলদানী—ঈশ, যদি পায়ের ওপরে পড়ে যায়?

—জামাটা তো গেছেই! ছোটকন্যের অ্যাডিশান।

—তোমরা যদি সাফ না করো ফুলদানীটা তাহলে কাউকে তো সাফ করতে হবেই? গান্ধীজী তো স্বহস্তে প্রিভি পরিষ্কার করতেন আশ্রমের—

—ইন-কর্রি-জিবল। সত্যি দিম্মা, তুমি না, ইন-কবি-জিবল। ফুলদানীতে হাত থেমে যায়। চোখে একটা অনেক দূরের আলো ঝলসে ওঠে—

—কী বললি? কী শব্দটা বললি ওটা? ইন-কবি-জিবল? তোদের দাদুও আমাকে বলতেন, ইন-কবি-জিবল। অথচ শব্দটার মানেটা কোনোদিন জেনে নেয়া হয়নি। কী মানে রে?

—দাদুও বলতেন তো? তবেই বোঝো কতদূর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট শব্দটা তোমার ক্ষেত্রে। ওর মানে হচ্ছে যাকে করেক্ট করা দুঃসাধ্য, যেমন তুমি। বুঝলে?

—পাণ্ডবরা কোন বনে বনবাসে গেলেন?

—মানে?

—মানে, কেবল স্টেরয়েড আর ভ্যাসো অমুক তমুক আর ইনকরিজিবল বলতে পারলেই তো হল না? ইংরিজি শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি মানেই তো শিক্ষিত হওয়া নয়। জ্ঞানভাণ্ডারটার কী অবস্থা, তাই দেখছি। এটা একটা এলিমেন্টারি প্রশ্ন। পাণ্ডবরা কোন বনে বনবাসে গেলেন?

—দণ্ডকারণ্য?—ছোটকন্যের ভীত ভীত উত্তর।

—দূর বোকা, সেটা তো রামায়ণের বন রে! বড়কন্যে শুধরে দেন।

—তবে কি পঞ্চবটি? ছোটকন্যে আবার বলেন।

—সেও রামায়ণে, স্টুপিড। তুমি চুপ কর। দিদির ধমকে বোন চুপ করেন, কিন্তু দিম্মার মায়া হয়। উৎসাহ দেবার চেষ্টায় বলেন—

—বেশ তো, তবে রামায়ণই হোক না? রাবণের বাবার নাম কী?

—রাবণের বাবা? পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি।

—রাবণের বাবা তো একজন মুনিঋষি ছিলেন...

—বেশ, বুঝলুম। কোন-মুনি? তার নাম কী?

—বিশ্ব.... বিশ্বা... বিশ্বামিত্র? না না বৈশ্বানর? না, সরি সরি, ওটা তো অগ্নি.... বৈশ্য, বৈশ্বা দাঁড়াও বলছি—বলছি...

দিম্মার ফর্সা মুখ নাতনীদের পাণ্ডিত্যহীনতার বেদনায় আরো পাণ্ডুর হয়ে যায়।

—হ্যাঁরে, ইশকুলে কি তোদের কিছুই শেখায়নি বাছা? শুধু শুধুই গালে চড় মেরে টাকা নেয়?

—বিশ্বৈঃশ্রবা।—হঠাৎ বোমার মতন বড়কন্যে বিস্ফোরণ ঘটায়। মুখচোখ আহ্লাদে জ্বলজ্বল করছে। ছোটকন্যেও হাততালি দেয়—হ্যাঁ হ্যাঁ, বিশ্বৈঃশ্রবা। এবার ঠিক মনে পড়ে গেছে।

যেন এক্ষুনি কেউ তাঁর গালে একটা থাপ্পড় মেরেছে, এমনি একটা যন্ত্রণাময় মুখভঙ্গিতে দিম্মা। দু'হাত তুলে বলে ওঠেন—ওরে চুপ কর ভাই চুপ কর। ওটা তোরা উচ্চৈঃশ্রবার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছিস। বিশ্রবা, বিশ্রবামুনি। পুলস্ত্যমুনির পুত্র। তাই রাবণকে পৌলস্ত্যে, বৈশ্রবস ইত্যাদি নামে ডাকা হয় দেখিসনি? যাকগে যাক, এবার বল রাবণের মায়ের নাম কী?

—মন্দোদরী।

—এঃ ছি ছি তুই যে কী ভুলভাল বলিস। মন্দোদরী কি রাবণের মা? না ইন্দ্রজিতের মা? রাবণের রানী।

—ওঃ সরি সরি, ইন্দ্রজিতের মা। আসলে, আই মেন্ট ইন্দ্রজিতের মা।

—আচ্ছা, দিদি, রাবণের মায়ের নাম কি রামায়ণে আছে? —ক—কখনো তো শুনিনি? শুনেছি কি আমরা, দিদি?

—শুনেছি নিশ্চয়ই, রামায়ণ মহাভারত এটসেটরা আর ফুল অফ এনডলেস বংশকুলুজীস। তবে স্টোরিতে তো ওর কোনো ইম্পর্ট্যান্ট রোল নেই। সাম রাক্ষসী হবে, আর কি। নিকষা, ত্রিজটা, কি বৃকোদরী জাতীয়—

—না। কেকসী বিশুদ্ধা রক্ষকন্যা ছিলেন না, তাঁর মা ছিলেন পরম রূপবতী এক গান্ধর্বী, বুঝলে? যাকগে। ওসব কথা থাক। আজ সত্যি মনটা বড্ড খারাপ হয়ে গেল ভাই। তোমরা এত এত কুইজ করছ। এত এত জেনারেল নলেজ বই পড়ছ আর নিজের দেশের পৌরাণিক গল্পের বেলায়—প্রহ্লাদ কে ছিলেন জানো? হিরণ্যকশিপু? অথচ মেডুসা কে ছিল জানো, জেসন জানো, ল্যাবিরিনথ, থিসিয়াস—সব জানো—

দু মিনিট স্তব্ধতা। পুরাণকালের তিরোধানে শোকপালন। ঘরসুদ্ধ সবাই লজ্জিত এবং অনুতপ্ত।

মা নিজেই স্তব্ধতা ভাঙেন—আচ্ছা ভাই, তোমাদের খুব ছেলেবেলাতে যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ গাইতে শিখিয়েছিলুম কিছু মনে আছে? সমস্বরে উত্তর হয় এবারে: —আছে, দিম্মা। বলব? 'গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী সবার উপর। লক্ষ্মীসহ তথায় আছেন গদাধর'—আরো বলব? আরো মনে আছে অনেকখানি—

—থাক। আর বলে কী হবে? ওটা তো ব্যর্থ। ও তো লোকদেখানো শেখা। ভেতরে তো যায়নি। মূলে হা-ভাত। যার মূল নেই, তার মূল্যও নেই।

—অর্থাৎ অমূল্য বস্তু। না, দিম্মা? কন্যে মুখ টিপে হাসছেন।

—রসিকতা করে লাভ নেই। কাম্যকবন বলতে পারোনি মনে রেখো। বিশ্রবা বলতে পারোনি। কৈকসী না, প্রহ্লাদ না, হিরণ্যকশিপু না।—তোমাদের এই ইশকুলের

শিক্ষা—সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়। সব ঝুট। এটা কার কথা? কোত্থেকে বললুম? জানি বলতে পারবে না।

—মেহের আলির কথা তো।

—বাঃ? জানিস? মেহের আলি কিসে আছে?

—ক্ষুধিত পাষাণে।

—ক্ষুধিত পাষাণ কিসে আছে?

—গল্পগুচ্ছে। কোন খণ্ড তা বলতে পারব না কিন্তু।

—তোরা গল্পগুচ্ছ পড়েছিস? কত খণ্ড পড়েছিস?

—আমি তিনটে, দিদি হয়তো আরো...

—আমাদের বাড়িতে তো তিনটেই আছে—

—তিন খণ্ডই পড়িচিস ভাই? বেশ, বেশ, এবারকার মতন কাম্যকবন না পারাটা মাপ করে দিলুম। বিশ্বেশ্বরাও মাপ—হবে, হবে, তোদের আস্তে আস্তে হবে। ভাগ্যিস, "রচনাবলীতে আছে" বলিসনি—

—দিম্মা, ওষুধগুলো খেয়ে নাও, আর হরলিকস তো জুড়িয়ে জল হয়ে গেল—এই নাও ধর ওষুধ—

মা ওষুধ মুখে দিচ্ছেন, এমন সময়ে সিঁড়িতে দীপুর হেঁড়ে গলায় সদ্য হাবড়া জিলায় শুনে আসা "বিষকন্যা" যাত্রার পার্ট শোনা গেল—ছুঁসনে পাগোল!" তারপর সুর করে গান ধরলো—"ছুঁ—স সনে পা-গো-ওল। ও যে বিস এর বড়ি-ঈ ঈ—"

ব্যস। মার চোখমুখে দুর্দান্ত দুষ্টুমি ঝলমল করে ওঠে। মা ওষুধসুদ্ধ হাত নামিয়ে দেন।—ওই যে, শোনো, ডেলফির অর‍্যাকল। দৈববাণী হচ্ছে। এসব আজ আর খাবো না, হ্যাঁ ভাই? এগুলো থাক? বিষের বড়িগুলো? কেবল ঠাণ্ডা হরলিকসটুকু খেয়ে নি, কেমন?

—ওমা, সেকি কথা দিম্মা? ওই অর‍্যাকল ঝুট হ্যায়। না, ওসব শুনবো না, শিগগির খাও

এর পরে ঘটে গণতান্ত্রিক দেশে মেয়ে-দারোগার হাতে মহারানীর অসহায় আত্মসমর্পণ।

স্কেচ : চার

শোবার ঘর তো নয়, যেন নহবংখানা। বাড়িতে জমজমাট রমরমাট কাণ্ড। যুগলবন্দী সানাই বাজছে। এঘরে আমি, ওঘরে মা। যন্ত্র লাগে না আমাদের, ফুসফুসেই বিল্ট ইন তারসানাই। ধুলো, ধোয়া, ফুলের রেণু যাহোক কিছু সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে ঘা দিলেই হলো, এওলিয়ান হার্প বেজে উঠবে শাঁই শাঁই করে। বাড়ির যাবতীয় বালিশ, তাকিয়া,

কুশান আমাদের দুজনের পিঠে গোঁজা। বাড়ির আর সকলের বিনা বালিশে শোওয়া এবং বিনা কুশানে বসা অভ্যেস হয়ে গেছে। খানিক আগেই কম্পাউন্ডারবাবু এসে সটাসট দু ঘরে দু খানা করে ডেবিফাইলিন ডেকাড্রন সুঁই মেরে দিয়ে গেছেন, ডবলফোঁড। ফলম: আমার শরীর অনেকটা ভালো বোধ হচ্ছে. উঠে গুটি গুটি মার কাছে এসেছি। পিঠে হাত বুলোচ্ছি।

—একটু ভালো বুঝছো মা?

—তুমি আবার কেন উঠে এলে? শোওগে যাও।

—একটা জিনিস খুঁজছি। তোমার কাছে কি—

—আবার কী হাবালি খুকু? শুয়ে শুয়ে? বড্ড বে-খেয়ালী হয়েচিস বাপু—

—তোমার কাছে একটা সরস গল্প হবে. মা? (বলেই ফেলি।)

—কী? কী? হবে?

—একখানা সরস গপ্পো? একটু মনে করে দ্যাখো না প্লীজ? বাবার সঙ্গে, কোনো কৌতুককর ঘটনা-টটনা কিছুই ঘটেনি কি? একটু ভাবো না. মা?

—ইয়ার্কি? ইয়ার্কি হচ্ছে? আমার সঙ্গে? আমি না তোমার মা?

—সত্যি গো মা, ইয়ার্কি নয়, এক্ষুনি একটা প্লট না পেলে—এই সময়ে ঘরে মেয়ে-পুলিশের আবির্ভাব হয়।—

—মা! ফের তুমি হেঁটে বেড়াচ্ছ? এই তোমার কমপ্লিট বেড রেস্ট? চলো, এক্ষুনি শোবে চলো।

—হ্যাঁ. হ্যাঁ—

—শুইয়ে ফ্যাল। শুইয়ে ফ্যাল। ধরে নিয়ে যা। ধরে নিয়ে যা। মা উৎসাহ দেন। যেন খেলার মাঠের দর্শক।

শুয়ে পড়েছি। ওঘরে আলো জ্বেলে মেয়েরা পড়তে বসেছে। কি সৌভাগ্য। তারপরে কী মনে করে. ডাকি : —ছোটো মানুষ?

—উঁ?

—কী পড়ছো?

নৈঃশব্দ্য অপার।

—গল্পের বই?

—হুঁ।

—ওতে হাসির গল্পটল্প আছে কিছু?

—না তো। ডিটেকটিভ। ন্যানসি ড্রু।

—ওঃ।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে-পুলিশের তীক্ষ্ণ মন্তব্য আসে বুলেটের মতো—এবং অন্তর্ভেদী তদন্ত শুরু হয়।

—কেন? যদি থাকতো, তাহলে তুমি কী করতে? টুকতে?

—ন্নাঃ, মানে, মাথাটা এক্কেবারে ফাঁকা তো? ওষুধে ওষুধে—

—যতই ফাঁকা হোক, অন্যেব কাছে আইডিয়া ধার কবতে হবে না তোমাকে—জাস্ট লুক ইনটু দ্য মিরব, ইউল ফাইনড ইনাফ মেটিরিয়াল দেযাব—তুমিই নিজেই যথেষ্ট অ্যাবসার্ড, মা।

—দ্যাখো সবাই যে যাব বাবা মাকে অ্যাবসার্ড মনে করে, বুঝলে? এটাই ওয়ার্লড অবডাব। আমি যেমন আমাব মাকে ইনক্রেডিবলি অ্যাবসার্ড মনে কবি—মা নিজে ভাবেন তিনি প্রচণ্ড প্র্যাকটিকাল—কিন্তু...

ওঘব থেকে সাড়া উঠলো।

প্রথমে গলা খাঁকারি। তাতেই হাত পা হিম। তাবপরে—"খুকু।" এখনো ওই আওযাজে নাড়ীর ভেতব পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। হাত থেকে আচাবেব শিশি পড়ে যাবাব ঝনঝনাৎ বুকেব মধ্যে বাজতে থাকে।

—আজ্ঞে।

—কথা কইছ কেন এত? কাকে লেকচাব দিচ্ছ?

—বড মেযেকে।

—পিকলু পাখি!

—উঁ?

—এখন কেন মাকে অত কথা বলাচ্ছো ভাই?

—কী কবব? মা যে সবস গল্প লিখতে চাইছেন।

—এই মাঝবাত্তিরে? এই বোগ বালাইযের মাঝখানে?

—এই মাঝরাত্তিরেই। এই অসুখবিসুখেব মধ্যেই।

—ছি ছি ছি। তোমাব মাযেব মাথাটা এবাবে বিগড়ে গেছে ভাই। মাথা খাবাপ না হলে কেউ... এক কাজ কব। এই গীতাটা ওঁকে দিযে এসো তো ভাই। আমাব টেবিল থেকে নিযে যাও।

—গীতা? কেন দিম্মা. গীতা দিযে কী হবে?

—গীতা পডলে মাথাটা ঠাণ্ডা হবে। দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা, সুখেষু বিগতস্পৃহ. বীতবাগ ভযক্রোধ : তবেই না স্থিতধী হওযা যায? তোমাব মাকে যে স্থিতধী হতেই হবে ভাই। এই চপলবিশ্বে নইলে সে টিকতে পারবে না। বোগে বোগে মেযেটাব মাথাটা—

—মমাঃ। হঠাৎ পাঁজর ফুঁড়ে চীৎকার বেরোয় আমাব।

—কি বাবা?

—আমাব মাথায কিস্যু হযনি—গীতাফিতা খবদ্দাব পাঠাবে না আমাকে—ওসব পারব না এখন পডতে—

—ছি বাবা, গীতাফিতা বলতে নেই। মেযেবা শিখবে। কেন পড়বে না বাবা? টেবরিস্টরাও পডতেন।

—পড়ুন গে। আমি চাইছি মুডটাকে লাইট করতে।

—এই কি মুড লাইট করবার বয়েস, মা?

—তাবলে কি এটা গীতাপাঠের বয়েস, মা?

—গীতাপাঠের কোনো বয়েস নেই খুকু। গীতা যখন অর্জুনকে শোনানো হয় তখন তিনি গঙ্গাযাত্রী ছিলেন না। যৌবনেই মনের জমি সবচেয়ে উর্বর থাকে খুকু—

—এত কথা বোলো না মা, কষ্ট হবে তোমার।

—তুমিই বরং কথা না বলে চুপ করে থাকো—গান্ধীজীর মতো হপ্তায় একদিন মৌন পালন করলে ভালো হয়।

—তুমি এত কথা বোলো না মা।

—আমার কথা আলাদা, আমার এক পা শ্মশানে।

—আমারও তো তাই। একই তো ওষুধ খাচ্ছি দুজনে।

—ছিঃ, মায়ের সামনে ওকথা বলতে নেই। যতই সত্যি হোক কথাটা। যা তোমার শরীরের অবস্থা তুমিই যাও কি আমিই যাই—আমার যা ভাগ্য, হয়তো তুমিই বেসে জিতে যাবে। সেও আমাকে দেখতে হবে—

মা বেশ হাঁপিয়ে পড়েছেন এত কথা বলে। এবারে মেয়ে-দারোগা ওঘরে যায়। বড় আলো নিবিয়ে নীল আলো জ্বেলে দেয়।—

—এবার কে কাকে কথা কওয়াচ্ছে দিম্মা?

—সবি ভাই সবি। তোমার মাকে মৌন প্র্যাকটিস করতে বলছিলুম—

—আগে তুমি মৌন হও তো দেখি। এই নাও ঘুমের ওষুধটা খেয়ে ফ্যালো চটপট। একটাও কথা বলবে না আর। কত সরস আলোচনাই হচ্ছে। কে আগে শ্মশানে যাবে—তার রেস—মায়েতে মেয়েতে।

—দুগগা দুগগা। শয়নে পদ্মনাভঞ্চ। তোর মা গীতাটা পড়লে নিজেরই উপকার করতো। নির্বোধ মেয়ে। সবস গল্প ভাবছে। দূর দূর। ওসব গল্প লিখে কী হবে? গভীরে যাও। প্রবন্ধ লেখো। কবিতা লেখো। শান্তি পাবে।

—দিম্মা, এই যে তোমার ফ্লাস্কে চা রইলো।

—চা? দীপু ফিরেছে? রাত এখন ক'টা?

—এখন দীপুমামা কোথায়? আজ তো ফিরতে এগারোটা।

—তাহলে ঠিক আছে। আর কোনো ব্যাপারে আমি দীপুকে সন্দেহ করি না, কেবল এই দুটো ব্যাপারে দীপুর প্রতি আমার সন্দেহ গভীর। আমি জানি সে দুর্বলতাকে জয় করার শক্তি ওর নেই।

এবারে আমাদের কান খাড়া হয়। গভীর সন্দেহ? বলি, ব্যাপারটা কী? দীপুটাকে তো আলা-ভোলা নিরীহপ্রাণী বলেই জানি এতদিন? এ আবার কীরে বাবা? উঠে বসি।

—কেন মা, দীপু আবার কী করলো?

—দুটো ব্যাপারে ও আমার আস্থা হারিয়েছে খুকু। দুটো ব্যাপারে ও আমাদের সংসারের পক্ষে সংশয়ভাজন। বিশ্বাস করা উচিত নয়।

শুকনো গলায় কোনোরকমে বলি—

—কীসে কীসে মা?

—এক : ওই ফ্লাস্কের চা। দুই : রান্নাঘরের দেশলাই। দুটি জিনিসে ওর অপরিসীম দুর্বলতা। সে দুর্বলতা জয় করবার মত মনোবল ঈশ্বর বেচারীকে দেননি। দীপু ফেরেনি, তার মানে চা ফ্লাস্কেই আছে, গরমও আছে। ফিরে থাকলে কমে যেত। কমে গেলেই জুড়িয়ে যেত। এই আরকি। আর দেশলাই।

—আর দেশলাই?

—দেশলাইগুলো ও কেবলই রান্নাঘর থেকে নিয়ে চলে যায়। যখনই রাঁধুনী চেঁচায় তক্ষুনি আমি বলি, যাও দীপুর ঘর থেকে নিয়ে এসো। গেলেই একটা না একটা ঠিকই পেয়ে যায়। এর নাম চোরের ওপর বাটপাড়ি।

—ঠিক। ছোটো কন্যে বলে ওঠেন। আমাদের বলপেনগুলো দীপুমামা রোজ আপিসে নিয়ে গিয়ে হারিয়ে আসে, এবার থেকে তাহলে আমিও ওর বলপেনগুলো নিয়ে নেব। হ্যাঁ দিম্মা? ঠিক হবে? চোরের ওপর বাটপাড়ি।

বিব্রত গলায় দিদিমা বলেন—না বাবা, দেশলাই আর কলম কি এক হলো? একটা খরচ হয়ে যাবার জিনিস, আর একটা রেখে দেবার। দেশলাই নিলে দোষ নেই।

—রান্নাঘরের দেশলাই নিলেও না?

—একটু একটু, বেশি না। কলম নিলে দোষ নয়।

—তোমরা চুপ করবে? ঘুমের ওষুধ কাজ করবে না এত কথা বললে। দারোগা এবার টেরেসার ভূমিকায়।—গুডনাইট দিম্মা। গুডনাইট।

—গুডনাইট। গীতাটা তোর মা পড়লে না তাহলে? পড়বে, আপনিই পড়বে। দিন পড়ে রয়েছে।

স্কেচ : পাঁচ

মাকে ঘুমের ওষুধ খাওয়ালে কি হবে? কপালে ঘুম থাকলে তো? তাওয়াং ঘুমোতে দিলে না। তাওয়াং হচ্ছে আমার আদরিনী তিব্বতী সারমেয়ী যাকে ট্রাকে, প্লেনে, পদব্রজে নানা উপায়ে কোলে কাঁখে করে তিব্বত-ভারত সীমান্তের নির্জন প্রকৃতি থেকে ছিনিয়ে এই কলকাতায় নিয়ে এসেছি। এনে, নিজের কবর নিজেই খুঁড়েছি। টেক্সটাইল টেস্টিং অ্যাণ্ড ফার্নিচার সাম্পলিং হয়ে উঠেছে ওর প্রধান হবি। ওর কাছে ভাত-মাংসের চেয়ে প্রিয় পর্দা আর বেডকভার। হাড়ের চেয়ে দন্তরুচিকর

হলো চেয়ারের হাতল, টেবিলের পায়া। চার-পাঁচ বছর বয়েস হয়েছে, এখনো বদভ্যাস ঘোচেনি। ওই কাঠ আর কার্পাসের ভেজিটেবিয়ান টনিকেই ওর গায়ে অসীম শক্তি, ধরে রাখা যায় না। বছরের পর বছর এত ক্ষতি সহ্য করা কঠিন বলে নেহাৎই ছাপোষা অর্থনৈতিক কারণে ও বেচারীকে বেঁধে রাখতে হয় অধিকাংশ সময়ে। এদিকে ও কার্নিশে কাক বসতে দেখলে, বা রাত্তিরে রাস্তায় পুলিশ পায়চারী করতে দেখলে প্রবল চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। কিন্তু ওর বাছবিচার আছে। সব কাককে দেখলেও চেঁচায় না, সব পুলিশকেই ধমকায় না। দু'-একজন কাক, দু'-একজন পুলিশের গায়ের গন্ধ ওর অ্যাপ্রুভাল পায় না—তাদের ধারে কাছে আসতে দেখলেই শুরু করে দেয় চেঁচানি। রাত্রে অমন করলে ওকে ঠাঁই বদল করে দিতে হয়, যাতে অমনোনীত পুলিশদের হেঁটে বেড়ানো ওকে আর দু চক্ষে দেখতে না হয়।

সেদিন রাত্রে মাকে ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো মাত্রই তাওয়াং হঠাৎ মড়াকান্না শুরু করলো। ব্যাপারটা কী? এতো ধমকধামক নয়? পথেঘাটে পুলিশও দেখা যাচ্ছে না। কাক তো নয়ই। তবে? তেষ্টা পেয়েছে? জল দিতেই এক পায়ের ঠেলা দিয়ে পাত্র উলটে দিলে। বারান্দায় জল গড়িয়ে নদী বইলো। তবে? পেট ভরেনি? খিদে? এই নে, বিস্কুট খাবি? খেয়েদেয়ে একটু চুপ কর বাবা। তাওয়াং বিস্কুট স্পর্শও করলো না। মড়াকান্না চলছে—চলবে মনে হলো। ব্যাপার কি? গায়ে হাত বুলোলে চুপ করে থাকছে অবশ্য। হাত তুলে নিলেই কুঁই কুঁই, আর যেই চলে এলুম, ফের চীৎকার। বাড়িসুদ্ধু যারপরনাই বিচলিত—মা বেচারীর ঘুমের ওষুধ খেয়েও যদি ঘুম না হয়, তাহলে খুব শরীর খারাপ বাড়বে। মেজাজ তো খারাপ হবেই। এমন সময়ে মার গলা ফুটলো : —বৃদ্ধ বয়সে শুনেছি মেয়েরা নাকি পুত্রের অধীনে বেঁচে থাকে? আমার পুত্র নেই। আমি সেই অপরাধে কুকুর-বেড়ালের অধীন হয়েছি। চোখের ঘুম, পাতের অন্ন কেড়ে নিচ্ছে কুকুর-বেড়ালে। এই তো দেখছি পুন্নাম নরক। এর চেয়ে যে ওলড পীপলস হোম ঢের ভালো।

এত বড়ো অপমান? দুই মেয়ে এবার ছুটে গেল তাওয়াংয়ের দিকে।

—জল খাবি না, বিস্কুট খাবি না, বারান্দায় যাবি না, তুই চাস কী? হলো কী তোর? দুষ্টু কোথাকার—আমরা সবে এলেই ভৌ-উ করে আকুল হয়ে কেঁদে উঠছিস?

ওদিকে মা তখন বলে চলেছেন : —ওর কী দোষ? ও তো ওয়াইলড নেচার ছেড়ে প্রথম মানুষের কাছে এসেছে। এই বন্ধনের মধ্যে ও কোনো সুখ পায় কী? স্বার্থপরের মতো ওকে ওর মা-বাপ-ভাই-বোন, ওর খোলা মাঠঘাটের খেলা, ওর ঠাণ্ডা বরফের দেশের আরাম থেকে বঞ্চিত করে, কেড়ে এনে, এখানে ঘুপচিতে শেকল বেঁধে একলা ফেলে রাখা। কী, না আমাদের শখ। না আছে ওর খেলবার সঙ্গীসাথী, না স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। কাঁদবেই তো। কাঁদবে না? আমি হলে তো বুক চাপড়ে চাপড়ে কাঁদতুম—তোদের নিষ্ঠুরতার সীমা নেই—তোরা নাকি অ্যানিমাল-

লাভাব? ছোঃ, তোরা সব সেলফিশ জায়ান্ট—একটু বেড়াতে নিয়ে যাবি না কুকুরটাকে, একটু খেলা করবি না ওর সঙ্গে—

—বেড়াতে কে নিয়ে যাবে ওকে? জায়ান্ট তো ও নিজেই। ঐটুকু গায়ে কী জোর! এক হ্যাঁচকা টানে উল্টে ফেলেই দেবে তো রাস্তার ওপরে। রোজ রোজ মোটা চেন ছিঁড়ে ফেলছে দাঁতে কেটে, দেখছ না? চেন ছাড়া ওকে নিয়ে পথে বেরুনোর প্রশ্ন নেই। আর চেন বেঁধে ওকে নিয়ে বেরুলেও কেলেঙ্কারি। শুধু কি কুকুর দেখলেই ছুটে যাবে? গাড়ি দেখলেও ছুটে যাবে, রিকশা দেখলেও ছুটে যাবে, ছোট ছেলেপিলে দেখলেও ছুটে যাবে—বেড়াল দেখলেই তাড়া করবে—চেন বাগিয়ে ওর দৌড়ের সামিল হতে পারি হেন শক্তি আমার নেই। আমার মেয়েদেরও নেই। আর দীপুটা তো বহুদিন বলেই দিয়েছে—ওসব তার দ্বারা হবে না, সে কনফার্মড অ্যানিমাল হেটার। অর্থাৎ জীবজন্তু ভয় পায়।

কথায় কথায় রাত বাড়ছে। মা শোবেন কখন? হঠাৎ খেয়াল হলো, কুকুরকান্না থেমে গেছে। আলো নিবিয়ে দি। —মা, ঘুমোতে চেষ্টা করো একটু। আমি ওঘরে গিয়ে পড়তে বসি। —অনেক রাতে শুতে গিয়ে দেখি বিছানায় একজন নেই। সেকি, ছোট কন্যে কোথায় গেলেন? খোঁজ খোঁজ খোঁজ। ও লক্ষ্মী, ও যশোদা, টুম্পা কোথায় গেল? পড়ার ঘরে নেই, বাথরুমে নেই, নীচে নেই, ছাতে নেই, বারান্দায় নেই, এ-ঘর ও-ঘর সে-ঘর কুত্রাপি নেই। ঘুম ভেঙে উঠে বসে তার দিদি বললে —সেই যে তাওয়াংকে আদর করছিলুম, তারপর আর ওকে দেখিনি তো। আমি উঠে এলুম, ও বসে রইলো মোড়া পেতে।

এখনও কি সে সেখানেই বসে থাকতে পারে? অসম্ভব কথা। যা চঞ্চল মেয়ে। হেনকালে যশোদা দিদি বলে উঠলো—"অ দিদি, দ্যাখবে এইসো তোমার মেইগ্রে —এখেনে—

ছুটে গিয়ে দেখি অপরূপ দৃশ্য। মোড়া পেতে বসে লোহার রেলিঙে হেলান দিয়ে, মেয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। বুকে কুকুর জড়ানো। রোগা মেয়ের কোলের মধ্যে আরামসে মাথাটি গুঁজে, মোটকা কুকুর তাওয়াং চমৎকার ভাত-ঘুম মারছেন, সুরুৎ সুরুৎ করে বাঁশির মতো শব্দে নাক ডাকছে তাঁর। ভাবলুম বলি—মা, দেখে যাও, কী অবহেলায়, অযত্নেই না আছে বনের প্রাণীটি।

ছোটো কন্যেকে তুলে আনা হলো। যা থাকে কপালে। এবার তাওয়াংয়ের আরাম নষ্ট হয় হোক। ঘুম ভেঙে যেতে আধখানা চোখে টেবিয়ে টেবিয়ে সে আমাদের দিকে তাকালো বটে, কিন্তু না, আর কান্না জুড়ে দিলে না। গুটিশুটি মেরে ঘুমিয়ে পড়লো আবার।

টুম্পা ঝাঁকড়া মাথাটি নেড়ে নেড়ে বললো—আমি ঠিক জানি, কী হয়েছিল ওর। নিশ্চয়ই নাইটমেয়ার দেখেছিল মা। আমি রাত্রে নাইটমেয়ার দেখে ভয় পেলে তুমি বুকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকো তো, আমি সেইটে মনে করে ওকে বুকে

জড়িয়ে ধরে বসে রইলুম, দেখলে তো ঠিক থেমে গেল কান্না।

পিকো এবার মন্তব্য শুরু করে—ও বোধহয় তখন তিব্বতের স্বপ্ন দেখছিল, ইয়েতিরা ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে রোস্ট করে খাচ্ছে—

—ইশ যতো বাড়াবাড়ি। মেমসায়েব হয়েছেন সব। কুকুরের আবার দুঃস্বপ্ন' হুঁ—কুকুরেরও নাইটমেয়ার।

গজগজ করতে করতে দীপুও নেমে এসেছে। ঠোঁটে না জ্বালা সিগারেটের ফাঁকে—'যত শৌখিন মধ্যবিত্ত বিলাসিতা'—সোজা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল—'এই কুকুর-বেড়ালের দৌরাত্মিতে'— সেন্টেন্সের মাঝখানে রান্নাঘরের দরজাটি খোলামাত্রই হাঁকডাক করে এক লাফে পিছিয়ে এলো ক'পা—ঠোঁট থেকে সিগারেট খসে পড়ে গেছে—কে? কে ওখানে? কে যেন এক ধাক্কা মারলে ঠিক বুকের ওপরে—

—আবার কে? এই তো, লেট্টুস পালাচ্ছে—লক্ষ্মী বলে।

—চুরি করে পাত কুড়োনো খেতে গিয়ে শাস্তি হয়েছিল, বন্ধ হয়েছিল রান্নাঘরে। আপনি দোর খোলবামাত্র লাফ মেরেছে পালাবার জন্য—তা ওজন আছে বেশ—অত মোটা হুলো তো? আপনি ভেবেছেন কেউ বুকে ঠেলা মেরেছে—

—ভয় উদিকে যাচ্ছিলেনই বা কেন, এত আত্তিরি? দ্যাশালাই ট্যাশালাই—? যশোদাদিদি যোগ করে। মুখ টিপে হেসে।

—অনেক রাত হয়েছে, ইয়ার্কি না মেরে শুয়ে পড়ো তো সব! বলে ধমক লাগিয়ে, সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে যশোদাদিদিকে অগত্যা দেশলাইটি ফেরৎ দিয়ে দীপু ওপরে পালিয়ে যায়।

—দেখছো তো মা, দিম্মা যা বলেন, সব ঠিক। দেশলাইয়ের ব্যাপারে দীপুমামা একদমই আনরিলায়েবল—বলতে বলতে টুম্পা বুকের মধ্যে ঘেঁষটে আসে।

গুডমর্নিং দিম্মা। এই নাও, তোমার হরলিক্স। এই যে তোমার ওষুধ, আর—এই নাও, 'দেশ'।

কাগজ? কাগজগুলো কই? এতবেলা হলো এখনো কাগজ দিলে না? মা ওষুধ এবং হরলিকসে দৃকপাত মাত্রও না করে সবলে দেশটা ছিনিয়ে নিলেন—শুধু দেশ? মেয়েরা উত্তর দেয় না। মা আবার শুরু করেন—তোমরা যে আজ সাক্ষর হয়েছো, এ আমার মহাদুর্ভাগ্য। একটা কলম হাতে পাইনে, একটা বই যেখানে রাখি সেখানে থাকে না—এবার কাগজগুলো পর্যন্ত পড়া বন্ধ করে দি। আজ বাজেট স্পীচ বেরুবে—কাল থেকে আমি কাগজের জন্যে আছি—আর এত বেলা পর্যন্ত চারটে কাগজের একটাও এ-ঘরে ঢুকল না?

দিদির পেছনে পেছনে বোনও এসেছে পায়ে পায়ে। চোরের মত মুখ হয়েছে দুই বোনের।

আমিও অবাক। সত্যিই তো—কাগজগুলো গেল কোথায়?—লোকটা এখনো

আসেনি নাকি? নাঃ, এই তো 'দেশ' এসেছে। তবে? আজ কি কাগজ বেরোয় নি? নাকি হকাররা বেশি দামে বেচে দিয়েছে? দুই বোন মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। উত্তর নেই।

—কাগজগুলো কী হল? আসেনি? না, এক একজন এক একটা করে পড়বার নাম করে এক একঘরে ছড়িয়ে ফেলেছ?

—দুই বোনে মাথা নাড়ে। না। নেয়নি।

—বাক্য যে হরে গেছে দেখছি। তোমরা কি মূকবধির?

—কাগজ আসছে দিম্মা। এক্ষুনি এসে যাবে মনে হয়।

ছোটকন্যে অবশেষে বলেন। সিঁড়িতে ধুপধাপ জোর শব্দ হচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে দীপু ঢোকে। বগলে খবরের কাগজ।

—এই যে। চারটে কাগজ কিন্তু পাওয়া গেল না। এত বেলায় আর পাওয়া যায় নাকি? আজ বাজেট বেরিয়েছে—আগে বলবি তো?

মা অতোশতো শোনেন না, কেবল কাগজ ও দীপুকে একত্র দেখেন। এবং শুরু করেন : —অ। তুমি। তুমিই পড়ছিলে তাহলে চারটে কাগজ একসঙ্গে? এই হচ্ছে জার্নালিজম করার বিষফল। কম্পারেটিব স্টাডি হচ্ছিল বোধহয়?

—আমি না। আমি না। যাঃ বাবা। লোকের উপকার করতে নেই দেখছি—আমিই তো বরং কিনে আনলাম এই কাগজগুলো বাজার থেকে। কাগজ কি আমিই পড়তে পেরেছি আজ? তাদের উপর বেড়ালের দল প্রাতঃকৃত্য করে রেখেছিল যে। একসঙ্গে চারটে কাগজই নষ্ট করেছে।

—সেকি? চারটেই? আজ না বাজেট বেরুবে—কী কী কমল—

—ওদের কী দোষ?

শুরু হয় বেড়ালদের দুই উকীলের ওকালতি.—গেট খুলতে দেরি করেছিল যে। ওরা বেরুতে না পেরে—তাই—বাধ্য হয়েই

—তা বলে বাজেটের ওপরে প্রাতঃকৃত্য. ছি ছি ছি... অবশ্য বাজেট জেনেই বা কী লাভ হবে? ও তো গরীব লোকের বাজেট নয়—ও দেখাও যা, না দেখাও তাই। দেখলে মনে হবে না-দেখা ছিল রে ভালো—

—এই দুখানাই পড়ো না মা, যা পেয়েছে, চারটে নাইবা হল—

—দে তাই দে। অবিশ্যি দুটো চারটেয় এসে যায় না। প্রকৃতপক্ষে সবই সমান। সবই ওঁছা। ওঁছা খবর. ওঁছা ভাষা। অথচ আগে এরকম ছিল না। এখন রুচির গতি নিম্নমুখী. কাগজের আর দোষ দেব কি? যেমন পাঠক তেমনি কাগজ—

হরলিক্সের গ্লাস নামিয়ে রেখে. মা কাগজ মেলে ধরতে ধরতে বলেন—বুঝলি খুকু, আমরা সবাই গত জন্মে মহাপাপ করেছিলুম, তাই কুকুর-বেড়ালের দাসত্বে জীবনযাপন করছি—কি ঘরে, কি বাইরে। সব সমান, স-ব সমান। ওঁছা!

স্কেচ : ছয়

আমরা সন্ধেব শোয়ে সিনেমা দেখে, চীনে খেযে ফিরেছি। সাবা পাড়া অন্ধকাব। ডোরবেল বাজলো না। ধাক্কাধাক্কি যত করি, ওপরে কুকুব ততই চেঁচায। কেউ দোব খোলে না। গাড়ি গ্যাবাজে তুলে দিয়েছি। কী করা?

বড কন্যা বললেন—এগাবোটাব পবে ফিবলে ঠিক হত। চল আবেকবার চক্কর মেবে আসি। লোডশেডিংযের মধ্যে দিম্মা কিছুতেই দরজা খুলতে দেবেন না। আমবা তো কেউ বাড়ি নেই।

আবাব গাড়ি বেব কবা হল। ছোটকন্যা নেচে উঠলেন—এবাবে বেশ আইসক্রীম খেতে যাওয়া হচ্ছে?

দীপু বললে, না, না পাঞ্জাবী চা।

আমি বললুম, পান ছাড়া আব কিছু খাবার মতন পযসা বাকী নেই। —আলো জ্বলতে, এগাবটাব পবে ফিবে আমাদেব কোড-সিস্টেমেব বেল বাজালুম। বাবান্দা থেকে যশোদা উঁকি মাবলে—কে? দিদি? অ—

ওপবে এসে হস্বিতম্বি জুডবো, তার আগেই যশোদা বললে—দিদি, ছাদে মানুষ পড়েচে।

—তাব মানে?

"ছাদেব উববে ঝপাৎ কবে কী সব পড়ে গেল, ঘবে নোক ঢুকেছেল। আঁধাবির মদ্যি। নেচে কিস্তুক নাবেনি। মনে হয় এ্যাতখনে চইল্যে গেচে। ঝা নেবাব নে'।

শুনেই দীপু আব বঞ্জন দুই দুঃসাহসী ডাকু-ধবিযে টেবিল থেকে কাঁচা-চামচ খাবলে তুলে নিযে বীবদর্পে সশস্ত্র সেজে ওপবে চলল।

মা ঘব থেকে চেঁচাতে লাগলেন, ওভাবে যাসনি, ওভাবে যাসনি ওদেব কাছে ভোজালি থাকে—

শান্ত গলায যশোদা বলে, উববে কেউ নি, মা। আমি আব নুক্কী দেক্যে এইচি এইমাত্তব। আলো জ্বেইল্যে।

বীববৃন্দ নেবে এসে একই সংবাদ পবিবেশন কবলেন। দুই মেযে ওসবে কান না দিয়ে বেড়াল-কুকুবেব ডিনাব দিতে ব্যস্ত হযে পড়েছিল। দেখা গেল একজন কম। লেট্যস নেই। কিন্তু বেরুল কোথা দিযে? আমবা তো সব দিক সীল কবে দিযে বেবিযেছি। দৌদৌভাযেব বাড়ি ডাকাতি হবাব পব থেকে পাড়ায সবাই খুব সাবধান। যদিও এ বাড়িতে ডাকাতিব সম্ভাবনা মিনিমাম, কেননা খাতা-বই কিম্বা আসবাবপত্তব কেড়ে নিতে ডাকাত পড়েছে কোনো বাড়িতে, এখনো এদেশে এমন ঘটনা শোনা যাযনি।

—তবু, সাবধানেব মাব নেই।—মা বললেন, সে কথা তো ডাকাতবা জানে

না যে এ বাড়িতে বই ছাড়া নেবাব মতো কিছু নেই? আজ ভীষণ ব্যাপাব হয়েছে। অন্ধকাবেব মধ্যে একটা লণ্ঠন জ্বেলে ওবা গল্পসল্প—আমি চেষ্টা কবছি একটু ঘুমোতে, ছাদেব ওপবে ঝপঝপাস কবে কী যেন পড়ে গেল প্রচণ্ড শব্দে। ব্যস। বুঝেছি, রেইনওয়াটার পাইপ বেয়ে লোক উঠেছে সম্ভবত, তাবপবে অন্ধকাবে হোঁচট খেযে কিছু ফেলে দিযেচে। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওদেব দিযে তিনটে ঘবেব দোবগুলোতে সবগুলো ছিটকিনি বন্ধ কবিযে দিযে, বসে বইলুম। বাইবে থেকে যা নেবাব নিকগে। ঘবগুনো তো আটকানো থাক। আর কুকুবেব কী চিৎকাব! কিন্তু সেও তো বন্ধ। তাব কাছে গিয়ে তাকে নিযে বাইবে ছেড়ে দেবে, এমন তো কেউ নেই বাড়িতে। অবিশ্যি কুকুবকেও ওবা মেবে ফ্যালে। দোবগুনো বন্ধ কবে দিযে আমি ভাবলুম পুলিশে টেলিফোঁ কবি। তাবপব ভাবলুম তাব চেযে তাড়াতাড়ি হবে যদি বাবান্দা থেকে জ্যোতিবাবুব গেটেব পুলিশদেব চেঁচিযে ডাকা যায। ওবা কি আব হেলপ কববে না? কিন্তু ওপবে আব শব্দটব্দ হযনি। পাযেব শব্দও শোনা যাযনি আব—তাবপবেই আলো জ্বলে উঠল। হয ওবা নেমে গেছে, নয় ওপবে লুকিযে আছে। ডেঞ্জারটা কেটেছে কিনা জানি না। যশোদা যাই বলুক।

উদ্বিগ্ন হযে মেযেবা এসে বললে—লেটুস কই? লেটুসকে তো দেখছি না? বেরুবাব সমযে সবাইকে গুণে গুণে বাড়িতে পুবে বেখে সব দোবটোব বন্ধ কবে গেছি। বাবান্দায বেবিযে যেই-না ডাকা, লেটুস। লেটুস। নিচে গ্যাবাজেব টিনেব চালে উত্তব এল—"ম্যাঁও।" দেখি লেজ ফুলিযে তাব সুন্দবী হলুদ বঙেব সেই গার্লফ্রেণ্ডেব গা ঘেঁষে বসে আছে লেটুস। মুখ তুলে আমাদেব ডাকে সাড়া দিল —"ম্যাঁও।"

—বেরুল কী কবে?

—এখনো তো সব দিকই বন্ধ।

—আমবা যখন ঢুকলুম তখন তো ওকে বেরুতে দেখিনি?

—বুঝেছি? বুঝেছি। মেযেবা চেঁচিযে হেসে ওঠে।

—"দিম্মা, তোমাদেব ডাকাত ধবা পড়েচে এইবাব। লেটুসটা তো হুলোবেড়াল নয, সত্যি সত্যিই ডাকাত একটা। গার্লফ্রেণ্ডেব ডাক শুনলে ও আব থাকতে পাবে না, নিশ্চয ছাদে ওঠে, সেখান থেকে নিচে টিনেব চালে ঝাঁপ দিযেছে। এই কাণ্ড ওকে আগেও আমবা কবতে দেখেছি। না মা? সেই যে একদিন মাঝবাত্তিবে?

—উফ। এই লেটুসের প্রেমেব জ্বালায তো আব টেঁকা যাবে না পৃথিবীতে। একবাব বার্থ প্রেমে দেবদাস হযে খাওযা-দাওযা ছেড়ে দিযে কেবল ঊর্ধ্বমুখে মড়াকান্না কাঁদত, মনে আছে? এখন আবাব সফল প্রণযী হয়ে যা ভযানক সব অ্যাক্রোব্যাটিকস জুড়েছে, ওফ। মাসিমাব যে হার্ট অ্যাটাক হযনি—

দীপুব কথা মাঝপথে থামিযে দিযে মা বলেন—সফল প্রণযী হতে গেলে অ্যাক্রোব্যাটিক্স সবাইকেই জুড়ে দিতে হয, বাবা। ষোলো বছরেব ছেলে বাম যদি হবধনু ভঙ্গ কবতে পারে, লেটুস তো কেবল ঝাঁপ খেযেছে! তোমরা যে কে কী

করবে, সেও তো আমরা দেখবো, সময় আসুক।

ইতিমধ্যে মেয়েরা গিয়ে দরজা খুলেছে এবং রূপসী প্রণয়িণীকে অনায়াসে টিনের চালে একলা ফেলে রেখে লেটুস এক লাফে ঘরে এসে তার ডিনারের প্লেটে মন দিয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে মা বললেন—এটাও ফ্যাক্ট অফ লাইফ, বাবারা। দেখে শেখো। এটা নেক্সট স্টেপ।

স্কেচ : সাত

মা। মাগো। সর্বনাশ হয়েছে।

—আবার কী হলো, তোমাদের সর্ব এতই ক্ষুদ্র, বাবা, যে ক্ষণে ক্ষণেই দেখি বিনাশ পাচ্ছে। কি, মেয়েদের বেড়ালছানা হারিয়ে গেছে বুঝি?—বই থেকে চোখ তুলে মা প্রশ্ন করেন।

—গরম কাপড়ের ট্রাংকে কেবল খবরের কাগজ ভরা। একটাও শাল নেই। সোয়েটার নেই কিছু নেই আমার।

—অন্য কোনো ট্রাংকে রেখেছিলে বোধহয়। খুঁজে দ্যাখো। গেল বছরের কথা তো? অ্যাদ্দিন মনে থাকা সম্ভব নয়। তোমার যা স্মৃতির অবস্থা।

—অন্য ট্রাংক নয়। এতেই ছিল। এতেই রেখেছিলুম। এর মধ্যে এত খবরের কাগজই বা কে পুরলে? কখন পুরলে?

—কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যে তোমার শালটালগুলো নিয়ে গেছে। জানে বাক্সটা নাড়লে-চাড়লে হাল্কা লাগলে আগেই খোঁজ পড়বে। ভার থাকলে শীত পড়ার আগে কেউ খোঁজ করবে না।

—কি সর্বনাশ। নিশ্চয় কমলা মা। ওই করেছে এটাও, বাসন আর কাপড়গুলো তো ওই নিয়েছে স্বীকারই করে গেল। এটা তো বললে না।

—ও সেধে তোমাকে সবটা বলবে কেন, মা? ও কি চার্চের কনফেশন কিউবিকেলে ঢুকেছিল? যাকগে থাকগে, ওসব ভাবনা ছেড়ে দাও। আর কোথাও কিছু নেই?

—মানে?

—মানে, তোমার তাড়া থাকলে আমার আলমারী থেকে একটা শাল নিয়ে যাও না—যা গেছে তা নিয়ে সময় নষ্ট করে অবোধে। গতস্য শোচনা নাস্তি। ও তো আর বিকভার করতে পারবে না। সেটা সম্ভব হলে বরং ভাবা চলতো। এত দেরিতে বিকভারি অসম্ভব। বছর ঘুরে গেছে।

—মাগো, তোমার মনে কষ্ট হচ্ছে না? আমার অতগুনো শাল অতগুনো সোয়েটার—

—ওগুলো গেছে যাক গে। মনে করে নাও গরীবকে দিয়েছ। শীতবস্ত্র দানে

মহাপুণ্য হয। তোমাবও পুণ্য হচ্ছে। গরীবেব গায়ে উঠেছে সেসব অ্যাদ্দিনে। এমনিতে তো দিতে না। তোমার আবার হবে।

—হবে না, মা হবে না। ওসব শাল কেনবাব ক্ষমতাই আর আমার হবে না, মা। গরীবে ওব মূল্য কিছুই বুঝবে না সে। কোযালিটিব শালকরও আব নেই, ও জিনিস তৈরিই হয না আর—

—কেন উলটোদিক থেকে ভেবে দুঃখ কচ্চিস খুকু? ববং এইভাবে দ্যাখ—মনে কব ওগুলো কোনোদিনই তোর জিনিস ছিল না। পবের জিনিস ধাব কবে গায দিচ্ছিলি, ফেরৎ দিযে দিয়েছিস, ব্যস—তাহলেই আব দুঃখু নেই। আমাব যখন সব গযনা নিযে অর্জুনঠাকুব পালিযে গেল, আমি এই বকমই ভেবেছিলুম। যে ক'দিন ভোগ করেছিস, সেইটেই যথেষ্ট। তোর পাওনাব অতিবিক্ত সেটা। এইভাবে ভেবে নে।

—আমি অমন কবে ভাবতে পাবব না।

—তাহলে দুঃখু পাও। মর্তেব কষ্টে মুখ বগড়ে মর। ভালোবুদ্ধি দিচ্ছিলুম, নিলে না তো? আমি তো তোমাব বাবার বেলাতেও এমনি কবে ভাবি—ভগবানেব জিনিস, ভগবান ফেরৎ নিযেছেন। আমি যে অতগুনো বছব ওঁকে কাছে পেলুম, সেটাই আমার মহাভাগ্য। অলওয়েজ পজিটিভ থিংকিং কববি। সব সমযে সব জিনিসের পজিটিভ দিকটাই শুধু দেখবি। তোর বাবারই কথা এটা। তাহলেই সদানন্দ থাকতে পারবি। এই দ্যাখনা—শাল চুরিব পজিটিভ দিক কী কী? এক নম্বব—গরীবগুলোব গাযে গবম কাপড উঠলো। তোর পুণ্য হলো। দু নম্বব—ওগুলো অনেকদিন পবেচিস, এবাবে নতুন শাল কেনবার সুযোগ হলো। তিন নম্বব—ওভাবে চাবি না দিয়ে ট্রাংক খুলে ফেলে বাখতে নেই, এই শিক্ষাটা হলো। জীবনে সব শিক্ষার জন্যেই একটা মূল্য দিতে হয তো? চার নম্বর—একগাদা খববেব কাগজ পেলি—ওজন কবিযে বেচে দে, অন্তত একখানা আলোয়ান তো হয়ে যাবে?

স্কেচ : আট

সন্ধেবেলায চিত্রমালা হচ্ছে, ঘবের মধ্যে হেমামালিনী নাচছেন। লতা গাইছেন, মা ইজিচেযারটা টেলিভিশানেব উল্টোদিকে (এ বাডিতে টিভি বলা বাবণ, ওটা নাকি অমার্জিত) ঘুরিয়ে বসে বই পড়ছেন। কানে তুলোর প্লাগ গোঁজা। মুগ্ধ দর্শক বাড়িব কাজের লোকেবা এবং কন্যাদ্বয়। মা খবরের সময়ে এদিকে ঘুবে বসবেন, কানের তুলো খুলবেন। মা ঘববন্দী বলে মাকেই উপহাব দেওয়া হয়েছে যন্ত্রটা। কিন্তু মা ওটাতে খবব ছাড়া প্রায় কিছুই দেখেন না। আব চেনাজানা লোকের প্রোগ্রাম। অথচ ঘব ভর্তি হয়ে যায় ঠিকে-ঝিয়ের ফ্যামিলি অ্যাণ্ড ফ্রেণ্ডস-এ, রোজ সন্ধেবেলায়। কলকাতার মধ্যবিত্ত পাড়ার প্রত্যেকটা টিভি সেটই কমিউনিটি সেট। সরকার থেকেই

খরচটা দেওয়া উচিত মনে হয়। মা তাঁর ঘরে এত লোকজনের ভীড় একদম পছন্দ করেন না। অথচ জমায়েত দর্শকের জীবনের কথা চিন্তা করে মুখে কিছু আপত্তিও জানাতে পারেন না। অতএব পিছন ফিরে কানে তুলো গুঁজে বই হাতে যথাসাধ্য যেন অন্যঘরে আছেন এমন একটা ভাব করেন। খবর শুরু হলেই ওরা পালায়, আর মা চেয়ারটি ঘুরিয়ে বসেন। খবরপড়া শেষ হতেই সেদিন মা বললেন,—বঞ্জন, তুমি তো ইঞ্জিনিয়ার। বলো দেখি, খবর পড়া শেষ করেই পাঠক বা পাঠিকাটি কেন আমাদের দিকে চেয়ে অমন মুচকে হাসিটি হাসে?

—কী জানি মাসিমা... ইঞ্জিনিয়ার বঞ্জন তার পড়া বলতে না পেরে ইতস্তত করে।—দীপুকে জিজ্ঞেস কোরো। তার জানা উচিত। ও তো জার্নালিস্ট।

মা বলেন : —'খবর পড়ার শেষে ওই মুচকি হাসির মানে হচ্ছে, 'কী? কেমন টুপি পরালুম?' কেননা সবই তো মিথ্যে খবর। বানানো খবর। ওরা তা জানে। ঘোর মিথ্যা, অর্ধসত্য, আর ক্ষতিকারি তথ্য। এই তিনের মিশ্রণে সংবাদ তৈরি হয়। বুঝলে? দীপুকে জিজ্ঞেস কোরো, ওর স্বীকার করা উচিত।

সেদিন কে যেন দুঃখ করছিলো, এতরকমের সব সাহিত্য পুরস্কার, মা কেন, কোনোটাই পাননি। পাবেনই বা কেন? সবাইকেই তো চটিয়ে রাখেন উলটো গান গেয়ে। যখন যে সিংহাসনে, তখন মা তার বিপরীতে। সেবার বিদ্যাসাগরের মুণ্ডচ্ছেদনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে নিয়ে যাওয়া হলো কিছু বয়স্ক, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে। মা-র বিধবাবিবাহের জন্য ওই ভদ্রলোকই ধন্যবাদার্হ। মাকেও তাই নিয়ে গিয়েছিলেন সভাকর্মীরা। আশা ছিল, মা বিদ্যাসাগরের পক্ষে কথা বলবেন। মা গিয়ে বললেন —ছেলেরা তো বিদ্যাসাগরের শিরশ্ছেদ করতে চায়নি, চেয়েছে একটা যুগের অন্ত। প্রাচীন একটা সমাজের, একটা বিশ্বাসের, একটা বদ্ধমূল ধারণার ওরা শিরশ্ছেদ করতে চেয়েছে। বিদ্যাসাগর যে ব্রিটিশ লিবারেল মানবতাবাদের প্রতিভূ, তারই উচ্ছেদ ঘটিয়ে এক নতুন জাতের মানবতাবাদের পত্তন চায় ওরা—আজ বিদ্যাসাগর বেঁচে থাকলে তিনিও মত বদলাতেন—মাকে আর টেনে নামানো যায় না মঞ্চ থেকে।

স্কটিশ যদিও আমার কলেজ নয়, কোনো মধুর স্মৃতিও জড়িয়ে নেই, তবু স্কটিশের ল্যাব পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে খবর পড়ে ক্ষতির শোকে আমি তো কেঁদেই ফেললুম। কে জানে কতদিনে আবার ওইরকম ল্যাবটা তৈরি করা যাবে। মা বললেন—এ তো ওদের করতে হবেই। পুরো বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা, প্রাচীন ক্ষয়িষ্ণু শিক্ষাপদ্ধতিটাকেই আজ ওরা পুড়িয়ে ফেলতে চাইছে। ল্যাবরেটরিটা তো তুচ্ছ, সিম্বলমাত্র। ওই শিক্ষাব্যবস্থায় সারা দেশের ভবিষ্যৎ উড়েপুড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তার বেলা? অমানুষ তৈরি হচ্ছে, তার বেলা? তার বেলায় তো কাঁদতে দেখিনি তোমায়?

আবার ওদিকে ইন্দিরা গান্ধী যখন এমারজেন্সি ঘোষণা করলেন, আমরা তো সব ক্ষেপে লাল, মা বললেন—ইন্দিরা ঠিকই করেছে। দেশটা স্রেফ উচ্ছন্নে যাচ্ছিল। একটা শক্ত হাতে হাল ধরা দরকার হয়ে পড়েছিল।—এবং এখনও তাই-ই বলে যাচ্ছেন—আমাদের দরকার এমারজেন্সি ডিক্লেয়ার করা, নইলে এসব ব্যাঙ্ক ডাকাতি বন্ধ হবে না, সব যোগসাজস, সব যোগসাজস।

একদিকে এই, অন্যদিকে আবার চলে মাঝে মাঝে বঙ্কিমী ভাষায় গালমন্দ। তার ঝঞ্ঝাটও কম নয়। বাইরে ফুচকা খেয়ে এসে একদিন কিছুতেই রাত্রে কিছু খেতে পারছি না। মা এদিকে আমাদের মুখে রুচবে বলে স্পেশাল ফ্রায়েড রাইস করিয়ে রেখেছেন। শেষে যখন বাধ্য হয়ে স্বীকার করতেই হলো ফুচকার ব্যাপারটা, মা বললেন—ছিঃ! মা হয়ে পদে পদে এরকম অবিমৃষ্যকারিতার শিকার হলে সন্তানরাই বা কী শিখবে? চরিত্রবলই জীবনে সবচেয়ে জরুরী, খুকু। যে-কোন ক্ষুদ্র প্রলোভনে এভাবে বিচলিত হয়ে পড়লে, জীবনের বৃহত্তর প্রলোভনের ক্ষেত্রে নিজেকে রক্ষা করবে কী ভাবে?—এই বক্তৃতার ফলশ্রুতিতে, অথবা শ্রুতিফলে বলাই ঠিক—রাঁধুনী, ও ঘরের কাজের মেয়েটি হাতের কাজ ফেলে সোৎসাহে খাবার টেবিলের কাছে চলে এলো এবং এই উচ্ছৃঙ্খল, চরিত্রবলহীন, অবিমৃষ্যকারিণীর দিকে তৃণাদপি তাচ্ছিল্যপূর্ণ দৃষ্টিপাত করতে লাগলো। আমি মরমে মরে গেলুম। তারা তো ফুচকা খাওয়ার ব্যাপারটা মোটে জানেই না।

স্কেচ : নয়

ভোর রাতে ট্রেন ধরতে হবে। একটু বাইরে যাচ্ছি, তিনদিনের আউটিং। দলসুদ্ধ সবাই হাওড়ায় মীট করবে। ব্যাগবাক্স নিয়ে মার সামনে এসে দাঁড়াই। বাইরে অন্ধকার। দু'একটা কাক জাগছে।—মা, প্রণাম করি, পা দেখি। আমি বেরুচ্ছি।

মা আলো জ্বেলে শালমুড়ি দিয়ে ফ্লাস্ক থেকে গরম চা ঢেলে খেতে খেতে মৌজ করে রাতভোর ইজিচেয়ারে বসে বসে বার্ট্রান্ড রাসেলের জীবনী পড়ছেন। শুনতে পেলেন না।

—দেখি, মা, পা-টা বাড়াও, বেরুচ্ছি। সময় হয়ে এল।

অন্যমনস্কভাবে চটিসুদ্ধ একটা পা বাড়িয়ে দিয়ে মা বলে উঠলেন—

—খুকু, এখানটা শোন, কী চমৎকার, এই লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারটার বিবরণ। জানিস, উনি গোর্কি আর ট্রটস্কির সঙ্গেও দেখা করেছিলেন। কথায় বলে—আহা ফিলজফার, জাগতিক জ্ঞানশূন্য—কিন্তু রাসেলের জীবনী পড়লে বুঝবি তা মোটেই নয়। লোকচরিত্রে অসামান্য জ্ঞান। আশ্চর্য অ্যানালিসিস করেছেন লেনিন-ট্রটস্কির চরিত্রের। এই পড়ছি, শোন— প্রায় দশমিনিট ধরে লেনিনের বুদ্ধি, আদর্শবাদ, ট্রটস্কির

রূপ, গোর্কির মূল্যবোধ বিষয়ে রাসেলের মতামত মা পড়ে শোনান। শুনে. আমি বলি—মাগো, এবারে কিন্তু যেতে হবে।

—যাবি, যাবি। একটা জরুরী কথা শুনে যা। কাল রাত্রে আমি এইটেই ভেবে ঠিক করেছি। আমার ডিসিশানটা শুনে যাবি না?

—কিসের ডিসিশান?

—বার্ট্রান্ড রাসেল। মাও সে তুং। পাবলো পিকাসো। আর চার্লি চ্যাপলিন। কেবল এই চারজন। আমি অনেক ভেবে দেখেছি। শুধু এদেরই আমি অ্যালাউ করি।

—কিসে মা? তাড়াতাড়ি কর. ট্রেন—

—ওঁদের মনের বিরাটত্বের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো মাত্র একজনের পক্ষে সম্ভব না হতেও পারে। কিন্তু তার বদলে পৃথিবীকে ওঁরা অনেক দিয়েছেন। এইসব মহান ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যবিত্ত মূল্যবোধগুলি প্রয়োগ করতে যাওয়া ভুল। ওঁরা চারজন—

—এতো গেল অন্যান্য কথা। কী যেন ডিসিশান নেয়ার কথা বলছিলে না? চটপট সেটা বল. ট্রেন—মা আমার ইন্টেরাপশন গ্রাহ্য করেন না—তাই বলে আমাদের ঘরের আটপৌরে ছেলেমেয়েদের তো ওঁদের উদাহরণ দেখিয়ে যা খুশি তাই করতে দেয়া চলে না? ব্যক্তিগত পার্থক্য চিরকালই থাকবে—

—তোমার আলোচ্য বিষয়বস্তুটা কী মা?

—বিষয়? একাধিক নারীকে পত্নীত্বে বরণ করবার নৈতিকতা—

—ওঃ। এইটা বলতে দাঁড় করালে? ট্রেনটা যে—

—ঠিক তাও নয়। ভাবছি এলিজাবেথ টেলরের কথা। তার এতবার বিয়ে করবার মধ্যে একটা উচ্ছৃঙ্খল তৃষ্ণার্ততা আছে। আমি এর কোনো বৃহত্তর নৈতিক যুক্তি দেখি না।

—মাগো, এটা ফিরে এসে বরং—

—মাও, রাসেল, চ্যাপলিন, পিকাসো—এঁদের শক্তির কাছে সারা পৃথিবী ঋণী। চিরদিনের জন্য ঋণী। এঁরা যা দিয়েছেন তা শাশ্বত, তা চিরন্তন—এঁদের কথাই আলাদা। এঁরা প্রত্যেকে এক-একটা জীবনদর্শনের প্রতীক। দুঃখের বিষয়, এলিজাবেথ এই প্রাথমিক সারিতে পড়ে না।

—এটা তুমি ঠিকই বলেছ। আই এগ্রি।

—তাই ওর বেলায় পাঁচবার স্বামী-বদল আমি মোটেই অ্যাপ্রুভ করতে পারি না। এটা অসংযম, লাম্পট্য ভিন্ন কিছু নয়। যদিও তিনবার একই স্বামী।

—এবার যাই মা? প্লীজ? এর পরে ট্রেন পাবো না।

—একটা না পেলে আর একটা পেয়ে যাবে। মানুষে-মানুষে সম্পর্ক আগে, না ট্রেন আগে? এটা খুব জরুরী বিষয়। যেতে যেতে এ নিয়ে ভেবো।

হাওড়া যখন পৌঁছুলুম ট্রেন চলে গিয়েছিল। আমাদেব দলবলের চিহ্নমাত্র ছিল না। হাওড়া থেকে ফিবে এলুম। মা তখনও রাসেলেব জীবনী পড়ছেন। আমাকে দেখে বললেন—ওবা চলে গেছে? যাকগে। মন খাবাপ কবিসনি, ওই স্টেশন খুঁজলে দেখতিস তোব মতন আবো অন্তত দশজন লোক তাদেব ট্রেন ধবতে পারেনি। কারুর হয়তো ছেলেব বাড়াবাড়ি অসুখ, কারুব হয়তো বিয়েব লগ্ন ফসকে গেল.—তোর তো কেবল পিকনিক।—যশোদা. দিদির জন্যে চালটা নিয়ে নিও—আয় খুকু, বোস। শোন, এইখানটা পড়ে শোনাই :

—এই লেডি অটোলাইন মোবেলেব কাছে লেখা বাসেলেব চিঠিটা; কী সুন্দব, তোব মন ভালো হয়ে যাবে—আমি গ্যাবাণ্টি দিচ্ছি। ওঁব সঙ্গে ভগবদবিশ্বাস নিয়ে যখন বাসেলেব বাধলো, সেইখানটা যে কী অপূর্ব. এই পড়ছি শোন—যশোদা, আমাদের দু'কাপ কফি কবে দিয়ে যাও তো—আশ্চর্য মেয়ে ছিলেন এই লেডি অটোলাইন মোবেল...

স্কেচ : দশ

—হ্যাঁ খুকু. খোকাব বাড়িব খবব শুনেছিস? ভোব ছ'টাব সময়ে ডাকাত পড়েছিল, ভোজালি দিয়ে পৈতেটা কেটে, চাবি নিয়ে নিয়েছে। সিন্দুক খুলে চাব হাজার সাতশো কুড়ি টাকা. তিনটে পার্কাব পেন, একটা টর্চ—কি খুকু? শুনছিস তো? নাকি এখনও সবস গল্প ভাবছিস? ওসব বাজে ভাবনা ছেড়ে দাও মা, সিবিয়স হও। গভীবে যাও। কবিতা লেখো. কবিতা।

—শুনছি, শুনছি। ডাকাত পড়েছিল তো? সে তো জানি।

—তাব উপদেশটা কী, বুঝেছ?

—কিসেব উপদেশ? ডাকাত পড়াব?

—ববিকে ধবে নিয়ে গেছে। আব ছাড়েনি। বলছে যোগসাজস ছিল ডাকাতদেব সঙ্গে। গৃহভৃত্যবাই আজকাল সবচেয়ে ভীতিপ্রদ হয়ে উঠেছে। সেদিন লেকটাউনে. কাগজে পড়লি তো.—

—সতেবো বছবেব পুবোনো চাকব তো? হ্যাঁ. পড়েছি, তাকেও তো ধবেছে পুলিশে—

—হ্যাঁ. ধবেছে, কেননা তাব গ্রাম. থানা. নাম. ঠিকানা সব ছিল। না থাকলে ধবতো না, মনিবের মাথা ফাটিয়ে সর্বস্ব লুঠপাট কবে, হাওয়া হয়ে গিয়ে পায়েব ওপব পা দিয়ে মনেব ফুর্তিতে দিন কাটাতো। এব উপদেশটা কী?

—কী?

—এ বাড়িতে যাবা কাজ কবছে তাদের ফোটোগ্রাফ, বায়োডেটা, আব

ফিংগারপ্রিন্ট এখনই থানায় জমা দিয়ে আসতে হবে।

—তাহলে লোকজন আর থাকবে না।

—না থাক। পুলিশ বারবার নোটিস দিচ্ছে। এটা বেসিক সিকিওরিটির প্রশ্ন। নাগরিক সচেতনতার প্রশ্ন।

—হ্যাঁ. তা. ঠিকানা-টিকানাগুলো দিয়ে এলেই হবে।

—সঙ্গে ফোটো চাই। হরিকে বলো ফোটো তুলে দিক।

—ছবিটবি তুলতে বললেই সব পালাবে—ভীষণ ভয় পেয়ে যাবে, মা।

—বেশ, তাহলে চুপি চুপি ফোটো তোলা হোক. মুখের নয় ফিংগারপ্রিন্টের। বড়দিদিমণি. ছোড়দিদিমণি. শোনো, শোনো, একটা দরকারি কথা আছে। রান্নাঘরে ময়দা ছড়িয়ে রাখতে হবে. আর ড্রেসিংটেবিলে পাউডার। যেই তাতে ওদের ফিংগারপ্রিন্ট পড়বে, দীপু. দীপু কৈ? দীপুর তো অনেক ফোটোগ্রাফার বন্ধু আছে, নইলে আমাদের সুমনই আছে, ডেকে আনবি. ফিংগারপ্রিন্ট তুলে ফেলবে—চুপিচুপি —মা ফিসফিস করে ষড়যন্ত্র আঁটেন।

—আচ্ছা. দিম্মা,—বড়কন্যে হেসে ফেলে—ওভাবে কখনও ফিংগারপ্রিন্ট তোলা যায়? নিয়ম আছে না?

—তাহলে... আচ্ছা. অন্য উপায়ও আছে। এবার মাইনে দিয়েই সব টিপসই নিয়ে নেব, তাহলেই দিব্যি ফিংগারপ্রিন্ট ঘরে এসে যাবে? হুঁ হুঁ বাবা—

—বা রে—ওরা কি বোকা নাকি?—ছোটকন্যে বলেন—এতবছর তুমি কিচ্ছু সই-টই নিলে না, এখন হঠাৎ নিলে ওরা বুঝি কিছু সন্দেহ করবে না?

এতক্ষণে সাহস সংগ্রহ করে আমিও যোগ করি—ওসব ছেড়ে দাও মা, এই সময়ে লোকজন পালালে বড্ড মুশকিলে পড়বো। তুমি-আমি দুজনেই এখন বিছানায় —ওদেরই ভরসায় সংসার চলছে—

—তোমার সংসার ওদের ভরসায় চলতে পারে. কিন্তু আমার নয়। আমার ভরসা ঈশ্বর। ওরা নিমিত্ত মাত্র। একটা কিছু আমাদের জমা দিতেই হবে পুলিশে। ঠিক করে ফ্যালো. ফিংগারপ্রিন্ট না ফোটো--

—আচ্ছা দিম দিম—মহারানীর গলা জড়িয়ে বড় সখী বলেন—কী ছেলেমানুষী হচ্ছে বলো তো? তোমার চেয়ে পুরো ষাট বছরের ছোটো হয়েও আমি যেটা বুঝতে পারছি. চৌষট্টি বছরের ছোটো হয়ে বোনও যা বুঝতে পারে—এটুকুনি বুঝছ না. এখন হঠাৎ ফিংগারপ্রিন্ট নিতে গেলে—

—দূর দূর—কী আজেবাজে বকচিস।—মা হেসে ফেলেন এইবার। ষাট-চৌষট্টি —যাতা একটা বলে দিলেই হলো? কী যে অঙ্কের মাথা হয়েছে না তোদের, অথচ তোদের বাবা এত অঙ্কে পটু। ...হুঁ, ষাট-পঁয়ষট্টি—কী যে বলে। যত সব আজগুবি কথা—

—আজগুবি? তোমার থেকে আমার বয়েসের তফাৎ ষাট বছরের নয়? আর

বোনের সঙ্গে চৌষট্টি বছরের? শুনে দ্যাখো—উনিশশো তিন থেকে উনিশশো তেষট্টি —নবেম্বর থেকে অক্টোবর...

—তিন থেকে... তেষট্টি? মা যেন একটা ঘোরের মধ্যে কথা বলেন এবারে। যেন স্বপ্নের মধ্যে—

—সত্যিই তো। তিন... থেকে তেষট্টি—ষাট বছরই তো। এতো বয়েস হয়ে গেছে আমার? সংসারের ভেতরে কেউ যে কারুর চাইতে ষাট বছরের বড়ো হয়, হতে পারে, এটাই যে কেমন বিশ্বাস হচ্ছে না আমার...ষা-ট মানে তো... উঃ —অনে—ক বচ্ছর রে। রানীমার বিস্ফারিত দুটি নয়নে ছ' বছরের শিশুর বিস্ময়, আর ষাট বছরের উপচে ওঠা বিষাদ—হঠাৎ লুকোচুরি খেলতে থাকে।

স্কচ : এগারো

মা খাটে বসেই পান সাজছেন। পুরী থেকে হরিবাবু পাণ্ডা এলেন। কার্তিকপাণ্ডার ছেলে বলে মা যাঁকে উল্লেখ করেন।

—নমস্কার মা। প্রসাদী গজার প্যাকেটে ফুলে আছে কাপড়ের থলেটা হরিবাবুর হাতে। মা-র কাছে এসে বসলেন মোড়াতে। প্রতিবছর এই সময়টায় আসেন। মা হাত তুলে নমস্কার করলেন। তিনি হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। কেউই কাউকে স্পর্শ করতে সাহস করেন না দেখা গেল। কী পদ, কি মস্তক। মা মুখ তুলে হাসলেন। হরিবাবুও। দুজনের মুখেই পান।

—তারপর ঠাকুর, বলো, কী খবর জগন্নাথের?

—জগড়নাথঅ কভু খারাপ থাকে? ভল্ল অছি।

—আর তুমি?

—মু ভল, মা। সানু বহিনটাই কিছি গডবড করিলা।

—কী আবার হল?

—কিচ্ছিতে সসুরঘরকু রহিব নাই। পালাই আসিব পরা? বাপা নাহি। এব্বে মু একেলা। তিনোটি পিলা-ঝিয় সব্বু নেই কিরি বাপাঘরকু অসি ঠিয়ে যিব্ব। বাস। দুই মাসঅ, চারি মাসঅ, বৎসর ভোরঅ ঠিয়ে যিব্ব, সসুরঘরকু মনঅ নাহি মা। যেত্তেবার মু তাঙ্কু রখি দেই আসিবি, ছ'টি মাসঅ পুরিবে নাহি ঠি-ক পলাই কিরি চালি আসিব।

—সত্যি তো? ঘুরে ঘুরে পালিয়ে আসে কেন মেয়েটা? মারধোর করে বোধহয়।

—মু কিমিতি জানিবি পরা? খালি কহিবে—ভাই, মু সেঁইটি রহি পারিবিনি, মু মরি যিবি। সাতঅ বৎসর পুরি গলা মু পাঞ্চ হাজার টঙ্কা পণঅ দেই কিরি বাহা দউচি, মা, জোঁই বি পুজারী-বাভ্রণ, মোর বহিনটাই পাজি। মন দেই কিরি সসুরঘর করে না। মতে কহুচি,—সসুরটা জ্বড়াতন করুচি।—তাঙ্কর তিনোটি পিলাকু মু পালিবি

কিমিতি পবা? তোব সসুবটা পাজি ত মু কঁড কবিবি? পাঞ্চ হজাবঅ দেই নাহি? সোনা দেই নাহি দসঅ ভবি? সাইকেল বি দউচি পবা? সতীনঅ ঘরঅ নুযে, বুঢা ববঅ নুযে। সব্ব অছি। ঘবঅ, বরঅ, পিলা।—আপুনি কহন্তু মা, আউ মু তাঙ্কু কাঁহিকি বখিবি মো পাখে? বাপাঘরকু?

—সত্যি তো—কন্যা সম্প্রদান হয়ে গেলে পব সে কন্যাকে ঘবে ফিবিযে আনবে কেন? ঠিক কথা। গোত্রান্তব হযে সে এখন অন্য ঘবেব বউ। তাদেব বংশধব হবে, তাবা বুঝুক ঠেলা। আমবা ঠিক এতটা লজিক্যাল হওযা পেবে উঠি না। ইচ্ছে কবলেও পাবি না। এই দ্যাখো না আমাব মেযেকেও তো বিযে দিযে গোত্রান্তব কবেছিলুম। তবু সে ফিবে এসে ঘবে বসে আছে। দু'দুটো মেযেসুদ্ধু। কী কবব বলো? তা মেযেবা কি কখনওই আসে না বাপেব বাড়ি?

—আসিব না কাঁহিকি? কামঅ পড়ি গলে আসে। বহুব অসুখঅ হেলে, দাদীব কিচ্ছি হেলে, ভাইবহুব পিলা হেলে, তেবেব আসিব। কামঅ সাবিকিবি ঘবকু চালি যিব্ব। এমিতি বুলিবাকু আসে নাই।

—তা তো ঠিকই। তা তো ঠিকই। এমনি বেডাতে আসবে কেন? কাজ কবতেই তো মেযেব জন্ম। শ্বশুববাড়িতেও খাটবে। বাপেব বাড়িতেও এসে খেটে দিযে যাবে। বিশ্রামটা কববে চিতায উঠে। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ এক। কোন ভেদ নেই। সর্বত্র একই কাহিনী। কি ঠাকুব? এ-সব কথা বলতে বলতে মাথা গবম হযে যাবে—তুমি ববং মন্দিবেব কথা বলো। পুজো-আচ্চা কেমন চলছে?

—ভলই চালিছে। সব্বু ভগবানব ইচ্ছা, মা। বাধামাধব যাহা কবিবে। মু নিমিত্তমাত্র। আউ কী কহিবি?

—ঠিক তাই। তুমিও যেমন নিমিত্ত, ঠাকুব, স্বযং বাধামাধবও তাই। সেও তো নিমিত্ত মাত্রই। আসল হলেন গিযে বিজনেস। বিজনেস যাহা কবিবেন। কী বলো ঠাকুব? বিজনেস সবাব ওপবে কিনা?

—বাঃ। মা কঁড কহিছন্তি পরা। বামঅ। বামঅ।

—মা ঠিক কথাই বলছে ঠাকুব! বিজনেসই সবাব বড ভগবান। সে তুমিও কী, আব আমিও কী। নইলে পুবীর ফুবফুবে বাতাস ছেডে তুমি আব তোলা তুলতে আসো কলকাতায? এই পচা গবমে, বর্ষায, ঘামে, ভিডে, হ্যাঙ্গামে? এখানেও আজকাল তোমাদেব মতন তোলা তোলবাব বেওযাজ হযেচে, ঠাকুব। পাণ্ডা আছে। এক এক পাটিব এক এক ঘব যজমান। ঘব মানে এই দোকনঘব আব-কি। বাজাব, হকাব, এদেব পাণ্ডাব খাতা হযেচে।

—মা কঁড কহিছন্তু? মু বুঝি পারলানি—পুবী পাণ্ডা এইঠি হব কিমিতি?

—সে থাক। ও-কথা যাকগে। মেযেদেব কথা বলো। জামাইগুলি কেমন হযেচে সব? যুগ্যি পাত্তব তো?

—ভল্ল, মা, ভল। জামাই সব্বু ভল হউচি।

—লেখাপড়া জানে?

—সব্বু গ্রাজুয়েটঅ। তিন নম্বব এম.এ. পাস করি গলা। ইতিহাসঅরে।

—বাঃ বাঃ! কদ্দুর পড়িয়েছিলে মেয়েদের? গ্রাজুয়েট?

—বি.কম পাস কবি গলা। আপঙ্কর নাতিনী বি.কম. পাস করিলে, মা?

—নাঃ। তা আব কবলে কই? তাব বি.কম. পাশেব এখনও দু'তিন বছব দেরি আছে। তোমার চারটি মেয়ের প্রত্যেকেই বি.কম পাশ?

—হঁ মা। আউ পুঅ বি এব্বে বি. কম. পড়ুচি। ফার্স্ট ইয়াব।

—বেশ বেশ। বেশ বেশ। জামাইবা কী করে?

হবিঠাকুব বললেন, বড় জামাই কটকে। পি. ডব্লু. ডি.-তে অফিসাব। মেজ জামাই ভুবনেশ্বরে, স্টেট ব্যাঙ্কেব ক্লার্ক। তিন নম্বব জামাই প্রফেসব. পুবী কলেজে। কাছেই থাকে। আসে-যায় (থাকে না অবশ্যই)।

—বাঃ বাঃ। খুব ভালো কথা। চার নম্বব জামাইটি কী করে?

—সানু ঝিঅর বাহা হেই নাই, মা. ঢেনকানালে হাই ইস্কুলেবে পঢায।

—সে কী কথা? কেন দাওনি বিয়ে?

—পণ পন্দর হজার ডিমান্ড করিলা। বড দ্বিটার বেলাবে পাঞ্চ-পাঞ্চ হজাব লাগিলা. তিন নম্ববের বেলাবে দসঅ। চাবি নম্বর পন্দর চাহুচি। বেট বঢি যাউছি।

—ও বাবা। এত টাকা পণ তুমি দিয়েছ? তা, তুলতে পাববে তো? বেট অবশ্য বাড়তিই!

—কি, মা? কঁড় কহিলা?

—বলছি এত টাকা সবটা তুলতে পাববে তো? ছেলে তো চারটে নেই, একটা মোটে।

ঠাকুর এক গাল হেসে বললেন—তা ঠিক। সব্বু পাবিবিনি—এই পন্দব হাজাব, কি পচ্চিস। পঙাঘবকু আসিবে পর সে কন্যা? কুড়ি হজার দবনি? মু এত্তে দউচি। মতে দেবাকু হব কুড়ি-পচ্চিস। হঁ! মু কহি দউচি।

—কী বললে ঠাকুব? ভালো শুনি না কানে আজকাল—তুমি ছেলেব বেলা কত পণ নেবে বললে—?

—কুড়ি হজার। সানু ঝিঅব পণ পন্দব হজার দেইকিবি. পিলাব বেলাবে বিস হজাব নেই নব। নবনি কাঁহিকি? মু পঁইতিশ হজার দেই নাই? পাঞ্চ, পাঞ্চ, আউ দসঅ, আউ পন্দর। মোট পঁইতিশ।

—তা তে বটেই. তা তো বটেই। তুমি পঁইত্রিশ হাজার মেয়েদেব বেলায পণ দিযে তার থেকে বিশ হাজাব ছেলেব বেলায় পণে তুলে নেবে। এ তো খুবই স্বাভাবিক হিসেব। কিন্তু ঠাকুব, তখন যে আমি তোমাকে পুলিশে দেবো।

—কঁড কহিলা? মা?

—মা বলছে যে তোমাকে মা তখন পুলিশে দেবে। যেই তুমি ছেলের বিয়েতে পণ নেবে না হরিঠাকুর, অমনি আমি এখানে পুলিশে খবর দেব।

—কাঁহিকি? কাঁহিকি?

—কেননা ওই কর্মটি ঘোরতব অপকর্ম। ঘোব বে-আইনি। পণপ্রথা দেশ থেকে উঠে গেছে ঠাকুব। পণ নেওয়া পণ দেওযাও বে-আইনি। তোমাকে অবিশ্যি আমি এখুনি জেলে দিতে পারি।

—জেলরে? মতে? কাঁহিকি দব? আ-হা। মা যে কী কহিছন্তি। ঠট্টা কবিলে পরা?

—মোটেই ঠাট্টা কবিনি ঠাকুব। ঠিকই শুনেছ। জেলে। তুমি পণ দিয়েছো কেন? শুধু তোমাকে নয়. তোমাব প্রত্যেকটা জামাইকে এক্ষুনি জেলে দিতে পাবি। ব্যাঙ্কাব. প্রফেসাব পি.ডব্লু.ডি-র অফিসাব সব কটা নিশ্চযই জেনেশুনেই পণ নিযেছে, আব শিক্ষিত যখন। চোট্টাকে ওড়িযাতে কী বলে ঠাকুব?

—চোবঅ কহিছন্তি পবা. চোবাবি কহিছন্তি।

—তোমাব সব্বকটি জামাই চোবা হলা। বুঝলে?

—ছি ছি. না মা। চোবা নাহি। পণপ্রথা তো যুগযুগান্তবেব নিযমঅ। হিন্দু বিবাহেব রীতি। ব্রাহ্মণেব কন্যাদান বিনাপণরে আউ কিমিতি হব, মা? মতে কহি দিযন্তু?

—বেশ তো ঠাকুব। কোর্টে গিযে সেই কথা বোলো। আমি তো এখনই খবব দিচ্ছি একটা ভুবনেশ্বরের থানাতে, একটা কটকেব থানাতে. একটা পুবীতে। কেস ঠুকে দিচ্ছি।

—আপুনি? আপুনি কাঁহিকি কেস কবিবে? পণমু দউচি পবা।

—এ হচ্ছে জনস্বার্থেব কেস বুঝলে? যে কেউ স্যুট ফাইল কবতে পাবে। আমিও পাবি। এই কলকাতা থেকেই তোমাব জামাইদেব পুলিশে দিতে পাবি। বুঝলে ঠাকুব? দেশেব আইনকানুনেব অনেক উন্নতি হযেছে। গণতন্ত্র এখন প্রবল আকাব. গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধাব।

—মা. মু বুঝি পারিলি নাহি।

—না বুঝবার কী আছে? পণপ্রথা দেশেব খুব ক্ষতি কবছে ঠাকুব। যে পণ দেয়, সেও পাপী। মন্দ নিযমটাকে চালিযে নিযে যাচ্ছে বলে। আব যে লোক পণ নেয় সে তো মহাপাপী। তাই তোমাব জামাইদেব যত কড়া শাস্তি হবে—ধবো, তাদেব হবে দশ বছর করে জেল. তোমাব কিন্তু অতটা শাস্তি হবে না। ধবো. এই দু'বছব কবে। প্রত্যেক মেযেব বেলায। জেলখাটায শাস্তিব ওপবে অবিশ্যি জরিমানাও হবে। সেও মন্দ নয। পণের কাছাকাছিই যাবে।

—বাঃ। মা. ঠট্টা...

—কে বললে? এটা কি ঠাট্টার কথা? না তোমাব সঙ্গে আমার ঠাট্টাব সম্পর্ক? ভালো কথা বলছি শোনো. ছেলেব বিযেতে পণটা নিযো না ঠাকুব। আব ছোট

মেয়ের বিয়েতেও পণ দিয়ো না। ওতে মেয়ের অপমান হয়। গ্রাজুয়েট মেয়ে। চাকরি করছে। মাসে কত করে পাচ্ছে?

—সাড়ে পাঞ্চসং টংকা মিড়ুছি। কম নুয়ে।

—সাড়ে পাঁচশো টাকা? তবু তুমি পণ দেবে? কেন দেবে ঠাকুর? মেয়ে তো মাসে মাসেই কিস্তিতে কিস্তিতে পণ দিচ্ছে। সুদসুদ্ধ আঠাশ মাসেই পনেরো হাজার শুধে দেবে সে। খবর্দার পণ দিয়ে বিয়ে দিয়ো না। এবং নিজে পণ নিয়ো না। এতে অধর্ম হয়। ভগবানের লাইনে আছ, ধর্ম-অধর্ম নিয়ে পাপ-পুণ্য নিয়ে একটু ভাবতে হয়। পুরী জগন্নাথের পাণ্ডা তোমরা। তোমরা যা আচরণ করবে সারা দেশ তাই করবে। কখনও কি ভেবে দেখেছ—

—কিন্তু মা, আপুনি বুঝি পারিবেন না বেপার—

—বুঝতে তোমাকেই হবে, ঠাকুর। ব্যাপার খুব গুরুতর। এখন কিন্তু নিয়ম-কানুন খুব কড়াকড়ি হয়েছে। যে লোকটা পনেরো হাজার চেয়েছে তাকে খবদ্দার মেয়ে দিও না। পরে আবার বেশি টাকা চাইবে। নানান গোলমাল করবে। কেরোসিনের কেসও হয়ে যেতে পারে। অবিশ্যি তোমাদের আবার ভয় কী ঠাকুর? তোমাদের হাতে তো পোষা গুণ্ডার দলই আছে। দাও না বেশ করে পাত্রের বাপকে রাম-ঠেঙানি। পণ নেওয়ার কথা ভুলে যাবে।

—আইঃ। মা... কঁড় কহিছন্তু? গুণ্ডা কৌঠি পাইবি?

—কেন? মন্দিরেই পাবে? তা, ছেলেটা করে কী? কোথাকার ছেলে?

—সেরি ঢেনকানালে ইস্কুলরে পঢ়ায়।

—ওই একই ইশকুলে? মেয়ের সঙ্গেই নাকি?

—হঁ মা। হাইস্কুলকে সায়ান্স টিচার, সেটা এম. এসসি. পাস।

—তবে তো প্রেমই মনে হচ্ছে।

—সে হেই পারে। অসম্ভব নুয়ে। আজিকাড়ি ইমিতি বহুত হউচি মা। উড়িষ্যারে বি হয়। কলিকাতারে, আউ বম্বইরে যেমিতি—

—তা তো হবেই। তা তো হবেই। সব ওই সিনেমার দোষ। কিন্তু, ঠাকুর—ছেলের জাতি কী? ব্রাহ্মণ তো?

—জাতি গোত্র ঠিকঅ অছি। সিটি বা পণ্ডা ঘরর সন্তান। সদবাম্ভনঅ।

—তাহলে? তাহলে আর ঝামেলা কিসের? লাগিয়ে দাও। ওরা নিজেরাই রেজিস্ট্রি করে নিক। তুমি তারপর ধুমধাম করে হিন্দু বিয়ে দিয়ে দাও। পণের প্রশ্নই উঠবে না।

—উঠিবে। উঠিবে। মা। মো পাখরে ঠিক উঠিবে।

—কেন উঠবে, শুনি? এ তো লাভ ম্যারেজ? পণ নিলে পুলিশ গিয়ে বাপের হাড়গোড় ভেঙে দেবে না? ছেলেরও। হুঁ।

—ছি, ছি, মা। লব মেরিজ রেজিস্টিরি বাহা, ভল নুয়ে। এক পাণ্ডাপুঅ এক

মেথরানীরে রেজেস্টারি লবমেরিজ করিলা, সব্বু পণ্ডা মিলিকিরি তাঙ্কু একঘরিকিয়া করি দেলে। দেলে কঁড হব? তাঙ্কুর কিচ্ছি হেলা নাহি, দুইজনা নূআ দ্বিতল ঘরঅ বনাই কিরি দিব্বি ফূর্তিরে রহিলে। আউ কী?

—সে কি, একঘরে হয়ে গিয়ে দোতলা বাড়ি তৈরি করে ফেলেছে?

—হেব্বে না কাঁহিকি? মেথরানীটা ভল নুহে। গুট্টে মেথরানী হেই কিরি ত্ এত্তে রঢিয়া রূপসী কাঁহিকি? সরকারি নূগা দুকানে ভল সার্ভিস করুচি। দিনকে দিন হিন্দু ধরম ভাসি যাউছি মা। তাঙ্কর এব্বে বচ্চা হেলে, সে বচ্চার জাতি কঁড হব? পণ্ডাপুঅর মেথর পিলাপন হব?

—তা কেন? পাণ্ডার ছেলে পাণ্ডা হবে। বামুনের ছেলে শাস্তরের মতে বামুনই হয়।

—আই মা। মেথরানীর গর্ভরে পণ্ডা হব? ছি ছি।

—কেন হবে না? গর্ভে কী এসে যায়? স্ত্রীরত্ন দুষ্কুলাদপি। শোনোনি? কুরুক্ষেত্রের রাজাদের জন্ম তো জেলেনীর গর্ভে। সত্যবতীর জাত কী ছিল? ঘটোৎকচেরই বা জাত কী ছিল? ওসব নিয়ে ভেবো না, ঠাকুর। এখনকার আইনে মেথরানীর সন্তানের ব্রাহ্মণ হওয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না, বরং দেখবে বামুন হলেই অসুবিধে হচ্ছে। জাত তুলে একদম কথা কইবে না, ঠাকুর। পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে।

—না মা। মু আউ কহিবিনি। সরকারি আইন বড় জবরদস্তি হেলা। পুরীর দেবদাসী-প্রথা রি উঠাই দিলা—এব্বে লাস্ট গুট্টে বুড়িটি দেবদাসী মরিলে, আউ প্রথারক্ষা হবনি। সব্বু নষ্ট।

—দেবদাসীপ্রথা আর রেখে কাজ নেই ঠাকুর, যেমন পণপ্রথাও আর রেখে দরকার নেই। পণ দেবার প্রশ্নই ওঠে না। ছেলের বাপকে ঠেঙাতেও হবে না। ছেলের বাবা তোমার কিছুই করতে পারবে না। তুমি বিয়েটা বিনা পণেই দিয়ে দাও, জয় জগন্নাথ বলে।

—সে রি পণ্ডা অছি, মা। পাত্ররঅ বাপা।

—অঃ। তাই বলো। সেটাই তবে ঝামেলা? তার মানে তারও প্রাইভেট গুণ্ডাবাহিনী আছে? আই সী। তা, তার মেয়ে নেই? অবিবাহিত?

—অছি। তিনোটি ঝিঅ। পাঠালিখা করুচি।

—তাদেরই একটার সঙ্গে বদলাবদলি করে নাও না বরং তোমার ছেলের সঙ্গে? কেউ কারুর কাছে বরপণ নিয়ে না। কেমন? হতে পারে না?

—সেটি হেই পারে। সেইটি মন্দ নুহে।

—ব্যস। সেইটিই করবে। এ-কথার আর নড়চড় নেই। নো-পণ। বদলাবদলি। নইলে আমি কিন্তু পুলিশে খবর দিয়ে রাখছি। ঢেনকানালের রাজবাড়ির সব্বাই আমাদের বন্ধুলোক। এতটা অধর্ম আমি করতে দেবই না। একেই তো তোমরা

ফক্কিকারি চালিয়ে দিব্যি বিজনেস গুছিয়ে নিচ্ছ, আবার পণ দেয়া-নেয়াও করবে, উনিশশো তিরাশিতে? উঁহু—জেনেশুনে সেটি হতে দিচ্ছি নে। মহাপাপ হবে। ঠাকুর, চা খাবে তো? খুকু, ঠাকুরের জন্যে আর আমার জন্যে দু'কাপ ভালো করে চা—

—আউ মু চা-পানি কিচ্ছি খাইবিনি. মা, মু এবে ঘরকু যাউছি। পরসাদ নেই কিরি মতে ছাড়ি দিয়ন্তু।

—প্রসাদ? বেশ, দিচ্ছ দাও। ওসব পেসাদ-ফেসাদে আমার আর বিশ্বাস নেই, ঠাকুর। আবার এসো. সামনের বছর যদি থাকি. দেখা হবে। কিন্তু পণ যদি নিয়েছ. আমি থাকি বা না থাকি, ঠিকই টের পাব কিন্তু বলে দিচ্ছি। স্বর্গেই থাকি আর—

—না না. এত্তে তাড়াতাড়ি মা স্বরগকু যিব্ব কাঁই?

—বেশ. স্বর্গে যদি নাও থাকি, ধর যদি নরকেই থাকি. বা মর্তেই থাকি—পুলিশে খবরটি ঠিকই পৌঁছে দেব।—এ হল জনস্বার্থের মামলা। শেষ জিত ধর্মের হবেই। বুঝলে না? (ফিসফিস করে) আরে, আমিও যে ধর্মেরই ধ্বজাধারী—আমিও তো পাণ্ডাই। ঠাকুর—শোনো বলি। আমাদের ধর্মটা শুধু একটু হাত বদলে ধর্ম-যাজকদের হাত থেকে ধর্মাবতারদের কাছে চলে এসেছে—মন্দির থেকে কোর্টে। এখন ধর্ম মানে জাস্টিস। বুঝতে পারছ? আমার শ্বশুরবাড়ির সবাই সেই ধর্মের পাণ্ডা। সবাই যে উকিল ব্যারিস্টার জজ ম্যাজিস্ট্রেট। ভগবান ইদানীং এখানেই বসবাস করছেন কিনা—। মন্দিরে মন্দিরে যা নোংরামি গুণ্ডামি দলাদলি খুনোখুনি—ও কি। ও কি। উঠে যাচ্ছ যে বড়-তোমার প্রণামীটা নিয়ে যাও? ওটা না নিয়ে পালালে তো চলবে না—বংশের যেটা রেওয়াজ—অকল্যাণ হবে যে। অ ঠাকুর—

স্কেচ বারো

—আচ্ছা খুকু. বলতো দিকি. জগতে সবচেয়ে সুখী কে? আই বেট, তুই বলতে পারবি না।

—জানোই যখন, তখন জিজ্ঞেস করছো কেন মা? তোমার নাকে অক্সিজেনের নল। হাতে গ্লুকোজের ছুঁচ। এখন না হয় বকরূপী ধর্মের রোলটা তুমি নাই নিলে? রেস্ট নেওয়া উচিত নয় এখন?

—তার মানে তুই উত্তরটা জানিস না। এই তো? জানতুম. পারবি না।

—আমি তোমার মতন ধীমতী নই মা। ইনফ্যাক্ট তোমার চেয়ে বেশি কেন তোমার সমান বুদ্ধিমান লোকও আমি জীবনে খুবই কম দেখেছি। ভূ-ভারতে কেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তোমার জুড়িটি নেই।

—মেলা তেলাসনি বাছা। তবে এই প্রসঙ্গে যে 'বুদ্ধিমান' শব্দটি ব্যবহার করলে তাতে আমি খুব আনন্দিত। 'বুদ্ধিমতী' যে বললে না, এটাই তোমার বুদ্ধির প্রমাণ।

—থ্যাংকিউ।... কিন্তু ঠিক কোন কারণে বলছ এটা?

—সেটাও যদি তোমাকে বানান করে বলে দিতে হয় মা তবে আমারই হিসেবে ভুল ছিল। আর তোমার ভুল ছিল স্রেফ ব্যাকরণের লিঙ্গভেদে। 'উইমেন্স লিব' বিষয়ে তুমি অজ্ঞ মনে হচ্ছে। সে যাক গে, আমার প্রশ্নের জবাব কই?

—কোন প্রশ্ন?

—আরে! এর মধ্যেই ভুলে গেলে? এটা একটা রেকর্ড টাইমের মধ্যে ভুলে যাওয়া কিন্তু। নাঃ. জগতে বুদ্ধিই সবচেয়ে জরুরি বস্তু নয় দেখেছি।

—নয়ই তো। স্মৃতিও খুব জরুরি। প্রশ্নটা ছিল কী? খেই ধরিয়ে দাও।

—ঐ যে, জগতে সবচেয়ে সুখী কে?

—তার উত্তর তো করেই—

—আহাঃ। সেটা তো মহাভারতের উত্তর। যুধিষ্ঠিরের দিনকাল পালটে গেছে তো. এখন ঐসব পচা পুরনো উত্তর চলবে না। তোমরা নতুন যুগের মানুষ—নতুন জবাব খুঁজে দাও। শাকান্নে এখন বড়জোর ক্ষুন্নিবৃত্তি হতে পারে, সুখ কিন্তু হয় না। নতুন যুগের নতুন উত্তর চাই।

—পুরনো প্রশ্নের নতুন উত্তর?

—প্রশ্নটা চিরন্তন। সংকটজনক পরিস্থিতি যেমন চিরন্তন হলেও সংকট মোচনের পন্থাটা তো চিরকালই এক হয় না—যুগে যুগে বদলায়, এটাই জগতের নিয়ম। ইতিহাসের ধারা। ধর্ম বলো, দর্শন বলো. রাজনীতি বলো, এরা তো যুগ যুগ ধরে এটাই করে আসছে। পুরনো প্রশ্নের নতুন উত্তর যোগানো। প্রশ্নটা একই থাকে, শুধু যুগে যুগে, দেশে দেশে, সভ্যতা বিশেষে, সময় বিশেষে এবং চিন্তাবিদ বিশেষে জবাবটা পালটে পালটে যায়। যেমন ধরো মূল্যবোধের প্রশ্ন। প্রশ্ন তো পালটায় না, উত্তরই পালটায়। তাই নয় কি?

—তাই বটে। কিন্তু মা, তোমার—

—আচ্ছা, আরো সহজ করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। তুমি তো, বাবা, একটু মোটা আছো। এই ধরো না কেন আমার অসুখের কথাটা। আসলে এই যে অসুখটি আমার হয়েছে এটি তো ঠাণ্ডা লেগে বুকে সর্দি বসে জ্বর. কাশি. ইত্যাদি? এ নির্ঘাৎ মনুষ্যপ্রাণীর চিরকালই হয়ে আসছে। আজ বীজাণু পরীক্ষা করে একে ব্রঙ্কোনিমোনিয়া বলছে। আগে অন্য কিছু বলতো। চরক-শুশ্রুত নির্ঘাৎ কোনো সংস্কৃত নামে এই রোগের ওষুধ লিখে গেছেন. গ্রীস রোমের চিকিৎসকরা আরো কোনো অন্য ট্রিটমেণ্টের বন্দোবস্ত করেছেন, আবর মিশরের হাকিমরাও মস্ত মস্ত পণ্ডিত ছিলেন. তারা আবার আরেক রকম প্রেসক্রিপশন দিয়ে গেছেন নিশ্চয়ই। সবেতেই এই রোগটা সেরে যেত। বুঝলে কথাটা?

—বুঝলুম। নতুন বোতলে পুরনো মদ নয়, পুরনো বোতলে নতুন মদ।

—ওসব মদের বোতলের উপমা ছেড়ে দাও। ওটা এখানে অপ্রযোজ্য। অভ্যস্ত

উপমা দিযে সব কিছু বুঝে নেবার টেন্ডেনসিটাও ছেড়ে দাও। ওটা অল্পবুদ্ধিব লক্ষণ। অশিক্ষিত এবং শিশুরা এটা কবে থাকে।

—মা. তোমাব কথা বলতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। একটু বিশ্রাম নিলে ভাল হত না?

—চিববিশ্রাম তো নিতেই হবে মা। আশি বছবে ব্রঙ্কোনিমোনিযা মানেই চিরবিশ্রামেব সুষ্ঠু আয়োজন। তা তোমবাই তো সে বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছো মা। নাকে নল. শিবায ছুঁচ. একেবাবে আসুরিক যুদ্ধের বন্দোবস্ত কবেছ। এ যাত্রায মনে হচ্ছে চিববিশ্রাম আর হল না। এ শীতটাকেও হাবিযে দিলুম। বৃদ্ধবৃদ্ধাবা শুকনোপাতাব মতন. শীতকালেই বেশি ঝবে যায। তা, আমি বোধ হয় ডালেই ঝুলে বইলুম।

—চুপ কবো. চুপ কবো, ডোন্ট টেম্পট প্রভিডেন্স। মা।

—অঃ। ইংবিজিতে কুসংস্কার প্রকাশ কবছো? মার গাযে যাতে 'নজব' না লেগে যায়? বেশ বেশ। ইংবিজিতে বললে কানে তেমন ঠেকে না, নাবে? এই জন্যেই তবে 'ইংবাজি শিক্ষা'? কুসংস্কার ট্রানস্লেশন করবাব জন্যে। উত্তবটা কিন্তু দিলে না। স্মুথলি এ্যাভযেড কবে যাচ্ছ।

—আমি জানি না উত্তব। জগতে সবচেয়ে সুখী কে? কে জানে? অন্তত আমি যে নই এটুকু বলতে পারি।

—ইযার্কি মেবো না। চিন্তা করো।

—জগদগুরু শঙ্কবাচার্য চতুষ্টয? অথবা মার্গাবেট থ্যাচাব? কিংবা ন্যান্সি রেগন? যাদবপুরে মমতা ব্যানার্জি, দিল্লিতে সোনিয়া গান্ধী, বম্বেতে অমিতাভ বচ্চন, হিন্দুস্থান পার্কে তুমি। অন্ধ্রে এন-টি-আব, চাঁদে শশক? কী জানি মা, মনস্থিব করতে পাবা শক্ত। আচ্ছা, বলছি। জগতে সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি, সত্যজিৎ বায। সবচেযে গ্ল্যামাবাস অন্তত। আফটাব মেবিলিন মনবো। হযেছে উত্তব?

—যতসব ছোট কথা। কত বড প্রশ্নেব কত ছোট উত্তব। শোনো, আমি বলে দিচ্ছি, জগতে আজকেব দিনে যে কোনো লোকেব পক্ষেই সবচেযে সুখী ব্যক্তি হওযা খুবই সহজ। সেটার জন্য অত মহৎ ব্যক্তি হতে হবে না এবং সেই সহজ সুখটি আহবণ না কবে মানুষ সেধে সেধেই নিজেব জীবনকে দুঃখে জর্জবিত কবে তোলে। অযথা টেনশন সৃষ্টি কবে জীবন বিপন্ন কবে ফেলে। স্প্রে-টা দাও সিস্টার।

—আপনি একটু বিশ্রাম করে নিন মাসিমা। দিদি, আপনি নিচে যান। মাসিমা বড্ড বেশি কথা বলছেন। শবীব খাবাপ হবে—

—দিদি নিচে যাবে না। তুমিই নিচে যাও। আমাব এখন নার্সিং দবকাব নেই। আমাব কম্প্যানি দবকাব। ওটাও খুব জরুরি।

—ঠিক আছে মা—আমিও থাকি, আর সিস্টাবও থাকুক। তুমি ববং একটুক্ষণ কথা না বলে মৌনীবাবা হযে কথা শোনো। তাহলেই উনি কিছু বলবেন না।

—ছিলুম তো মৌনী এই কটা দিন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও। বাধ্যকরী শোনবাব মত

কথা কে বলবে যে শুনব? সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি কে তুমিই শুনে বাখো। সেই সুখীতম, যাব সমস্ত ইনকামট্যাক্স পুবোপুবি নিঃশেষে শোধ কবা অভ্যাস। যাব ব্যক্তিগত কোনো ঋণ নেই। সবকাবেব কাছেও কোনো ঋণ নেই। সেই ব্যক্তিই সবচেয়ে সুখী। আমি মবলে ডেথডিউটি পুবো দেবে। যদি লাগে। ফাঁকি দেবাব চেষ্টা কোবো না।

—ও। আচ্ছা। তুমিই সব দিয়ে থুয়ে যাও না উকিল ডেকে. হিসেব কবে?

—তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি ব্যাপাবটা ধবতে পাবলে না. অথবা ইনকামট্যাক্স দাও না বা দিতে চাও না। অবিশ্যি তোমাব যা ইনকাম. সম্ভবতই ট্যাক্সেবল নয়।

—তা কেন. আমাদেব তো মাইনে থেকেই কেটে নেয়।

—আমবা তো বাস্তা তৈবি. টিউবওয়েল বসানো বা হাসপাতালেব উন্নতি এসব ব্যক্তিগতভাবে কবি না. কবাব শক্তিও বাখি না। কিন্তু যথাযথ ট্যাক্স দিলে. জানি. আমাব সামান্য বোজগাবও দেশেব উন্নয়নেব কিছু কাজে লাগছে। কত সুখ এই চিন্তায়। ভাবো, কত শান্তি।

ভাবলুম। কিন্তু এও তো পুবনো উত্তবই। অঋণী।

—মা, ট্যাক্সেব টাকাব কিন্তু সদ্ব্যয় হয় না—অপব্যয়ই বেশি হয়. সবকাবি লোকেবা নিজেদের পিছনেই খবচ কবে! চুবি অনন্ত।

—হোক অপব্যয়। তুমি-আমি যা খরচ কবব সবটাই তো নিজেব পেছনে. সবটাই তো অপব্যয়. সেসব সত্ত্বেও যেটুকু উদ্বৃত্ত হবে চক্ষুলজ্জা বাঁচাতেও সবকাবি মহল যেটুকুনি দেশেব কাজে লাগাবেন. সেটুকুই পুণ্য. এখন আমাব পাপপুণ্যেব ধাবণাটা বদলে গেছে. ছেলেবেলাব মত নেই। ধর্ম থেকে সমাজেব দিকে চোখটা ঘুবে গেছে। আব নঞর্থ থেকে সদর্থের দিকে।

—কীবকম? কীবকম?

—এসব প্রশ্ন কববেন না দিদি। আবো কথা বলবেন মাসিমা তাহলে। কাল সাবাবাত ধবে আমাকে বলেছেন পাপ কী আব পুণ্য কাকে বলে। এদিকে এখনও দিনেব সিস্টাব এল না—কখন যে আসবে?

—না আসুক। দিনমণি তো এসেছেন। তোমাব ডিউটি শেষ। তুমি যাও। তুমি আব আমাতে মনোনিবেশ কোবো না তো, বাবান্দায় যাও। ওই দ্যাখো বাস্তায় কিসেব শব্দ—শোনো।

খুকু. পাপ আর পুণ্য দুটোই আসলে নিতান্তই সমাজ-সম্পৃক্ত. সমাজ-উদ্ভূত ধাবণা। আধ্যাত্মিক বা ভগবত-বিষয়ক কোনো ব্যাপাবই নয়। অম্বুবাচী-একাদশী-গরুব মাংসটাংসের সঙ্গেও যুক্ত নয়। সমাজেব প্রতি ব্যক্তিব আচাব আচবণ কেমন, তাই দিয়েই নির্ধারিত হবে কোনটা পুণ্য, আব কোনটা পাপ। যাতে সমাজেব আব সকলেব

মঙ্গল, উন্নতি—সেইটেই পুণ্য, আব উল্টোটা হচ্ছে পাপ। অর্থাৎ যাতে সমাজের সকলের অমঙ্গল, অবনতি ঘটে—সেই কর্মই অপকর্ম, পাপকর্ম। বুঝলে? ব্যক্তিকে সর্বদা এটা মনে বাখতে হবে। পাপ ব্যক্তি করে, ক্ষতি সমাজের হয়।

—হুঁ। পোপও বলেছিলেন এমনি কথা—

—পোপ যাই বলুক, শুনতে চাই না। কোন পোপ? পোপ বলে কেউ নেই. নম্বব কি?

—আলেকজান্ডাব পোপ. মা। কবি।

—ও। নাম শুনেছি। পোয়েটস কর্নাবে সমাধিস্থ কি? নাইন্টিন ফিফটিতে—আচ্ছা খুকু, দ্বাদশ জনকে তোমার মনে আছে? ভেটিকানে?

এখন তো বোধহয় পোপ পলেব বাজত্ব চলছে, না? ৬ নং না ৫ নং? পোপ জন দি টুয়েলফথকে তুমি যে ভাটিকানে গিয়ে স্বচক্ষে দেখেছিলে. হোলি ইয়াবে, তোমাব মনে আছে কি? অবশ্য খুব ছোটো ছিলে।

—আছে মনে একটু একটু। বড্ড ভিড় ছিল। উনি তো বারান্দায বেবিয়ে হাত নাড়লেন। লাল-সাদা জামা ছিল গায়ে।

—ভিড়েব কাবণ যুদ্ধের পর ঐ প্রথম হোলি ইযাব। ক্যাথলিকরা সারা পৃথিবী ভেঙে এসে জড়ো হয়েছিল রোম শহবে। তুমি খুকু খুবই সৌভাগ্যবতী। ওটা খুব জরুবি 'দর্শন' ছিল। অনেক মৃত্যুর পব।

—তা আব বলতে? নেক্সট রোমে যাই অলিম্পিক্সের বছব, সোজা ইণ্ডিযাকে হকি খেলে জিততে দেখে এলাম। এখন তো কেবলই হারে। একমাত্র ওয়ান ডে ক্রিকেটে ছাড়া। সবেতে হার।

—কেবল হালকা কথা। কত বড বড মহৎ মানুষকে তুমি চোখে দেখেছো —সেসব লিখে বেখেছো কোথাও? ডাইবি বাখতে এত কবে অভ্যেস কবালুম ছোটবেলায। বড় হযেই ছেড়ে দিলে। দুর্ভাগ্য।

—তুমি তো মা আমাব চেযেও বেশি বেশি কবে বিখ্যাত সব মানুষদেব দেখেছো। তুমিও তো লিখে বাখোনি। কতকাল আগে ছেড়ে দিযেছো ডাযেরি লেখাব অভ্যাস। কেন ছাড়লে?

—কিছুই থাকে না। আমিও খুব ভাগ্যবতী। সে কথাও ঠিক। দেশ-বিদেশেব অনেক গুণীমানী মানুষেব সান্নিধ্য পেযেছি জীবনে। কিন্তু এহ বাহ্য। কিছুই থাকে না। লিখেই বা কী হবে?

—মা. আমাকে তুমি একটাও শিশিব ভাদুড়ীব নাটক দেখাওনি। এ দুঃখ কিন্তু আমাব কখনো যাবে না।

—কে বলল দেখাইনি। তুমি সীতা দেখেছ। অযথা অভিযোগ কবার স্বভাব ভাল না।

—যাঃ সত্যি? সত্যি বলছো মা? আমি সীতা দেখেছি?

—সত্যি। আমাদেরই ববং তুমি দেখতে দাওনি। এত ডিস্টার্ব কবেছিলে যে উঠে আসতে বাধ্য হই আমি। তাবপব থেকে কোনো থিযেটাবে তোমাকে নিযে যাইনি, একেবাবে শম্ভু-তৃপ্তির সমযেব আগে। ততদিনে একটু মানুষের মতন হযেছো। চুপ কবে বসে দেখতে। তোমাব স্বভাব যে বডোই অমার্জিত ছিল বাবা। প্রাকৃতজনোচিত। এখনো আছে।

—মা, তুমি গিবিশ ঘোষকে দেখেছো?

—"সাজানো বাগান শুকিযে গেল"—নাঃ, আমাব আব গিবিশ ঘোষকে দেখা হযনি। তবে তাঁব ছেলেকে দেখেছি। দানিবাবুকে। দানিবাবুই কি কিংবদন্তি হিসেবে কম যান? আতুতুতু কবে আধো আধো বুলিতে কথা কইতেন। ঠিক তেমনি কবেই মঞ্চে অভিনযও কবতেন—দানিবাবু কেন, আমবা আবাব স্বযং অমৃতলাল বসুকেও দেখেছি—

—ঈস-স—বসবাজ?

—হাযবে তখন কিছু জ্ঞানই ছিল না। জানতুম না মোটে কী জিনিস দেখছি। কাকে দেখছি। ঠিকমতো মূল্য দিতে পাবিনি সেসব অভিজ্ঞতাব।

—থাক থাক, অত কথা বলে কাজ নেই। আবেকদিন শুনবো।

—আরেকজনকে দেখেছিলুম।

—বিবেকানন্দকে?

—তাঁকে তে দেখিনি, তবে সিস্টাব নিবেদিতাকে আমবা দেখেছি। তাছাডা আমি ইযে, সাবদা দেবীকেও দেখেছি। শ্রীমা, আব কি। তাঁকে দেখাব ভাগ্য হযেছিল।

—সে কি? এতদিন বলোনি কেন? এত বড একটা কথা চেপে যাচ্ছিলে?

—বলবাব কী আছে? কী হবে বলে?

—কোথায দেখলে? দক্ষিণেশ্বরে?

—না, অন্য জাযগায। বাগবাজাবে। উদ্বোধনে।

—উদ্বোধনে? ওখানে তুমি কেন গিযেছিলে মা? সাবদা দেবীকে দেখতে?

—নিবেদিতা স্কুলে ভর্তি হতে গিয়েছিলুম। চপলা দেবী নামে একজন বালবিধবা মহিলা নিবেদিতা স্কুলে ভর্তি হযে শিক্ষিকা হযে, বোর্ডিংযেব সুপাবিন্টেনডেন্ট ও শিক্ষযিত্রী হযেছিলেন। উনি খুব স্ত্রীশিক্ষায উৎসাহী ছিলেন। চপলা দেবীব কাছে গিযেছিলুম। সেখানে গণেন মহাবাজেব সঙ্গে দেখা হল। তিনি যাচ্ছিলেন উদ্বোধনে শ্রীমাব কাছে। আমি তখন ১৫-১৬ বছবেব মেযে। গণেন মহাবাজ যাচ্ছেন শুনেই আমিও যাব বলে নেচে উঠলুম। খব ঔৎসুক্য উদ্দীপনা ছিল। ওই গণেন মহাবাজই শ্রীমাব কাছে নিযে গিযেছিলেন। তাঁব সর্বত্র অবাধ গতি ছিল। খুব পবোপকাবী মহৎ মানুষ ছিলেন। নন্দলাল বসুব ছবি নিজে সেধে নিযে গিযে ধনীদেব বাডিতে বিক্রি কবে দিতেন। আজকাল তেমন গণেন মহাবাজেব নাম শুনি না কোথাও। অথচ এককালে—

—মা, সারদামণিকে তোমার কেমন লাগলো?

—আমি তখন ছোটো তো—কীই বা বুঝি, আমার মনে হয়েছিল সারদামণি গ্রাম্য সরল সাধারণ গিন্নি। ঘরকন্না, নিজের ভাই, ভাইপো-ভাইঝিতে তাঁর মন ছিল। তাঁর মধ্যে লোক ঠকানোর, রং চড়ানোর, মিথ্যের বা কৃত্রিমতার কোনো ব্যাপারই ছিল না। তাঁর সরলতা ও সততা ছিল অসামান্য। যজমানই হলো ভাত-ভিত্তি বামুনদের। তিনি সেটাই বুঝতেন, তাই তাঁর মন্ত্রশিষ্যদের প্রতি অগাধ স্নেহ ছিল। অন্যদের দিকে ততটা মন দিতেন না বোধ হয়। অন্তত আমি তো তাই দেখেছিলুম। একেবারেই অকৃত্রিম, সোজা মানুষ। লোক-দেখানো কিছুই করতেন না। সেজন্যে তাঁর প্রতি খুবই শ্রদ্ধা হয়েছিল, পরে। প্রথমে কেমন একটা ধাক্কা লেগেছিল।

—ধাক্কা? কেন মা?

—তখন তো আমরা সদ্যকিশোরী, ব্রাহ্মসমাজ প্রভাবিত, নাগরিক স্মার্টনেসের মোহে বিমোহিত। তখন ওঁকে মনে হয়েছিলো গ্রাম্য। ওঁর অকৃত্রিমতাকে গ্রাম্যতা মনে হয়েছিলো। সেটা ঠিক নয়। এখন বুঝতে পারি।

—সে তো রামকৃষ্ণদেবকেও গ্রাম্য মনে হয় শ্রীমার লেখা থেকে। ওঁরা গ্রামের লোক, গ্রাম্যই তো ছিলেন। তাতে হয়েছেটা কি? এটাই তো স্বাভাবিক। তাই না?

—তোমাদের এখন যেমন গাঁ নিয়ে মাতামাতি—কেননা শহর এখন পুরনো হয়ে গেছে, ফোক সং, ফোক টেল, ফোক ডান্স, ফোক কালচার। আমাদের সময় তো তেমন ছিল না। তখন কলকাতা শহর নিয়েই আসল মাতামাতির যুগ। নাগরিকতা তখনও নতুন। বুদ্ধদেব বসুদের লেখা পড়ে বোঝো না? এখন মহাশ্বেতার কল্যাণে গ্রাম, উপজাতি এরা সবাই মান্যগণ্য হয়েছে। তখন ঠিক তা ছিল না—জানিস।

—কেন? তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ এরা সবাই তো গ্রাম-জীবন নিয়েই লিখেছেন। শরৎচন্দ্রও তো তাই।

—তবুও, গ্রাম্যতাটা আলাদা করে গুণের কিছু ছিল না। জীবনের অঙ্গ ছিল। এখন তোমাদের কীসব ব্যাক টু নেচার না ব্যাক টু ভিলেজ, ব্যাক টু দি রুটস না কীসব শহুরে কায়দা হয়েছে না—তখন তো তা ছিল না। এখন যে জিনিস যতটা গ্রাম্য, ততই তার কদর শহুরের কাছে।

—আচ্ছা মা, সারদামণিকে কেমন দেখতে ছিল? ছবিতে যেমন দেখি, তেমনি সুন্দর?

—ঠিক তেমনি সুন্দর। খুব সুন্দর শ্রীময়ী, লাবণ্যময়ী, গেরস্থ বউ যেমন হলে চোখে ভাল লাগে তেমনি। বেশ স্নেহময়ী মাতৃমূর্তি ছিলেন। হয়তো আনন্দময়ী মার মতন ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন না। আনন্দময়ী মাকে অল্প বয়সে তো দেখিসনি।

—তুমি দেখেছিলে বুঝি?

—তা দেখেছি। কিন্তু সারদামণির মতই তিনিও মাতৃমূর্তি ছিলেন, এমন-কি অল্প বয়সেও।

—মাসিমা, আপনি এখন ওষুধটা খেয়ে নিয়ে এবার একটু বিশ্রাম করুন। এত কথা বলবেন না—

—থাক মা, সত্যি এখন আর কথা বলে কাজ নেই—ওষুধটা খেয়ে চুপচাপ থাকো কিছুক্ষণ।

—কেন? তোদের আরাধ্যা দেবী আগাথা ক্রিস্টির সঙ্গেও তো আমি বেশ দশবারো দিন ছিলুম। হেলসিংকিতে। দাও ওষুধ? কই, দাও। আগাথা চেন স্মোকার।

—হ্যাঁ? সত্যি? আগাথা ক্রিস্টি? তিনি তোমার সঙ্গে কি কথা বললেন?

—বেশি না। উনি কেবলই ফ্রেঞ্চ বলছিলেন কিনা সকলের সঙ্গে। আমি যদি-বা কষ্টে-সৃষ্টে দু ছত্তর ইংরিজি বুঝতে পারি, ফরাসি তো গোমাংস। তাই বেশি কথাবার্তা হয়নি। তাছাড়া...

—তাছাড়া?

—তাছাড়া উনি বেজায় অহঙ্কারী মহিলা ছিলেন, অন্য মেয়েদের খুব একটা পাত্তা দিতেন না। ঐ যে একের পর এক সিগারেট খেয়ে যাচ্ছেন, আমারও দেখতে ভাল লাগতো না। অবশ্য তাঁরও ঠিক এশীয়-টেশিয়দের সঙ্গে কথা বলতে, কালা আদমিদের সঙ্গে মেলামেশাতে বিশেষ উৎসাহ ছিল না। এক ওই, হোচিমিন-এর সঙ্গে, ফ্রেঞ্চে একটু-আধটু কুশল বিনিময় ছাড়া।

—কে? হোচিমিন বললে কি? মা?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ ইন্দোচায়নার, এখন তোরা তো বলিস ভিয়েৎনামের, কবি এবং বিপ্লবী নেতা হোচিমিন রে।

—একটু একটু ঘনাদার মত শোনাচ্ছে কিন্তু মা। কিছু মনে কোরো না। একটু নয়, ভীষণ।

—তাহলে শুনিসনি, কে সেধেছে?

—সত্যি সত্যি হোচিমিন? মা? ও মা?

—এর পরে তোকেই তোর নাতিনাতনী বলবে—অ্যাঁ? সত্যি সত্যি মহাত্মা গান্ধীকে দেখেছিলে? কুইন এলিজাবেথকেও দেখেছিলে? অ্যাঁ—রবি ঠাকুরকেও? সত্যি সত্যি সত্যজিৎ রায়কে চিনতে? তখন তুইও ঘনাদা হয়ে যাবি। সত্য তো মিথ্যার চাইতেও বেশি অবিশ্বাস্য রে।

—অ। বেশ। তাহলে বলো, আগাথা ক্রিস্টি হোচিমিনের সঙ্গে ফ্রেঞ্চে গল্পগুজব করতেন সিগারেট টানতে টানতে, আর তুমি কি করতে সেখানে?

—কিছুই বুঝতুম না, আর খুব বোকার মতন মুখ করে বসে থাকতুম। তোর বাবার সঙ্গে গল্প করতুম। ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড রাগ হতো। নাঃ, আগাথাকে কিন্তু একদমই ভালো লাগেনি আমার—ভয়ানক উন্নাসিক—

—আমার কিন্তু খুব ভাল লাগে, মা। ভীষণ!

—বড্ড দাম্ভিক। অবশ্যই দাম্ভিক হবার যোগ্যতা সে রাখে। তবুও। হোচিমিন

কিন্তু ঠিক তার বিপরীত। তিনিও তো কিছু কম জরুরি মানুষ নন! নানান দিক থেকে। আজকের যুগে দেখতে গেলে, ঢের বেশি জরুরি, ইতিহাসে।

—মাগো? হোচিমিন তোমার সঙ্গে কথা বলেছেন?

—কত্তো। আমাদের খুব ভাব হয়েছিল। উনি লাজুক স্বভাবের। কিন্তু অমিশুক নন। আর কি চোখ। কি দৃষ্টি। সত্যি, খুকু, এত সুন্দর চোখ—যেন করুণা ঝরে ঝরে পড়ছে। ঠিক মুনিঋষিদের মত দেখতে রে—মানুষের প্রতি মমতা, করুণা যেন উপচে পড়ছে—এমনি চোখের দৃষ্টি ছিল তার—কখনো কখনো কবিগুরুর চোখেও অমন মায়াময় দৃষ্টি দেখেছি আমরা, আর কখনো কখনো গান্ধীজীর চোখেও। কিন্তু হোচিমিনের চোখ সর্বদাই ওইরকম। আর হাসিটা কি বলব—

—কেমন? হাসিটা কেমন? হাসতেন খুব?

—ঠিক একটা শিশুর হাসি যেমন হয়। হঠাৎ হঠাৎ হেসে ফেলতেন। গান্ধীজীর ফোকলা মুখের হাসির মতো। উনি অবশ্য ফোকলা ছিলেন না। রোজই আমরা বিকেলে একসঙ্গে চা খেতুম। উনি চাইতেন এশীয়রা সবাই একসঙ্গে ঘোরেফেরে, একসঙ্গে থাকে-টাকে। এখন যে তোরা থার্ড ওয়ার্লড-টোয়ার্লড বলিস, তখন তো অতশত শব্দের খেলা তৈরি হয়নি। তখন সবে ভিয়েৎনামের যুদ্ধ শুরু হয়েছে। সেই বছরেই দেখা—তখন পৃথিবীটা অন্য রকম চরিত্রের লোকে ভরা ছিল। ইলিয়া এরেনবুর্গ বলেছিলেন—

—তাঁকে আবার কোথায় পেলে?

—তাঁকে তো তুমিও দেখেছো পরে। দিল্লিতে? এশিয়ার লেখক-সমাবেশে? মনে নেই?

—ঠিক মনে পড়ছে না।

—তুমিই তাঁকে বলেছিলে তাঁর তিন বন্ধু না কী যেন বই পড়েছো। আমি তো তাঁর কিছুই পড়িনি। আমাদের প্রথম দেখা হেলসিংকিতে। উনিও ছিলেন। পীস কংগ্রেসে।

—মা, আমার কিছু মনে নেই।

—অতি দুর্ভাগা মেয়ে মা তুমি। তোমার কি শলোকভকেও মনে নেই?

—শলোকভ? মানে কোয়ায়েট ফ্লোজ দ্য ডন?

—হ্যাঁ, ধীরে বহে ডন যিনি লিখেছেন।

—আমার তাঁকে কী করে মনে থাকবে মা, আমি কি তোমাদের সঙ্গে রাশিয়া গেছি? আমাকে তোমরা নিয়ে যাওনি—

—অভিযোগ কোরো না, অভিযোগ করতে নেই। কলকাতায় এসেছিলেন শলোকভ। তোমায় কি সেই সভায় নিয়ে যাইনি তা হলে?

—নিশ্চয়ই না। তাহলে আমার ঠিক মনে থাকতোই।

—এরেনবুর্গের কথাটা মনে আছে। তুমি অটোগ্রাফ খাতায় সইও করে নিয়েছিলে এরেনবুর্গের। খুঁজে দেখো, শলোকভই আমাকে চামড়ার ওই বাদামী রঙের বইয়ের

মলাটটা দিয়েছিলেন সোনালি এনগ্রেভিং করা—তুমি যেটা কেবলই নিয়ে নেবার চেষ্টা করতে।

—যেটা শলোকভের দেওয়া উপহার!

—তোমাকে তখনই একাধিকবার বলা হয়েছে সে কথা। আজই যেন প্রথম শুনলে এরকমভাবে কথা বোলো না।

—ভুলে গেছি মা।

—কোন দিন মাকেও ভুলে যাবে।

—ওঃ হো, সত্যি তো? শ্রীমার কথাটা চাপাই পড়ে গেল—মা, সত্যি! কারটা শুনবো, কার কথাটা তুলে রাখবো?

—ভাগ্যিস অসুখ করেছিল, তাই তো কাছে এসে বসলি দু' মিনিট। না বসলে শুনবি কেমন করে?

—কী করবো মা—সময় হয় না যে মোটেই! বলো, মা. শ্রীমার কথাটা বলো।

—ওই তো। আমি তখন খুবই ছোটো। যদিও বাল্যবিধবা. পড়াশুনোয় ভীষণ আগ্রহ বলে শ্বশুরবাড়ি বাপের বাড়ি উভয় পক্ষই আমাকে ইস্কুলে পড়াতে রাজি হলেন। নিবেদিতা স্কুল তখন মেয়েদের খুব ভাল ইস্কুল। কিন্তু সেখানে নাকি বিবাহিত মেয়ে নেয় না—থাকগে ওসব কথা।

—মা, বড্ড জ্বালাতন করছো কিন্তু। যেই জমে উঠছে, অমনি—বলো দিকিনি শিগগিরি কী হলো—

—হবে আর কী? হলো না।

—তোমাকে ওঁরা নিতে রাজি হলেন না?

—তা নয়, রাজি হবেন না কেন?

—তবে?

—মিথ্যে বলবো না. কেউই নিতে অমত করেননি।

—তবে যে বললে হলো না?

—আমিই রাজি হলুম না।

—কেন মা? কেন? এত বড় সুযোগ—

—এখন মনে পড়লে ভীষণ কষ্ট হয় রে। তাই তো মনে করি না। ছেলেমানুষী ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের মাশুল গুনছি সারা জীবন। বিদ্যে হলো না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ পড়লো না। কতো কিছু জানার ছিলো যথাযথ শিক্ষার অভাবে জানা হলো না।

—মাগো, তুমি কেন রাজি হলে না?

—সে কথা থাক না।

—না না. থাকবে না।

—আপনি ওকে আর উত্তেজিত করবেন না দিদি। বাকিটা পরে শুনবেন।

—না না, উত্তেজিত করার কি আছে? এখনই বলছি আমি। এখনই শুনে রাখুক ও। ওর মায়ের নির্বুদ্ধিতার কাহিনী। ব্রাহ্মসমাজ তো স্ত্রীশিক্ষা প্রসারেই সাহায্য

করেছে চিরকাল। কেবল এই একটিই ব্যতিক্রম আমি। আমার ক্ষেত্রে স্ত্রীশিক্ষা আটকে গেল ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে।

—সে কি? কেমন করে? ওরা বাধা দিলেন?

—তা, একটু দিলেন বইকি।

—যাঃ।

—বিশ্বাস হচ্ছে না তো? বাইরের বাধাই কি জীবনে সব? অধিকাংশ বাধাই তো ভিতরের রে। দেখা যায় না। অথচ অনতিক্রম্য।

—তা বটে। কুসংস্কার যেমন। অদৃশ্য হাত-কড়া।

—ঠিক। মার্জিত রুচির বিষয়ে বাড়াবাড়িও এমনই এক সংস্কার। এক আভ্যন্তরীণ বাধা। যা ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব আমার ভিতরে আপনি গড়ে দিয়েছিলো। সেটা সরিয়ে আমি তোমার শ্রীমার কাছাকাছি পৌঁছতে পারিনি। ছোট মেয়ে ছিলুম, বুদ্ধিশুদ্ধি পাকেনি। এক কুসংস্কার ছাড়িয়ে উঠতে গিয়ে অন্য এক কুসংস্কারের আওতায় পড়ে গিয়েছিলুম। সংস্কারমুক্ত হতে পারিনি। রুচির ওই সংস্কার, আমি ওটাকে কুসংস্কারই বলব, তখন আমাকে শ্রীমাকে বুঝতে বাধা দিয়েছিল। আমারই ওখানে ভর্তি হতে ইচ্ছে করল না তখন।

—কেন? কি হয়েছিল?

—কিছুই নয়। আমরা এ-পাশের ঘরে ওয়েটিং রুমে ওয়েট করছি। মা আছেন ও-পাশের ঘরে। কারুর সঙ্গে কথা বলছেন। আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। প্রণাম করলুম। শ্রীমা আশীর্বাদ করলেন। "ওমা একদম কচি মেয়ে তো—আহা রে। এ বয়সে রেওয়া?"

তারপরেই বললেন, "ওরা কি আমার যজমান?"

আমার সঙ্গীরা বললেন—"না। নয়।"

—"তাহলে ওরা এখন পাশের ঘরে অপেক্ষা করুক। আমি আগে আমার যজমানদের সঙ্গে কথা কয়ে নি। তারপরে ওদের সঙ্গে কথা হবে।" ব্যস ওতেই হয়ে গেল।

—মানে?

—মানে একে তো ওই 'রেওয়া' শব্দ। তারপরেই ওই 'যজমান' শব্দ। গ্রাম্য শব্দ কানে লাগলো। পুজোর পুরুতদেরই তো যজমান থাকে—বাঁধা ঘর। দিব্যাত্মা মহামানবী কেন ওই কথা বলবেন? হঠাৎ এই প্রসঙ্গটা মনে হতেই আর নিবেদিতা ইস্কুলে পড়বার উৎসাহটা রইল না। মার্জিত রুচির ফলস অহঙ্কারে বাধলো। ঐ যে উনি আমাকে যজমান নই বলে একটু অবহেলা করলেন, তাতেও অহঙ্কারে ঘা পড়লো। এখন বুঝতে পারি উনি ঠিকই করেছিলেন। দীক্ষিত শিষ্যদেরই উনি 'যজমান' বলেছেন• আর সত্যিই তো তাদের দাবি আগে। কিন্তু ঐ 'যজমান' আর 'রেওয়া' আমার অন্ধকার ভবিষ্যৎ শীলমোহর করে দিলে। তাই বলছি ব্রাহ্মসমাজী মার্জিত ভাষার প্রতি অযথা শ্রদ্ধা ও দিশি গ্রাম্য ভাষার প্রতি অযথা অশ্রদ্ধাই আমার

পড়াশুনো হতে দেয়নি। ইস্কুলে ভর্তি হবার সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিয়েছি, সেটাই আমার আসল পাপকর্ম হয়েছে। আমার উচিত ছিল না অমন অন্যায় জেদ করা। অহঙ্কারের শাস্তি হয়েছে।

—তোমার গার্জেনরাই বা কী রকম? তাদেরই উচিত ছিল উল্টো জেদ ধরে তোমাকে ভর্তি করে দেওয়া।

—অত মাথা ঘামাতেনই না ছেলেমেয়ের পড়াশুনা নিয়ে তখনকার বাপ-মা। তাঁরা পড়ায় মত দিয়েছিলেন, এই যথেষ্ট। আমিই ভর্তি না হওয়ায় সবাই যেন বেঁচে গেলেন। খুশিই হলেন আমার ওপর। বোর্ডিংয়ে অবশ্য থাকতে দিতেও রাজি ছিলেন না কেউ।

—আশ্চর্য।

—কিছুই আশ্চর্য নয়। যে প্রথাটা যেমনভাবে চলে।

—'যজমান' আর 'বেওয়া' মাত্র এই দুটো শব্দ অ্যালার্জি হয়ে তুমি জীবনের মতো ইস্কুলে ভর্তি হলেই না? এটা ভীষণ খারাপ কথা।

—জানি। তোর মেয়েদের এ গল্পটা কোনোদিন যেন বলিসনি। যা জেদী একেকজন। বড়টি তো একটি মেয়ে-পুলিশ—জাঁদরেল মেয়ে বটে। ওদের এই গল্প কখনো করবে না।

—অতি অবশ্যই করবো। ঐরকম জেদ ধরে বড়দের কথা না শুনলে কী হয় তারা জেনে রাখুক। তাদেরও ধারণা ঠিক তোমারই মতো, যে তাদের মা-টি নির্বোধ। কিছু বোঝে না। তারা কিন্তু মহা চালাক, সর্বজ্ঞানী। ওই করে জেদ ধরেই ফোর্থ সাবজেক্ট পরীক্ষা দিলে না। কতো ক্ষতি হলো, দেখেও এখন আবার জেদ ধরেছে —দ্যাখো।

—ফের কমপ্লেন? কমপ্লেন কোরো না খুকু। বড্ড বদ অভ্যেস। কিছু লোকের কেবল ঘ্যানঘ্যান করা স্বভাব হয়ে যায়। স্বামী আদর করছে না, শাশুড়ি অত্যাচার করছে, ছেলেমেয়েরা কর্তব্য করছে না বা এই এই কুকর্ম করছে—ওফ, খুব বোরিং। তুমি বাছা ওরকম হয়ো না। বি ভেরি কেয়ারফুল, স্বভাবটাকে সচেতন প্রয়াসে নির্মাণ করতে হয়। অমন য্যায়সা-কে-ত্যায়সা চালালে হয় না। বলো দিকিনি, য্যায়সা-কে-ত্যায়সা কার বই? কি বই? নভেল, নাটক, প্রবন্ধ না গল্পের?

—এই শুরু হলো তো পরীক্ষা করা? তবে তুমিও শোনো মা, কিছু কিছু লোকের বড্ড বদ অভ্যাস থাকে। কেবল প্রশ্ন করা আর উত্তর ধরা। মাস্টারির স্বভাব একদম ভাল নয়। ওফ—খুব বোরিং এবং ভয়াবহ। অমন করলে কিন্তু তোমার কাছে কেউই আসবে না মা। আমিও না। আমি এখন চললুম। ঐ তোমার দিনের সেবিকা এসেছে—ওই থাকুক—গুড বাই—

—পারলি না তো? হেরে গেলি তো? ল্যাজ তুলে পলায়ন?

—হারজিৎ আবার কি? একবার বললে জগতে সবচেয়ে সুখী কে বল দিকিনি। একবার বলছো, "য্যায়সা-কে-ত্যায়সা" কার লেখা বই, কী বই। এটা না হয় আমি

জানি, এর পরেরটা তো নাও জানতে পারি? আগেই পালাই।

—জানিস? কী বই? কার বই?

—আমাদের টেক্সট। সুবীর পড়ায়। তাই জানি।

—তুই পড়েছিস?

—এবার কি টেক্সচুয়াল কোয়েশ্চেনস করবে?

—আচ্ছা থাক। যা, কোথায় যাচ্ছিলি, যা। তোদের যুগটাই ফাঁকির আর ফোকরের যুগ। ফোকরের আর ফোকটের।

—যাচ্ছি চাকরি করতে। জ্ঞান দিতে।

—শ্রম বিনা জ্ঞান হয় না। আমাদের যুগটা পরিশ্রমের যুগ ছিল। সলিড জ্ঞান ছিল লোকেদের। তোদের সব ফাঁপা। ফাঁকা। যাঃ পালা। ভাগ। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য—

—মা, তুমি সেরে উঠেই একটা আত্মকথা লিখে ফেলবে? প্লিজ? পুলিনকাকু কত করে বলে গেছেন—

—বিনোদিনী দাসীর মতো?

—তা কেন? রাসসুন্দরী দেবীর মতো।

—দেখলি তো? তোরা উইমেন্স লিবারেশন করিস অথচ ভাবনার বেলায় সেই পুরুষের মতো মেয়েদের সঙ্গে মেয়েদেরই তুলনা করিস। কই বলতে পারলি না তো 'জীবনস্মৃতি'র মতো? কি গান্ধীজীর অটোবায়োগ্রাফির মতো? আর বিনোদিনীর মতো বলতেই অমনি বললি 'তা কেন'? কেন নয়? বিনোদিনীর জীবনই তো বেশি মূল্যবান, শিল্পী-জীবন।

—যা ব্বাবা। তার চেয়ে রথী ঠাকুরের মতো আমিই বরং একটা 'মাতৃস্মৃতি' লিখতে শুরু করি।

—কেন? আমি কি রবীন্দ্রনাথ? খবর্দার ওসব কীর্তি করবি না। লোক হাসাবি না। তোর বাবা অল্প বয়সে খুব সুন্দর ছবি আঁকতেন। কিন্তু আমি ওঁর কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, যে উনি বৃদ্ধবয়সে ছবি আঁকায় ফিরে যাননি। অনেক লেখককেই তো দেখলুম কিনা? বুড়ো বয়েসে একটা রবীন্দ্রনাথ-কমপ্লেক্স দাঁড়িয়ে যায়।

—বাবা আমাকে ছোটবেলাতে ছবি এঁকে চিঠি দিতেন—তোমার কাছেই তোলা ছিল তো মা? সেগুলো কোথায়? কী সুন্দর চাইনিজ ইংকে আঁকা।

—আছে কোথাও। স্মৃতিতে থাকাই আসল। মেটিরিয়াল বস্তুগুলো দিয়ে কী হবে। মেটিরিয়াল বস্তুরা অনেক জায়গা নিয়ে নেয়, জায়গা ফুরিয়েও যায়। বস্তু ধ্বংস হয়ে যায়। স্মৃতি অনশ্বর। কিন্তু স্মৃতির ভাণ্ডার অনন্ত। ওটাই ভরে রাখ, সেই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে।

—আমাদের বাড়ির সব ফার্স্ট এডিশনের বইগুলো তো ক্রমশ স্মৃতির ভাণ্ডারেরই ধনেই পরিণত হয়ে যাচ্ছে মা।

—যাকগে, কী হবে ফার্স্ট এডিশন জমিয়ে। তখন পাগলের মত এসব জিনিসের মূল্য দিয়েছি। এখন, চলে যাবার সময়ে আর দিই না।

—তবে কাকে মূল্য দেবে?

—কেন? যা দেখলি, যা পড়ালি তাই দিয়ে জীবনটাকে, প্রতিদিনের বাঁচাকে কতটা সমৃদ্ধ করতে পারলি। সেটাই সবচেয়ে দামী, সেটাই আসল। তোর জানা দিয়ে তোর দেখা দিয়ে জগতের আর সব মানুষের কতটা উন্নতি, কতটা উপকার করতে পারলি, সেটাই প্রধান, বুঝলি? সব জন্তু-জানোয়ারই নিজের জন্যে আর নিজের অপরিণত শাবকদের জন্যে খাদ্য আহরণ করে বেঁচে থাকে। এতে বাহাদুরীর কিছু নেই। জন্তুরা তার জন্যে কারোর বাহবা চায় না। ছেলেমেয়ের কাছে কৃতজ্ঞতা আশা করে না। কিন্তু মানুষ চায়। সেই তো মজা। আচ্ছা, বল তো—

—আমি চললুম।

—না না, দাঁড়া। আজকাল এই তোদের ফ্ল্যাটে বাস করা স্বামী-স্ত্রী-সন্তানের মনুষ্য পরিবারের সঙ্গে গুহায় বাস করা সিংহ-সিংহিনী-শাবকের পরিবারের কিংবা গাছের ডালে বাস করা কাক-কাকিনী-শাবকদের তফাৎটা কি? কী তফাৎ? বলো আমাকে।

—পারব না। চললুম। ভীষণ দেরী হয়ে যাচ্ছে আমার, যাচ্ছি এবার মা।

—কোথায়? শাবকদের জন্য খাদ্য আহরণ করতে?

—যদি বলো, তাই।

—যাও বাছা, কীটপতঙ্গ ধরে আনো। জৈব ধর্মের সেবা করো। তোমাদের এই অর্থ উপার্জন তো আহার-নিদ্রা-মৈথুনের সঙ্গেই একাত্মক। প্রাণধারণের জন্য অবশ্যকরণীয়। এতে মনুষ্যত্বের ছায়া নেই। পশুরাও কর্মটি করে থাকে।

—তাহলে মানুষের করণীয় কি? খাদ্য উপার্জন না করা?

—ফের বোকার মতো কথা। জীবনধারণের জন্যে করণীয় যা তার ওধারেও কিছু করা চাই তো? মানুষ-জন্ম যখন পেয়েছো? কেবল জৈবকর্মে কালহরণ না করে সৃজনমূলক কিছুতে মন দাও।

—তাতে পেট চলবে না মা।

—কেবল পেটের চিন্তা না করে একটু অন্তরলোকের দিকে মন দাও এবারে।

—মাসিমা, আপনার অক্সিজেনের নলটা খসে পড়ছে—একটু কাত হন এদিকটাতে।

—আঃ, কেবল শরীরের কথা। শোনো খুকু মা, একটু অধ্যাত্মচিন্তার চেষ্টা করো।

—বিকেলবেলা ফিরে এসে করবো মা। এখন একদম সময় নেই, স্নান করা হবে না।

—ওঃ, বহিরঙ্গের স্নানে আর কতটুকু পরিষ্কার হবে মা? অন্তরলোক প্রক্ষালন করতে হবে। তোমরা যে যুগে জন্মেছো, কল্মাষপদ রাজার মতন কেবল পাদুটোই নয়, সর্বাঙ্গই তোমাদের পোড়া কালো—ও তো স্নানে সাফ হবার নয়—কই স্প্রেটা কোথায়? ও বাবা, মেয়ে-পুলিশ যে?

—দিম্মা, এই যে কমপ্ল্যান—দিম্মা। আর একটাও কথা নয়, চটপট খেয়ে ফ্যালো। তারপর একদম চুপ। এবারে আমি এসে গেছি কিন্তু—ব্যস! এ তোমার মেয়ে পাওনি। হ্যাঁ!

এলিজাবেথান সিস্টেম

সিগারেটটা ধরাতে ধরাতে ছোড়দা বললেন—এলিজাবেথকে মনে আছে? ওর একটা বাচ্চা হয়েছে সম্প্রতি। বাস্কেটে শুইয়ে সঙ্গে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মহা খুশি।

—তা-ই? বাঃ। কবে বিয়ে হলো? শুনিনি তো?

—বিয়েই হলো না তো শুনবি কি?

—বয়ফ্রেণ্ড আছে তো? আজ না হোক কাল বিয়ে হবে।

—বয়ফ্রেণ্ড ছিলই না তার কখনও।

—তবে? আর্টিফিশ্যাল ইনসেমিনেশন।

—ধুৎ, সে তো গরুর হয়।

—এখন মানুষেরও হয়—টেকনিক্যাল টার্মটা হয়তো আলাদা। ব্যাপারটা এই —স্পার্ম ব্যাঙ্ক থেকে ব্যবস্থা করে নেয় মেয়েরা। এলিজাবেথও করেছে। বিয়ে-থা'র ঝামেলায় যায়নি।

—বাঃ, কি দারুণ খবর। বাচ্চা-কাচ্চার শখ মেটাতে আর জীবনভোর একটা স্বামী পোষবার ঝক্কি পোয়াতে হবে না। এদেশে যে কবে এমনটি চালু হবে? আমি আহ্লাদে ফেটে পড়ি।

—চালু করে দিলেই হলো। স্পার্ম ব্যাঙ্ক ছাড়া কি বাচ্চা হয় না? ছোড়দা তাঁর পত্নীর দিকে একপলক তাকিয়ে নেন।

—সে অনেক ঝামেলা। কে শুরু করবে ওসব?

—কিস্যু ঝামেলা নয়—ছোড়দার উৎসাহ দেখি প্রচুর।—আমাদের ছেলেমেয়েরা চালু করে দিলেই চলে যাবে। তোমারও পাত্র খোঁজার ঝামেলা নেই, 'পণ দেব কি দেব না'-র নৈতিক চাপ নেই, ওদিকে আমারও পাত্রী দেখে বেড়ানো নেই, 'পণ নেব না যৌতুক নেব'-র সমস্যা নেই, সবচেয়ে বড় কথা বধূহত্যার বন্দোবস্ত করার মস্ত ঝামেলাটাও থাকবে না—বধূই নেই, তো বধূহত্যা। হৈ-হৈ করে হেসে ওঠেন ছোড়দা। যেন বধূহত্যাটা খুব একটা মজার ব্যাপার। বউদি কিন্তু হাসেন না।

আমি বলি—আমার অবশ্য ওসব প্রবলেম নেই। আমি পাত্রও খুঁজতে বেরুবো না, পণও দেব না। পাগল হয়েছো? একটা শাড়ি কিনে দিলে যাদের পছন্দ হয়নি বলে পরে না তাদের বর এনে দেব?

—তা বটে, সুখের মুহূর্তে তোমাব এই বৌদিদি কখনও বলে না, হ্যাঁ! বাবা দিযেছিলেন বটে, একটা বিয়ে। কিন্তু কিছু গডবড় হলেই শুনতে পাই শ্বশুবমশাইকে গালি দিচ্ছে, হ্যাঁ। বাবা দেখেছিলেন বটে একটা পাত্র।

ছোড়দাব কথায বউদি ভ্রূভঙ্গি কবেন। কিছু বলেন না। হাতেব বোনা তেমনি চলতে থাকে। ছোড়দা যত বাকপটু, বউদি তত মিতভাষিণী।

—এই এলিজাবেথান সিস্টেমটা সত্যি ভালো কিন্তু। আমি না বলেই পাবি না—ঘবেব মেযে দিব্যি ঘবেই বইলো। ওদিকে নাতি-নাতনিব সুখও হলো। বিয়ে-থা দেবাব পবিশ্রম নেই, সামাজিকতার ধাক্কা নেই. শ্বশুববাড়িকে তোযাজ করা নেই, এক্কেবাবে আত্মাব আবাম, প্রাণের শান্তি। দারুণ ব্যবস্থা?

—মেযেদেব কেবল যত্ন কবে স্বনির্ভব কবে দেওযা। ব্যস। ছোড়দা সোৎসাহে যোগ দেন—যাতে খেটে খেতে পারে, নিজেব সন্তান নিজেই পালন কবতে পাবে। তোমাব সেখানেই দাযিত্ব শেষ। এরপব মেযেবা মন দিযে কেরিযার গডবে, আর ঠিক সময় বুঝলেই টুকটুকে ফুটফুটে নাতি-নাতনি এনে মা-বাবাকে প্রেজেন্ট কববে। এক্সেলেন্ট অ্যাবেঞ্জমেন্ট।

—সত্যি। কি আরাম না ছোড়দা? মেযেরা ঘবেই থাকবে, বুড়ো হয়ে বাপ-মা'র দেখভাল মেযেদেব মত আর কে করবে? ছেলেব বউ নেই বলে অভাব বোধ হবে না। আর যাদের ছেলেব বউ আছে তাদেবও আর সেই বউয়ের মুখ চেযে থাকতে হবে না। মেযেই দেখবে। বুড়ো বযসেব উদ্বেগটা অনেকখানি কমে যাবে।

মুখভর্তি ধোঁয়া ছেড়ে ছোড়দা বলেন—যা বলেছিস। মেয়েদের সময়ও বাঁচবে অনেকটা। স্বামীর খিদমৎ খাটতেও হবে না, দেশের এনার্জি সেভিং হবে। সমাজেব অন্য জরুরী কাজে লাগবে সেটা।

—সবদিক থেকে সুবিধে ছোড়দা। বেচারা মেযেগুলোকে আব অচেনা পরিবারের সঙ্গ কষ্টেসৃষ্টে মানিযে নিতে হবে না. দেশে বউ পোড়ানো বন্ধ হযে যাবে। আমিও ডবড কবে উঠি।

—পণ-দৌরাত্ম্যও মিটে যাবে, ভাব কত ভালো, ডিভোর্সও হবে না. খোরপোশেব মলা হবে না, শাশুড়ি-বউ ঝামেলা হবে না, চিবকাল ছেলেগুলো মাযেব আঁচল ধবে বসে থাকবে আর মাযেবা মনের সুখে শান্তিতে সংসাব কববে।

—'নয়া প্রজন্ম'ও আটকে থাকবে না, সময হলেই মেযে নাতি-নাতনি এনে কোলে তুলে দেবে। আঃ। কি আরাম। কতো রিল্যাক্সড হয়ে যাবে পৃথিবীর চেহাবা। আমি উচ্ছ্বসিত হযে উঠি।

—ছেলেদেবও খুব মজা—আর বউযেব মন রেখে ভয়ে ভযে দিন কাটাতে হবে না—মজাসে মুক্তপক্ষ জীবন, স্বাধীন।। বলেই ছোড়দা বৌদিব দিকে আডচোখে চেয়ে নেন। বৌদি এতক্ষণ মন দিয়ে বুনেই যাচ্ছিলেন। এবাব বোনা নামিয়ে গলাটি তুললেন—বিয়ে-থা উঠিয়ে দিলে বুঝি ছেলেদেবও খুব আরাম? তুমি তো আচ্ছা

লোক? মেয়েদের মা-বাবার কোলে নাতি-নাতনি আসবে, নবনীতার মেয়েরা ঘরে থাকবে, ওকে দেখাশুনো করবে—খুব ভালো কথা। নিজের কথাটা কি ভেবে দেখেছো? তোমার মেয়ে নেই। দুটো ছেলে। আমার-তোমার কি হবে? ছেলেদের তো খুব ফ্রীডম, খুব আরাম, দায়িত্বহীন 'মুক্তপক্ষ জীবন'—কিন্তু তাদের বাবা-মা? তাদেরও কি আরাম হবে এতে? ঘরে বউ না এলে?

—হবে না? ওই তো বললুম, সারা জীবন তোমার আঁচলের তলায় 'মা-মা' বলে বসেই থাকবে। বউ-টউয়ের ঝঞ্ঝাট হবে না সংসারে।—বৌদি বলে ওঠেন—বাঃ। নাতি-নাতনি? কেবল নবনীতাই নাতি-নাতনি নিয়ে মজা করবে? মেয়ের মা বলে? কেন, আমারও বুঝি ইচ্ছে করে না নাতিকে আদর করতে? বৌদি একটু আহ্লাদে কণ্ঠে বলে। আরও বেশি আহ্লাদে গলায় ছোড়দা বলে ওঠেন—কবে বুঝি? স্বামীকে আদর করে সেটা মেকাপ হয় না? মাঝে মাঝে নাতি ভেবে নিলেই পারো। দুদিন বাদে Second childhood তো হবেই।

—আসলে তুমিই চিরকাল ছোকরা সেজে থাকতে চাও। শশীকাপুর আর সিপ্পির মতন। স্বর কঠিন।

—আরে? হঠাৎ বেচারী শশীকাপুর আর সিপ্পি এর মধ্যে আসে কেমন করে? বলতে যদি দেবানন্দ, তবেও বুঝতাম। ছোড়দা হাঁ-হাঁ করে ওঠেন, বড্ড ইরেলেভেন্ট কথা—

—কেন? কাগজে পড়োনি? নাতি হয়েছে বলে আনন্দে শশীকাপুর সারারাত্তির মদের দোকানে গিয়ে মৌজসে খানাপিনা নাচা-গানা চালিয়েছে, সকালবেলা একেবারে মাতাল। সিপ্পিরও নাতি হয়েছে, তাই সিপ্পিও ঠিক ওই কাণ্ডই করেছে—সারারাত হুল্লোড়, সকালবেলায় মাতাল। ছাই। ওসব আমি ঠিক বুঝেছি। তালে ঠিকই আছে দুজনে।

—মানে? মাতাল হয়নি আসলে?

—মাতাল হবে না কেন? মাতাল হওয়াটা কী এমন কঠিন কর্ম? কেন মাতাল হলো, সেইটে হচ্ছে কথা। নাতি হবার আহ্লাদে, না ছাই। 'শোকে উন্মত্ত' বলে না? ঠিক তাই—'দাদু' হবার দুঃখে।

—দুঃখে?

—না তো কি? ওসবে বোম্বাই-কলকাতায় তফাৎ নেই। নাতি মানেই তো তিন জেনারেশন বয়েস বাড়া। তাই না? তাতে শোক হবে না? কোন পুরুষমানুষটা বুড়ো হতে চায়? সারারাত হুল্লোড় করে জগৎকে দেখিয়ে দিচ্ছে, যৌবন এখনও যায়নি। এখনও হুজ্জতি করতে পারি, ছোঁড়াদের মতই।

—আররে? সরলা অবলা বলেই তোমাকে জানতুম, পেটে পেটে এত? এতকাল ঘর করছি, টের পাইনি মোটে? দ্যাখ, তোর বৌদিকে দ্যাখ একবার। চিনতেই পারছি না!

—পাববে কেন? সে চেষ্টা কি করেছো কখনও?

—করিনি মানে? সেই চেষ্টাতেই তো সাবাজীবন নিযুক্ত আছি—রহস্যময়ীব রহস্য উদ্ধার করাব কাজে প্রাণমন সমর্পণ কবেছি বত্রিশ বছব—ভোব থেকে বাত পর্যন্ত—

—নাকি? তাই বোজ ভোবে উঠে লেকে চক্কব লাগাও? যাতে আমাকে চিনতে সুবিধে হয়? না যাতে নিজেব ভুঁড়িব সাইজ কমে? চুলে যে কলপটি লাগাও, সেও নিশ্চয আমাকে চিনতে? হুঁ, বুঝি না ভেবেছ? খালি এক চিন্তা—বয়েস যেন বেড়ে না যায। তাই তুমি চাও না তোমাব ছেলেরা বিযে করুক। তোমাব ইচ্ছে ওবা চিবকাল 'ছেলে' হযেই থাকুক. 'বাবা' আব হতে হবে না। তাহলে তোমাকেও ঠাকুদ্দা হবার গেবম্ভাবী পোজিশনটা আব নিতেই হবে না।

—ওবে বাবা। এত কুটিলতাও ছিল তোমাব মধ্যে?—ছোড়দা শিহবিত হন।

—থাকবে না কেন? তোমাদের মত কুটিলদেব সঙ্গে ঘব কবতে হয় না? আমি সত্যি কথাটা বলছি, আমিই কুটিল, না, তুমি শাক দিযে মাছ লুকোচ্ছ, তুমি কুটিল? দেশ থেকে বিযেব পর্বপাটই তুলে দিতে চাইছো. যাতে নিজেকে বেশিদিন ছোকবা বাখা যায়। ওই জগিং, ডাযেটিং. কলপেব সঙ্গে এইটেও এক-গোত্তব। ছোটো-ছোটো 'বাবা' হযে থাকব ভাই চিবকাল। 'ঠাকুদ্দা' হব না। নাতি-নাতনি হলে অসুবিধে।

—কেন, ঠাকুদ্দা হলেই বা ক্ষতি কি? আজকালকাব ঠাকুদ্দা সব ইযাং হয, বুঝেছো, আগেব মতন বুড়ো হয না।

—যতই ছেলেমানুষ হোক, বয়েস তো কারুব গায়ে লেখা থাকে না—নাতি-নাতনিব গাযেই ওটা লেখা থাকে, বুঝলে? এই তো দ্যাখো না সিদ্ধার্থশঙ্কব বাযকে। নাতি-নাতনির বালাই নেই. টুকটুকে লাল টি-শার্ট পবে, লাল জুতুযা পাযে খোকাটি হযে ঘুবে বেড়াচ্ছেন। আব জ্যোতিবাবুকে দ্যাখো? নাতনিপরিবৃত হযে, শাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে. গুরুগম্ভীব মূর্তি কবে ঘুরছেন। করবেনটা কি? ঠাকুদ্দার একটা ডিগনিটি আছে না? শশীকাপুববা তো সেটাবই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কবল। তোমাব বিদ্রোহ আবো গোলমেলে, ইনডিভিজুযালেব নয। সাবা সমাজেব চেহাবায হাত পড়বে। ছেলেব বিয়ে বন্ধ।

—বা বে বাঃ। এমন লেকচাব দিতে পাবো তুমি? 'সমাজেব চেহাবা'? গ্র্যাণ্ড, শোনো ওসব বযেস-টযেস নিযে পুরুষমানুষ মাথা ঘামায না. ওসব মেযেদেব এবিযা। তাছাড়া মেযেব বিয়ে বন্ধতে তোমাব আপত্তি হলো না. ছেলেব বিযে বন্ধব বেলাতে ক্ষেপে উঠেছ! এটা বোঝা খুবই কঠিন।

—একটুও কঠিন না। বিযে না হলেও মেযেবা ইচ্ছেমতন 'মা' হতে পাবে। বিযে না করলে কোন ছেলেব কি 'বাবা' হবাব উপায আছে? বিযে বন্ধ কবলে ছেলেবা আজন্ম 'ছেলে'ই থেকে যাবে, 'বাপ' আব হবে না। তোমবাও 'ঠাকুদ্দা' হওয়া থেকে বেঁচে যাবে।

—তার মানে? বিযে না কবে মেযেবা যদি 'মা' হতে পারে, তাহলে বিযে

না করে ছেলেরাই বা কেন 'বাবা' হতে পারবে না শুনি? যতসব যুক্তিহীন মেয়েলি এঁড়েতক্কো কেবল। একই কয়েনের দু'পিঠ তো? ছোড়দা রেগে উঠেছেন দেখেও বৌদি চটেন না।

—মেয়েলি বলো আর এঁড়েতক্কোই বলো, সবই অনর্থক। এঁড়েগরুরা কি মেয়ে? এঁড়েতক্কো মেয়েরা করে না, তোমার মত এঁড়েগরুতেই করে। বুদ্ধিশুদ্ধি খাটাবে না, কথার পিঠে কথা দিয়ে তাস খেলবে কেবল। বলি, ভেবে দেখেছো কি, কয়েনেব একটা 'হেড', একটা 'টেল'? মেয়েরা হেড, তোমরা টেল।—ছোড়দাকে এবাব বীতিমতো বিভ্রান্ত দেখায়।

—তুমি কি নিও-ফেমিনিস্ট নাকি? মেয়েরা হেড, ছেলেবা টেল বলছো? হেঁযালি ছেড়ে সোজাসুজি বলো দেখি কী বলছো?—আমি চুপ কবে গেছি। এখন দাম্পত্যকলহ চলছে—আমার নাক গলানো ঠিক নয়। তবে খুব মন দিয়ে শুনছি। এবং বৌদিকে যদ্দিন চিনি, তার চেয়ে বিশ বছব বেশি চেনা ছোড়দার সঙ্গে। তবু বৌদিব কথাবার্তাই অনেক বেশি অর্থপূর্ণ মনে হচ্ছে—যদিও এই হেড-টেলটা ঠিক বুঝিনি আমিও। ফেমিনিস্ট, নিও-ফেমিনিস্ট—এসব শব্দ উচ্চাবিত হচ্ছে শুনেও আমি চুপ কবে থাকি। বৌদি একাই লড়তে পারবেন, বুঝে গেছি। ছোড়দা আবার চেঁচান:

—বিয়ে না করে মেয়েরা মা হতে পারলে বিয়ে না করে ছেলেরাও বাবা হতে পাববে। একশোবার পারবে। জীবজগতে বিয়ে হয়? বাঘ বাবা হয় না? কাগ বাবা হয় না?

—বাঘের কথা আর কাগের কথা এক নয়। তাছাড়া তাবা ঠাকুদ্দাও হয় না। তুমি তো এলিজাবেথের কথা, আব আমাদের ছেলেমেয়েদেব কথা বলছিলে। বাঘ আর কাগ এতে কোত্থেকে এল? এঁড়েতক্কো কে করে? আসল কথায় এসো।

—আসল কথা? বেশ। আসল কথা এই যে, মেয়েরাও যেমন ছেলেবাও তেমনিই। বিযে না কবে মা, আব বাবা হতে পাবে। ইকোযাল অপাবচুনিটি আছে।

—আজ্ঞে না, সেটি হবার নয়, বিয়ে না কবেও মেয়েবা মা হতে পাবে, কিন্তু ছেলেবা বাবা হতে পারে না। ঘবে একটা জলজ্যান্ত বাবা বসে না থাকলেও মেযেবা দিব্যি নিজে নিজে 'মা' হতে পারে। কিন্তু ঘরে একটা জলজ্যান্ত মা হাজিব না থাকলে কোন ছেলে কি আপসে 'বাপ' বনে যেতে পাবে? পাবে কি? তুমিই বলো। বলতে নেই, বাপ মবে যাবার ন'মাস বাদেও মা হতে পারে কেউ। মা মরে যাবার ন'দিন পরেও কি কেউ বাবা হতে পারবে?—অকাট্য যুক্তি দিয়ে বৌদি চুপ করে যান। আমিও। ছোড়দা ধোঁয়া ছেড়ে অন্যদিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক নির্বাক থাকেন। বৌদিই কথাব খেই ধরেন আবার—

—ওই তো, নবনীতার মেয়েরা। ওরা তো ইচ্ছে করলেই এলিজাবেথেব মতোন, ভগবান না করুন, আপনা-আপনি মা হয়ে বসতে পারবে। সমাজে পাঁচটা সাক্ষী প্রমাণ থাকবে, যারা বলবে যে হ্যাঁ, এর পেটেই বেড়েছে, এর পেট থেকেই ভূমিষ্ঠ

হয়েছে এই বাচ্চাটা। আমবা দেখেছি। কিন্তু তোমার ছেলেরা? টুলু কি বুলু যদি আজ বাবা হয়. তার সাক্ষী প্রমাণ কোথায়? বাচ্চাটা প্রকৃতপক্ষে টুলুবই, সেটাব সাক্ষী দেবে কে? তাব বউটি ছাড়া?

ছোড়দা নিস্তব্ধ হযে তাকিয়ে থাকেন বৌদিব দিকে। বৌদি আবাব বলেন—

—বুঝেছো এবার, বুদ্ধুরাম? বাচ্চাব বাবার সমাজে একটাই মাত্তর সাক্ষী, একটাই. তাব বউ। মায়েব একটা মুখেব কথার ওপরে বাবাব বাবাত্ব টলমল কবছে। আব তো কেউ জানে না প্রকৃত বাবাটি কে?

অবাক হযে পত্নীকে মুগ্ধনযনে অবলোকন কবতে থাকেন ছোড়দা—বুঝতে পাবেন. ভাষণ এখনও সমাপ্ত হযনি। তাঁব চোখে প্রশ্ন ফুটে থাকে। মুখে কথা ফোটে না। এতক্ষণে আমি বলেই ফেলি কথাটা--

—সত্যিই তো? এই যদি কেউ এখন তোমাকে বলে. যে টুলু-বুলুব বাবা তুমি নও, অন্য কেউ, তাদেব কাছে তুমি কেমনভাবে প্রমাণ কববে ছোড়দা. যে তুমিই ওদেব জন্মদাতা? অনেক ডাক্তাব-বদ্যি ল্যাববেটবি-পরীক্ষা, আইন-আদালত কবতে হবে। কিন্তু আমিই যে পিকো-টুলোব মা, সেটা কেউ অপ্রমাণ কবতে পাববেই না—ছোড়দাব আব সহ্য হয় না, বাধা দিয়ে বলেন: তা খুব জানি—তোমাব বউদিকে জিজ্ঞেস কবলেই সবাই জানতে পাববে—

—এগজ্যাক্টলি সেইটাই আমিও বলছি। বৌদি হৈ-হৈ কবে হেসে ওঠেন. আমি যদি সাক্ষী না দিই. তোমার কিন্তু কোনই প্রমাণ নেই যে ওরা তোমাব সন্তান। জগতে কোন বাপেবই থাকে না। বংশবক্ষা তো ছেলেরা করে না, কবে বউই। বউ না হলে চলে? বউ না এলে বংশবক্ষা হবে কি কবে? কে যে কাব বংশধব. সেটা বউ ছাড়া আব কে-ই বা বলে দেবে?

বৌদি আবার বোনাটা তুলে নেন। আমি আব ছোড়দা চোখ চাওয়া-চাওযি কবি। কিন্তু আলোচ্য বিষয়টি আর উত্থাপন কবি না। আমাব মহাভারতের কথা মনে পড়ে যায়। কুরু-পাণ্ডবের বংশবক্ষা তো এই এলিজাবেথান সিস্টেমেই হয়েছিল বলতে গেলে। এখনই ওটা এ-সমাজে চলবে না বোধহয়। হয় অনেকটা এগোতে হবে. নয অনেকটা পিছোতে।

—ছোড়দা, ওসব এলিজাবেথান সিস্টেম এদেশে এখন চলবে না, ভাই। বৌদি খুব একটা ভুল বলেননি। তুমি ববং ছেলেব বিযেব জন্য বেডি হও, টুলুকে প্রাযই একটা বোগা মতন মিষ্টি মেয়েব সঙ্গে রাস্তাঘাটে দেখি আজকাল!

পরভৃৎ

—না বাপু, তোমার মাথাব যন্ত্রণা সারাতে আমি এক্ষুনি বাবা হতে পারবো না। আগে বজনী আব বমেন পাশ করে বেরুক। ততদিনে স্কেলটাও বেড়ে যাবে। ছেলেপুলে হযনি বলে মাথাব যন্ত্রণা হয়, একথা বাপেব জন্মে শুনিনি। চটে-মটে সৌমেন বেরিযে এসেছিল ডাক্তারখানা থেকে। অসহ্য মাথার যন্ত্রণায কষ্ট পাচ্ছে সরমা। নানা রকম চিকিৎসা হযেছে, ব্রজেন ডাক্তারের ধাবণা ছেলেপুলে না হলে ও-মাথাব্যথা যাবে না।

মেঘে মেঘে বেলা হয়েছে সরমার। বিয়ে হযেছে কি আজ? সেই বাইশ বছব বয়েসে এম. এ. পাশ কবেই। সেই থেকেই চলেছে ইস্কুলে চাকবি। দুজনের রোজগার না হলে সংসাব চলবে না। শাশুড়ি নেই, শ্বশুরেব পেনশন পঞ্চাশ টাকা। দুই কচি দেওর, দুই ননদ ইস্কুল-কলেজে। দিনরাত পরিশ্রম কবে সংসাব টেনেছে সরমা আর সৌমেন। বাচ্চা-কাচ্চা হবাব কথাই ছিল না। ছোট দেওব বমেন তখন মাত্র সাত বছবেবটি।

সারাদিন বাচ্চা ঠেঙিযে বাড়ি এসে একদম ভাল লাগাব কথা নয় আবাবও বাচ্চাকাচ্চাব কথা ভাবতে। কিন্তু সবমাব কী যে স্বভাব। নিজেব একটি বাচ্চাব সখ তাব প্রচণ্ড। সৌমেন ধমক দিত, ঘাড়ে দু'দুটো অবিবাহিত বোন, দু'দুটো ইস্কুলে পড়া ভাই, তুমি কি পাগল হলে? ওদেবকেই মানুষ কবো না নিজেব ছেলেমেযেব মতন কবে?

তাই কবেছে সরমা। পনের বছব ধরে। ইতিমধ্যে শ্বশুবেব পাট চুকেছে। তাঁর পেনশান খতম, তাঁব র‍্যাশনকার্ড বাতিল। তাঁর নাতিব মুখ দেখে যাওয়া হযনি।

ইস্কুলে যেতে হবে ভাবলেই মেজাজ খাবাপ হযে যায। আজকাল বাড়ি থেকে বেরুতেই ইচ্ছে কবে না সরমার। নাকে-মুখে দুটি গবম ভাত গুঁজে ছাতি বগলে ছোটা! ইচ্ছে কবে পান মুখে দিয়ে দুপুববেলায় পাখা খুলে, মাদুরে শুয়ে শুয়ে সিনেমাব বই পড়তে। আব থাবড়ে থাবড়ে একটা বাচ্চাকে ঘুম পাড়াতে।

স্বামী-স্ত্রী আর বমেন বাদে বাড়ি খালি হয়ে গেছে, বজনী সজনীব বিয়ে হয়ে গেছে, শোভেনেব দুর্গাপুরে চাকবি হযে গেছে, সৌমেনের স্কেলও বেড়েছে। হয়নি কেবল সবমার ইস্কুল-ছাড়া। মাস গেলেই সাড়ে চাবশো টাকা বন্ধ হয়ে যাবে। অতটা সাহস হয় না। সাবাদিন একশো গণ্ডা অন্যের বাচ্চা ঠেঙানো। আর মা-গুলো কী ন্যাকা। উঃ! ছুটিব ঢের আগে থেকে গেটে এসে ভীড় করবে, হাহা হিহি গুলতানি আড্ডা, দেখলে গা জ্বলে যায় সরমাব। কোনো কাজ নেই, কেবল বাচ্চা পৌঁছনোর নাম কবে পথে পথে ঘোরা। অথচ সরমাব তো ইচ্ছে করে, সারাদিন ধরে কেবল একটাই বাচ্চা নিযে ঘরেব মধ্যে বসে থাকতে।

বাড়ির ঠিকে ঝিটা পর্যন্ত জানত, এতগুলো দেওর ননদদের একটা গতি হয়ে গেলেই বৌদিদির বাচ্চা হবে। তাঁর ছেলেপুলেদের মানুষ করতে হচ্ছে বলেই যে বৌমার ছেলেপুলে হওয়া বন্ধ এটা শ্বশুরমশাইও জানতেন। এবং জানতেন বলে মনে মনে বৌমার কাছে 'চোর' হয়ে থাকতেন। থাকতে থাকতে একদিন তাঁর খালাসের হুকুম এসে গেল।

সজনীর বিয়ে, শোভেনের চাকরির পরেও সৌমেন রাজী হয়নি। কিন্তু বছর তিনেক হল রজনীরও বিয়ে হয়ে গেছে। অবশেষে সৌমেনের কোনো যুক্তিই আর খাটল না।

রমেন সদ্য কলেজে ঢুকেছে। তার বেরুনোর জন্য অপেক্ষা করতে হলে সরমার আর ছেলেপুলে হবে না। সাফ কথা বলে দিল সরমা, প্রাণের ভয় বলেও তো একটা জিনিস আছে? বুড়ি হয়ে মা হওয়া অনেক বেশি রিস্কি। এখনই তো সে বুড়ি হয়ে গেছে। সৌমেন অনেক তর্ক করল—তেত্রিশে আবার বুড়ি হয় কেউ? আঠাশে বিয়ে হল তো সজনীরই।—কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে গেল। একটা শর্তে। চাকরি কিন্তু ছাড়া চলবে না। দুঃখিত হলেও সেটা মেনে নিয়েছে সরমা। দেখা যাবে পরে। বাচ্চাটা হোক তো আগে।

সেও হয়ে গেল দু' বছর। এখনও তো কই সরমার বাচ্চা এল না! চেষ্টার কোনোই ত্রুটি করে না তারা। ব্রজেনডাক্তার সবরকম পরীক্ষা করিয়ে বলেছেন কারুর কোনো দোষত্রুটি নেই শরীরে। দুজনেই সমর্থ, সক্ষম, নির্দোষ। চিকিৎসার কিছু নেই। তবে? তবে কেন হচ্ছে না?

তাবিজ, মাদুলি, শেকড়বাকড়, এমন-কি তুকতাকও করে দেখেছে সরমা। সৌমেনেরও মনে একটা চাপা উদ্বেগ হয়েছে এতদিনে। 'পুরনো-বাসি-বরকে নিয়ে তোমার আর মন উঠছে না—' এসব কথা বলে হালকা করলেও, বেশ বোঝা যাচ্ছে সরমার চেয়েও বেশি টেনশন হচ্ছে সৌমেনের মধ্যে।

কিরকম যেন দোষী-দোষী ভাব করে থাকে। মুখে যদিও চোটপাট করে—'এত মন দিয়ে ভগবানকে ভজনা করলে তিনিও সশরীরে এসে পড়তেন, তোমার সন্তানের ভজনা করা অতি কঠোর তপস্যার ব্যাপার।' ক্রমশ সৌমেন কিন্তু পালটে যাচ্ছে। হঠাৎ হঠাৎ চটে যায়। মেজাজটা খারাপের দিকে যাচ্ছে। আবার একসঙ্গে দু'ডজন রজনীগন্ধা নিয়ে হঠাৎ আপিস থেকে ফেরে। কেমন একটা 'ঘুষ' দেবার মতন ভাব যেন। আজকাল নিজেকে খুব খারাপ লোক বলে মনে হয় সরমার। বর ফুল এনে দিচ্ছে ভালোবেসে, সেটাকে 'ঘুষ' বলে মনে হবে কেন সরমার? আগে দেয়নি বলে? আগে দেয়নি কেন না, তখন শ্বশুর ছিলেন, ভাইবোনেরা ছিল, লজ্জাটজ্জা করত। এখন দিচ্ছে, সে তো ভালো কথা। খুশির কথা। সরমার এত অস্বস্তি কেন হচ্ছে তাতে? সরমা নিজেই নিজেকে চোখ রাঙায়।

তবু, কেবলই ওর মনে হয়, সৌমেন ইদানীং বদলে যাচ্ছে। অথচ বদলটা কিছু মন্দ নয় সরমার পক্ষে। যেমন, সেদিন মাসপয়লায় হঠাৎ একটা সবুজ-সাদা ডুরে ধনেখালি এনে হাজির। সুন্দর শাড়িটা দেখে কোথায় আহ্লাদ করবে, তা না, সরমার মনটা দপ করে খারাপ হয়ে গেল। জোর করে মুখে হাসি এনে বললে, 'বাঃ। কী সুন্দর! কিন্তু কেন বলতো? হঠাৎ কী মনে করে?' কথাটা নিজের কানেই কুশ্রী শোনাল সরমার।—'কী আবার? সেলে দিচ্ছিল, ফুটপাথে ঢেলে শাড়ি বেচছে। তাই ভাবলুম, কোনদিন তো কিছু দেওয়া হয় না তোমাকে—' সৌমেনের কথায় লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করছিল তার। সত্যিই তো. সজনী-রজনীকে বাদ দিয়ে হঠাৎ বৌয়ের জন্যে কাপড় আনলে বড্ড খারাপ দেখায়। এইজন্যেই জীবনেও তার জন্যে আলাদা করে কাপড় আনা হয়নি সৌমেনের। এখন বাড়িতে কেবল ও একা, তাই শখটা মিটিয়েছে। এতে সন্দেহের কী আছে? নাঃ, সরমার সত্যি বয়েস হয়ে যাচ্ছে। সব কিছুতেই মন্দ দেখছে সে। স্বামীর মনোযোগ পেয়ে কোথায় আনন্দ হবে, তা না, ভয়ে সিঁটিয়ে যাচ্ছে। ভেতরে ভেতরে সব সময়েই কেমন একটা প্রশ্ন-উত্তরের ব্যাপার চলছে, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পালা চলছে। বাচ্চা নেই বলেই নিশ্চয় এইসব খুঁতখুঁতুনি। আসলে, সৌমেনকে মাঝে মাঝে চিনতে অসুবিধে হচ্ছে তার। মাইনের স্কেল বেড়েছে, ছোট সংসারে খরচাও কমেছে, তবু, এতটা দরাজ হাতের লোক সৌমেন নয়।

বিছানাতেও তার ধরনধারণ অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। বাচ্চা জন্ম দেবার চেষ্টায় কি এতদূর চারিত্রিক বদল হয়?

যে সৌমেন অনেক বড় লেখকের লেখাকেও 'অশ্লীল' বলে বাড়িতে ঢুকতে দিত না, সেই সৌমেন আজকাল কোত্থেকে সব নোংরা ছবির বই বাড়িতে নিয়ে আসছে। অবশ্য সরমাকে দেখাবে বলেই আনে, কিন্তু সরমা ওদিকে চাইতে পর্যন্ত পারে না। খারাপ খারাপ ছাইপাঁশ ছবি দেখে দেখে সন্তানধারণের আইডিয়াটাই খুব বাজে লাগে সরমার। অতি কষ্টে সে-বই বাড়িতে আনা বন্ধ করেছে সে, 'রমু দেখতে পেলে আমি গলায় দড়ি দোব' বলায় কাজ হয়েছে।

আর বিছানায় এসেও সৌমেন কেমন পাগলামি করে ইদানীং। বাচ্চার জন্যে কি পাগল হয়ে গেল নাকি লোকটা? ঝোঁক তো বেশি ছিল সরমারই—সৌমেনের কোনোদিন বাচ্চার সখ নেই, অতিকষ্টে রাজী করিয়েছে তাকে। কিন্তু এ কী হলো? বেশি বেশি উগ্র, নির্লজ্জ আদরে আদরে যেন বিপর্যস্ত করে ফেলেছে সরমাকে। নতুন বিয়ের ঠিক পরে-পরেও এতটা উদগ্র লোভ তার দেখেনি সরমা।

অথচ সরমার শরীরটা-তো তখনই ঢের বেশি লোভনীয় ছিল। এত আগুন ছিল কোথায় এ্যাদ্দিন? এ কি কেবল বাড়িতে লোকজন কমে যাবার ফল? কী একটা অচেনা ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে সৌমেন আর সরমার মধ্যে। সরমা ধরতে পারছে না। সবই ভালো, অথচ! স্বামী বেশি বেশি আদর করছে এতেও যদি স্ত্রী ভুরু

কুঁচকায়, তবে দোষটা কাব?

সবমাব মাথাব যন্ত্রণার বোগটা ইতিমধ্যে কখন যেন উধাও হয়েছে। নতুন একটা বোগ হয়েছে এখন। মনে হয বুকেব মধ্যে গলাব নলিতে একটা ব্যথা আছে, খুব আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে. বুকেব মধ্যে থেমে থেমে. ধাক্কা দিয়ে দিয়ে নামছে তো নামছেই। গলাব নিচে বুকেব কাছে এই নতুন বাথাটা মাঝে মাঝেই হচ্ছে সবমাব।

অবশেষে গেল মাসে অঘটনটি ঘটেছে। ব্রজেন ডাক্তাব কালই সেই বহু প্রত্যাশিত খববটি দিলেন—'ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন বৌমা. এখন ভালোয় ভালোয কটা মাস কেটে গেলেই হয।' কালীবাড়িতে পুজো দেবে ঠিক করেছিল সবমা। কিন্তু শনিবাবে সৌমেনেব অফিসেব থিযেটাবেব বিহার্সাল। সে যেতে পাববে না কালীঘাটে। বমেন বলেছে নিযে যাবে বৌদিকে। কালীঘাটেব শনিবারের ভীড় কি সোজা ব্যাপাব?

সবমাব সমস্ত শবীব-মন একটা অদ্ভুত শান্তিতে ভিজে বয়েছে। অবশেষে। পনেবো বছব বাদে তিনি আসছেন।

কালীঘাটেব দিকে যেতে-যেতেই খববটা দিল বমেন। বেচাবা খুবই বিচলিত, বেশ ঘাবড়ে গিয়েছে।

—'এইবেলা ঠেকাতেই হবে ব্যাপাবটা বৌদি। যত অফিস ক্লাবেব থিযেটাবে পার্ট করে, আব স্রেফ বদমাইসি কবে বেড়ায। অতি পাজী মেয়ে বৌদি—রুণ্টু, দুলাল ওদেবই পাড়াব মেযে। হালতুব দিকে থাকে। ওবা ভালোমতই চেনে ওকে। তুমি দাদাকে বাবণ কব বৌদি।'

শুনেও না শোনাব মতো চুপ কবে থাকে সবমা। উদ্বেগেব চেযে যেন নিশ্চিন্তই হয বেশি। ভীষণ জটপাকান একটা গেবো যেন এইমাত্র খুলে দিল বমেন।

এতদিনকাব সব কিছু অস্বস্তি. যা কিছু খাপছাড়া ব্যাপার. সৌমেনের সব অচেনা, বেখাপ্পা আচবণগুলো এবাবে সুন্দব ভাবে খাপে খাপে বসে যাচ্ছে।

কঠিন একটা ধাঁধাব সবল সমাধান হযে গেল এইমাত্র।

তাবপরেই যেন বজ্রপাত হয। সমস্ত শবীরে বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে যায় সবমার। এই সন্তান তাহলে কার?

ওই যে নতুন সৌমেন. নির্লজ্জ. কামুক. লোভে অধীব, চোবের মতো, অপবাধীব মতো। স্ত্রীকে ঘুষ এনে দেওযা যে সৌমেন সেই কি সরমাব স্বামী? শয্যায ওই উন্মত্ত উদগ্র যে কামনাব প্রকাশ হচ্ছে ইদানীং. তাব লক্ষ্য সবমা নয়। অন্য কেউ। যাব রুচিপ্রকৃতিব সঙ্গে এই উগ্রতা. নগ্নতা, জান্তবতা মিলে যায. অথচ যাকে শয্যায পায় না সৌমেন। এই শিশুটি যখন জন্ম নিচ্ছিল সরমাব জরায়ুতে, তখন সৌমেনের চোখে ছিল কাব স্বপ্ন? কাব প্রাপ্য বীজ সৌমেন নিরুপায় হযে গুঁজে দিয়েছে

সরমাব রক্তকণিকায়? কাদের স্বপ্নের শিশু এখন বাড়ছে সরমার জরায়ুতে? কাদের সন্তান এখন লালনপালন কববে সরমা তাব রক্তে-মাংসে?

গলাব মধ্যে অদৃশ্য সুপুরিটা আবার বুক চিরে চিরে নামতে থাকে হৃৎপিণ্ডের দিকে। ব্যথা দিয়ে দিয়ে, সময় নিয়ে নিয়ে একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডেব মতো নামতে থাকে সবমাব ভিতবটা পুড়িয়ে দিতে দিতে।

পুজো দিয়ে ফেবাব পথেই মন ঠিক করে ফেলে সবমা।

আজই কাগজে দেখেছে বিজ্ঞাপন। 'সাকশন পদ্ধতিতে বিনা যন্ত্রণায মাত্র দু মিনিটে'—সেটাই ঠিক হবে। এসব তো আজকাল আইনসিদ্ধ হযে গেছে।

ভগবান জানেন. ভগবানেব চোখে সেটাই ঠিক হবে। পনেরো বছব ধবে অন্যেব বাচ্চাদেব প্রাণ ঢেলে মানুষ কবেছে সরমা; ঘবে বাইবে। তাই বলে সাবা জীবন করবে না। সংসাবে পবেব বাচ্চা মানুষ কবা, ইস্কুলে পবেব বাচ্চা মানুষ কবা, আব আপন রক্ত-মাংসেব ভেতবে পবেব বাচ্চা মানুষ কবা এক নয।

চিনতে পাবাব পবেও আর নিজেব বাসায কোকিলেব ছানাকে পোযে না, এমন-কি কাকপক্ষীও। সবমা মন ঠিক কবে নেয।

প্রোপ্রাইটার

ভিড়েব মধ্যে টালমাটাল হযে দবজাব এককোণে দেযাল ঘেঁষে দাঁড়াবাব ঠাঁইটুকুনি পেয়ে যেন বর্তে গেল মিতা। বাসে ওঠার অভ্যেসটা তার নষ্ট হয়ে গেছে, আর এই ঝরঝবে প্রাইভেট বাসগুলো দেখলেই তার ভয কবতে থাকে, মাঝে মাঝে মিনিবাসে চড়াটা তবু খানিকটা শিখে গেছে আজকাল।

পনেবো বছব পবে কলকাতা যেন অন্য একটা শহব। এত ভিড়, এত ধুলো, এত আবর্জনা আর এত রুক্ষতা চারিদিকে। কাবখানাটা এমনই এক পাড়াতে, ট্যাক্সি, মিনি কিছুই মেলে না। গাড়িটা না থাকলে এই প্রাইভেট বাস ভিন্ন উপায় নেই।

সামনের দবজা দিয়ে উঠেছে, লম্বা লেডিজ সীটটা ভর্তি। মোটা মহিলাটি মানুষ ভালো, নিজে থেকে হাত বাড়িয়ে মিতার ব্যাগটা টেনে নিয়ে কোলে রাখলেন। এবার দেয়ালে ঠেকো দিয়ে খানিকটা জুত করে দাঁড়াতে পারলো। ব্যাগটা চেয়ে নিয়ে ভাড়াটা বেব কবে বাখতে হবে এক ফাঁকে। সামনের আযনাতে হঠাৎ নিজেব মুখটা দেখতে পেযে বেশ খুশি-খুশি অবাক লাগলো মিতাব। নাঃ, তেমন ক্লান্ত, বিধ্বস্ত. মলিন দেখাচ্ছে না তো? যা পরিশ্রম গেছে এতক্ষণ কারিগরদের সঙ্গে।

বিদেশ থেকে তাঁরা ফ্যাশন ডিজাইনস পাঠাবেন, আব দিশি কারিগরদেব সেই ডিজাইন বোঝানো কি সোজা কর্ম? এখানে কাবিগবি সস্তা, চামড়াও সস্তা, যত্ন নিয়ে কাজটা করাতে পাবলে ব্যাবসা জমে যাবেই। মিতা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করায়, বিদেশেব নামী কোম্পানিকে সাপ্লাই দেয় সে। কৃষ্ণানকে দেখাব আগে পর্যন্ত মিতাব ধাবণা ছিলো সাউথ ইন্ডিযানবা ব্যাবসা কবে না, চাকবি-বাকবিতে প্রবল উন্নতি কবাই তাদেব বৈশিষ্ট্য। কৃষ্ণান এই ধাবণা ভেঙেছেন। তাঁব এক্সপোর্টের ব্যাবসা জমজমাট। কাঁধে-কাঁধ মিলিযে খাটে মিতাও। আশ্চর্য ধীর স্থিব প্রকৃতি কৃষ্ণানেব, গত পনেবো বছবে তেমন ঝগড়াঝাঁটি স্মবণেই আসে না মিতাব। অথচ কতবকম অদলবদলেব ভিতব দিযে যেতে হযেছে। মালটিন্যাশনাল কোম্পানিব বিসেপশনিস্ট থেকে মিতা নিজেই আজ কতগুলো কোম্পানিব ডিবেক্টব। ক্যামাক স্ট্রিটেব দশতলায প্রশস্ত পেন্টহাউস তাব। না, বাসে তাকে চড়তে হয না। নেহাৎ গাড়িটা কারখানায তাই। অন্য গাড়িতে মা গেছেন বড়মামীকে দেখতে। না, কৃষ্ণান তাব কোনো কষ্ট বাখেননি। মেযেটা পড়ছে কার্সিযঙেব কনভেন্টে, এই গোর্খাল্যাণ্ড নিযে তাব বাবাব উদ্বেগের শেষ নেই। বোজ দু'বেলা ফোন কবছেন কৃষ্ণান, আব বলছেন, "তুমি যাও, গিয়ে বমিকে ফেবৎ আনো"—কেন বে বাবা? ইশকুল ভর্তি আবো তো মেযে বযেছে? এত আদিখ্যেতা কিসেব? তাছাড়া বমি তো বাঙালিও নয। তাব ভযটা কী? জামাইয়েব সঙ্গে শানাইযেব পোঁ ধবেছেন বাবা মাও। কি কবে বোঝাবে তাঁদেব যে এই সময়ে পড়াশুনো ডিস্টার্ব কবলে ক্ষতি হযে যায? এখানে এসে নতুন কবে অন্য ইশকুলে ভর্তি করা স্বপ্ন কল্পনাব তুল্য। বমি মেযেটা মিষ্টি, কিন্তু বেশ শক্তপোক্ত আত্মনির্ভরশীল হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই একা একা একটাই হোস্টেলে থাকাব লাভ এটা। মিতা যে বাবা মাব সঙ্গে সমানেই ঘুবে বেড়াতো নিত্যি বদলি হযে, দশবাবোটা ভিন্ন ভিন্ন ইশকুলে পড়েছে, তাতে ওব ক্ষতি হযেছে অনেক। এটা কাকে বোঝাবে? বমিব সে-ক্ষতি হতে দেবে না সে।

মনে মনে ভাবতে ভাবতে বাসেব ভিতবেব দেওযালে, ঠিক তাব চোখেব সামনেই যে সাবিবদ্ধ ইংবিজি হবফগুলো ক্যাটকেটে হলদে বং দিযে লেখা আছে সেদিকে আলগা ভাবে চোখ ফেলে রেখেছিল মিতা। বমি যেমন "ঠোঙা ভবা বাদামভাজা খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না" তেমনি অক্ষবগুলোকে মিতা দেখছিল, কিন্তু পড়ছিল না।

হঠাৎ সমস্ত শবীবেব ভিতব, গভীব, গভীব থেকে একটা কাঁপুনি উঠলো তার। সাবা গাযে কাঁটা দিল।

ওটা কী?

ওখানে কী লেখা? বাসেব দেযালে?

কার নাম ওটা?

লেখাগুলো এক মুহূর্তেই যেন নাচতে নাচতে ভাসতে ভাসতে ঝাপসা হযে

মিলিয়ে যেতে শুরু করে দিল।

মন শক্ত করে. চোখ স্পষ্ট করে, আরেকবার তাকালো মিতা। পড়বার চেষ্টা করলো। ওই তো।

ওই তো স্পষ্টই লেখা আছে। একটা নোটিসের মতো।

শ্রী শুভাশিস মজুমদাব বি. এসসি.
১৩২/২ সি গোবিন্দ ঘোষাল লেন
ভবানীপুব, কলকাতা ২৬।

প্রথমে নাম

তাবপব ঠিকানা।

হ্যাঁ, সেই ঠিকানাই।

ওই নামে তো কতো লোকই থাকতে পাবে।

কিন্তু ওই ঠিকানাতে?

ওই ঠিকানাতে ওই নামেব মাত্র একটি মানুষই পৃথিবীতে থাকা সম্ভব। শুভমিতাব শুভ আব দেবাশিসের আশিস মিলিয়ে যার নাম বাখা হযেছিল শুভাশিস।

পনেরো বছব আগে তাব বয়েস ছিল ন' বছব। শাদা শার্ট, খাকি হাফপ্যান্ট পবে লাফাতে লাফাতে ইশকুলে যেতো। একদিন ইশকুল থেকে ফিরে আব তাব মাকে খুঁজে পায়নি।

কেমন আছে সে। কতো বড়ো হযেছে এই বাসখানার মালিক? এখন কেমন দেখতে হয়েছে তাকে? মিতাব গলায় দলা জমে, বুকেব মধ্যে মুচড়ে মুচড়ে একটা ব্যথা ক্রমশ জেগে উঠতে থাকে—পনেবো বছর ধবে চাপা দিযে বাখা একটা ক্ষতস্থান যে এখনও এমন কাঁচা ছিল, কে জানতো? এখনও এত রক্ত ঝরতে পারে, কে জানতো?

শুভাশিস মজুমদাব।

ব্রাউনপেপারে মলাট দিযে প্রত্যেকটা নতুন পাঠ্যবইয়েব ওপর কত যত্ন করে লিখে দিতো তার নামটা তাব মা।

"তোমাব শুভ. আর আমাব আশিস এই দুইয়েব সম্মিলিত মঙ্গলে মিলিযে যা প্রচণ্ড কল্যাণ হযে যাবে না ছোকরাব—মাথায় অ্যাটম বম পড়লেও কিছু হবে না"—বলে অট্ট হেসেছিল দেবু। সদ্যোজাত শিশুর মাথায় অ্যাটমবোমা পড়ার বসিকতাটা মোটেই ভালো লাগেনি শুভমিতাব—"চুপ কবো তো? যতো কুকথা!" এক ধমক লাগিয়েছিল সে।

সেই শুভাশিস।

—শুভাশীস নয়, শুভাশিস। সবাইকে বানানটা শিখিয়ে দিতো দেবু। শুভা হেসে লুটিয়ে পড়তো। গোবিন্দ ঘোষাল লেনের আধো-অন্ধকার ঘবে যখন সে ক্লান্ত শরীবে ফিরতো. আস্তাকুঁড়ের পচা মাছেব আঁশ আর মরা বেড়ালছানা এড়িয়ে বকের মত

লম্বা লম্বা পা ফেলে, যে-বাচ্চাটা ছুটে এসে "মা" বলে জড়িয়ে ধবতো, অন্ধকাব ঘরটাতে এক মুহূর্তেই রোদ্দুর ছড়িয়ে দিতো যাব হাসি-কথা, সেই শুভাশিস।

ওই ঠিকানা তো ভুল হবাব নয়। দেবুব ঠাকুর্দার তৈরি চকমিলানো উঠোনেব বাড়ি। এখন কমতে কমতে মাত্র ক'খানা ঘব, একটু কবে দালান, এক চিলতে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। শরিকেব বাড়ি। দেবুব ঠাকুর্দাব বিয়ে কবাব নেশা ছিল। তিন বউ। সতেবোটি জীবিত পুত্রসন্তান। মিতাব বাবা মাব ওটাতেই আপত্তি ছিল। নাতিবও যে স্বভাব ঠাকুর্দাব মত হবে না, তা কে বলতে পাবে? তবু মত দিয়েছিলেন। উপায় ছিল না। মেয়েব জেদেব কাছে হাব মানতেই হল। মালটিন্যাশনাল কোম্পানির কনিষ্ঠ কেরানি, কবি দেবাশিস মজুমদাবকেই বিয়ে কবে ফেলল শুভমিতা দাশগুপ্ত, অনেক চেনাশোনা যোগ্যতর পাত্রকে নিরাশ কবে। না, দেবুব বাবা মা তাকে অনাদর কবেননি। দেবুর ছোট দুই বোন আনন্দে অস্থিব হযে পডেছিল সুন্দবী বউদিকে পেযে। দেবুব দাদা বউদি একটু দূবে দূবেই থাকতেন, বউদিব সঙ্গে তাব ভাব হযনি বিশেষ, দশ বছব ঘব করেও দুই জা দুই বোনে পবিণত হযনি। ওদের ভাগে ঘব মোটে চাবটে। দুই ভাই দুই বউ নিযে বড় দুই ঘবে থাকে। বাবা রাত্রে বসাব ঘবে শোন। মা দুই মেযেকে নিযে ছোট ঘরটায। সেখানেই তাব পুজোর সরঞ্জামও। হ্যাঁ, বাবোযাবি ঠাকুববাড়ি একটা আছে ছাদেব ওপর মার্বেলের চিলেকোঠায। কিন্তু সব বউযেবই ঘবে ঘবে নিজস্ব ঠাকুর। যেমন প্রত্যেকেব উনুন আলাদা, বান্নাঘব "ভিন্ন" হযেছে, তেমনি পুজোব ঘবও। ঠাকুবও যাব যাব তাব তাব।

শুভমিতা মফঃস্বলেব মেয়ে। ইঞ্জিনিয়াব বাবার বদলির চাকবি, ঘুবে বেড়িয়েছে সারা ভারতবর্ষ। জযেন্ট ফ্যামিলিব অভিজ্ঞতা তার কোনদিনই ছিল না। শ্বশুববাড়িতে এসে মুহূর্তে মুহূর্তে মোহভঙ্গ হতো। চাবী বন্ধ ঠাকুরঘবটি তাব অন্যতম। বৃহস্পতিবার কবে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিযে লক্ষ্মী পুজো হয। প্রতিদিন ভাডা কবা পুরুত এসে ফুল বেলপাতা বদলিযে ঠাকুবকে জল আর এলাচদানা দিযে যান তালা খুলে, সেটুকু বউরা কেউই দেয না। কি আশ্চর্য। এতগুলি বউ এ-বাডিতে। শুভমিতা না হয চাকুরে বউ, ইচ্ছে থাকলেও তাব সময় নেই। অন্যেবা? সারা পাড়াতেই যেন মিতাব আসা যাওযা, চলাফেবা, সাজপোশাকেব বেজিষ্টাব আছে—সবাই সব টুকে বাখে তাতে, আব ত্রুটি ধবে। আব এই বড বাড়িটাতে তো ঘবে ঘবে তাব নামে হিসেবেব জাবদা খাতা আছেই। নোংবা বস্তিটা পেবিযে যেতে আসতে প্রথম প্রথম বড্ড ঘেন্না করতো। খোলামেলা পবিচ্ছন্ন সব বাস্তায মফস্বলী কোযার্টাবে মিতা বড হযেছে। তাব হাঁটাচলায়, নাকে রুমাল চাপা দেওযায সেই অনভ্যাসেব অস্বস্তি প্রকাশ পেযে যেত। পাড়াব লোকেবা সেটা ক্ষমাসুন্দব নজবে দেখতো না।

বোজ রোজ সকালবেলা নতুন বউ সিল্কেব ছাপা শাডিটা পবে, নখে-ঠোঁটে বং মেখে, ঘাডছাঁটা মেমেব মতো চুলটি ফুলিয়ে বরেব পাশাপাশি হেসে হেসে আপিস যাচ্ছে, এ দৃশ্য সে-বাস্তা মানুষজন চোখে দেখেনি তাব আগে। মধ্যবিত্ত

বাড়িতে নিয়ম করে পর্দা তুলে বউরা দেখতো, রকে বসে বুড়োরা দেখতো, বস্তির সামনে, কলতলায়, কয়লার দোকানে সর্বত্র মেয়ে-পুরুষ হাঁ করে চেয়ে দেখতো এই বেহায়া বউটাকে। এইভাবে চলল সাত বছর। তার মধ্যে শুভাশিস এলো, ইশকুলে ভর্তি হলো, ননদদের বিয়ে হয়ে বাচ্চা-কাচ্চা হয়ে গেল, শ্বশুর মারা গেলেন, এবং কৃষ্ণান এলেন দেবুর নতুন ওপরওয়ালা অফিসার হয়ে। চাকরিতে দেবুর তেমন কিছু উন্নতি না হলেও জীবনে খুব একটা মস্ত বড় বদল হয়েছে। ইদানিং তার কবিতা পত্রিকা, লেখালিখি নিয়েই থাকে সে। সমস্ত মনপ্রাণ তার পড়ে আছে সেখানেই। অফিস কোন ছার, ঘরেও তার মন বসে না। বাড়িতে থাকেই না বলতে গেলে। শুভা আর শুভাশিস দু'জনেই এখন গৌণ হয়ে গেছে "শিল্পের' মহান দাবির কাছে। একসঙ্গে অফিস থেকে ফেরা কবেই বন্ধ হয়ে গেছে। কবিসাহিত্যিক বন্ধুরা বেজায় নাকি মদ খায়, তাদের সঙ্গে থাকলে একটু আধটু খেতেই হয়। দেবু যখন ফেরে তখন পা ঠিকঠাক পড়ে না। মিতার ঘেন্না করে, অথচ মিতা মদ খাওয়া ঢের দেখেছে। তাদের বাড়িতেই তো বাবার কতো পার্টি হয়েছে। কই—কেউ তো মাতাল হয় না? বমি করে না? সবাই দিব্যি পার্টির শেষে হাসিমুখে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি চলে যায়, দেবুই কেবল টলতে টলতে মাঝরাত্রে ফিরে বমি করে উঠোন ভাসায়। সেই উঠোন বালতির জল ঢেলে ধুয়ে দেয় মিতা। সকালে জ্ঞাতিরা যাতে দেখতে না পায়। জলেরও কষ্ট আছে বাড়িতে, টিউবওয়েল থেকে ধরতে হয়। চৌবাচ্চার জলটা যথেষ্ট নয়। বাড়িসুদ্দুর কুলোয় না। দেবু দিনকে দিন যেন অবুঝ হচ্ছে। মদের ঝোঁকে কাজে ফাঁকি দিচ্ছে, ফাঁকি দিয়ে অফিসে বকুনি খাচ্ছে, বকুনি খেয়ে বেশি মদ খাচ্ছে, মদ খেয়ে কাজে আরও ফাঁকি দিচ্ছে। এত যে ভালবাসার লেখালিখি—ক্রমশ তাও মাথায় উঠলো, অত সুন্দর কবিতা ত্রৈমাসিক "কবিকাহিনী" উঠে গেল শেষ পর্যন্ত। এ কোন দেবাশিস? শুভা চিনতে পারে না। মান অভিমান দূরে থাক, ভালো করে বোঝাতে গেলেও কানে তোলে না—পরদিন থেকে কথা বন্ধ করে দেয়। মা বোঝাতে গেলে ধমকে উঠবে। দাদা বাঁকা বাঁকা কথা বললে সামনে যা পায় তাই তুলে মারতে যাবে। শুভাশিস কেঁদে উঠতো প্রথম প্রথম। বউদি নাকী গলায় ঝংকার দিত। মা ছুটোছুটি করে ঝগড়া থামাতেন। ক্রমশ এমন হলো, আর শুভাশিস কাঁদে না, বাড়ি থেকে বেরিয়ে পালিয়ে যায়। মা নিঃশব্দে কাঁদেন। বউদি নিজের বরকে জাপটে ধরে ঘরে নিয়ে যায়। মিতা শুভাশিসকে খুঁজে আনতে বেরোয়।-দেবু চেঁচাতে চেঁচাতে ঘুমিয়ে পড়ে।

এই যখন নিত্যি রাত্তিরের ব্যাপার, সেই সময়ে একদিন শুভমিতা গিয়ে কৃষ্ণানকে ধরলো। "স্যার। আপনি ওর বস, আপনি ওকে বারণ করুন। বাড়িতে টাকা দেয়া তো দূরে থাক, বসবাস করাও কঠিন করে তুলেছে দেবু—ওকে ডাক্তার দেখান স্যার, যাই হোক কিছু করুন। আমাদের বাঁচান।"

না, বাবার কাছে যায়নি শুভমিতা। বাবা তখনও রিটায়ার করেননি, দুর্গাপুরে

পোস্টেড। কলকাতার কাছেই ছিলেন। বাবা মাকে বলে লাভ নেই। তাঁরা কষ্ট পাবেন. দেবু তাদের কথা শুনবে না। মা উলটে কেবল মিতাকেই দশকথা শুনিয়ে দেবেন —"তখনই তোমাকে বারণ করেছিলাম মিতা। ওসব বনেদি ঘর মোটেই ভাল না —বনেদি ঘরে আমার দারুণ ভয় আর দারুণ ঘেন্না—" না. মিতা ওসব শুনতে চায় না। তার চেয়ে ওই শান্ত, ভদ্র, দক্ষিণী অফিসারটিকেই ধরা ভালো—যে দেবাশিসের ইমিডিয়েট বস। ওপর থেকে চাপ এলে দেবু ঠিকই কড়কে যাবে। বসের কথা প্রাইভেট কোম্পানিতে না শুনে উপায় নেই।

তারপরের ইতিহাস অন্যরকম। বছর দুয়েকের মধ্যে শুভমিতা ও-বাড়ি ছেড়ে লেক রোডের প্রশস্ত দোতলা ফ্ল্যাটে উঠে এল।

কৃষ্ণান শুভমিতার সুব্যবস্থা করতে পেরেছেন. পারেননি দেবাশিসের অভ্যাস বদল করতে। ডিভোর্স পাকা হবার পর মিতার রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হয়ে গেছে কৃষ্ণানের সঙ্গে। কিন্তু শুভাশিসকে সঙ্গে আনা গেল না। সে রয়ে গেল তার বাবার কাছে. গোবিন্দ ঘোষাল লেনেই। আটবছর পূর্ণ হয়ে যাবার পর হিন্দুবিবাহ আইনে ছেলের বাবার কাছেই থাকার কথা। মা অনধিকারী। কৃষ্ণান খুব চেষ্টা করেও শুভর জন্য মিতার মন খারাপ যখন কাটাতে পারলেন না, তখন বম্বেতে ট্রান্সফার হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। বম্বে, বাঙ্গালোর, বম্বে। পাঁচবছরের মধ্যে কলকাতায় আর ফেরাই হল না মিতার। বাইরে থেকে শুভাশিসকে রঙিন চিঠি লিখতো, জন্মদিনে নতুন জামা পাঠাতো পার্সেলে, পুজোতে টাকা। সেসব ফেরৎ আসেনি বটে কিন্তু প্রাপ্তিসংবাদে কোনো চিঠিও আসেনি কখনও। বম্বেতেই জন্মেছে পারমিতা। ঘরে-অফিসে নানান কাজের চাপে, ক্রমে যেতে যেতে একদিন থেমেই গেছে শুভকে চিঠি লেখা, কখন যেন বন্ধ হয়ে গেছে তাকে টাকা পাঠানো, দেবু কিছুতেই ছেলেকে যোগাযোগ রাখতে দেয়নি মিতার সঙ্গে। একপক্ষ থেকে আর কতদিন চেষ্টা চালানো যায় সম্পর্ক রক্ষার?

বম্বে, বাঙ্গালোর, বম্বে। তারপর হঠাৎ ইয়েমেন। আর্লি রিটায়ারমেন্ট নিয়ে চাকরি ছেড়ে গালফ কান্ট্রিতে প্রচুর মাইনের চাকরি নিয়ে চলে গেলেন কৃষ্ণান। মেয়েকে কার্সিয়ঙে ভর্তি করে, দাদু দিদিমার অভিভাবকত্বে রেখে দিয়ে। ফিরেছেন প্রচুর ধনী এবং পাকা ব্যবসায়ী হয়ে। অনেকগুলো ব্যবসায়ে কৃষ্ণানকে অনবরত ঘুরে বেড়াতে হয়: আজ বম্বে, কাল লণ্ডন, পরশু ইয়েমেন, তরশু সিঙ্গাপুর। তবু শুভমিতা এখন সুখে আছে এবং শান্তিতেও। গোবিন্দ ঘোষাল লেনের কথা ওর মনেই ছিল না। বাবা রিটায়ার করে সল্ট লেকে বাড়ি করেছেন। তবু মেয়ের এই ক্যামাক স্ট্রিটের দশতলার ফ্ল্যাটে মাঝে মাঝে এসে থাকতে ভালোই লাগে। মেয়েকে তো বেশির ভাগই একা থাকতে হয়। জামাই ঘোরেন বিশ্বময়। নাতনি থাকে পাহাড়ে। না, শুভাশিসের সঙ্গে যোগ নেই তাঁদেরও। দেবু একেবারেই ছেঁটে দিয়েছে শুভমিতার পরিবারকে শুভাশিসের জীবন থেকে।

বঙ্গেব অফিস থেকেই মিতা খবব পেযেছিল ডিভোর্সের পর 'দেবদাস' না হয়ে গিযে, উলটে, আস্তে আস্তে মদ ছেড়েই দিযেছে বরং দেবাশিস। এখন নাকি দুটো বইও বেবিযেছে বাজাবে কবি দেবাশিস মজুমদাবের। বুক ফেয়ারে একটা দোকানে চোখে পডলেও কেনেনি শুভা। কিনবে না। সে জানতে চায না দেবাশিস কি লিখছে। কি ভাবছে।

শুভা নয, মিতা। বাবাব মিতা, দেবুর শুভা হযে গিয়েছিল। এখন কৃষ্ণানেব কাছে আবাব মিতা। শুধু মিতা।

—"টিকিট?"

এক ঝাঁকুনিতে শুভমিতাকে বর্তমানে ফিবিযে আনে কনডাকটারেব প্রসারিত তালু। ভদ্রমহিলার কোল থেকে ব্যাগটা নিতে নিতে আবেকবাব তাকিয়ে দ্যাখে —প্রোপ্রাইটাব : শুভাশিস মজুমদাব।

পনেবো প্লাস নয়ে কত হয? চব্বিশ বছব? বাঃ। এবাবে আব চিঠিপত্র নয়, নিজে চলে যাবে শুভমিতা। গোবিন্দ ঘোষাল লেনকে আব ভয কবছে না। দেবাশিস এখন আর সবিযে বাখতে পাববে না শুভকে। শুভকে জানানো দবকার যে এই বাসটা ছাড়া আবেকটাও জলজ্যান্ত সচল সম্পত্তিব প্রোপ্রাইটব সে।

মুখর নৈঃশব্দ্য

কী ভীষণ শব্দ কবে বাজ পড়ছে, বিদ্যুৎ-এর জিব লকলকিযে উঠছে, থেকে থেকেই চেটে নিচ্ছে আকাশেব বস। আকাশ ঝেঁপে ভবসন্ধে ঘনিয়ে এসেছে ঠিক দুপুর-বেলায়। যখনই এমন ধড়াস করে দামাল ঝড় এসে পড়ে, বৃষ্টির সঙ্গে ঝুটোপুটি কবতে কবতে ঘব-দোব ভিজিযে দিয়ে যায, তোমার জন্যে তখন মন কেমন করে। তোমাব জন্যেও তখন মন কেমন করে। আব তোমাবও জন্যে। মানুষেব মন কখনোই মনোগ্যামাস নয। মন-কেমন-করার কোনো মনোগ্যামি নেই। অথচ, বিশ্বাস করো তোমরা, তোমাদেব প্রত্যেকেব জন্যেই আমার বুকেব মধ্যে মোচড় দেয়। তোমরা পাঁচজনে পাঁচবকম ভাবে আমাকে কষ্ট দাও। কেউ জানো না, তোমরা কে-উ জানো না। সন্তর্পণে লুকিয়ে রেখেছি। তোমাদেব এই গণতন্ত্র যে মোটেই গণতন্ত্র নয়, এ যে যৌথ সাম্রাজ্য, তা কোনোদিনও জানতে দেবো না, কাউকেই না। এ রাজ্যের সবটা জমি আমি একা চাষ করি। আব সবটা ফসল তোমবা ক'জনে ঘরে তোলো। অথচ তাও তোমাদের জানার মধ্যেই নেই।

তুমি যখন আমার দিকে তাকাও, তোমার তীব্র, গহন অভিমানের দৃষ্টি দিয়ে যখন আমাকে বিদ্ধ করো, আমি চোখ নামিয়ে নিই। স্বভাবত আমি নম্র, স্বভাবত অপ্রগলভা। এমন-কি লাজুকই। চট করে কথা ফোটে না আমার, জিবের আগায় এসে সব জট পাকিয়ে যায়। অথচ মনে মনে আমি কত বাচাল। সারাক্ষণই তো কথা বলি। তোমাদের সকলের সঙ্গেই কথা বলি। রাগ, দুঃখ, অভিমান এমন-কি প্রণয়ের কথাও। তোমাদের সবার সঙ্গেই। অথচ তোমাদের প্রত্যেকের অভিমানের অন্ত নেই আমার ওপর। আমি ঠাণ্ডা। আমি হিম। আমি তোমাদের প্রণয়বাক্য শুধু শুনে যাই। চুপ করে থাকি, সাড়া দিই না। কী জানি কী ভাবো তোমরা আমাকে। ভাবো নির্জীব। ভাবো নিরুৎসাহ। আমার মন সব সময়ে কথার উত্তরে কথা কয়, আমার মুখ থাকে বোবা হয়ে। যে শুনতে পারার সে কি শুনতে পায় না? পাবে না কোনোদিন?

সে কি তুমি? তুমি সবার চেয়ে পাগল, সবার চেয়ে রাগী, নিঃসঙ্গ, আর সবার চেয়ে দুঃখী। তোমার বয়েস তোমাকে ঠেলছে তোমার সামাজিক দায়িত্বের দিকে, আর তোমার মন তোমাকে টানছে অন্য এক বিদিকে—যেখানে তুমি এখনো ষোলো বছরের অবাক চোখে মেয়েদের মনের সামনে থমকে দাঁড়াও। প্রত্যেকটি উষা তোমার কাছে নতুন, পবিত্র—প্রতি রাত্রি আনে যন্ত্রণা, আর প্রতীক্ষা। তোমার দিন যেমন, তোমার রাত্রিও তেমনি—নীরন্ধ্র, পরিপূর্ণ। কর্মব্যস্ত, নয়তো মর্মব্যস্ত। তোমার মতো তাজা তরুণ ওরা কেউ না, কেউ নয়, এমন-কি ঙ পর্যন্ত না। তোমার যন্ত্রণা ফুটে বেরোয় তোমার তীব্র চাহনিতে, তোমার অকারণ ক্রোধে, তোমার মান-অভিমানে। তুমি প্রচণ্ড ঈর্ষুক—অকারণ ঈর্ষায় তুমি জীর্ণ, বিদীর্ণ হও—নিজের বয়স তুলে প্রায়ই আমাকে খোঁটা দাও। বয়স! তোমার আবার বয়স! অবরুদ্ধ বয়ঃসন্ধির শিকার তুমি–কুড়ি পার হতে পারোনি কোনোদিন। তোমার দুটি পুত্রই এখন বাবার সমবয়সী হয়ে উঠেছে। খ, গ, ঘ তো বটেই, এমন কি উনিশ বছরের ঙ-ও তোমার চেয়ে পরিণত, হিসেবি,—তোমার পায়ের তলার মাটি তোমার ঝগড়ুটে স্ত্রী, তোমার দুই নয়নের মণি তোমার পুত্রদুটি। অথচ চিরটাকালই তুমি পথের নেশায় পাথেয় করেছ হেলা। অন্যরা কেউ তোমার মতো না। ওরা বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। ওরা গুছোতে জানে। কেবল খ ছাড়া। খ অন্যরকম। খ গুছিয়ে নিতে চায় না তা নয়, কিন্তু ঘোঁৎ-ঘাঁত জানে না। পারেও না। আত্মবিশ্বাস নেই যে খ'র—খ কনুইয়ের গুঁতো মারতে শেখেনি, জীবনে এগোবে কেমন করে। সবেতেই খ-র রুচিতে বাধে। ওর অহংকারটা বিপরীতমুখী—কাজ গুছোতে অহংকারে বাধে। খ পিছিয়ে থাকে, হাত বাড়ায় না কোনোদিকে। তোমার মধ্যে জোর আছে। এখনও গোঁ আছে ব্রহ্মপুত্রের মতো—এখনও বান ডাকানোর ক্ষমতা আছে তোমার উদ্দাম নাড়িতে। অথচ ইচ্ছে করলেই তুমি শান্ত হতে পারো। সেখানে উঠে আসে তোমার মধ্যে লুকিয়ে থাকা বাকি বছরগুলো, ওইখানে এসে কাঁধ লাগায় অর্ধশতাব্দীর অভিজ্ঞতা। খ'র মধ্যে

জোব কম। সে যেমন কাড়তে জানে না, তেমনি ভেসে গেলে ভাসান ঠেকাতেও জানে না। খ আমাব মতোই লাজুক। আমার ওপবেই ছেড়ে বাখে সব। অথচ আমি জানি এই ধবনের মানুষরা যেই পায়ের নিচে মাটি পায়, অমনি চেঙ্গিজ খান। দুর্বলেব অত্যাচার সবলেব অনাচাবের চেয়েও বেশি কষ্টদায়ক। খ এতটুকু পেলেই আব ছেড়ে দেবে না। লুটে-পুটে ভরিয়ে নিতে চাইবে নিজের অপুষ্ট সর্বস্ব। আঁকড়ে ধববে—ডুবন্ত মানুষে যেমন আঁকড়ায়, তাতে যদি তুমিও ডোবো, ডুববে। তবু ছাড়বে না। আঁকড়ে ধরবে না কেবল গ। গ খেলোয়াড়। তুমি খেলোয়াড় নও। তুমি প্রেমিক। খ-কে প্রেমিকের পার্টে মানায় না. কিন্তু ছাপোষা স্বামীর পার্টে দিব্যি মানাবে—বেবীফুড, র‍্যাশনেব থলি হাতে ওকে সহজেই ভাবা যায়। ভাবা যায় না গ-কে, কিংবা তোমাকেও। তুমি তো পঁচিশবছর ধবে স্বামীর পার্টে ধেড়িয়ে আসছ। আব গ? গ তো ওস্তাদ খেলোয়াড়। সে অলরাউণ্ডার। স্ট্রাইকাবও হতে পারে, গোলকীপাবও হতে পাবে। —তাব মনে সীমার ধাবণাটা খুব স্পষ্ট—ভূমিকাগুলো চমৎকাব অভ্যেস হয়ে গেছে—সর্বদা অনুশীলনেব দ্বারা নিজেকে ফিট রাখে, বোজ নিয়ম কবে মাঠে নামে। বোজ জোটে তার নতুন প্রেমিকা—তা বলে স্বামীব ভূমিকায় সে মোটেই বেখাপ্পা নয়। সেখানেও সে জয়ী, সার্থক খেলুড়ে।

তোমরা প্রত্যেকে নিজের নিজেব মতো সফলতাব সীমায় পৌঁছেছ। তবুও কোথাও রয়ে গেছে একটা ফাঁক—সেখানে আমার জায়গা।—খ আমাব পাণিপ্রার্থী—মোটামুটি যোগ্যতা তার আছে—বিশ্বস্ত, সৎ, উপার্জনশীল। তুমি কি সৎ? আমার সঙ্গে সৎ। কিন্তু তোমাব স্ত্রীব সঙ্গে? তুমি কি বিশ্বস্ত? তুমি কি নির্ভরযোগ্য? তোমাব স্ত্রীর কি রাতের পব রাত একা কাটে না, চোখের জলে ডুবে কাটে না? মাসেব পুরো মাইনে তুমি রেসের মাঠে উড়িয়ে দিয়ে আসো, স্ত্রীর গহনা বাজি ধবে তাস খেলো। সন্তানজন্মের মুহূর্তে স্ত্রীকে হাসপাতালে বেখে দিয়ে নিজে বেশ্যাপাড়ায় থেকেছো বলে অহংকাব কবো। তোমার মন্দপনাব তুলনা হয় না। কলসীব কানাব মতো তীক্ষ্ণ, হিংস্র প্রণয়ে তুমি আমাকে রক্তাক্ত কবে দাও, আমার স্নায়ু ক্ষতবিক্ষত কবে দাও। কিন্তু আমাকে তুমি ঘব দিতে পাববে না। সেখানে তোমাব দোবে ঢ্যাড়াচিহ্ন। তুমি আমাকে দিতে পারবে শুধু বুনো ঘোড়ার মতন কিছুটা নেশা-ধবানো দৌড়। তুমিই ববং আশ্রয়েব প্রত্যাশী—খ যেমন। খ হাত বাড়াতে পাবে না, অথচ নিজেকে ছিঁড়েও নিতে পারে না—ত্রিশংকুর মতো ঝুলে আছে নো-ম্যানস ল্যাণ্ডে। খ আব আমি দুটো রেল লাইনেব মতন চিরদিন প্যারালাল চলব—সমান্তরাল জীবনে—যদি না কোনো জংশনে পৌঁছুই। ওর সঙ্গে প্রণয় হয় না—ওকে দেখলে বুকের রক্ত ছলকে ওঠে না কিন্তু বুক ভবে যায়। তোমাব দিকে চাইলে কিংবা গ-এব স্বরটুকু শুনলেও আমার শবীবের মধ্যে তাড়াহুড়ো পড়ে যায়, কিসের একটা ব্যস্ততা লাগে, একটা প্রস্তুতি শুরু হয়। আর ঙ? তোমারই ভাগ্নে—তাকে তুমি আড়ালে "উত্তীয়" বলে আমাকে খ্যাপাও। কিন্তু সে আদতেই উত্তীয় নয়। কোনোদিন হবেও না। কাবো

জন্যেই নয়। এই উনিশ বছরেই সে দিব্যি হিসেব শিখে ফেলেছে। প্রাণ নিতে শিখেছে, প্রাণ দিতে নয়।

কেউ কেউ হয় শিকাব, কেউ হয় শিকারী। খ হল শিকাব। কিন্তু গ-এর মতই ঙ হচ্ছে জাত-শিকারী। আব তুমি? তুমি আমার মতন। কখনো শিকাব হও, কখনো বা শিকারী। আমার সঙ্গে ঙ-র সম্পর্ক তোমবা কেউ বোঝ না। ঙ নিজে কী যে বোঝে তা সেই জানে। তাব প্রাত্যহিক দর্শনেচ্ছা, তার আকুলতা, তার নরম চাউনি —যাই বলুক না কেন আমি তাতে কান দিইনে। কিন্তু আমাব মন কেমন করে। ঙ-ব কচি গলাব পাকা কথা শুনতে, তোমাব পাকা গলাব কচি কথা শুনতে, গ-ব ভবাট গলাব মিঠে বুলি শুনতে, খ-ব লাজুক তোতলামিব স্বল্প কথা শুনতে —আমাব খুব ভালো লাগে। আমার খুব মন কেমন কবে। গ-ব মতন করে কথা বলতে তোমবা কেউ পাবো না, কেউ না। সে বাক্‌চাতুরীতে ওস্তাদ—কথাব পবে কথা সাজিয়ে তাজমহল গড়তে পাবে সে। তুমি পারো কেবল চিঠি লিখতে, আর তোমাব চেয়েও ভালো চিঠি লিখতে পারেন তোমাব ভাগ্নেটি—ঙ। সে কবি। দেখো—তাব একদিন খুব নাম হবে। সাহিত্যকে তো তোমবা মূল্য দাও না,—দেখো একদিন সাহিত্যই তোমাদেব সবাইকে ছাড়িয়ে যাবে। তুমি যেমন চিঠিতে পাগল কবতে পারো, তেমনি পাগল কবে গ-ব কথা, আর ঘ-ব স্পর্শ। স্পর্শ? হ্যাঁ, সেও তো অনেকদিন হলো। খ-ব শান্ত উপস্থিতিতে পাগল কবাব মতো কিছু নেই—কিন্তু ঙ যখন চুপ কবে চেয়ে থাকে, ওর চাউনির মধ্যেই একটা কী যে জিনিস আছে, আমি ওকে না ছুঁয়ে পাবি না। যে হাতে-তুলে কিছুই নেবে না, তাকে তো হাতে তুলে কিছু দিতে হয়। ঙ চুবি ডাকাতি কবে না, গ-এব মতো, কিংবা তোমাব মতো। গ-ব আছে লোভীপনা। আর তোমাব হলো দস্যুবৃত্তি। পুরুষেব পরম আত্মবিশ্বাস ("আমাব মতো প্রেমিক আব কে আছে ভুবনে?") আমাব মেয়ে বন্ধুদেব নাকি ভালোই লাগে, কিন্তু আমাব ভালো লাগে না। গ সুপুরুষ, সে ধনী, হাইকোর্টে এখন বোধহয় তাব মতন পশাব আর কাবো নেই—চতুর, বিচক্ষণ, পবিশ্রমী সে। মদে ডুবে থেকেও মাতাল হয় না, প্রণয়িনী পবিবেষ্টিত বাত্রিযাপনেব পবে বাড়ি ফিরে গ বউয়েব কোমব ধবে শূন্যে দু'পাক ঘুবিয়ে বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে উদ্দাম প্রেম কবে। তাব আদবেব ঠেলায় বৌয়ের সব মান-অভিমান বাষ্প হয়ে উবে যায়। ভয়ানক মাপ চায়। পায়ে ধবে। বৌয়েব কান্নাব সঙ্গে সঙ্গে নিজেও কাঁদে। তাব ওপব বাগ কবে থাকা যায় না। বৌও পাবে না, সহকর্মীবাও পাবে না, প্রণয়িনীবাও পাবে না। একনিষ্ঠতাব বড়াই সে কবে না—তাব লুকোছাপা নেই। ক্লাবে, কোর্টে, বাড়িতে, সর্বত্রই সে তাব উদ্দাম প্রাণশক্তিব জোয়াব বইয়ে দেয়। সাবাদিন কোর্টে প্রচণ্ড খাটুনিব পব বাড়ি এসে ছেলেমেয়েদের পিঠে নিয়ে ঘোড়া হয়ে ঘরময় হামাগুড়ি দেয়। গ ভুলেও চিঠি লেখে না। তাব আছে টেলিফোন। 'শতং বদ মা লিখ' পলিসিতে বিশ্বাসী, আইনজীবী সে। এক প্রচণ্ড ঝড়ের বাত্রি শেষে তাব ফোন এসেছিল—

এই আজকের মতোই সৃষ্টি ডোবানো বৃষ্টি পড়ছিল সেই সময়ে—"কী, ঘুম ভাঙালাম? কী সুন্দর ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে, তাই তোমার জন্য মন কেমন করল। তোমাদের বাড়ির সামনে কি নৌকো চলছে? কী করছিলে? স্বপ্ন দেখছিলে? নিশ্চয় রঙীন স্বপ্ন? —তুমি তো একটা মুনিয়া পাখি, নিশ্চয় পাখিদের স্বপ্ন দেখছিলে? নাকি ঝর্ণার? নাকি গোলাপবাগানের? তুমি কি কোনোদিন আমার স্বপ্ন দেখবে না, সোনা? আমি যে এদিকে রোজ তোমাকে স্বপ্ন দেখি! ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েও, জেগে-জেগেও। তোমার চোখ দেখি, তোমার ঠোঁট দেখি, তোমার বুক—এ্যাই, দেখি তো চোখ দু'খানা একবার? এই তো দেখতে পাচ্ছি—রাগী-রাগী ফ্লো-ফ্লো। পরনে শাদা রাত্রিবাস। হল না? এই যাঃ। তবে? তবে তুমিই বল। নীলশাড়ি? মেঘের সঙ্গে মিলিয়ে? হলো? দেখলে তো, কেমন পারি? তুমি তো তবুও করুণা করো না সুন্দরী। এই দ্যাখো না খালি বাড়িতে একা একা পড়ে আছি—আজ রবিবার, কোর্ট নেই, দু'দিন হলো মনিলাও বাপের বাড়ি গেছে—একটু এসো না? আসবে প্লীইজ? লক্ষ্মীটি? সোনাটা?"—এইরকম করে ডাকবে। আমি যাইনি। সেও জানতো আমি যাবো না। হয়তো আমার আগে আরো দু'জনকে, আর পরেও অন্তত সাতজনকে ওই একই ভাষায় ফোন করেছে, আহ্বান জানিয়েছে, আদর করেছে। নিজেও তো কই আসেনি। হয়তো আর কাউকে নিয়ে ক্লাবে গিয়েছিল। একদিকে তো বউ অন্ত প্রাণ—আবার এদিক-ওদিকে প্রেম-ট্রেমও করা চাই।

তোমারও তাই। সেই ঝড়ের দিনে তুমিও ফোন করেছিলে। "কী করছ? যাই করো, বন্ধ করো। কোথাও বেরিও না। আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসছি। তোমাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে, এক্ষুনি দেখতে চাই"—পাঁচ মিনিটও হয়নি, কড়া নড়ে উঠল। কাকভেজা ভিজে তুমি এসেছিলে। ঘরের মধ্যে ঢুকেই চেষ্টা করেছিলে আমাকে জড়িয়ে ধরতে। যথারীতি পিছলে গিয়ে তোমাকে এড়িয়ে আমি বসে পড়লাম চৌকিতে —ব্যস্ত হয়ে পড়লাম তোমার ভিজে জামাকাপড় নিয়ে। ও-ঘর থেকে বাক্স খুলে বের করে আনলাম ঘ-র পাজামা, পাঞ্জাবি। তুমি ছুঁলে না।—"ছিঃ। আমি পরবো ওর জামা?"—আমি কিছুই বলতে পারলাম না। তোমার এই অযথা পাগলামি, এই শুচিবাই আমি বুঝি না। গামছা এনে চুল মুছে দিলাম—তুমি শান্ত হয়ে আমার হাতে আত্মসমর্পণ করলে, আস্তে আস্তে বুকের ওপর হেলিয়ে দিলে মাথাটা। আমি সংযত রাখলাম নিজেকে প্রাণপণে—যদিও ইচ্ছে করছিল—যাই ইচ্ছে করুক না কেন, ট্রেনিংপ্রাপ্ত নার্সের মতো আমি নিজেকে সুদূর রেখে তোমার চুল শুকিয়ে দিলাম, জানতে দিলাম না ওই মুহূর্তে তুমিই ছিলে সম্রাট। রুমালে চশমার কাচ মুছতে মুছতে তুমি চোখ তুললে, অবুঝ শিশুর চোখ—যা ওই কাঁচাপাকা পরচুলোর নিচে বড়ই বেমানান।—আমি চায়ের জল বসাতে ভেতরে গেলাম, নাকি চোখের জল মুছতে? বাইরে-ভেতরে সমানভাবে তখন ঝড়ের মাতামাতি। ওই ঝড়ের সন্ধ্যায় খ-ও এসেছিল। জল জমে যানবাহন তখন বন্ধ—সে এল হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট জলকাদায়

মাখামাখি কবে—ভবানীপুর পর্যন্ত হেঁটে তিন মাইল পথ। এসে লাজুকভাবে শুধু বলল—"চলে এলাম!"—আমাব মাযা হচ্ছিল ওব প্যান্টের অবস্থা দেখে—মুখে আর কী বলবো। "কফি খাবে?"—"খেতে পারি।" খ তো কিছুই করে না, কেবল চেয়ে থাকে। আব এই চোবা চাউনিব জোবটাও খুব কম নয। আমি জানি, একদিন না একদিন হয়তো ওব কাছেই আমাকে ঠাঁই নিতে হবে। ওই কেবল আমাকে ঘব দিতে পাবে, শিশু দিতে পাবে। ওব ধৈর্য দেখে আমাব মাযা হয, শ্রদ্ধা হয। কিন্তু প্রণয আসে না।

ঙ সেদিন আসেনি। ওব ঠাণ্ডা লেগে জ্বব হযেছিল। শুযে শুযে একটা দীর্ঘ চিঠি লিখেছিল আমাকে। দু'দিন পবে ডাকে এসেছিল সেই চিঠি। ঙ পাগল নয, সে কবি। যথাসাধ্য সংহত, সংযত, মার্জিত, কাব্যিক ভাষায, নানা বসিকতা, নানা নৈর্ব্যক্তিক আলোচনাব ফাঁকে মূলভাব—'বৃষ্টিতে তোমাব জন্য একা লাগছে—' তার বলাব কথা ছিল এইটুকুই। কিছু চাযনি। সে যে চায প্রাণটাই। হয সর্বস্ব, নতুবা কিছুই নয, এই হলো তাব বাজি। একটু সুদূব, একটু বিধুব আমাব ঙ। বড়ো একলা। তাব কৈশোব-যৌবনেব পীড়িত সন্ধিস্থলে আমি বোধহয জবা-বাক্ষসীব মতো জোড়া দেওযাব কাজ কবছি।

আব ঘ? ঘ-এব কথা ভাবতেও আমাব বুক কাঁপে। ঘ-এব কখনো মনে পড়ে কি আমাকে? একটা সময ছিল যখন আমবা এমনি বৃষ্টি পড়লে দুজনে মিলে খালি পাযে পথে বেরুতাম। কেবল জল ভাঙবো বলেই। মফঃস্বল শহব থেকে পালিযে দুজনে চলে এলাম কলকাতায—ঘ একটা কাপড়েব দোকানে কাজ পেযে গেল। চেতলাব সেই টিনেব চালেব ঘবে যখন বৃষ্টি পড়তো—সাবা বাত তাব বাজনা শুনতাম, যেন অপ্সবীদেব ঘুঙুব বাজতো ছাদে—আমবা ঘবে বসে তেলমুড়ি খেতাম আব ঘন ঘন চা, আব জড়াজড়ি, হুড়োহুড়ি ফুবোতে চাইত না। দেশে ওব মা বলতেন এমনি একটা বাদলা-দিনে আষাঢ় মাসে ঘ-ব জন্ম। আঁতুড় ঘবে নাকি প্রদীপ নিবে গিযেছিলো ঝোড়ো হাওযাব ঝাপ্টায, আব সঙ্গে সঙ্গে ট্যাঁ শব্দে ঘ এক অন্ধকাব পৃথিবীব বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিযে সকলকে চমকে দিযেছিলো। ঘ-এব মধ্যে ছিল সেই ঝোড়ো হাওযাব ঝাপটা, সেই বাতি-নেবা ঘবেব নিবিড় অন্ধকাব। —অসহ্য, উন্মত্ত সুখে কেটেছিল কযেকটা মাস—তাবপব ঘ-ব বাবা তাকে খুঁজে বেব কবে ধবে নিযে গেলেন।—আমি ফিবতে পাবিনি। আব ফিবতে পাবিনি পিসিমাব আশ্রযে। শুনতে পাই ঘ এখন মস্ত অফিসাব হযেছে। তাব শীতাতপ নিযন্ত্রিত কক্ষে বৃষ্টিব ঝমঝমানি পৌঁছয না। টিনেব চালেব ওপব মেনকা-বম্ভাব নূপুব নিক্কণ সে আব শুনতে পায না। তাব কানে এখন কেবল হিম-যন্ত্রেব গোঙানি, কাৎবানি। ঘ, তুমি এখন কী কবছো? তুমি কি এখন বৌযেব কোলে মাথা বেখে সেই কথাগুলো বলছো, যা আমাব এখনও কণ্ঠস্থ? সেই আদবগুলো পেযে তোমাব বৌ কি এখন গদগদ হচ্ছে, আমাকে যা ঘরছাড়া কবে এনেছিল, কলকাতাব অজানা ভিড়েব মধ্যে

ছুঁড়ে দিয়েছিল? তুমি এখন কী করছো গো? এই ঝড়ে, এই বৃষ্টিতে? আমার যে মন-কেমন কবছে। আমার যে ঝড়-বৃষ্টিতে কান্না পায়, সোনা. আমাব সোনা, আমার মণি!

আজ সেইবকম বর্ষা। আজ আমি কাঁদছি—ঘ-এর সঙ্গে হারিযে যাওযা আমাব প্রথম যৌবনের জন্যে কাঁদছি। তোমার জন্যও কাঁদছি। তোমাকে যা দিতে পারিনি, তাব জন্য কাঁদছি। কাঁদছি গ-এব জন্য—ইচ্ছে করছে, ফোন বেজে উঠুক—ওপাশ থেকে শুনতে পাই—"কী কবছিলে সোনা? নিশ্চয় আমাব কথা ভাবছিলে না? দেখি, চিবুকটা তোলো তো, দেখি কাব কথা ভাবছো?" ইচ্ছে কবছে ডাকবাক্স খুলে ঙ-ব একটা বাদামী খাম পাই—"তোমার জন্য একা লাগছে"—ইচ্ছে কবছে খ এসে চুপচাপ তাকিযে থাকুক—তাব সেই প্রায বমণীসুলভ প্রতীক্ষাব চোখে। খ-ব শান্ত চাহনি আমাব মনে বল দেয়. ঙ-ব চিঠির শিল্প আমাব শিবায শিবায় আগুন ধবায়, গ-এব দৃপ্ত আত্মবিশ্বাস. তাব চতুবালি বোমে রোমে শিবশিবিযে খেলে বেড়ায, তোমাব উচ্ছ্বাস, তোমাব লক্ষ্মীছাডা হিসেবছাডা আবেগ আমার চোখে জল আনে,—আব ঘ-এর সেই স্পর্শ, ওব হাতে যেন তাব বাঁধা, যন্তরের মতো শত তাবে সুরেলা বেজে উঠতো আমাব অণু পরমাণু, ঘ-এর সেই মাতাল-করা ছোঁওযা আমাকে স্মৃতিতে পাগল কবে দেয়, খ-বেচাবীব এসব কিছুই নেই, তাব আছে শুধু দুর্বলেব প্রধান অস্ত্র, বলহীনতাব বল। কিন্তু বলহীনেব তো আত্মায অধিকার নেই! সে পেতে পাবে স্বপ্ন। সে পেতে পাবে শুধু দু'একটি খণ্ড মুহূর্তই। কিন্তু চিরকালের উপব অধিকার বর্তায় না বলহীনেব। আমাব আত্মার পূর্ণ অধিকাব, আমার চিবকাল, আমি তাই দিযে দিয়েছি যীশুকে—যীশুই একমাত্র বলীয়ান পুরুষ, যীশুই প্রকৃত শক্তিমান, আমি কেবল তাঁবই।

কিন্তু তোমবা আমাব নিযত সঙ্গী, আমার স্বপ্নে, আমাব স্মৃতিতে, আমাব ইচ্ছায তোমাদেব নিত্য বাজত্ব—এমনি বর্ষা হলে মনে হয ঙ-র ঝাঁকডা চুলে ভরা মাথাটা টেনে নিই বুকেব মধ্যে, ইচ্ছে করে গ-এব সব ছিঁচকে চুবিকে আজ লাইসেন্স দিযে দিই, ইচ্ছে কবে তোমাব তৃষ্ণার্ত, লোভী ঠোঁটেব মধ্যে উষ্ণ পানীয় হযে গলে যাই, ইচ্ছে করে খ-এব ভীরু হাতটা পাখিব মতো আশ্রয নিক আমাব আবৃত শবীবেব কোথাও, মনে হয ঘ-এব ভাবি ওজনেব তলায পিষে যাক আমাব সর্বস্ব. আব টিনেব ছাদে নূপুব বাজুক..নূপুব বাজুক, অনন্তকাল... এ ভালোবাসায পাপ নেই, শুধুই পুণ্য... শুধু পুণ্যস্নান। আমাব শরীর আমি তুলে রেখেছি, এবং আমাব আত্মাও, পবিত্র যীশুব সম্পত্তি তারা, আমি আছি মাত্র প্রহরায়।

সকালে এই এক ঘণ্টা আমাদের নানারি-তে কেউ কথা বলে না। এটা সন্ন্যাসিনীদের মৌন ধ্যানের সময়। ওই যে ঘণ্টা পড়ছে, মঠেব মেডিটেশন আওয়াব শেষ। এবার যাবো গির্জেতে, এখন মন্দিব বসবে। এখন উপাসনা। এখন যীশুর কাছে যাওয়া। এই লগ্ন যীশুর লগ্ন। Husband, I come, I am fire and air/the

baser elements I give to baser life... হে প্রভু, হে পরমপতি, হে পরমাগতি। আমি তোমারই, কেবল তোমারই!

এই একান্ত শরণাপন্ন, নিতান্ত অবলা প্রাণীর পাপতাপ তুমি হরণ করো প্রভু। বিভ্রান্তি ও বিনষ্টি থেকে আমার আত্মাকে তুমি রক্ষা করো প্রভু। তোমার পবিত্র প্রণয়ের আকাঙ্ক্ষায় আমি পিপাসার্ত, আমায় তোমার কৃপাদৃষ্টির প্রাণজল দাও! এই শরণাগত এই দীনার্তের প্রতি প্রসন্ন হও। প্রভু, প্রসীদ, প্রসীদ, প্রসীদ।